মহিলা-মহিমা।

ঐতিহাসিক নবন্যাস।

শ্রীবিনোদবিহারী রায় প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কবিরাজ শ্রীরসিকলাল গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১০৩।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা।

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত।

২১ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট—লালবাজার।

সন ১৩০০ সাল।

উৎসর্গ।
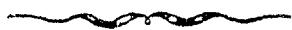
প্রিয় কালীচরণ,

ভ্রাতঃ,—

"মহিলা মহিমা" ছাপাইতে তুমি আমাকে বার বার অনুরোধ কর, আমি সেই অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া "মহিলা-মহিমাকে" অদ্য সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। "মহিলা-মহিমা" যে সাধারণের চিত্তরঞ্জন করিতে সক্ষম হইবে, এরূপ আশা করি না,—"মহিলা-মহিমা" যে গ্রন্থকারকে অর্থ বিষয়ে সাহায্য করিবে, সেরূপও আশা করি না, কিন্তু "মহিলা মহিমা" যে তোমার চিত্ত-রঞ্জন করিয়াছে,—তোমার আদরের ধন হইয়াছে, দেখিয়া যার-পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম।

তোমার স্নেহের দাদা

শ্রীবিনোদবিহারী রায়

মহিলা-মহিমা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপর্য্যুপরি বিপদ।

১৫৮০ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে আমাদের নবন্যাস আরম্ভ হইল।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী সোমপুর গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা ব্যতীত সংসারে আর কেহই ছিল না। ব্রাহ্মণী নয় বৎসর হইল লোকান্তর গমন করিয়াছেন। কন্যার বয়স ১৭ বৎসর। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় বিধবা হইয়াছিল, পিতার মুখে এরূপ শুনিত। বিবাহের কথা তাহার কিছুই মনে ছিল না।

ব্রাহ্মণের নাম গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কন্যার নাম সুহাসিনী। গোবিন্দের দুই খানি মাত্র ঘর ছিল। একটীতে কন্যা ও নিজে শয়ন করিতেন, অপরটীতে রন্ধনাদি কার্য্য হইত। গৃহের আসবাবের মধ্যে দুই খানি চৌকি ও তদুপযুক্ত সামান্য বিছানা এবং দুই চারিটী আবশ্যকীয় সামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

গোবিন্দ যদিও দরিদ্র ছিলেন, সময়ে সময়ে যদিও অর্থাভাবে যার পর নাই কষ্ট পাইতেন, কিন্তু কন্যার মুখ দেখিলেই তাঁহার সকল ক্লেশ দূর হইত। কন্যাকে তিনি স্বীয় প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিতেন।

রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। সুহাসিনী ও গোবিন্দলাল আপন আপন শয্যায় নিদ্রা যাইতেছেন। এমত সময়ে দ্বারে করাঘাত হইল। আঘাত শুনিয়া প্রথমে সুহাসিনীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এত রাত্রে কে দ্বারে আঘাত করিতেছে? বোধ হয় চোর হইবে স্থির করিয়া পিতাকে জাগাইল এবং মৃদুস্বরে বলিল, "বাবা! শীঘ্র উঠুন, বোধ হয় চোর আসিয়াছে!"

"মা, আমার তো টাকা কড়ি কিছুই নাই। আমার বাটীতে চুরি হইবে কেন? গোবিন্দলাল এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

"দরজা খুলিয়া দাও" বাহির হইতে চীৎকার করিয়া কোন ব্যক্তি বলিল।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

উত্তর হইল, "সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই। দরজা খুলিয়া দিবে কি না?"

শুনিয়া গোবিন্দের ভয় হইল, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দরজা খুলিয়া না দিলে তুমি কি করিবে?"

উত্তর হইল, "ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

গোবিন্দ কাঁদিতে লাগিলেন, ভাবিলেন "এই বার বোধ হয় কন্যারত্নকে হারাইতে হইল।"

দ্বার ভাঙ্গিয়া ১০।১২ জন লোক ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহারা ধনাকাঙ্ক্ষী ছিল না, আর গোবিন্দের এমনই বা কি বহুমূল্য সামগ্রী আছে যে লইবে। কিন্তু তাহারা তাঁহার যে রত্ন লইয়া গেল, তাহা হীরা মুক্তা ও মণি মাণিক্য অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান, তাহা ব্রাহ্মণের প্রাণসম প্রিয়তম একমাত্র কন্যা।

ব্রাহ্মণ কন্যার পরিণাম কি হইবে ভাবিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

গোলমাল শুনিয়া একটী স্ত্রীলোক গোবিন্দের বাটীতে আসিল। স্ত্রীলোকটীর বয়স ৩৮ কি ৪০ বৎসর, নাম মোহিনী। মোহিনীকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ আরও কাঁদিতে লাগিলেন।

"কাঁদিতেছ কেন? কিসের গোলমাল হইতেছিল? সুহাসিনী কোথায়?" মোহিনী গোবিন্দকে এই কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিল।

গোবিন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আর কি সুহাসিনীকে দেখিতে পাইব? দুষ্ট লোকে, তাহাকে এই মাত্র আমার নিকট হইতে হরণ করিয়াছে।"

শুনিয়া মোহিনী যারপর নাই বিস্মিত ও দুঃখিত হইল। গোবিন্দের সঙ্গে কান্নায় যোগ দিল। মোহিনী গোবিন্দলালকে গ্রাম সম্পর্কে দাদা বলিয়া ডাকিত।

ক্ষণকাল মোহিনী নীরব ক্রন্দনের পর বলিল, "এই কাণ্ড হইবে, আমি পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার বাটীতে যে এই সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

গোবিন্দ বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ইহার কি জান?"

মোহিনী বলিতে লাগিল, "কাল সন্ধ্যার সময়, আট দশ জন লোক, আমার ঘরের পিছনে বসিয়া, চুপি চুপি কথা কহিতে ছিল। আমি সকল কথা শুনিতে পাই নাই, দুই চারিটী শুনিয়াছিলাম মাত্র। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, 'একটা ছুঁড়ি বৈতো নয়, আমি অনায়াসেই তাহাকে লইয়া যাইতে পারিব। আর একজন বলিল, 'যদি চীৎকার করে' উত্তর হইল, 'মুখ টিপিয়া থাকিলেই যথেষ্ট হইবে।' আর একজন বলিল, 'এই সুযোগে বড় বাবুর নিকট হইতে কিছু টাকা লইতে হইবে।' আর একজন বলিল, 'যখন আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া, এই কর্ম্মের ভার দিয়াছেন; তখন আমরা অবশ্যই তাহা সম্পন্ন করিব।'

গোবিন্দ আরও বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর! তারপর!"

মোহিনী। আর একজন বলিল, "কালই করা ভাল, বিলম্ব হইলে, গোল হইতে পারে"। আর যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা শুনিতে পাই নাই।

গোবিন্দ। তুমি তাহাদের মধ্যে কাহাকেও চেন কি?

মোহিনী। অন্ধকারে কাহাকেও দেখিতে পাই নাই, কথা শুনিয়াছিলাম মাত্র।

গোবিন্দ। তুমি যে 'বড় বাবুর' নাম শুনিয়াছিলে, তিনি কে? বুঝিতে পারিতেছ কি?

মোহিনী। লোকে আমাদের জমীদার পুত্র শরৎকুমারকেই তো 'বড় বাবু' বলিয়া থাকে।

গোবিন্দ। শরৎ বাবু যে এই ঘৃণিত কার্য্য করিবেন, আমার তো বিশ্বাস হয় না। তিনি অতি সৎ, ধর্ম্মেতেও মতি আছে, তবে বলা যায় না যুবাপুরুষ, রক্ত গরম।

মোহিনী। আমার তো বিশ্বাস হয় না যে তিনি এই ব্যাপারে লিপ্ত আছেন। গৃহস্থের মেয়েরা যখন তাঁহাদের বাগানের পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়, তখন যদি কোন কারণে, তিনি তথায় উপস্থিত থাকেন; তাহা

হইলে ঘাড় নীচু করিয়া সেখান হইতে অন্য দিকে চলিয়া যান; কাহারও মুখের দিকে তাকান না।

গোবিন্দ। তবে বড় বাবুটী কে?

দুইজনে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমত সময়ে আবার দশজন অস্ত্র-ধারী পুরুষ, জলন্ত মশাল হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে এক জন উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "সুহাসিনী কোথা? দেখাইয়া দাও? আমরা তাহাকে লইতে আসিয়াছি?"

শুনিয়া গোবিন্দ অবাক হইলেন। ভয়ে সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, ভাবিলেন "এ আবার কি নূতন বিপদ উপস্থিত হইল।" সহসা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না।

গোবিন্দকে নিরুত্তর দেখিয়া, সে ব্যক্তি তাঁহাকে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দেখাইয়া, ভীষণ স্বরে আবার বলিল, "শীঘ্র দেখাইয়া দাও! নচেৎ এই ছুরিকা দ্বারা তোমার দেহ খণ্ড খণ্ড করিব।"

গোবিন্দ একে কন্যার বিরহে কাতর, তাহার উপর এই নূতন বিপদ উপস্থিত হওয়াতে, যার পর নাই শঙ্কান্বিত হইলেন এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, কন্যার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, আগন্তুকদিগকে বর্ণন করিলেন।

গোবিন্দের কথায় তাহাদিগের অবিশ্বাস হইল। তাহারা ব্রাহ্মণের দুইখানি ঘর ভালরূপে দেখিতে লাগিল, অবশেষে সুহাসিনীকে না পাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অস্ত্রধারী পুরুষদিগের বেশভূষা দেখিলে, দস্যু ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না। তাহারা ব্রাহ্মণের বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, একটী অরণ্য মধ্যস্থিত পথ দিয়া, দ্রুত বেগে গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে, তাহারা অরণ্য মধ্যে একটী আলো জ্বলিতেছে দেখিতে পাইল। দেখিয়া দস্যুগণ আপনাদের হস্তস্থিত প্রজ্জলিত মশাল নির্ব্বাণ করিল, সকলে সেই আলো লক্ষ্য করিয়া, অতি সতর্কতার সহিত এত ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল যে, তাহাদের পদশব্দ পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল না। ক্রমে ক্রমে তাহারা সেই আলোকের নিকটে আসিয়া দেখিল যে, একটী শিব মন্দিরের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে, তন্মধ্য দিয়া ঐ আলো বাহির হইতেছে। দস্যুদিগের মধ্যে একজন, মন্দিরাভ্যন্তরে

এত রাত্রে কোন্ ব্যক্তি রহিয়াছে, জানিবার জন্য, দ্বারের পার্শ্বে অতি সাবধানে উপস্থিত হইল এবং শুনিতে পাইল, কোন ব্যক্তি বলিতেছে 'আমি তোমার জন্য কত সহ্য করিয়াছি! তাহা একমুখে বর্ণন করিতে পারি না;—তোমাকে পাইবার জন্য, অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া, অবশেষে তোমাকে লোক দ্বারা হরণ করিয়াছি, সুহাসিনী! তুমি কি—'

দস্যু সুহাসিনীর নাম শ্রবণ মাত্রেই উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীদিগকে বলিল, "সুহাসিনী এই মন্দিরে আছেন।"

তন্মুহূর্ত্তে সকলে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মধ্যস্থলে একটী শিবমূর্ত্তি স্থাপিত; তাহার এক পার্শ্বে একটী ভদ্রবংশীয় যুবক ও অপর পার্শ্বে সুহাসিনী বসিয়া রহিয়াছেন।

এক জন দস্যু যুবককে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি জন্য সুহাসিনীকে ধৃত করিয়া আনিয়াছেন?"

যুবক হঠাৎ এই সকল অস্ত্রধারী পুরুষদিগকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

এই যুবকের নামই শরৎকুমার, ইনিই সোমপুরের প্রসিদ্ধ জমীদার, মাধবচন্দ্র রায়ের একমাত্র পুত্র। ইহাঁর দ্বারাই সুহাসিনী অপহৃত হইয়াছে।

যুবককে নিরুত্তর দেখিয়া দস্যু বলিল, "শুনিলাম আপনি সুহাসিনীকে তাঁহার পিতৃ গৃহ হইতে, লোক দ্বারা হরণ করিয়া আনিয়াছেন; আমরা সুহাসিনীকে আমাদের প্রভু বিজয়নলালের নিকট লইয়া যাইব, সেই সঙ্গে আপনাকেও যাইতে হইবে—যদি যাইতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব।"

বিজয়নলালের নাম শুনিবামাত্র, শরৎকুমার চমকাইয়া উঠিলেন। বিজয়নলাল এক জন বিখ্যাত দস্যু। তাহার নামে সকলেই কম্পিত হইত। তাহার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই ছিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে শরৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এই অবলাকে লইয়া কি করিবে?"

দস্যু উত্তর করিল, "আমাদের প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে সমুদায় শুনিতে পাইবেন, এক্ষণে আপনারা আমাদের সহিত চলুন।"

শরৎকুমার যদিও বলবান এবং সাহসী পুরুষ ছিলেন, তথাপি একাকী দশ জন অস্ত্রধারী পুরুষকে কিছুতেই পরাভব করিতে সক্ষম হইবেন না, স্থির করিলেন। বিশেষত তাঁহার নিকট কোন অস্ত্র নাই, সুতরাং তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন না। অগত্যা নিরুপায় হইয়া, তাহাদের সহিত যাইতে বাধ্য হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দস্যুপতি।

দস্যুগণ, শরৎকুমার ও সুহাসিনীকে কোন পুরাতন দুর্গের একটী কক্ষে অবস্থান করাইয়াছে। সেই কক্ষে নানাবিধ আসবাব রহিয়াছে, তাহাদের দশা দেখিলে বোধ হয়, অনেক দিন হইতে ব্যবহৃত হয় নাই। তাঁহাদের উপস্থিত ব্যবহারের জন্য, কতক পরিমাণে পরিষ্কার করা হইয়াছে। গৃহের চতুর্দ্দিক নানাবিধ ছবির দ্বারা আবৃত। ছবিগুলি ধূলায় পরিপূর্ণ, কিসের ছবি দেখা যাইতেছে না। গৃহের মধ্যস্থলে একটী গোলাকৃতি মেজ, তাহার চতুষ্পার্শে চৌকি স্থাপিত রহিয়াছে। ঘরটী দীর্ঘে একুশ কিম্বা বাইশ হাত, প্রস্থে নয় কিম্বা দশ হাত। দুই ধারে দুইখানি খাট রহিয়াছে। একখানিতে সুহাসিনী ও অপর খানিতে শরৎকুমার গণ্ডে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বসিয়া রহিয়াছেন।

কিছুকাল পরে, একটী যুবক সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সেই যুবক ডাকাইতদিগের সর্দ্দার, নাম বিজয়ন লাস। গৃহে প্রবেশ করিয়া এক খানি চৌকিতে উপবেশন করিল। তখন বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

দস্যুপতিকে দেখিয়া, শরৎকুমারের মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল; কিন্তু কি করিবেন, ক্ষমতা নাই, এক্ষণে তিনি দস্যু হস্তে পতিত রহিয়াছেন। যদিও তিনি বলহীন, কিন্তু তাঁহার মনের বল এখনও হ্রাস হয় নাই, পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়াছে। গর্ব্বিত বচনে বলিলেন, "কি জন্য তুমি আমাকে এবং এই রমণী রত্নকে এখানে আনিয়াছ?"

দস্যুপতি শরৎকুমারের প্রশ্নের উত্তর দিল না, গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিল।

সেই অবকাশে, সুহাসিনী বিজয়ন লালের অবয়ব দেখিতে লাগিল। দেখিল, দস্যুপতির বয়ঃক্রম ২৫ কিম্বা ২৬ বৎসর হইবে। বিশাল বক্ষ, আজানুলম্বিত হস্ত, অন্যান্য গঠন সুগঠিত, রং গৌর বর্ণ। তাহাকে দেখিলে একজন দস্যু বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। তাহার আকার ও পরিচ্ছদে প্রতীয়মান হয় যে, সে একজন ভদ্র বংশীয় বীর পুরুষ, কিম্বা একজন সেনাপতি। বিজয়ন লালের আকৃতি যদি তাহার প্রকৃতির সমতুল্য হয়, তাহা হইলে 'দস্যু' এই যে বাক্যটী তাহার উপর অন্যায় নিক্ষেপ করা হইয়াছে। মনুষ্যের মন কে বলিতে পারে? হয়তো একজন বলশালী ভূপতি, তিনি দস্যু অপেক্ষাও অধিকতর ঘৃণিত কর্ম্ম করিতে, আপনাকে নিন্দিত কিম্বা দুষিত বিবেচনা করেন না—আবার হয় তো একজন দস্যু, সেও কোন অধর্ম্মাচরণ করিতে মনে মনে ভীত হয়। বিজয়ন লাল কিরূপ প্রকৃতির লোক ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে।

কিছুকাল পরে বিজয়ন লাল গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "আপনিই বা কি জন্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাকে হরণ করিয়াছেন?"

শুনিয়া সুহাসিনী স্তম্ভিত হইল। দুই চক্ষু দিয়া অনবরত অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল।

শরৎকুমার দস্যুর প্রমুখাৎ ঐ কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন, ক্ষণকাল পরে উত্তর করিলেন, "সত্য বটে আমি এই ব্রাহ্মণ কন্যাকে হরণ করিয়াছি, কিন্তু তুমি তাহা কিরূপে জানিলে?"

বিজয়ন লাল হাসিয়া উত্তর করিল, "আমি কিরূপে জানিলাম? একথা জিজ্ঞাসা করা আপনার বালকের ন্যায় প্রশ্ন করা হইয়াছে—আমি বাস্তবিক ইহার রহস্য জানিলেও বলিব, যে জনরব আমাকে বলিয়াছে, প্রসিদ্ধ জমীদার মাধব চন্দ্রের পুত্র, শরৎ চন্দ্রের দ্বারা, কোন গরীব ব্রাহ্মণের একটী রূপবতী কন্যা অপহৃতা হইয়াছে।" ক্ষণেক নীরবের পর দস্যুপতি আবার বলিল, "শরৎকুমার! আমি একজন দস্যু, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মই জীব বিনাশ, জীব অপহরণ—কিন্তু আপনি একজন জমীদার, আপনার পক্ষে ঐরূপ কার্য্য করা কি পাপ নয়?"

দস্যুর কথায় শরৎকুমারের প্রতীয়মান হইল যে, অর্থের লোভে সে তাঁহাদিগকে এই দুর্গ মধ্যে বন্দী ভাবে রাখিয়াছে। তাঁহাদের অভিভাবক-দিগের নিকট হইতে যথেষ্ট মুদ্রা পাইলে, তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিবে।

শরৎকুমার উত্তর করিলেন "আমি যে এই নারী রত্নকে কি মানসে হরণ করিয়াছি, তাহা যদি শুন, তাহা হইলে তুমি আমাকে সাধুবাদ না দিয়া—"

"আমিও যে কি মানসে আপনাদিগকে এই দুর্গে বন্দী রূপে রাখিয়াছি, তাহা শুনিলে, আপনিও আমাকে সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।" শরৎকুমারের কথায় বাধা দিয়া বিজয়ন লাল এই কয়েকটী কথা বলিল।

উপরিউক্ত কথা বার্ত্তা শুনিয়া সুহাসিনী একেবারে আশ্চর্য্যান্বিতা হইল। তাহার মনে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। জমীদার পুত্র শরৎকুমার বলিলেন, তিনি যে জন্য তাহাকে হরণ করিয়াছেন, তাহা দস্যুপতি শুনিলে সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারিবে না—ইহার অর্থ কি? সুহাসিনী একজন বিধবা! বিধবা রমণীকে হরণ করিলে, সুখ্যাতি হওয়া দূরে থাকুক; অখ্যাতির সীমা থাকে না। শরৎ-কুমার দেব মন্দিরে আরও তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমার জন্য কত সহ্য করিয়াছি, তাহা এক মুখে বর্ণন করিতে পারি না; তোমাকে পাইবার অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া, অবশেষে তোমাকে লোক দ্বারা হরণ করিয়াছি।' ইহার অর্থ কি? সুহাসিনী মন মধ্যে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল।

এদিকে শরৎকুমারের মনে আর এক ভাবের উদয় হইয়াছে। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন যে, দস্যুপতি যে জন্য তাঁহাদিগকে এখানে আনিয়াছে, তাহা শুনিলে, সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না, ইহার মর্ম্ম কি? বিজয়ন লাল তাঁহাদের প্রতি কি এমন ব্যবহার করিবেন যে তাহা সুখ্যাতির যোগ্য। আবার ভাবিলেন, তিনি পূর্ব্বে বিজয়ন লালের কথা অনেক বার শুনিয়াছেন, তাহার চরিত্রের অনেক অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়াছেন। সে ধনীর লুণ্ঠন করে এবং সেই ধন দরিদ্রদিগকে বিতরণ করে, তাহার প্রতিষ্ঠিত দুই চারিটী অতিথি-শালা আছে। জনরব আছে যে, সেই সকল অতিথি-শালায় দস্যুদিগের দ্বারা অনেক অনেক পথশ্রান্ত পথিক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, কিন্তু

শরৎকুমারের জীবনে আপন চক্ষে উহা দেখেন নাই, তবে লোক মুখে শুনিয়াছেন মাত্র। তবে কি জনরব একেবারে মিথ্যা! তবে কি ঐ সকল সৎকর্ম্মের দ্বারা দস্যুপতি আপন বদান্যতার পরিচয় দিয়া থাকে!

শরৎকুমারকে নিস্তব্ধ দেখিয়া বিজয়ন লাল আবার বলিল, "আপনি যে জন্য, এই রমণীরত্নকে আপন হস্তে কৌশলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি।"

শরৎকুমার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "যাহাতে এই নারীরত্ন, দুঃসহ বৈধব্য-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া, সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করেন, আমি সে জন্যই ইঁহাকে হরণ করিয়াছিলাম—আমার অন্যরূপ কুভাব নাই—তবে যদি তুমি অন্যরূপ শুনিয়া থাক বলিতে পারি না।"

উভয়ে ঐরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছে, এমত সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া বিজয়ন লালকে বলিল, "মহাশয়! বাবু যোগেন্দ্রলাল আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন।"

যোগেন্দ্রলাল, বিজয়ন লালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

শুনিবামাত্র বিজয়ন লাল তথা হইতে প্রস্থান করিল। ভৃত্যও তদনুসরণ করিল।

গৃহে দুই জন ব্যতীত আর কেহ নাই. দেখিয়া, সুহাসিনী মনের বেগ আর সম্বরণ করিতে পারিল না, মধুরস্বরে শরৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল,

"কি জন্য আপনি আমাকে হরণ করিয়াছিলেন, বলুন! শীঘ্র বলুন! এই হতভাগিনীকে, আর রহস্য সাগরে নিক্ষিপ্ত রাখিবেন না।"

"বলিতেছি শুন" শরৎকুমার উত্তর করিলেন, "বলিতেছি শুন—তুমি যখন কক্ষে কলস লইয়া, আমাদের উদ্যানের পুষ্করিণীতে জল আনিতে যাইতে; আমি তোমার রূপ দেখিয়া মোহিত হই।"

সুহাসিনী শিহরিয়া উঠিল।

শরৎকুমার বলিতে লাগিলেন, "লোক মুখে শুনিলাম তুমি বিধবা, কি করিয়া তোমাকে আমার গৃহলক্ষ্মী করি, এই ভাবনা আমার দিন দিন বলবতী হইতে লাগিল। আমার এখনও বিবাহ হয় নাই, তাহা বোধ হয় তুমি জান। আমি তোমাকে বিশুদ্ধ চক্ষে দেখিয়াছিলাম, কোন কু অভিপ্রায় ছিল না। ছলে, বলে

কিম্বা কৌশলে, স্বায় পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া, অবশেষে দূরে নিক্ষেপ করা, সে মতলব ছিল না। আমার ইচ্ছা হইল, তোমাকে আমার সহধর্ম্মিণী করি। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম; আমি ও কি আশা করিতেছি। তোমার এক বার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কি করিয়া আবার বিবাহ করিব ? ইহা অসম্ভব! কখনই হইতে পারে না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, নৈরাশ সাগরে নিমগ্ন হইতাম। কখনও স্বপ্নে দেখিতাম, যে তোমার পিতা আমার পিতার নিকট আসিয়া, তোমার বৈধব্য যন্ত্রণার বিষয়, নিতান্ত দুঃখের সহিত ব্যক্ত করিতেছেন। তাহা শুনিয়া আমার পিতা তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন, কেন আপনি ভাবিতেছেন? আমার পুত্র শরৎকুমারের সহিত আপনার বিধবা কন্যার বিবাহ দিব। ক্ষণেকের জন্য আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইতাম, আর অমনই নিদ্রা ভঙ্গ হইত। অবশেষে, তোমার প্রেমে এরূপ মুগ্ধ হইলাম যে, আহারে, শয়নে, স্বপনে, সকল সময়েই, তোমার প্রেম-পূর্ণ বদনখানি দর্শন করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর, আমি তোমাকে বিধবা মতে বিবাহ করিতে মনস্থ করিলাম—কিন্তু কি করিয়া উহা কার্য্যে পরিণত করি, সেই বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। অবশেষে লজ্জাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া মাতাকে বলিলাম। তিনি প্রথমে শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু আমার অতিশয় আগ্রহ দেখিয়া, অগত্যা স্বীকার করিলেন।" বলিতে বলিতে শরৎকুমার ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইলেন।

সুহাসিনীর মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। আশা কাহাকে বলে জন্মাবধি জানিত না। চিরকাল দুঃখে কাল যাপন করিয়াছে। আশার কণা মাত্র, এক্ষণে তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল, মনে মনে ভাবিল, "এমন দিনও কি আসিবে, যে জমীদার পুত্রের ঘরণী হইব!"

শরৎকুমার বলিতে লাগিলেন, "মাতা স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু পিতা শুনিলে রক্ষা রাখিবেন না। তিনি পরম হিন্দু, বিধবা বিবাহে কখনই মত দিবেন না। পিতাকে প্রকাশ্য বলিলে, তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইবেন; হয়তো, বাটী হইতে দূর করিয়া দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু এ সকল ভয় আমার মনে স্থান পাইল না, আমি তোমার জন্য একেবারে উন্মত্ত

হইলাম। তোমাকে কিরূপে হস্তগত করিব, এই বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। অবশেষে, কয়েকজন বিশ্বাসী ভৃত্যের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাহাদের দ্বারা তোমাকে, তোমার পিতৃ গৃহ হইতে বল পূর্ব্বক, সেই শিব মন্দিরে লইয়া গিয়াছিলাম।'

এই সময়ে, দস্যুপতি গৃহ মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করাতে, শরৎকুমারের মুখ বন্ধ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এত ব্যস্ত কেন ?

দস্যুপতি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একখানি পত্র শরৎকুমারের হস্তে দিল ও তাহা পাঠ করিতে বলিল।

শরৎকুমার মনে মনে পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, তাহা এই,—

'মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র রায় বাহাদুর
জমীদার মহাশয় সমীপেষু।

কল্য রাত্রি দুই প্রহরের পর, কোন অরণ্যস্থিত একটী শিব মন্দির হইতে, আমার অনুচরেরা, একটী বিধবা কন্যা ও আপনার এক মাত্র পুত্র, শ্রীমান শরৎকুমারকে বল পূর্ব্বক ধৃত করিয়া কোন দুর্গে বন্দীভাবে রাখিয়াছে। এরূপ মনে করিবেন না, যে দস্যুগণ অর্থ লোভে এই কার্য্য করিয়াছে। আপনি যদি সেই বিধবা কন্যার সহিত, আপনার পুত্রের বিবাহ দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিব। অবশ্যই ঐ কন্যা ব্রাহ্মণ কন্যা এবং সদ্বংশ-জাত। তাহার রূপের বিষয়, আর কি বর্ণন করিব; অনেক রাজা কিম্বা জমীদারের গৃহে সেরূপ রূপবতী কন্যা আছে কিনা সন্দেহ। রূপে তাঁহাকে লক্ষ্মীর সহিত তুলনা করিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি জগদীশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া লিখিতেছি যে, এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলে, আপনি কোন মতে মর্য্যাদাহীন হইবেন না, বরঞ্চ তাহা বৃদ্ধি পাইবে। অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই। আপনি যদি আপনার পুত্রের জীবন প্রার্থনা করেন, তাহা

হইলে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। এই পত্র বাহক দ্বারা আপনার মতামত লিখিয়া পাঠাইবেন, কোন মতে অন্যথা করিবেন না, অন্যথা হইলে ফল ভোগ করাইতে ক্রটি করিব না।

আপনার চিরানুগত দাস।
বিজয়ন লাল
দস্যুপতি।

পত্র পাঠ করিয়া শরৎকুমার যারপর নাই আনন্দিত হইলেন, বলিলেন, "এখন দেখিতেছি, দস্যু হস্তে পতিত হওয়া, আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছে।"

বিজয়ন লাল, শরৎকুমারের হস্ত হইতে পত্রখানি লইয়া বলিল, "স্বামি, এই পত্র, লোক দ্বারা, আপনার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিব; তিনি কি উত্তর দেন, দুই এক দিনের মধ্যে জানিতে পারিবেন।" ক্ষণকাল নীরবের পর, আবার বলিল, "আপনাদিগকে একটী কথা বলিতেছি, মন দিয়া শুনুন; আপনারা ইচ্ছামত এই দুর্গের অন্যান্য ভাগে যাইতে পারিবেন না—আমি আপনাদের সুবিধার জন্য, একজন পরিচারককে, এই গৃহের বাহিরে রাখিব—সে আপনাদের স্নানাদি করিবার স্থান দেখাইয়া দিবে। ইহা ভিন্ন এই দুর্গের অন্য কোন স্থান যদি গোপনে দেখেন, তাহা হইলে শাস্তি পাইবেন—অধিকন্তু আমি আপনাদের জন্য যে শুভ কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা হইতেও বিরত হইব।" এই কয়েকটী কথা বলিয়া দস্যুপতি তথা হইতে প্রস্থান করিল।

বিজয়নলাল আসাতে, শরৎকুমার ও সুহাসিনীর কথোপকথনে বাধা পড়িয়াছিল। এক্ষণে দস্যুপতি গৃহ হইতে নিক্রান্ত হওয়াতে, তাঁহাদের আর কোন বাধা রহিল না। শরৎকুমার বলিলেন, "সুহাসিনী! আমি তোমার রূপে এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, তোমাকে কোন রকমে হস্তগত করিতে পারিলে, প্রত্যহ তোমার প্রেমপূর্ণ মুখখানি ইচ্ছামত দেখিতে পাইব বলিয়া, তোমাকে আপন অধিকারে আনয়ন করিয়াছিলাম। সুহাসিনী! কবে যে তোমাকে প্রেমালিঙ্গন করিব?"

শুনিয়া সুহাসিনী লজ্জাবনত মুখী হইল। গম্ভীর আকৃতি ধারণ করিল।

তাহার ঈষৎ লাল অধরদ্বয় রক্তবর্ণ হইল, সেই সঙ্গে তাহাতে অল্প অল্প হাসি আসিয়া যোগ দিল। তাহার ভ্রূযুগল ক্ষণে ক্ষণে কুঞ্চিত হইতে লাগিল, চক্ষু দিয়া এক নির্ম্মল জ্যোতি নির্গত হইতে লাগিল ; তাহাতে বোধ হইল যে, সে ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে সম্মুখস্থ সমুদায় দ্রব্যের প্রতি, বঙ্কিম নয়নে কটাক্ষপাত করিতেছে। যদি সে সময়ে শরৎকুমার ব্যতীত, আরও শত শত যুবক, তাহার সম্মুখে উপস্থিত থাকিতেন ; তাহা হইলে, প্রত্যেকেই মনে করিতেন, 'আমারই প্রতি এই যুবতী বঙ্কিম নয়নে কটাক্ষপাত করিতেছেন।'

সুহাসিনীর এই ভাব শরৎকুমারকে ঠিক্ যেন বলিয়া দিল, 'প্রেমালিঙ্গনের আর বিলম্ব কি! এই দণ্ডেই কর!' শরৎকুমার জ্ঞান হারাইলেন, সুহাসিনীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন।

সুহাসিনী শিহরিয়া উঠিল, গম্ভীর স্বরে বলিল, "শরৎকুমার বাবু! সাবধান! এখনও আমাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই, বিবাহের পূর্ব্বে আমার অঙ্গ আপনাকে স্পর্শ করিতে দিব না।"

শরৎকুমার, সুহাসিনীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে, তাহার বদন মণ্ডলের অপরূপ জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইল। স্বাভাবিক মুখশ্রী আসিয়া দেখা দিল।

সুহাসিনীর আর সে অপরূপ মূর্ত্তি নাই দেখিয়া শরৎকুমার আলিঙ্গন করিতে বিরত হইলেন। ক্ষণকাল তিনি কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে, আত্ম সংযম হইলে যারপর নাই অপ্রতিভ হইলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, "সুহাসিনী! আমি কি উন্মাদ, যে বিবাহের পূর্ব্বে তোমার কোন অনিষ্ট করিব। তবে যে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, কেবল তোমার অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া—তাহাতে আমার কোন দোষ নাই—তুমি সে সময়ে যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলে, তাহা দেখিলে আমি কোন ছার, মুনিরও মন টলিত।" ক্ষণেক নীরবের পর, শরৎকুমার আবার বলিলেন, 'সুহাস! তুমি প্রতি কথাতেই 'আপনি' 'মহাশয়' প্রভৃতি সম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতেছ, আমার সহিত ওরূপ ভাবে কথা কহা তোমার উচিত নহে, 'আপনি' ছাড়িয়া দিয়া 'তুমি' বল।"

সুহাসিনী ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিল, "আচ্ছা তাহাই হইবে।"

শরৎকুমার বলিলেন, "সুহাস! তোমায় এক কথা জিজ্ঞাসা করি—আমি তোমাকে পূর্ব্বে যেরূপ প্রেম চক্ষে দেখিয়াছিলাম, তুমিও কি সেইরূপ দেখিয়াছিলে?"

সুহাসিনী উত্তর করিল, "বিধবা স্ত্রীলোকের অপর পুরুষকে প্রেম চক্ষে দেখিবার অধিকার নাই। আমি তোমাদের উদ্যানের পুষ্করিণীতে জল আনিতে যাইলে, মধ্যে মধ্যে তোমাকে তথায় দেখিতাম, তোমায় মনে মনে ভাল বাসিতাম, তোমার মুখখানি সদা সর্ব্বদা দেখিতে ইচ্ছা হইত। সে ভালবাসা ভ্রাতাকে ভগ্নী যেরূপ ভালবাসে সেরূপ নহে, আবার স্বামীকে, স্ত্রী যেরূপ ভালবাসে, সেরূপও নহে—তাহা ঐ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী, আমি তোমাকে ভাল বাসিতাম বটে, কিন্তু প্রেম চক্ষে দেখি নাই।"

শুনিয়া শরৎকুমার হাস্য করিয়া বলিলেন, "তবে কি তুমি আমাকে এখনও প্রেম চক্ষে দেখ না?"

সুহাসিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া মুখ অবনত করিল।

এইরূপ কথাবার্ত্তা ও বিজয়নলালের সদ্ব্যবহারের কথায় তাঁহাদের সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। একজন লোক একটী আলো জ্বালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে রাত্রি কালের ভোজনের জন্য, অনৈক ব্রাহ্মণ নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করিল। তাঁহারা উভয়ে আহারীয় সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া, পুনরায় পৃথক পৃথক খাটে উপবেশন করিলেন এবং অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কথোপকথন করিয়া, আপন আপন শয্যায় শয়ন করিলেন।

পিতার নিকট তাঁহাদের বিবাহের জন্য, বিজয়নলালের দ্বারা যে লোক প্রেরিত হইয়াছে; সে কথা শরৎকুমার সুহাসিনীকে বলিতে ভুলেন নাই।

উভয়ে বিজয়নলালের আচরণ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। দস্যুপতি তাঁহাদের বিবাহের জন্য এত ব্যস্ত কেন?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অদ্ভুত দুর্গ।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পৃথিবী নিস্তব্ধ। শরৎকুমার গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

সুহাসিনীর নিদ্রা আসিতেছে না। এদিক, ওদিক, পাশ ফিরিতেছে। ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই সফল হইতেছে না। চিন্তা তাহার মনকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় কিছুকাল অতিবাহিত হইল। পরে দেখিল, যে একজন বৃদ্ধ সেই গৃহের জানালার নিকট উঁকি মারিয়া অদৃশ্য হইল। গৃহ মধ্যে আলো জ্বলিতেছিল, এবং বাহিরে জ্যোৎস্নার আলো থাকাতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। আরও দেখিল যে ঐ ব্যক্তি একজন পুরুষ, স্ত্রীলোক নহে। কে এত রাত্রে জানালায় উঁকি মারিল? সুহাসিনী মনে করিল, "দস্যুদিগের ভৃত্য হইবে, যদি রাত্রিতে আমাদের কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয়, সেই জন্য প্রভুর আজ্ঞামত জানিতে আসিয়াছিল।" আবার ভাবিল, "তাহা হইলে চকিতের ন্যায় পলায়ন করিবে কেন? ভৃত্য হইলে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিত, আমাদের কোন সামগ্রী আবশ্যক আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেও করিতে পারিত। কিন্তু এ ব্যক্তি একবার বিদ্যুতের ন্যায় দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইল কেন?"

সুহাসিনী শয়ন করিয়া থাকিতে পারিল না। বিছানার উপর উঠিয়া বসিল এবং গৃহের চারি দিক ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। গৃহে একটী আলো জ্বলিতেছিল, কিন্তু সেটী ব্যতীত আরও পাঁচ সাতটী আলোকাধার ছিল। ভয়প্রযুক্ত সুহাসিনী, বিছানা হইতে উঠিয়া, একে একে সব কটী আলো জ্বালিয়া দিল। তাহাতে দিবসের ন্যায় আলো হইল, গৃহের সকল দ্রব্যই ভালরূপে দেখা যাইতে লাগিল। দিবাভাগে শরৎকুমারের সহিত, কথোপকথনে নিযুক্ত থাকাতে, সুহাসিনী গৃহস্থিত সমুদায় সামগ্রী ভাল করিয়া দেখিতে মনোযোগ করে নাই। এক্ষণে শরৎকুমার গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তাহার দেখিবার সুবিধা হইল। সুহাসিনী গৃহের প্রত্যেক কোণ পর্য্যন্ত উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

প্রথমে একখানি ছবির উপর তাহার মন আকর্ষিত হইল। তদুপরি কালক্রমে এত ধূলা লাগিয়াছিল যে, তাহাতে কিসের প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে, দেখিতে পাইল না। হস্ত দ্বারা সেই চিত্রের উপর ঘর্ষণ করিতে লাগিল, ঘর্ষণ করিতে করিতে উপরকার সমুদায় ময়লা উঠিয়া যাইল। সুহাসিনী দেখিল যে, প্রতিমূর্ত্তি খানি একটী পঞ্চম কি ষষ্ঠ বর্ষীয়া বালিকার। দেখিতে দেখিতে একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইল। ঐ বালিকার প্রতিমূর্ত্তি ঠিক্ তাহারই সদৃশ। সুহাসিনী পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের সময় যেরূপ দেখিতে ছিল, ঐ প্রতিমূর্ত্তি ঠিক্ সেইরূপ। বাস্তবিক ঐ ছবি দেখিলে এরূপ বোধ হয় যে, সুহাসিনীর পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের সময় তাহাকে দেখিয়া কোন চিত্রকর এই ছবি আঁকিয়াছে। সুহাসিনী গরীব ব্রাহ্মণ কন্যা, তাহার পিতার এমন পয়সা ছিল না যে, তিনি কন্যার জন্য চিত্রকর আনাইয়া ছবি আঁকাইবেন। ভালরূপে দুবেলা অন্ন জুটাইতে পারেন না, বিলাসের সামগ্রী কোথা হইতে পাইবেন! ইহা কখনই হইতে পারে না! ইহা অসম্ভব! তবে কাহার ছবি? কোথা হইতে আসিল? তবে অন্য কাহারও প্রতিমূর্ত্তি! হয়তো সেই বালিকার ঠিক্ তাহারই ন্যায় চেহারা ছিল, সেজন্য ছবিতে তাহারই মত দেখাইতেছে। আবার হয়তো কোন ধনী ব্যক্তি, তাহাকে যারপর নাই সুন্দরী দেখিয়া, কোন চিত্রকরের দ্বারা, তাহার আকৃতি চিত্রিত করিয়া, আপন গৃহ সজ্জিত করিয়াছিলেন; পরে ডাকাইতেরা তাঁহার বাটী লুণ্ঠন করিয়া, সেই ছবি এখানে আনিয়াছে। শেষোক্ত ঘটনাটী সুহাসিনীর মনে লাগিল এবং তাহাই স্থির করিল। পরে একে একে সকল চিত্র দেখিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক ছবি তাহার হস্ত দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া ছিল। অপর অপর ছবিতে, কোনটীতে পরী, কোনটীতে পক্ষী, কোনটীতে অজাগর সর্প প্রভৃতি দেখিতে পাইল। চিত্র দেখা শেষ হইলে পর, সুহাসিনী গৃহের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু সে গৃহে ইহাপেক্ষা অধিক আকর্ষনীয় বস্তু না থাকাতে আপন শয্যোপরি উপবেশন করিতে বাধ্য হইল।

স্ত্রীলোকের বুদ্ধি যাহা নিবারণ করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য করিয়া বসিবে। যদি না করিতে পারে, তাহা হইলে মনঃক্ষুণ্ণ হইবে, অসুস্থ থাকিবে।

পাঠিকা! এস্থলে রাগ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না ; কিন্তু ক্ষণেকের জন্য ধৈর্য্য ধরিলে, এই অপবাদ হইতে মুক্ত হইবেন।

বিজয়নলাল, শরৎকুমার ও সুহাসিনীকে বলিয়াছিল যে, তাহার বিনানুমতিতে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট গৃহ হইতে বাহির হইয়া, দুর্গমধ্যে ইচ্ছামত বেড়াইতে পারিবেন না। সুহাসিনী ইহা ভাবিতে লাগিল। মনে করিল, "উহার কোন গূঢ় রহস্য আছে। এই দুর্গে নানারূপ অদ্ভুত অদ্ভুত সামগ্রী আছে; যদি আমরা সেই সকল দেখি, তাহা হইলে ডাকাইতদিগের সকল রহস্য বাহির হইয়া পড়িবে—বোধ হয় সেই জন্যই ঐরূপ ভয় দেখাইয়াছে।"

দুর্গের মধ্যে কি কি সামগ্রী আছে এবং উহা কিরূপে স্থাপিত, দেখিবার জন্য সুহাসিনীর অভিলাষ জন্মিল। অবশেষে একটী আলো হস্তে করিয়া, দ্বার খুলিয়া, গৃহ হইতে নির্গত হইল। কৌতূহল তাহাকে সকল ভয় হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিল। দস্যুপতির ভয় প্রদর্শন ভুলিয়া গেল। শরৎকুমার গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। সুহাসিনী আলো লইয়া, গৃহ হইতে নির্গত হইল, জানিতে পারিলেন না।

সুহাসিনী প্রথমে দেখিল যে, যে স্থান হইতে সেই বৃদ্ধ উঁকি মারিয়াছিল; তাহার সম্মুখে নিম্নতলে যাইবার জন্য সোপান শ্রেণী রহিয়াছে। দেখিয়া ভাবিল, "সেই বৃদ্ধের হঠাৎ অদৃশ্য হইবার কারণ এই সোপান। কেননা তিনি জানালার উপর উঠিয়া তন্মুহূর্ত্তে সোপানের ধাপে লাফাইয়া পড়িয়া অদৃশ্য হইয়াছিলেন"। সুহাসিনী সোপান দিয়া নিম্নতলাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সোপানের প্রতি ধাপ দুই হাত অন্তর, কিম্বা তাহাপেক্ষাও অধিক হইবে। সুতরাং অনায়াসে অবতরণ করিতে পারে নাই। সোপানের উচ্চ ধাপ দিয়া অতিক্রম করিতে করিতে, নিম্নতলে আসিবার পূর্ব্বে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে যাহা হউক অতি কষ্টে নিম্নতলে আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্মুখে একটী গৃহ দেখিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিল। সুহাসিনীর হস্তস্থিত আলো ভিন্ন, সে গৃহে অন্য কোন আলো ছিল না। গৃহটী দীর্ঘে দশ হাত, প্রস্থে সাত হাত। চতুর্দ্দিকে কাচ ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত আলমারিতে পরিপূর্ণ। মধ্যস্থলে একটী বৃহদাকার ঝাড় ঝুলিতেছে। নানা দেশীয়

ছবির দ্বারা ঘর পরিপূর্ণ। ঐ সকল বস্তু বহুকাল হইতে, ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়া, পরিচয় দান করিতেছে। সকল বস্তুই কালক্রমে ধূলায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। একটী বৃহদাকার আলমারিতে সুবর্ণ, হীরা, মুক্তা, মণি প্রভৃতির গহনা রহিয়াছে। সুহাসিনী অনুমান করিল, "দস্যুগণ ধনী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, তাঁহাদিগের বহুমূল্য সামগ্রী এই স্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বোধ হয়, এই জন্যই, দস্যুপতি আমাদিগকে এই দুর্গের অন্য কোন গৃহ দেখিতে বারণ করিয়াছে; কেননা তাহা হইলে, তাহাদের গুপ্ত কথা বাহির হইয়া পড়িবে।"

সে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া, সুহাসিনী দেখিতে পাইল যে, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে একটী আলো জ্বলিতেছে। আলো দেখিয়া, এই গৃহে কোন না কোন মনুষ্য আছে, স্থির করিল। যদি সেই ব্যক্তি জানিতে পারে যে, সে এই নিশীথে একাকিনী এই দুর্গ মধ্যে, গোপনে গোপনে বেড়াইতেছে; তাহা হইলে অনর্থ ঘটিবে। নিশ্চয়ই সে এই কথা দস্যুপতির কর্ণ-গোচর করিবে। বিজয়ন লাল যে কর্ম্ম তাঁহাদের জন্য করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা সম্পন্ন হইলে, তাঁহাদের জীবনের প্রধান আরাধ্য সামগ্রী যোগাযোগ হইবে। কিন্তু সুহাসিনী তাহার আজ্ঞা অবহেলা করিয়া, দুর্গ মধ্যস্থিত সমুদায় গৃহ গোপনে গোপনে দেখিয়া বেড়াইতেছে শুনিলে, নিশ্চয়ই ক্রোধান্ধ হইয়া, তাঁহাদের জন্য যে কার্য্য করিতেছে, তাহা করিবে না। উপরন্তু যাহাতে তাঁহাদের আরও অনিষ্ট হয়, এরূপ করিবে। একথা তো স্পষ্টই বলিয়াছে।

সুহাসিনী মনে মনে অত্যন্ত ভীতা হইল। হস্ত হইতে আলোকাধার পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। কিন্তু সে সচরাচর অন্যান্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক সাহসী ছিল। সুহাসিনীর শয়ন গৃহে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। এই সময়ে আর একটী বিষয় মনোমধ্যে উদয় হওয়াতে, যারপর নাই অসুস্থ হইল। চিন্তা করিল, "যদি ইতি মধ্যে শরৎকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আমাকে না দেখিয়া হয়তো গোল করিয়াছেন।" কিন্তু সুহাসিনী শরৎকুমারের প্রকৃতি ভালরূপে জানিত, তিনি না বুঝিয়া

ভঙ্গির হঠাৎ কোন বিষয়ে আপন মতামত প্রকাশ করিবেন, এমন পাত্রই নহেন। কোন বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব সংগ্রহ না করিলে, তাহা অবহেলা করিতেন। শরৎকুমারের স্বভাবের উপর লক্ষ্য হওয়াতে, সুহাসিনীর সে ভয়টা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইল। স্থির করিল, ' যদি ইতি মধ্যে শরৎকুমারের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে না দেখিয়া কোন গোলমাল করেন নাই, তবে অবশ্যই ভাবা যুক্ত হইয়াছেন।"

সুহাসিনী শয়ন গৃহে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমত সময়ে দেখিল যে, একটী স্ত্রীলোক একটী আলো হস্তে করিয়া তাহারই দিকে আসিতেছে।

উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, প্রত্যুৎপন্নমতি সুহাসিনী পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ দ্বারে যে পর্দা ছিল, তাহার ভিতর লুকাইল। স্ত্রীলোকটী যত নিকটে আসিতে লাগিল, সুহাসিনী তাহার মুখের ভাব, গঠন, যুবতী কি বৃদ্ধা, পর্দার ভিতর হইতে অলক্ষিত ভাবে দেখিতে লাগিল। দেখিল যে, স্ত্রীলোকটী যুবতী, বয়স প্রায় কুড়ি হইবে। রূপে কিছুতেই তাহার অপেক্ষা ন্যূন নহে। সুহাসিনী যে গৃহের পর্দার ভিতর লুকায়িত আছে; সে স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে যাইবার জন্য, দুই দিক দিয়া দুইটী পথ গিয়াছে। রমণী আসিয়া সে স্থানে থমকাইয়া দাঁড়াইল। সুহাসিনী ভাবিল, "যুবতী কোন পথ দিয়া যাইবেন, স্থির করিতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।"

এই সময়ে অপর দিক দিয়া, সেই বৃদ্ধ, যাঁহাকে সুহাসিনী তাহার শয়ন গৃহের গবাক্ষ দিয়া উঁকি মারিতে দেখিয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধকে দেখিবামাত্র, সেই যুবতী তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "আমাকে রক্ষা করুন! এ বিপদে আমার আর কেহই নাই! আমাকে রক্ষা করুন!"

বৃদ্ধ যুবতীর হস্ত ধরিয়া তুলিলেন এবং যে গৃহ দ্বারের পর্দার ভিতর সুহাসিনী লুকায়িত আছে, সেই গৃহের ভিতর অন্য দ্বার দিয়া তাহার সহিত প্রবেশ করিলেন। তথায় দুই চারি খানি চৌকি ছিল। একখানিতে আপনি বসিলেন, আর একখানিতে যুবতীকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। রমণী বৃদ্ধের কথামত চৌকিতে বসিল। এই অবকাশে সুহাসিনী পর্দা

ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। সুতরাং তাঁহারা তাহাকে কেহই দেখিতে পাইলেন না।

রমণী আবার বলিল, "আমাকে রক্ষা করুন! এ বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করুন!"

বৃদ্ধ কোন উত্তর দিলেন না, নিস্পন্দ নয়নে যুবতীকে দেখিতে লাগিলেন।

এই অবকাশে সুহাসিনী বৃদ্ধের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহার বয়ঃক্রম সত্তর বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। শরীর ক্ষীণ, রং গৌরবর্ণ, পরণে গেরুয়া বসন। দেখিলে বোধ হয় যে, যৌবন কালে তাঁহার রূপের সীমা ছিল না। তাঁহার কেশ রাশি বয়োধিক্য বশতঃ শুভ্র বর্ণ হওয়াতে এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিলে একজন সন্যাসী ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না।

কিছুকাল পরে, বৃদ্ধ মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে অতি মিষ্টস্বরে বলিলেন, "আমি একজন বন্দী, আমার দ্বারা তোমার কি উপকার হইতে পারে? বল, যদি সাধ্য হয়, তবে করিতে ক্রটী করিবনা—আর যদি অসাধ্য হয়, তাহা হইলে আমাকে কেবল মনোবেদনা দিবে।"

যুবতী বলিল, "অগ্রে আপনি আমার দুঃখের কাহিনী শুনুন; তাহা শুনিয়া, যদি আপনার হৃদয়ে দয়ার লেশ মাত্রও উপস্থিত হয়; তাহা হইলে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "যদি ক্ষমতার ভিতর হয়, তাহা হইলে সাধ্যমতে উপকার করিতে ক্রটী করিব না।" ক্ষণেক নীরবের পর আবার বলিলেন, "তোমার নাম কি?"

রমণী। বিমলা।

বৃদ্ধ। তোমার পিতার নাম?

বিমলা। শেলাৎচন্দ্র।

বৃদ্ধ। তিনি কি বিষয় কর্ম্ম করিয়া থাকেন?

বৃদ্ধের প্রশ্ন শুনিয়া কামিনী বদন অবনত করিল এবং যেন লজ্জিত হইয়াছে—এমত ভাব প্রকাশ করিল।

বৃদ্ধ যুবতীর আকার দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সে কোন মধ্যবর্ত্তী

লোকের কন্যা হ'বে, সেজন্য বলিতে লজ্জা করিতেছে। বৃদ্ধ বলিলেন, "তোমার পিতা বোধ হয় এক জন মধ্যবিৎ লোক—সে জন্য বলিতে লজ্জা করিতেছ। লজ্জা কি – বল!"

বিমলা উত্তর করিল, "আপনি ঠিক্ অনুভব করিয়াছেন ; আমার পিতা সোনারূপার কর্ম্ম করিয়া থাকেন, আর অধিক সুদে টাকাও ধার দিয়া থাকেন আরও—" বলিতে বলিতে নীরব হইল।

"ও বিষয়ে আর আলোচনায় আবশ্যক নাই ; আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, ঐ সকল কথা তোমাকে অসুস্থ করিবে। ক্ষণেক পরে সন্যাসী আবার বলিলেন, "তুমি কি কোন যুবকের প্রেমে আবদ্ধ হ'য়াছ ? প্রেম কি তোমাকে যাতনা দিতেছে ?"

বিমলা ক্ষণেক অবনতমুখী হইয়া রহিল, পরে লজ্জা সম্বরণ করিয়া বলিল, "আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তুমি যে যুবকের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী, তিনি কি একজন সৈনিক ? না রাজ কর্ম্মচারী ? না একজন ব্যবসায়ী ?'

বিমলা উত্তর করিল, "আমি দিল্লীশ্বরের সেনাপতি মহারাজ গোপাল চন্দ্রের পুত্র রণধীর সিংহের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী।" যুবতীর এই কয়েকটী কথাতে বিলক্ষণ গর্ব্ব প্রকাশ পাইল।

বৃদ্ধ চম্‌কাইয়া উঠিলেন, বিমলার আপাদ মস্তক ভালরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন. ক্ষণকাল পরে বলিলেন, "তবে তুমি আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছ কেন ? তুমি যখন মহারাজ গোপালচন্দ্রের পুত্রের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী তখন তিনি অবশ্যই, এই বিপদ হইতে তোমাকে উদ্ধার করিবেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিমলার কাহিনী।

বিমলা বৃদ্ধের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া আপনার কাহিনী বলিতে লাগিল।

"আমি আমার পিতার দোকানে বসিয়া আছি, খবর শুনিলাম যে সম্রাটের বেগমেরা, বাঙ্গালা হইতে দিল্লী অভিমুখে যাইতে যাইতে, তাঁহাদের মধ্যে একজনের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। যে সকল প্রহরী, তাঁহাদের রক্ষক হইয়া যাইতেছিল, তাহাদের মনে অত্যন্ত ভয় হইল। সম্রাটের নিকটে সেই বেগমের হঠাৎ মৃত্যুর কথা বলিলে, হয়তো তিনি তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিবেন না, তাহাদিগকে শাস্তি দিলেও দিতে পারেন। সেজন্য প্রধান রক্ষক একটী সুন্দরী রমণী, মৃত বেগমের স্থানে স্থাপিত করিবার জন্য অন্বেষণ করিতেছে। এইরূপ করিলে সম্রাট কিছুই বুঝিতে পারিবেন না, রক্ষকদিগেরও অপবাদ মুক্ত হইবে। নগর মধ্যে অনেক ভদ্র মহিলারা ঐ জনরব শুনিয়া, সকলেই সাবধান হইয়া রহিলেন। তাঁহাদের অভিভাবকেরা তাঁহাদিগকে বাটীর বাহিরে যাইতে নিষেধ করিলেন। আমিও ঐ খবর শুনিয়া বাটী হইতে আর কোন স্থানে যাইতাম না। আমাকে আমার পিতাও খুব সতর্কতার সহিত থাকিতে বলিলেন। আমি সেই মত থাকিতে লাগিলাম, তবে মধ্যে মধ্যে আমাদের দোকানে আসিয়া বসিতাম। পিতা আমাকে তাহাও নিষেধ করিতেন, কিন্তু আমি তাঁহার কথা না শুনিয়া, তাঁহার অজ্ঞাতে তথায় আসিয়া বসিতাম। শুনিয়াছি, মাতা আমাকে প্রসব করিয়াই সূতিকাগারে মরেন, পিতার মুখে তাঁহার অনেক গুণ কীর্ত্তন মধ্যে মধ্যে শুনিয়াছি; মাতা থাকিলে ঐরূপ জনরব শুনিয়া আমাকে কখনই দোকানে বসিতে দিতেন না। আমার পিতা ব্যবসায়ী লোক, আপন ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য মধ্যে মধ্যে বাটী ছাড়িয়া স্থানান্তরে গমন করেন। পিতার অনুপস্থিত কালে, আমিই বাটীর কর্ত্রী হইতাম। আমি দোকানে আসিয়া বসিলে, পরিচারকেরা আমাকে বাধা দিতে সাহস করিত না। পিতা ভিন্ন আমার অপর অভিভাবক আর কেহ নাই। বাটীতে আমরা দুইজন ও জন কতক দাস দাসী থাকিত। কেবল রণধীর সিংহের সাক্ষাৎ আশয়ে বলিতে বলিতে বিমলার মুখমণ্ডল গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল, লজ্জায় নতমুখী হইল।

বৃদ্ধ বলিলেন, "লজ্জা কি বল! প্রেমের গতিকই এইরূপ, তুমি একাকী নহ, পৃথিবীতে এমন পুরুষ কিম্বা স্ত্রী নাই, যে উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। তবে বিশুদ্ধ প্রেম, জগতে অতি বিরল। অপ্রেমিকের পক্ষে ইহা

শিশিরের ন্যায় ক্ষণ ভঙ্গুর, কিন্তু যথার্থ প্রেমিকের পক্ষে ইহা মহাসাগর অপেক্ষাও গম্ভীর।"

বিমলা আবার বলিতে লাগিল, "পিতা যে দিন বাটীতে থাকিতেন না, আমি সেই দিন রণধীরকে দেখিবার আশয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমাদের দোকানে বসিয়া থাকিতাম। রণধীরের সহিত আমার প্রথম আলাপ দোকানেতেই হয়। তিনি কোন সময়ে আমাদের দোকানে হীরকের আংটী কিনিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমাদের উভয়ের প্রথম আলাপ হয়। তাহার পর হইতে তাঁহাতে ও আমাতে যে কিরূপ ভাব চলিতেছে, তাহা আমি আপনার সমক্ষে বলিতে অক্ষম, বলিতে হইলে আমাকে লজ্জিত হইতে হইবে।"

"আমি বিপদে পড়িয়াছি বলিয়াই আপনার সমক্ষে এত দূর বলিলাম, নতুবা পক্ষীর অগোচর হইয়া থাকিত। আমার এই প্রেম ঠিক্ যেন হাত বাড়াইয়া আকাশের চাঁদ ধরা। কোথায় রাজপুত্র আর কোথায় বণিক কন্যা! যাহা হউক তিনি নিজগুণে আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে নিজের জীবনের প্রিয় বস্তু বলিয়া বিবেচনা করেন; আর আমিও তাঁহাকে জীবনের ইষ্টদেব বলিয়া পূজা করি।"

'তিনি অবশেষে আমাকে বিবাহ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। পাছে তাঁহার পিতা মহারাজ গোপালচন্দ্র সামান্য বণিক কন্যার সহিত, পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত না হয়েন; সেই জন্য আমাকে গোপনে বিবাহ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। শুনিয়া আমি চরিতার্থ হইলাম, ভাবিলাম পূর্ব্ব জন্মে যে কত সুকৃতি করিয়াছিলাম সেজন্য এমন গুণের স্বামী পাইলাম। আমার পিতারও সে বিষয়ে মত হইল। রণধীর আরও মনস্থ করিলেন যে, গোপনে বিবাহাদি সম্পন্ন হইয়া যাইলে পর মহারাজকে এই বিষয় জ্ঞাত করাইবেন। তিনি তখন ক্রোধান্ধ হইলেও, আপন পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না ও নব বধূকে বাটীতে লইয়া যাইতে অস্বীকার করিবেন না। এইরূপ সমুদায় স্থির হইলে পর এক দিন রণধীর আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'দাক্ষিণ দেশের যুদ্ধ এখনও অতিশয় চলিতেছে, সম্রাট আমাকে প্রধান সেনাপতির সহকারী করিয়া মহারাষ্ট্র দিগকে আক্রমণ করিবার জন্য পাঠাইতেছেন, যুদ্ধ জয়ী হইয়া

যদি ফিরিয়া আইসি, তাহা হইলে তোমাকে বিবাহ করিব। সে জন্য বিবাহ কিছু দিনের জন্য স্থগিত রহিল। আমি রণধীরের কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, দুই চক্ষের জলে বসন সিক্ত করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া নানারূপ সান্ত্বনা করিয়া বিদায় লইলেন। চারিমাস গত হইল, এই ঘটনা হইয়াছিল।"

ক্রমে ক্রমে দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস অতিবাহিত হইল। তিন মাস পরে লোকের মুখে এবং পিতারও মুখে শুনিলাম যে, যুদ্ধে মোগলদের জয় হইয়াছে। তবে রণধীর আমার নিকট আসিতেছেন না কেন? এই বিষয় লইয়া সদা সর্ব্বদা ভাবিতে লাগিলাম।"

"আমাদের দোকানের যে স্থানে তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়, আমি সে স্থানকে ভুলি নাই। সে স্থান দেখিলেই মনে মনে বলিতাম, আহা! এই স্থানেই আমার প্রাণনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দোকানে যখন লোক জন থাকিত না, আমি তখন সে স্থানকে বারম্বার চুম্বন করিতাম, তথাকার ধূলা লইয়া বক্ষে রাখিতাম, আনন্দে গদগদ হইয়া বলিতাম, আহা! প্রাণনাথ আমার কোন সময়ে এই স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন। আমি দোকানের সে স্থানকে কখনও ভুলি নাই. দোকানে আসিলে সেই স্থানেই বসিয়া থাকিতাম।"

"এক দিন দোকানে বসিয়া আছি, এমত সময় এক জন সৈনিক পুরুষ, তথায় প্রবেশ করিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আমি মধ্যে মধ্যে ঐ সৈনিক পুরুষকে, আমাদের দোকানের নিকট দিয়া যাইতে দেখিতাম। এই ব্যক্তি রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে, আমাদের দোকানের দিকে, এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিত। সে এ কথায় ও কথায় বিলম্ব করিতে লাগিল। এ জিনিশটার দরকত ও জিনিশটার দাম কি, এইরূপ করিতে করিতে অধিক রাত্রিকরিয়া তুলিল। আমার পিতা সে দিবস গৃহে ছিলেন না। আমাদের ভৃত্যেরা মনে করিল যে, এ ব্যক্তি অধিক মূল্যের জিনিস কিনিবে, প্রভুর অনেক লাভ হইবে। সুতরাং তাহারা সৈনিকের ঐরূপ ব্যবহারে বিরক্ত হয় নাই। ক্রমে ক্রমে রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়া গেল। রাজপথে পথিক খুব কম চলিতেছে, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সময়ে সে ভেরী বাজাইল, তন্মুহূর্ত্তে কুড়ি

পঁচিশ জন সৈনিক আসিয়া আমাকে ধরিল। আমাদের ভৃত্যেরা তাহাদের উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু রাজসেনা দেখিয়া, ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহারা অবাধে আমাকে লইয়া চলিল—" বলিতে বলিতে বিমলার দুই চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসিয়া গেল।

বৃদ্ধ, যুবতীর ক্রন্দনে, দয়ার্দ্র হইয়া দুই এক ফোঁটা অশ্রুজল ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "অদৃষ্টে যাহা লিখন আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে, এরূপ বিবেচনা করিও না। যে ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া, তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান করে ও তাহা হইতে উদ্ধার হইতে পারে, সেই যথার্থ মনুষ্য। সে যাহা হউক তার পর কি হইল ?"

বিমলা বলিতে লাগিল, "তার পর সৈনিকেরা আমাকে তথা হইতে একটী সুসজ্জিত অট্টালিকাতে আনিল। আসিয়া দেখিলাম তথায় অনেক সুন্দরী রমণী রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসায় জানিলাম তাঁহারা সকলে দিল্লীতে সম্রাটের প্রাসাদে যাইতেছেন। যুবতীরা, আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, পূর্ব্বে তথায় ছিলাম কি না, কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। রমণীদিগের উপর এক জন কর্ত্রী আছেন। তিনি আমাকে একটী ঘর দেখাইয়া দিলেন, আমি সেই ঘরে রহিলাম। আমার বিষয় সৈনিক পুরুষেরা ও সেই কর্ত্রী ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারে নাই। সেই অট্টালিকাতে একদিন মাত্র থাকিয়া, রক্ষকেরা আমাদিগকে লইয়া গমন আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে আমাকে কর্ত্রী বলিলেন, 'তোমার কোন চিন্তা নাই, দিল্লীতে সুন্দর অট্টালিকায় থাকিবে, সম্রাট স্বয়ং আসিয়া তোমাকে সাধনা করিবেন, ইহাপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর কি অধিক ভাগ্য হইতে পারে।' শুনিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম, কাকুতি মিনতি করিলাম, মুক্ত করিয়া দিবার জন্য চরণে পর্য্যন্ত ধরিলাম, কিন্তু তাহা অরণ্যে রোদন হইল। কর্ত্রী আমার কথায় জবাব দিলেন না। তবে তাঁহার দয়ার শরীর বলিতে হইবে। কেন না আমার ক্রন্দন দেখিলে, তিরস্কার না করিয়া, তথা হইতে উঠিয়া যাইতেন। ইহা আমার পক্ষে সৌভাগ্য বলিতে হইবে।"

"পরে রক্ষকেরা তথা হইতে অদ্য সন্ধ্যার সময় আমাদিগকে এই দুর্গে আনয়ন করিয়াছে।" এই স্থানে বিমলা নীরব হইল, ক্ষণকাল পরে আবার

বলিল, "আপনি আমার পিতা স্বরূপ, আপনি যদি কোন উপায় করিয়া দেন, তাহা হইলেই মুক্ত হইব। আপনার আকার প্রকারে দেখিতেছি, আপনি একজন পরম হিন্দু! আপনার সমক্ষে একটী হিন্দু মহিলা যবন করে যাইতেছে, এ কম দুঃখের বিষয় নয়। আপনি মনে করিলে, আমাকে মুক্ত করিতে পারেন। যদি উপায় না করিয়া দেন, তাহা হইলে আপনার সমক্ষে আত্মঘাতিনী হইব।" বলিয়া বক্ষঃস্থল হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিল।

বৃদ্ধ বিভ্রাট দেখিয়া, রমণীর হস্তধারণ করিলেন, বলিলেন, "পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি এক জন বন্দী, আমার দ্বারা তোমার অধিক উপকার হইতে পারে না। তবে শুন—"বলিয়া বৃদ্ধ তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে একটী অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "তবে শুন, তুমি এই আঙ্গটি ভাল করিয়া দেখিয়া রাখ। এই আঙ্গটি যিনি তোমাকে দেখাইবেন, তিনিই তোমাকে উদ্ধার করিবেন। তিনি তোমাকে যে কর্ম্ম করিতে বলিবেন, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিবে, এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবে না। তুমি আপনাকে যেমন বিশ্বাস কর, এই অঙ্গুরীয়ধারীকে তেমনই বিশ্বাস করিবে। আর না, অনেকক্ষণ হইতে আমাদের কথা বার্ত্তা চলিতেছে, কেহ জানিতে, পারিলে অনর্থ ঘটিবে। এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর। আঙ্গটির কথা হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া রাখিবে।" এই কয়েকটী কথা বলিয়া বৃদ্ধ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, বিমলাও তদনুসরণ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অস্থিময় মনুষ্য

বিমলার ইতিহাস শুনিয়া সরলহৃদয়া সুহাসিনীর মনে দয়া হইল। মনে করিল, "আমার যদি কোন ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে সাধ্যমতে চেষ্টা করিতাম।"

সুহাসিনী এক্ষণে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইল। শয়ন গৃহে ফিরিয়া যাইবে, কি দুর্গের অন্যান্য গৃহ দেখিবে। অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষোক্তটীই

মনোনীত করিল। তাহার মনে এক রহস্যের উদয় হইল যে, দুই একটী গৃহ দেখিতে না দেখিতে ছুটী গুপ্ত বিষয় জানিতে পারিল, না জানি সমুদায় দুর্গে কত রহস্য আছে?

পাঠক! অবগত আছেন যে, পূর্ব্বে সুহাসিনী একটী গৃহে আলো জলিতেছে দেখিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সেই গৃহটী দেখিতে ইচ্ছা হইল। যে গৃহে বিমলা এবং বৃদ্ধে কথা বার্ত্তা হইতেছিল, তাহার পার্শ্বের গৃহে আলো জলিতেছে! সেই গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ মুক্ত রহিয়াছে। তন্মধ্য দিয়া সুহাসিনী দেখিল ভিতরে কোন মনুষ্য নাই। ধীরে ধীরে গৃহের দ্বারের পার্শে দাঁড়াইল এবং দুই এক পা করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহা অতি ভয়ঙ্কর, বড় বড় বীর পুরুষদিগেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সে এক জন সপ্তদশ বর্ষীয়া বালিকা বৈত নয়। প্রথমে মনে করিল তাহার ভ্রম হইবে কিম্বা স্বপ্ন দেখিতেছে। হস্ত দিয়া চক্ষু মার্জ্জন করিল, তাহা করিলেও পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিল, এখনও তাহাই দেখিতে পাইল। ভয়ে তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, কোনরূপে আলো ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহা হস্ত হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু সুহাসিনী সে সময়ে পুত্তলিকাবৎ হওয়াতে হস্তের আলো হস্তেই রহিল, পড়িয়া যাইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার কথঞ্চিৎ সংজ্ঞা হইল। দেখিল, তিনটী অস্থিময় মনুষ্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাতে মাংসের লেশ মাত্র নাই। মস্তক, হস্ত, বক্ষঃ, পদ প্রভৃতি সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, কিন্তু মাংস নাই। তিনটী মূর্ত্তির মধ্যে একটী আলো জলিতেছে। উহারা সারি সারি স্থাপিত। আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সুহাসিনী তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু পশ্চাৎ ফিরিবামাত্র দেখিল যে, যে দ্বার দিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা রুদ্ধ হইয়াছে। কে এই দ্বার রুদ্ধ করিল? ভিতর হইতে অনেক চেষ্টা করাতেও খুলিতে পারিল না। গৃহের অপর দিকের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে বটে, কিন্তু সে দিক্ দিয়া যাইতে হইলে, অস্থিময় মনুষ্যের পার্শ্ব দিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু কি করিবে, সাহসে নির্ভর করিয়া যেমন এক পদ অগ্রসর হইয়াছে, অমনই মধ্যস্থিত মাংসহীন মনুষ্য তাহার অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া তাহাকে ইঙ্গিত করিল

'সুহাসিনীর সম্মুখে যদি সে সময়ে বজ্র পতন হইত, তাহা হইলে তত ভীতা হইত না। আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, মস্তকে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বসিয়া পড়িল। সে সময়ে তাহার মনে যে কি ভয়ানক ভাবের উদয় হইল, তাহা বর্ণনাতীত। কেন দস্যুপতির কথা শুনে নাই? কেন তাহার দুর্গ দেখিতে ইচ্ছা হইল? যদি আপন গৃহ হইতে বাহির না হইত, তাহা হইলে এই অসম্ভবনীয় বিপদে পড়িত না। মনে করিল, যেন অদ্যকার জন্য জীবিত ছিল। তখন আর কি করিবে, উপায়ান্তর নাই দেখিয়া তাহার অন্তঃকরণে সাহস উপস্থিত হইল। মহা বিপদের সময় সাহস হইলে, তাহা অতি ভয়ানক হয়। সুহাসিনী সেই সাহসে নির্ভর করিয়া, সেই অস্থিময় মনুষ্যের পার্শ্ব দিয়া, গৃহ হইতে বাহিরে আসিল। তখনও সেই মাংসহীন মনুষ্য তাহার অঙ্গুলি নাড়িতেছিল। গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল বটে, কিন্তু কোন্ পথ দিয়া শয়ন গৃহে পৌছিবে, স্থির করিতে না পারিয়া, সম্মুখস্থিত একটী গৃহে প্রবেশ করিল। সে গৃহেও একটী আলো জ্বলিতেছে। এবারে এই গৃহে কি আছে, বাহির হইতে না দেখিয়া, একেবারে ভিতরে প্রবেশ করিল। কারণ সুহাসিনী সে সময়ে এতদূর ভয়াতুরা হইয়াছিল যে, যাহা হউক একটী আশ্রয় পাইয়া আপনাকে কতক পরিমাণে নিরাপদ জ্ঞান করিল। যদি সেই গৃহে কোন মানব, এমন কি দস্যুপতি বিজয় লালকেও দেখিতে পাইত, তাহা হইলে লজ্জিত কি শঙ্কান্বিত হইত না। সেই মাংসহীন মনুষ্যের হস্তত্তোলন দেখিয়া সে একেবারে পুত্তলিকার ন্যায় হইয়াছিল, বস্তুতঃ তাহার বাহ্যিক জ্ঞান অতি অল্প মাত্র ছিল। সেই গৃহে প্রবেশ করিবার কিছুকাল পরে, কতক পরিমাণে আপনাকে সুস্থ জ্ঞান করিল। তথায় কোন লোক জন ছিল না।

গৃহের মধ্যস্থলে একটী শিবলিঙ্গ স্থাপিত, সম্মুখে পূজা করিবার সমুদায় আয়োজন রহিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় যে, কোন ব্যক্তি প্রত্যহ এই শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন। গৃহের প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে দেব দেবীর আলেখ্য শোভা পাইতেছে। এক পার্শ্বে একটী আলমারি খোলা রহিয়াছে, ভিতরে কতকগুলি পত্র ভিন্ন আর কিছুই নাই।

সুহাসিনী মনে করিল যে, মহাদেবের সমক্ষে কোন বিপদ ঘটিতে পারে

না। তাহার অনেক ভরসা হইল। পত্রগুলি পাঠ করিতে ইচ্ছা জন্মিল। সুহাসিনী আলমারির ভিতর হইতে পত্রগুলি বাহির করিল। দেখিল যে, সকলগুলিই বহুকাল পূর্ব্বে লিখিত হওয়াতে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, পাঠের উপযুক্ত নাই! তন্মধ্যে কেবল একখানি মাত্র পাঠের উপযুক্ত আছে। সে পত্র খানি কোন স্ত্রীলোকের হস্ত লিখিত বলিয়া বোধ করিল। সুহাসিনী সেই খানি লইয়া পাঠ করিতে লাগিল, তাহা এই—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পত্র।

"প্রাণেশ্বর! পাপাত্মা তোমাকে প্রাণে মারিয়াছে, তোমাকে মারিয়া নিজে রাজা হইয়াছে। তুমি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছ বটে, কিন্তু তোমার প্রেমপূর্ণ মুখখানি আমার হৃদয়ে সদা সর্ব্বদা জাগিতেছে। পরলোকে কি তোমার সহিত মিলন হইবে? দুরাচার! আমার স্বামী তোমার উপর কি অত্যাচার করিয়াছিলেন, যে তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিলে! আমি তোমার নিকট কোন্ অপরাধে অপরাধী যে, আমাকে বিধবা করিলে! আমাকে কারাগারে রাখিলে! আমি রাজ্য চাহিনা, ধন চাহিনা, আমার একমাত্র শিশু কন্যাকে আমার নিকট আনিয়া দেও! আমি তাহার আধ আধ কথা শুনিতে শুনিতে পতির অনুসরণ করি।"

"মা! আর কি তোমাকে দেখিতে পাইব? আর কি তোমার সেই মুখ চন্দ্রিমা দেখিতে পাইব? আর কি তুমি আধ আধ স্বরে মা বলিয়া ডাকিবে? মা! তোমার কথা মনে হইলে, আমার হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ হইয়া যায়। তোমার সেই মধুর হাসি, সেই আধ আধ স্বরে মা বলে সম্বোধন, ঠিক্ যেন আমার সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ও! আর সহ্য হয় না! আমি কি করি, কোথায় যাই!"

"মৃত্যু! তুমি কোথায়! জানি তোমার অন্তঃকরণ অতি নীচ! তুমি চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকাকে, কিরূপে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা শিখাও! আহা! অবলা বালিকার প্রেমের অঙ্কুর উঠিতে না উঠিতেই, তুমি তাহাকে

স্বামী সুখ হইতে বঞ্চিত কর। নব শিশু কোলে করিয়া পিতা মাতাকে মুখ চুম্বন করিতে বিমুখ কর। তুমি বন্ধু বিচ্ছেদ কর, জানি আমি তুমি সমুদায় কর্ম্মই করিতে পার, কিন্তু আমার এই অসার দেহ রাখিয়াছ কেন? আমার তো জীবনে আর কিছুই আবশ্যক নাই! স্বামী যে পথে গিয়াছেন, আমাকেও সেই পথ অবলম্বন করাও! অতি শিঘ্র করাও! আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিও না!"

"মা! তোমার যে কি হইল, তাহা তো কিছুই জানিনা। নরধম! কি তোমাকে জীবিত রাখিযাছে? আমি পূর্ব্বেই অমঙ্গল গাহিতেছি, আমি মা হইয়া পূর্ব্বেই অমঙ্গল ডাকিতেছি। পাষণ্ড তোমাকে কি জীবিত রাখিযাছে? তোমার স্নেহপূর্ণ মুখখানি দেখিলে, শত্রুরও দয়া হয়। নরাধম! আমার অঞ্চলের নিধি, আমার হৃদয়ের হৃদয়, আমার এক মাত্র কন্যাকে প্রাণে মারিওনা! আমি তোমার চরণে ধরিয়া মিনতি করিযা বলিতেছি, তাহাকে বধ করিওনা! সে তো তোমার কোনও অনিষ্ট করে নাই, তাহার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হইবেও না। মা! তুমি কোথা! মাগো! তোমার নরাধম পিতৃব্য, তোমার পিতাকে বধ করিয়া নিজে রাজা হইল; তাহাতেও ক্ষান্ত হইল না, অবশেষে আমাকে এই দুর্গে বন্দী করিল।"

"চার পাঁচ দিন এই দুর্গে আছি, এক দিন সেই নরাধম, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। ও! সে কথা লিখিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়! ক্রোধে, শোকে, ঘৃণায়, শরীরের প্রত্যেক শিরা পর্য্যন্ত কম্পিত হয়! ধর্ম্ম, লজ্জার মাথা খাইয়া নরাধম আমাকে বলিল, 'আর কেন? দাদার কথা একেবারে ভুলিয়া যাও, এক্ষণে আমাকে ভজনা কর, যেমন রাজরাণী ছিলে সেই রূপই থাকিবে।" আমি পামরের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া বলিলাম, 'নরাধম! তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ! তোর মুখ আর এক দণ্ডও দেখিতে চাহিনা! তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ!' আমার ঐরূপ কটূক্তি, শুনিয়া পাষণ্ড আমাকে প্রাণে মারিবার ভয় দেখাইয়া চলিয়া গেল।

"দ্বারের নিকট, রামলাল নামে একজন প্রহরী, সদা সর্ব্বদা আমাকে পাহারা দিত। আমি তাহাকে বিলক্ষণ চিনিতাম, সে আমার স্বামীর একজন বিশ্বাসী ভৃত্য। আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার মনে দয়া হইয়াছিল।"

"একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে প্রত্যহ সামান্য আহারীয় সামগ্রী দিয়া যাইত। ক্রমে ক্রমে উহা একবেলা হইল, একবেলা হইতে হইতে এক দিন অন্তর হইয়া দাঁড়াইল। এক দিন সন্ধ্যার সময়, সেই ব্রাহ্মণ আমাকে প্রচুর পরিমাণে, উত্তম উত্তম খাদ্য সামগ্রী দিয়া গেল। আমি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও তাহা হইতে কিছু খাইতে বাধ্য হইলাম। কেন না, তাহার পূর্ব্বদিন আমাকে কিছুই খাইতে দেয় নাই। তবে রামলালের দয়া হওয়াতে, লুকাইয়া দুইটী মাত্র সন্দেশ ও এক ঘটী জল দিয়াছিল, আমি তাহা খাইয়া সে দিন জীবন ধারণ করিয়াছিলাম। উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য খাইয়া আমার দেহ জ্বলিতে লাগিল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল, আরও মনের কথা লিখিব মনে করিলাম, কিন্তু শরীর অতিশয় অসুস্থ হওয়াতে, আর—লিখিতে—পারি—লাম না।—"

পত্র পাঠ করিতে করিতে সুহাসিনী অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারে নাই। চক্ষুর জলে, হস্তস্থিত পত্রখানি স্থানে স্থানে ভিজিয়া গেল। এই হতভাগিনীর কাহিনী পাঠ করিয়া যার পর নাই দুঃখিতা ও বিস্ময়াপন্ন হইল। স্থির করিল, যে ঐ রমনীকে নিশ্চয়ই বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছে।

সুহাসিনী পত্রের বিষয় মনোমধ্যে আন্দোলন করিতেছে, এমত সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিতে পাইল। তখন তাহার চমক্ হইল, ভাবিল, "কি করিতেছি! আর অধিক বিলম্ব করা ভাল নয়, এইবার শয়ন গৃহে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা দেখি।"

অবিলম্বে সুহাসিনী পত্রখানি আলমারিতে পুনঃ স্থাপিত করিয়া, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সেই গৃহ পার হইতে না হইতে দেখিল, সম্মুখবর্ত্তী একটী গৃহের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে, তন্মধ্য দিয়া আলো বাহির হইতেছে। সুহাসিনী যখন পত্র পাঠ করিতেছিল, তখন কোন ব্যক্তির দ্বারা ঐ দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। কে এই গৃহের দ্বার খুলিয়াছে? কেনই বা বন্ধ করে নাই? কোথায়ই বা গিয়াছে?•

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুত মূর্ত্তি।

সুহাসিনী দেখিল যে, এই গৃহ, সেই অস্থিময় মনুষ্যের গৃহ কিম্বা যে গৃহে বিমলা ও বৃদ্ধে কথোপকথন হইয়াছিল, সে দিকে নহে।

ঐ দ্বার যেন তাহাকে আর একটী রহস্য দেখাইবার জন্য খোলা ছিল। উহা যুবতীকে আর কিছুই ইঙ্গিত করে নাই, কেবল অদ্ভুত দুর্গের শেষ অদ্ভুত কাণ্ড দেখিতে অনুরোধ করিয়াছিল।

সুহাসিনী অধিকক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল না, ক্ষণকাল মধ্যেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং যাহা দেখিল তাহাতে ভয়ার্ত্ত না হইয়া বিস্মিত হইল।

আমাদের নায়িকা অন্যান্য গৃহে যাহা দেখিয়াছিল, এ গৃহ প্রায়ই সেইরূপ। তবে মধ্যস্থলে একটী মার্ব্বল প্রস্তরের মূর্ত্তি রহিয়াছে দেখিল।

ঐ মূর্ত্তি সুহাসিনীর অপেক্ষা উচ্চ। উহার গঠন এরূপ সুচারুরূপে গঠিত যে তাহার কারিকরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। তাহাকে দেখিলে কোন মহাত্মার মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। তাহা চতুরতা ও গম্ভীরতায় পরিপূর্ণ। যদি উহা কোন জীবিত ব্যক্তির অনুকরণ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অবশ্যই অসাধারণ গুণ সম্পন্ন হইবেন; কিন্তু যদি উহার নির্ম্মাণ কর্ত্তা, আপন নৈপুণ্য দেখাইবার জন্য, নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন; তাহা হইলে তাঁহার অন্তঃকরণ যে অপূর্ব্ব ভাবে পরিপূর্ণ, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

সুহাসিনী কিছুকাল বৃহদাকার মূর্ত্তির প্রতি নিরীক্ষণ করিবার পর তাহার বিশ্বাস হইল যে, মূর্ত্তি তাহাকে সম্বোধন করিবার উপক্রম করিতেছে। এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তি যদি মুখব্যাদান পূর্ব্বক বাক্য নিঃসরণ করে, তাহা হইলে না জানি সেই স্বর কিরূপ গম্ভীর হইবে। সুহাসিনী ভয়ে আর সে দিকে দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়া গৃহের অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

গৃহে দ্বার ভিন্ন আর একটী মাত্র বৃহৎ জানালা ছিল। একটী স্তম্ভের নিকট একখানি চৌকি স্থাপিত রহিয়াছে। সম্মুখে একটী মেজ, তদুপরি এক খানি পুস্তক খোলা রহিয়াছে। এক খণ্ড মনুষ্যের অস্থি তাহার উপর স্থাপিত আছে। নিকটে একটী লৌহ নির্ম্মিত প্রদীপ জ্বলিতেছে।

এই ব্যাপার দেখিবার পর, আমাদের নায়িকার দেহে, কে যেন আবরণ পরাইয়া দিল। ভয় তাহার অন্তঃকরণ হইতে কিছু কালের জন্য স্থানান্তরিত হইল। অবিলম্বে আপনাকে দৃঢ় করিয়া, সেই পুস্তক দেখিতে লাগিল। পুস্তকের উপরিস্থিত মনুষ্যের অস্থি, যেন তাহার রহস্য প্রকাশ করিতে প্রতিবন্ধক হইয়াছে।

দেখিয়া সুহাসিনীর মন অত্যন্ত চঞ্চল হইল। পুস্তকের ভিতর কি লেখা আছে, জানিবার জন্য তাহার ইচ্ছা যার পর নাই বলবতী হইল। দস্যুপতির নিকট প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হইতেছে, ভাবিল না। দুর্গের অন্যান্য গৃহে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিল, ভুলিয়া গেল। তাহার শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, পুস্তক পাঠ করিতে আগ্রহ দেখাইল; সুতরাং আর না পড়িয়া থাকিতে পারিল না, পড়িতে নিযুক্ত হইল।

পুস্তকের উপরের পাতা খানিতে লিখিত রহিয়াছে, "অদ্ভুত মূর্ত্তির জ্ঞান"। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, পুস্তক ঐ নামে খ্যাত ছিল।

পুস্তক হস্ত দ্বারা লিখিত। সুহাসিনী ইতিপূর্ব্বে যে রমণীর হস্ত লিখিত পত্র দেবালয়ে দেখিয়াছিল, ইহা সেই রমণীর হস্তাক্ষর বলিয়া বোধ করিল।

যদিও তাহার ইচ্ছা তত বলবতী হইয়াছিল, কিন্তু ভয়প্রযুক্ত সেই পুস্তকের উপরে যে অস্থি স্থাপিত ছিল, প্রথমে নড়াইতে পারিল না। উপরিস্থিত অস্থি স্থানান্তরিত না করিলে পুস্তক পড়িবার যো নাই। সুহাসিনী কোন রূপে সাহসে নির্ভর করিয়া, দূর হইতে অস্থি কতক পরিমাণে নড়াইল। পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া আশ্চর্য্যের সহিত দেখিল, যেন কোন ব্যক্তি অদ্য এই পুস্তক লিখিয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পঁক্তিগুলি রহিয়াছে।

"মূর্ত্তি এইরূপ কহিয়া থাকেন—সাহস না থাকিলে, কেবল বলের দ্বারা মনুষ্যের কোন উপকার হয় না। যে পুরুষ অনেকানেক অদ্ভুত ব্যাপার সাহসপূর্ব্বক দর্শন করিয়াছেন, এবং নানা ভাষা শিক্ষা করিয়া আপনাকে জ্ঞানী ও বহুদর্শী করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই এই বিশ্ব মাঝে একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার বল, সাহসের সমতুল্য হইলে, নিশ্চয়ই তাঁহার প্রত্যেক লক্ষ্য সফল হইবে। যে রমণী অনেকানেক অদ্ভুত ব্যাপার সাহস পূর্ব্বক দর্শন করিয়াছেন, এবং নানা ভাষা শিক্ষা করিয়া আপনাকে

জ্ঞানী ও বহুদর্শী করিয়াছেন; তিনি অবশ্যই এই বিশ্ব মাঝে একজন ক্ষমতা-শালিনী ব্যক্তি হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার রূপ, সাহসের সমতুল্য হইলে, নিশ্চয়ই তাঁহার প্রত্যেক লক্ষ্য সফল হইবে।"

উপরিউক্ত কথাগুলি সুহাসিনীর হৃদয়ে আকাশ বাণী সম প্রবিষ্ট হইল। তাহার অন্তঃকরণে কৌতুক কাণ্ড এই প্রথমবার প্রবেশ করিল। ভাবিল, "মনুষ্যের অজ্ঞাতে কত অদ্ভুত কাণ্ডই ঘটে, তাহা কে বলিতে পারে?"

সুহাসিনী পাতা উল্টাইয়া পুস্তকের আর একখানি পাতা পড়িতে লাগিল—

"মূর্ত্তি এইরূপ বলিয়া থাকেন—আমার জিহ্বা যদিও বরফের ন্যায় শীতল, কিন্তু তাহা হইতে বজ্রপাতসম ভীষণ বাক্য উচ্চারণ হইয়া থাকে। আমি যে সকল বাক্য উচ্চারণ করি, তাহা একখানি পুস্তকে লিখিত হয়, এবং সেই পুস্তক সকল সময়েই নবভাব ধারণ করিয়া থাকে, কিছুতেই পুরাতন হয় না। সহস্র সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলেও তাহার অক্ষর পড়িবার উপযুক্ত থাকে, বোধ হয় যেন কেহ অদ্য লিখিয়াছে। আমি প্রধান মূর্ত্তি, এবং আমিই কেবল জ্ঞানের কথা কহিয়া থাকি। কোন নির্ম্মিত মূর্ত্তির কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। আমি প্রথম মূর্ত্তি, আর দ্বিতীয় নাই।"

উপরি উক্ত কয়েকটী পংক্তি পাঠ করিয়া, সুহাসিনী ভয়ে ও বিস্ময়ে পরি-পূরিত হইয়া, আর একবার মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ইহা কি সম্ভব! যে কোন সিদ্ধপুরুষ এই প্রস্তরময় মূর্ত্তিকে কথা কহিবার ক্ষমতা দিয়াছেন।

সাধারণ লোকে অন্য কোন স্থানে সে কথা শুনিলে, হাস্য সম্বরণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। অনেকেই বলিতে পারেন ভূত নাই, মন্ত্র তন্ত্র সকলই মিথ্যা। কিন্তু একটী জন-মানব শূন্য, পুরাতন বৃহৎ অট্টালিকাতে, ভূত আছে শুনিলে, তিনি কি নিশা দ্বিপ্রহরে একাকী তথায় প্রবেশ করিতে সাহস করেন? কখনই নহে? কিন্তু সুহাসিনী রাত্রি দুই প্রহরের সময়, একাকিনী সেই অদ্ভুত মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এবং দুর্গস্থ অন্যান্য গৃহের অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, এই মূর্ত্তি কথা কহিতে পারে।

যুবতী ভয় ও বিস্ময়ে জর্জ্জরিভূতা হইয়া প্রস্তরময় মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া

রহিল। মূর্ত্তিতে আলো লাগাতে ঝক্ মক্ করিতে লাগিল; এবং উহা এত মার্জ্জিত ছিল যে, তাহার ভিতর দিয়া সুহাসিনীর অবয়ব প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

একজন বীরপুরুষ হইলেও এ সময়ে ও স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইলে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইত, হয়তো ভয়ে পলায়ন করিতেন। কিন্তু সুহাসিনী পলায়ন করিল না, অনিমেষ লোচনে মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিল।

প্রস্তরময় মূর্ত্তির মুখের ভিতর গম্ভীর শব্দ হইতে লাগিল, এবং মুখব্যাদান করিবার উপক্রম করিল। দেখিয়া সুহাসিনীর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, এই মূর্ত্তি বাক্য নিঃসরণ করিতে পারে না। মনে করিল, "কোন সিদ্ধ পুরুষ ইহাকে কথা কহিবার ক্ষমতা দিয়াছেন।"

"সুহাসিনী!" মূর্ত্তি নম্র অথচ গম্ভীর স্বরে আমাদের নায়িকাকে সম্বোধন করিল। সে স্বর ভয়ঙ্কর নহে, তাহাতে কর্কশতার লেশমাত্র নাই, অতএব সুহাসিনীর ভয়ের সঞ্চার হইল না বটে, কিন্তু যার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইল। এই প্রস্তরময় মূর্ত্তি তাহার নাম কিরূপে জানিল? যদি ভূমি কম্প দ্বারা সে সময়ে সেই দুর্গ মৃত্তিকাসাৎ হইত, তাহা হইলেও সে তত বিস্মিতা হইত না। অবাক্ হইয়া মূর্ত্তির দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

"সুহাসিনী!" আবার ঐ মূর্ত্তি বলিল, "তুমি ঐ পবিত্র পুস্তকে কি পাঠ করিলে?"

"আমি ঐ মগ পুস্তকের কথাগুলি সমুদায় মুখস্থ করিয়া লইয়াছি, উহাতে আমাদের রমণী জাতির কথাও লিখিত আছে।" সুহাসিনী দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিল, তাহার স্বরে কোনরূপ আশঙ্কা বা বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ পাইল না।

"সে কথাগুলি বল?" মূর্ত্তি আবার বলিল।

সুহাসিনী বলিতে লাগিল, "সাহস না থাকিলে, কেবল বলের দ্বারা মনুষ্যের কোন উপকার হয় না। যে পুরুষ অনেকানেক অদ্ভুত ব্যাপার সাহস পূর্ব্বক দর্শন করিয়াছেন, এবং নানা ভাষা শিক্ষা করিয়া আপনাকে জ্ঞানী ও বহুদর্শী করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই এই বিশ্ব মাঝে একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার বল, সাহসের সমতুল্য হইলে, নিশ্চয়ই তাঁহার

প্রত্যেক লক্ষ্য সফল হইবে। যে রমণী অনেকানেক অদ্ভুত ব্যাপার সাহস পূর্ব্বক দর্শন করিয়াছেন, এবং নানা ভাষা শিক্ষা করিয়া আপনাকে জ্ঞানী ও বহুদর্শী করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই এই বিশ্ব মাঝে একজন ক্ষমতাশালিনী ব্যক্তি হইয়াছেন; কিন্তু—" এই স্থানে বলিতে বলিতে সুহাসিনী নিস্তব্ধ হইল, তাহার মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল এবং রক্তবর্ণ হইল।

"বলিতে থাক?" মূর্ত্তি বলিল। তাহার সেই গম্ভীর স্বর, তাহার প্রকাণ্ড মূর্ত্তির ভিতর লীন হইয়া গেল।

"কিন্তু তাঁহার রূপ, সাহসের সমতুল্য হইলে, নিশ্চয়ই তাঁহার প্রত্যেক লক্ষ্য সফল হইবে।" বলিতে বলিতে সুহাসিনীর চক্ষু উজ্জ্বল হইল, এবং গৌরবের সহিত মুখমণ্ডল উত্তেজিত হইল।

"সুহাসিনী! তুমি সুন্দরী ও সাহসী!" মূর্ত্তি কহিল, "তুমি কি কোনরূপ উচ্চ আশা কর না?"

"ওরূপ মনের ভাব, ঐ পুস্তক পড়িবার পূর্ব্বে আমাকে কখনই উত্তেজিত করে নাই।" সুহাসিনী উত্তর করিল, "ঐ মহাপুস্তকে লিখিত আছে, 'সাহস না থাকিলে কেবল বলের দ্বারা মনুষ্যের কোন উপকার হয় না।' এই কয়েকটী কথা আমার অন্তঃকরণে অগ্নিশিখাবৎ প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। আমি আজ হইতে আমার সাহস বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিব।"

"তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহাতে তোমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকা চাই।" মূর্ত্তি বলিল, "তুমি জ্ঞান ও সাহস উপার্জ্জন করিবার জন্য, পৃথিবীতে মানবরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। অতএব তোমার সকল চিন্তা এবং উত্তেজনাকে, জ্ঞান ও সাহস প্রাপ্ত হইবার জন্য নিযুক্ত করা চাই। তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই এই ধরাধামে গৌরবের উচ্চশিখাতে অবস্থান করিবে।"

"দেখিতেছি, আপনি ভূত ভবিষ্যৎ সকলই বলিতে পারেন। আমাকে কোন সহজ পথ দেখাইয়া দিবেন? যাহাতে আমার ইচ্ছা অনায়াসে সফল হয়।" আমাদের নায়িকা বলিল। তাহার অন্তঃকরণে কতক পরিমাণে আশার সঞ্চার হইল, যদিও সেই আশা আবরণের সহিত তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। উচ্চপদ উচ্চ আশা কোন্ ব্যক্তিকে বিচলিত না করে?

"মূর্ত্তি কহিল, যদি জ্ঞানী ব্যক্তির মন্ত্রণা লও, অবশ্য যাঁহারা সদুপায়

বলিয়া দিতে সক্ষম হইবেন; আর যদি জ্ঞান, উত্তেজনা ও সাহস প্রত্যেক বিষয়ে দেখাইতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার সকল আশা ফলবতী হইবে। তোমার জীবনে; অনেক দুর্ঘটনা ঘটিবে। মহৎ ব্যক্তি হইতে গেলে অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ সহ্য করিতে হয়। সময় আসিলে তোমার বুদ্ধির চাতুর্য্য বলিয়া দিবে, তুমি আপনাকে কিরূপ প্রকারে চালনা করিবে। এক্ষণে আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও, আমি আর কথা কহিব না।

মূর্ত্তির শেষ কথার প্রতিধ্বনি ছাদের নিম্নে লয় হইল। আবার নিস্তব্ধতা আসিয়া উপস্থিত হইল।

মূর্ত্তির কথা শুনিয়া আমাদের নায়িকার অন্তঃকরণে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। মনে করিল, "সত্য সত্যই কি মূর্ত্তি আমার সমক্ষে বাক্য উচ্চারণ করিল! না আমার ভ্রম! স্বপ্ন দেখিতেছি! না! তাহা কিরূপে হইবে। সেই সময়! সম্মুখে সেই প্রস্তরময় মূর্ত্তি দণ্ডায়মান! তবে কি প্রকারে মিথ্যা হইতে পারে। এই জগৎ নির্ম্মাণকারী জগদীশ্বরের ক্ষমতাকে কোটী কোটী ধন্যবাদ দিই। তাঁহার রাজ্যেতে কত প্রকার ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা কে বর্ণন করিতে পারে? তিনি নির্ধনীকে ধন, অসুখীকে সুখ, বোবাকে বাক্য ও প্রস্তরময় মূর্ত্তিকে কথা কহিবার ক্ষমতা সকলই প্রদান করিতে পারেন।"

এইরূপে জগদীশ্বরের মহিমা মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে, সুহাসিনী আর বিলম্ব না করিয়া, সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী।

সুহাসিনী গৃহের বাহিরে আসিবামাত্র, সম্মুখে সেই বৃদ্ধকে দেখিতে পাইল। যিনি তাহার শয়ন গৃহের জানালা দিয়া উঁকি মারিয়াছিলেন, এবং যাঁহার সহিত বিমলার কথোপকথন হইয়াছিল। বৃদ্ধকে দেখিয়া সুহাসিনী স্তম্ভিতা ও ভয়ে জর্জ্জরিভূতা হইল, একটী বাক্যও উচ্চারণ করিতে পারিল না, কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

"সুহাসিনী! তুমি অদ্য রাত্রিতে এই দুর্গে অনেকানেক অদ্ভুত ব্যাপার

দেখিয়াছ ?" বৃদ্ধ মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার স্বর স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল, কর্কশতার লেশ মাত্র নাই। দূর হইতে কথা কহিলে বোধ হয়, কোন স্ত্রীলোক কথা কহিতেছেন।

বৃদ্ধ কর্ত্তৃক আপন নাম উচ্চারিত হইল দেখিয়া সুহাসিনী একেবারে বিস্মিতা হইল। বৃদ্ধের মধুর বাক্য শুনিয়া তাহার অন্তঃকরণ হইতে ভয় একেবারে দূরিভূত হইল, তাঁহাকে ভক্তি ও মান্য করিতে কে যেন তাহার কাণে কাণে বলিয়া দিল।

"হাঁ! আমি অনেক অদ্ভুত ব্যাপার এই দুর্গ মধ্যে দেখিয়াছি!" সুহাসিনী দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিল। বৃদ্ধকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, এবং তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে ধারণ করিল।

বৃদ্ধ। সেই সকল অদ্ভুত কাণ্ড জানিবার জন্য তোমার কি ইচ্ছা হইতেছে না ?

সুহাসিনী। অবশ্যই জানিতে নিতান্ত ব্যাগ্র হইয়াছি!

বৃদ্ধ। বল ? কোন্ রহস্যটী জানিতে তোমার বাসনা হইয়াছে। আমি সমুদায় রহস্য যদিও জানি বটে, কিন্তু বলিবার ক্ষমতা নাই। একটীর কথা বলিতে পারি মাত্র।

বৃদ্ধ সুহাসিনীর হস্ত ধারণ করিয়া, যে গৃহে বিমলার সহিত কথোপ-কথন করিয়াছিলেন, তথায় লইয়া গেলেন। দুইখানি চৌকিতে দুইজনে উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধ, সুহাসিনীর সৌন্দর্য্য এবং অবয়ব মনোযোগপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অন্তঃকরণে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বুদ্ধি স্থির করিয়া আবার বলিলেন, "সুহাসিনী! তোমার কোন্ রহস্যটী জানিতে বাসনা হইয়াছে ?"

সুহাসিনী বলিতে লাগিল, "আমি এই দুর্গের অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিতা হইয়াছি। প্রথমত, আমি এই জানিতে ইচ্ছা করি যে, সেই সকল বহুমূল্য হীরা, মুক্তা, সুবর্ণ প্রভৃতির গহনা এ স্থানে কি প্রকারে আসিল ? তাহা ব্যবহৃত হয় না কেন ? দ্বিতীয়ত, আপনি বন্দী হইয়া সেই বণিক কন্যাকে কিরূপে উদ্ধার করিবেন ? যে তাঁহাকে আপনার প্রদত্ত অঙ্গুরীয় দেখাইবে, সেই তাঁহাকে উদ্ধার করিবে, ইহার অর্থ কি ? তৃতীয়ত, অস্থিময় মনুষ্যের হস্তো-

ত্তগন দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভীতা হইয়াছি, যেন কি এক অদ্ভুত আশঙ্কা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। চতুর্থত, সেই দুঃখজনক লিপি কোথা হইতে এই দুর্গে আসিল? কেই বা লিখিল? তাহা পাঠ করিয়া আমি যার পর নাই দুঃখিতা হইয়াছি। পঞ্চমত, প্রস্তরময় মূর্ত্তির কথা শুনিয়া, আমি একেবারে অবাক্ হইয়াছি, উহা কিরূপে কথা কহিল? আমার নামই বা কিরূপে জানিল? ষষ্ঠত, আপনি আমাকে কিরূপে চিনিলেন? আমার নামই বা কিরূপে জানিলেন? এই সকল ব্যাপার আমাকে একেবারে আশ্চর্য্যান্বিতা করিয়াছে। এই সকলের রহস্য জানিবার জন্য আমার অন্তঃকরণ ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সকলগুলিই আমার নিকট নিজগুণে প্রকাশ করুন।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "পূর্ব্বেই তো তোমাকে বলিয়াছি, সকল রহস্য বলিবার ক্ষমতা আমার নাই। তবে উহার মধ্যে একটী বিষয় বলিতে পারি, যদি তাহা মন দিয়া শুন ও তাহা সাধন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা কর।"

"বলুন?" সুহাসিনী ব্যগ্রতার সহিত উত্তর করিল।

"শ্রবণ কর—" বৃদ্ধ বলিলেন, "শ্রবণ কর—তোমাকেই সেই বণিক কন্যাকে উদ্ধার করিতে হইবে?"

শুনিয়া সুহাসিনী অবাক্ হইল, হাস্য সহকারে বলিল, "আপনি কি বলিতেছেন? আমি সপ্তদশ বর্ষীয়া বালিকা হইয়া কিরূপে এই দুঃসাহসিক কার্য্য সম্পন্ন করিব?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "সুহাসিনী! এ হাসির কথা নহে! তুমি প্রস্তরময় মূর্ত্তির মুখে শুনিয়াছ, মহৎ ব্যক্তি হইতে গেলে অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ সহ্য করিতে হয়। তোমার আকারে দেখিতেছি, তুমি সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিবে। তুমি সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সে কর্ম্মে আপনাকে নিযুক্ত করিলে, নিশ্চয়ই তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবে। সুহাসিনী! তুমি প্রস্তরময় মূর্ত্তির মুখে শুনিয়াছ, যে ব্যক্তি তোমাকে উপদেশ দিতে সক্ষম, তুমি তাহার কথানুসারে চলিবে। তাহা বলিয়া আমি এরূপ বলিতেছি না, আমি একজন মহৎ লোক! আমার কথানুযায়ী বিমলাকে উদ্ধার কর।"

সুহাসিনী বলিল, "আপনি অবশ্যই একজন মহৎ ব্যক্তি, তাহা নিজমুখে প্রকাশ করিতেছেন না, মহাশয় ব্যক্তিদের রীতিই এইরূপ।" ক্ষণকাল পরে

আবার বলিল "আপনার কথা সত্য। মহৎ ব্যক্তি হইতে হইলে, অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ সহ্য করিতে হয়, কিন্তু বিমলাকে উদ্ধার করিলেই যে আমি একজন মহৎ ব্যক্তি হইব, তাহার অর্থ কি?"

বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "সুহাসিনী! তুমি সেই মহাপুস্তকে পাঠ করিয়াছ, 'সাহস না থাকিলে; কেবল বলের দ্বারা মনুষ্যের কোন উপকার হয় না। যে রমণী অনেকানেক অদ্ভুত ব্যাপার সাহস পূর্ব্বক দর্শন করিয়াছেন, এবং নানা ভাষা শিক্ষা করিয়া আপনাকে জ্ঞানী ও বহুদর্শী করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই এই বিশ্ব মাঝে এক জন ক্ষমতাশালিনী ব্যক্তি হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার রূপ, সাহসের সমতুল্য হইলে, নিশ্চয়ই তাঁহার প্রত্যেক লক্ষ্য সফল হইবে। সুহাসিনী! তোমার ঐ সকল গুণই আছে। তুমি এই দুর্গের অদ্ভুত কাণ্ড সকল সাহস সহকারে দেখিয়াছ। বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য ভাষা উত্তমরূপে শিখিয়া আপনাকে জ্ঞানী ও বহুদর্শী করিয়াছ—"

"আমি যে ঐ সকল ভাষা জানি, আপনি তাহা কিরূপে জানিলেন?' বৃদ্ধের কথায় বাধা দিয়া আশ্চর্য্যের সহিত যুবতী জিজ্ঞাসা করিল।

"সে কথা পরে বলিব। এক্ষণে আমার কথা মন দিয়া শুন—" বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, "সুহাসিনী! তুমি রূপবতী! তোমার মত রূপবতী কন্যা আমার চক্ষে কখনও পড়ে নাই। এক্ষণে বিমলাকে উদ্ধার করিয়া আপন সাহসের পরিচয় দেও। তুমি যেরূপ রূপসী, তদ্রূপ সাহস দেখাইয়া আপনার প্রত্যেক লক্ষ্য সফল কর। সুহাসিনী! আমি এক জন সন্ন্যাসী, মনুষ্য মাত্রেরই কল্যাণ কামনা করিয়া থাকি। আমি কেবল মাত্র তোমার মঙ্গলের জন্যই বিমলাকে উদ্ধার করিতে বলিতেছি। আমি সেই পরম পিতা জগদীশ্বরকে সাক্ষ্য রাখিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তুমি বিমলাকে উদ্ধার করিলে, এই ধরাধামে নিশ্চয়ই একজন বিখ্যাত রমণী হইবে।

ক্ষণেক চিন্তার পর বৃদ্ধ আবার বলিলেন, "সুহাসিনী তোমার লক্ষ্য এখন কোন্ দিকে? তুমি এখন কি ভাবিতেছ?"

যুবতী বৃদ্ধের প্রশ্ন বুঝিতে না পারিয়া সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না।

যুবতীকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধ আবার বলিলেন, "কোন্ চিন্তা তোমাকে সদা সর্ব্বদা ব্যাকুল করিতেছে?"

আমাদের নায়িকা দেখিল, বিবাহ চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা তাহার অন্তঃকরণে এক্ষণে নাই। উত্তর দিতে সঙ্কুচিত হইল, লজ্জায় মুখ নত করিল।

সুহাসিনী লজ্জিত হইতেছে দেখিয়া বৃদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "লজ্জা কি বল? আমার নিকট তোমার লজ্জা করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।"

বৃদ্ধের বারম্বার অনুরোধে আমাদের নায়িকার অন্তঃকরণ হইতে কতক পরিমাণে লজ্জা অন্তর্হিত হইল, অস্ফুট স্বরে বলিল, বি—বা—হ।

বৃদ্ধ। বিবাহে কোন বাধা আছে কি?

সুহা। অনেক।

বৃদ্ধ ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ মণ্ডল চিন্তাযুক্ত হইল। বোধ হইল যেন কোন কৌশল আবিষ্কার করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "সুহাসিনী! আমি প্রস্তরময় মূর্ত্তির মুখে শুনিয়াছি, এক্ষণে তোমার বিবাহ হইবে না—বিমলাকে উদ্ধার না করিলে তোমার বিবাহ হইবে না, স্থির জানিও।"

বিমলাকে উদ্ধার না করিলে বিবাহ হইবে না! আর কি সুহাসিনী স্থির থাকিতে পারে? বৃদ্ধের কথায় তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। নির্ভয়ে বলিল, "আমি বিমলাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিব। যদি সেই বণিক কন্যাকে উদ্ধার করিতে, আমাকে শত শত অসম্ভবনীয় বিপদে পতিত হইতে হয়, অধিক কি প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিতে হয়; তাহা হইলেও বিমুখ হইব না। এক্ষণে কি উপায়ে তাঁহাকে উদ্ধার করিব বলিয়া দিন।"

বৃদ্ধ, সুহাসিনী কি উত্তর দেয়, ব্যগ্রতার সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে স্বীয় মনোমত উত্তর পাইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, "জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তোমার অন্তঃকরণ দয়ায় পরিপূর্ণ। তুমি নিশ্চয়ই সেই অভাগিনীকে উদ্ধার করিতে পারিবে।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ বক্ষঃস্থল হইতে একটী অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া সুহাসিনীর হস্তে দিলেন। সুহাসিনী দেখিল, তদুপরি পারস্য ভাষায় সম্রাট আকবরের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। সুহাসিনী পারস্য ভাষা উত্তমরূপে জানিত, অতএব তাহা অনায়াসে পড়িতে পারিয়াছিল। এখন যেমন অনেক স্ত্রীলোকেরা আগ্রহ সহকারে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন, সে সময়ে সেইরূপ পারস্য ভাষা শিখিতেন।

সুহাসিনীর পিতা গোবিন্দলাল বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা উত্তমরূপে জানিতেন, এবং কন্যাকে ঐ সকল ভাষা শিখাইতে অযত্ন করেন নাই। সুহাসিনী বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারস্য, এই তিন ভাষা উত্তমরূপে জানিত।

বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিলেন, "এই আঙ্গটি তুমি সাবধানে রাখিবে, দেখিও হারাইয়া না যায়। এই দুর্গ মধ্যে তোমরা যে গৃহে অবস্থান করিতেছ, তাহার বহির্ভাগের উত্তর কোণে একটী গহ্বর আছে। কল্য প্রাতে তথায় যাইলে তন্মধ্যে একখানি পত্র রহিয়াছে দেখিতে পাইবে। পত্রখানি খুলিলে সাদা কাগচ ভিন্ন তাহার ভিতর অক্ষর দেখিতে পাইবে না। সেই কাগচ অগ্নিশিখায় দগ্ধ করিলে, তন্মধ্যে জলন্ত অক্ষর দেখিতে পাইবে, এবং তাহা পাঠ করিয়া জানিতে পারিবে, কি উপায়ে তুমি বিমলাকে উদ্ধার করিবে। পত্র এরূপ ভাবে অগ্নিশিখায় ধরিবে, যেন পুড়িয়া না যায়। আর একটী কথা বলিয়া দিই, অদ্য হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে পত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে ইচ্ছা করিও না। অষ্টম দিবসে ঐরূপ করিয়া পত্র পাঠ করিবে। বণিক কন্যাকে উদ্ধার করিতে তোমার যদি কোন বিপদ ঘটে, মনোমধ্যে বিশ্বাস রাখিও, যে কোন অদৃশ্য ক্ষমতা তাহা হইতে তোমাকে রক্ষা করিবেন।"

সুহাসিনী বলিল, "আপনার কথা মস্তকে ধারণ করিলাম। আমি আপনার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিব, তাহাতে অন্যথা হইবে না। এক্ষণে আপনাকে এই দুর্গস্থিত অন্যান্য রহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? আপনি আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিবেন কি?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "আমিতো পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে কথা বলিতে আমি অক্ষম। আমি এক্ষণে ঐ সকল গুপ্ত কথার কিছুই বলিতে পারি না। এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই, সময় আসিলে অবশ্যই তোমাকে বলিব।"

সুহা। আমার এক বিষয়ে বড় ভয় হইতেছে। আমি বিজয়ন লালের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, এই দুর্গের নির্দ্দিষ্ট গৃহ ভিন্ন আর কোন স্থানে বাহির হইব না, কিন্তু যদি তিনি জানিতে পারেন, যে আমি এই দুর্গস্থিত সমুদায় রহস্য গোপনে গোপনে দেখিয়াছি, তাহা হইলে কি হইবে?"

বৃদ্ধ। সে বিষয়ে তোমার কোন চিন্তা নাই, আমিই কেবল জানিতে পারিয়াছি, যে তুমি এই দুর্গস্থিত অদ্ভুত রহস্য সকল গোপনে গোপনে দেখি-

য়াছ। আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। আমি দস্যুপতিকে তোমার বিষয় কিছুই বলিব না।

সুহা। আপনি আমার নাম কিরূপে জানিলেন? আমি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য ভাষা উত্তমরূপে জানি, তাহাই বা কিরূপে জানিলেন?

বৃদ্ধ। আমি ঐ প্রস্তর মূর্ত্তির নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে সকল বিবরণ শুনিয়া থাকি। দস্যুপতি তোমাদিগকে এই দুর্গে আনিলে পর, আমি মূর্ত্তিকে তোমাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহারই মুখে সমুদায় শুনিয়াছি। আর এ স্থানে থাকিবার আবশ্যক নাই, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস, তোমাকে তোমার শয়ন গৃহ দেখাইয়া দিই। এ দুর্গ এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে, অপরিচিত ব্যক্তি ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে, কিছুতেই সে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে সক্ষম হইবে না।

সুহা। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হইলে, সমস্ত রাত্রি এই দুর্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত।

বৃদ্ধ। আর কথা বাড়াইও না, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।

সুহাসিনী বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তাহাকে আবার সেই প্রস্তরময় মূর্ত্তির গৃহ দিয়া যাইতে হইল। সুহাসিনী মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, উহা পর্ব্বতের ন্যায় গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আবার সেই দেবালয়, যে স্থানে দুঃখজনক লিপি পাঠ করিয়াছিল। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র বৃদ্ধ বলিলেন, "মাত! রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। আমি এই সময়ে প্রত্যহ শিবপূজা করিয়া থাকি। তুমি কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি মহাদেবকে পূজা করি।"

সুহাসিনী তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিল, মনে মনে শিবপূজা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ পূজারম্ভ করিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে পূজা সাঙ্গ করিয়া পুনরায় গমন আরম্ভ করিলেন। সুহাসিনী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। আবার সেই অস্থিময় মানব গৃহ, সুহাসিনী সেই গৃহের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে অত্যন্ত ভয়ার্ত্ত হইল। তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, এবারে মাংসহীন মনুষ্যেরা হস্তোত্তোলন করিল না। সেই গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া,

যে গৃহে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি দেখিয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইল। তৎপরেই উপরে উঠিবার সোপান শ্রেণী, তদ্বারা শয়ন গৃহস্থিত গবাক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইল। এইরূপে যুবতীকে আপন গৃহে পৌঁছিয়া দিয়া বৃদ্ধ প্রস্থান করিলেন। সুহাসিনী কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, শরৎকুমার তখনও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন। নায়িকা হস্তস্থিত আলোকাধার মেজের উপর স্থাপন করিয়া, আপন শয্যায় শয়ন করিল। প্রথমত নানারূপ রহস্যের কথা মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে, তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। অবশেষে প্রত্যুষের কিছু পূর্ব্বে নিদ্রা আসিয়া তাহাকে সকল ভাবনা হইতে দূরিভূত করিল। দুর্গস্থিত সমুদায় রহস্য দেখিতে প্রায় চারি ঘণ্টা কাল লাগিয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

জমীদার।

বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। জমীদার রাধামাধব রায়, আপন বৈঠকখানায় দুই চারিজন পারিষদের সহিত বসিয়া রহিয়াছেন। পুত্রের জন্য যার পর নাই উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়াছেন। দস্যুরা যে শরৎকুমারকে ধৃত করিয়াছে, নগরপালকে জানাইয়াছেন। যে তাঁহার পুত্রকে ডাকাইতদিগের নিকট হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে, তাহাকে দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন, ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। রাধামাধব জানিতেন, কেবল তাঁহার পুত্রকে দস্যুরা হরণ করিয়াছে, কিন্তু সুহাসিনী যে সেই সঙ্গে অপহৃতা হইয়াছে, জানিতেন না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সুহাসিনীকে শরৎকুমার পিতার অজ্ঞাতে হরণ করিয়া শিবমন্দিরে আনয়ন করিয়াছিলেন। রাধামাধব, সুহাসিনীর বিষয় বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না।

একমাত্র পুত্রের অদর্শনে, রাধামাধব শোকে অধৈর্য্য হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি যে কত মহা পাপ করিয়াছি, তাহার সীমা নাই! সে জন্যই এই বৃদ্ধ বয়সে, একমাত্র পুত্রকে হারাইতে বসিয়াছি! এক্ষণে সেই পাপের

ফলভোগ করিতেছি! আমি সামান্য অর্থের জন্য প্রজাদিগকে, কত পীড়ন করিয়াছি, তাহাদের উপর কত অত্যাচার করিয়াছি! কোন দরিদ্র প্রজা খাজানা দিতে অক্ষম হইয়া আমার পদানত হইলে, আমি পদাঘাতে তাহাকে দুরে নিক্ষেপ করিয়াছি! আমি তাহার সংসারের সমুদায় সামগ্রী বিক্রয় করিয়া, সেই খাজানার অর্থ লইয়াছি! সে স্বপরিবারে আমার চক্ষের উপর অন্নাভাবে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে, অনায়াসে দেখিয়াছি! সে ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়াও আমার হৃদয়ে দয়ার লেশ মাত্র উপস্থিত হয় নাই। পারিষদবর্গ! আমাপেক্ষা পাষণ্ড এ জগতে আর কে আছে? তাহা না হইলে আমার একমাত্র পুত্র দস্যু হস্তে পতিত হইবে কেন? কেবল আমারই পাপের জন্য সেই ধার্ম্মিক পুত্র বিপদে পতিত হইয়াছেন। দস্যুরা তাঁহাকে কি জীবিত রাখিয়াছে? আর কি সেই মহাপুরুষকে দেখিতে পাইব?"

বৃদ্ধ জমীদার এইরূপ আক্ষেপ করিতেছেন, এমত সময়ে গোবিন্দ লাল তথায় উপস্থিত হইলেন। রাধামাধব গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। গোবিন্দলাল উপবেশন করিয়া ক্ষণকাল পরে বলিলেন, "মহাশয়! আমি অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়াছি, কিরূপে যে উদ্ধার হইব, ঠিক্ করিতে পারিতেছি না। আপনার সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়াছি, সেইরূপ সর্ব্বনাশ আমারও হইয়াছে, বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন।"

রাধামাধব উত্তর করিলেন, "আমিতো আপনার কোন কুখবর শুনি নাই? আপনার কি বিপদ ঘটিয়াছে?"

গোবিন্দ কাতর স্বরে উত্তর করিলেন, "গত রাত্রে দুষ্ট লোকে আমার কন্যাকে হরণ করিয়াছে। কোথায় রাখিয়াছে, কিছুই ঠিক্ করিতে পারিতেছি না। গৃহে এক মাত্র বিধবা কন্যা ছিল, যাহাকে দেখিয়া সকল কষ্ট দুর করিতাম, তাহাকেও হারাইলাম। ধন্য ভগবন! ধন্য তোমার মহিমা! সেই কন্যাকেও আমার নিকট হইতে স্থানান্তরিত করিলে!"

বলিতে বলিতে গোবিন্দ নীরব হইলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় জলপূর্ণ হইল।

রাধামাধব দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কল্য রাত্রিতে আমার শরৎকুমারকে দস্যুরা যে কোথায় লইয়া গিয়াছে, কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। আপনার সর্ব্বনাশ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার তাহাপেক্ষাও অধিক

হইয়াছে। আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম একমাত্র পুত্রকে হারাইয়াছি। বৃদ্ধ বয়সে কোথায় জমীদারির ভার পুত্রের উপর দিয়া নিজে ৺কাশিধামে বাস করিব ; তাহা না হইয়া সকল আশা একেবারে নির্ম্মূল হইল! আর কি শরৎকুমারকে দেখিতে পাইব ?"

এই সময়ে জনৈক ভৃত্য সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া নত মস্তকে রাধামাধবকে নিবেদন করিল। "মহাশয়ের সহিত, কোন লোক সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করে, হুকুম পাইলে তাহাকে এথানে লইয়া আইসি।"

রাধামাধব বলিলেন, "সে কি জন্য আসিরাছে ? কি প্রার্থনা করে ?" ভৃত্য উত্তর করিল, "সে বিষয় কিছুই বলে নাই। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, সে একজন পত্রবাহক।"

রাধামাধব বলিলেন, "আচ্ছা! তাহাকে আসিতে দাও।"

ভৃত্য গৃহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে পত্রবাহককে সঙ্গে করিয়া পুনরায় প্রবেশ করিল।

পত্রবাহক রাধামাধবের হস্তে একথানি পত্র দিয়া, অবনত মস্তকে নিবেদন করিল, "মহাশয়! আমার প্রভু এই পত্রের উত্তর, আপনার নিকট হইতে লইয়া যাইতে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন।"

রাধামাধব পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠক! এ পত্রের বিষয় আপনি অবগত আছেন, ইহা বিজয়নলালের পত্র। পত্র পাঠান্তর বৃদ্ধ জমীদারের চক্ষু হইতে, অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, যে পত্র প্রেরককে অগ্নিকুণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া, দগ্ধ করেন। সে সময়ে এত রাগান্বিত হইয়াছিলেন যে, পত্রের বিষয় কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, এবং ভীষণ স্বরে পত্র-বাহককে বলিলেন, "যাও! তোমার প্রভুকে জানাইও, তাহার পত্র আমি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। ওরূপ পত্রের উত্তর রাধামাধব জীবনে কথনও দেয় নাই। যাও! সেই নরাধমকে বলিও, তাহার আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে, নতুবা আমাকে এরূপ পত্র লিখিবে কেন? যাও! আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও!"

পত্রবাহক বলিল, "আপনি পত্রের জবাব না দিয়া ভাল করিলেন না,

আমার প্রভুর বিক্রমের কথা জানেন তো ? পত্রের জবাব না দিলে মহা অনর্থ ঘটিবে।”

ক্রোধে রাধামাধবের সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইল, ভীষণ স্বরে বলিলেন, “কি! আমি দস্যুর পরামর্শানুসারে আমার পুত্রের বিবাহ দিব ? দূত তুমি অবধ্য, তুমি আমার উপর যে কুবাক্য প্রয়োগ করিলে, অন্য কেহ হইলে এখনই তাহার শরীর হইতে মস্তক ছিন্ন করিতাম, তুমি দুত বলিয়া রক্ষা পাইলে। যদি তোমার জীবন রাখিতে ইচ্ছা থাকে, তাহাহইলে আমার সম্মুখ হইতে দূর হও!”

“পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে,” “আপনি আমার প্রভুর প্রতি যে কুবাক্য বলিলেন, তাহার ফল আপনাকে অচিরাৎ ভোগ করিতে হইবে।” এই বলিয়া পত্রবাহক তথা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

পত্রবাহক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পর, রাধামাধব পত্রের ভাব সমাগত ব্যক্তিদিগকে জানাইলেন।

কিছুকাল পরে রাধামাধব পারিষদ বর্গকে বলিলেন, “*তোমরা* এই বিষয় বিশেষ রূপে বিবেচনা কর ? আমার বোধ হইতেছে শরৎকুমার, বিজয়লাল এবং গোবিন্দলাল, এই তিন জনে পরামর্শ করিয়া এই কৌশল নির্ম্মাণ করিয়াছে।”

শুনিয়া গোবিন্দলাল অবাক্ হইলেন, অতি কাতর স্বরে বলিলেন, “মহাশয়! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এই বিষয়ের বিন্দুমাত্রও জানি না! কোথায়—”

গোবিন্দের কথায় কাণ না দিয়া রাধামাধব আবার বলিতে লাগিলেন, “শরৎকুমার! আমি সেরূপ পিতা নহি! মনে করিয়াছিলে, দস্যুর ভয়ে পিতা, সেই রমণীর সহিত তোমার বিবাহ দিবে। আমি ভিরু বা নীচাশয় নহি, আপনার মান কিরূপে রাখিতে হয়, বিলক্ষণ জানি। তোমার মাতা তোমার প্রণয়ের কথা, গোপনে আমাকে বলিয়াছেন; আমি সে সকল বিষয় অবগত আছি।”

ক্ষণেক নীরবের পর আবার বলিতে লাগিলেন, “তোমাদের সাক্ষাতে জগদীশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, যে বিধবা বিবাহে ইচ্ছুক, সেই কুলাঙ্গার পুত্রকে, অদ্য হইতে ত্যাগ করিলাম। আমি পরম হিন্দু!

আমার এক মাত্র পুত্র বিধবা বিবাহ করিবে? আমাকে জাত্যান্তর করিবে? লোকে বলিবে, একজন বিধবা আমার পুত্রবধূ হইয়াছে? তাহা কখনই হইবে না! আমি এই পুণ্যের সংসারে পাপ আনিতে দিব না! আবার বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর, আমি অদ্য হইতে আমার একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ করিলাম। আমি যে সকল কথা বলিলাম, তাহা লঙ্ঘন হইবার নহে।" এই কয়েকটী কথা বলিয়া বৃদ্ধ জমীদার তথা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

"দাদা! শুনিয়াছেন, প্রায় সাত বৎসর গত হইল, গোলাম হোসেন নামে একজন সিপাই, বল পূর্ব্বক কোন ভদ্র মহিলার ধর্ম্ম নষ্ট করিলে, বিচারে তাহার ফাঁসি হয়। কেহ কেহ বলিতেছে, দুই দিবস হইল, সেই মৃত গোলাম হোসেন বর্দ্ধমানে আসিয়াছিল। এ অতি আশ্চর্য্যের কথা! তাহাকে তো ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল, তবে বাঁচিল কিরূপে?" যোগেন্দ্রলাল এই কয়েকটী কথা বলিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যোগেন্দ্রলাল বিজয়নলালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

"হাঁ! আমিও ঐরূপ শুনিয়াছি, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে।" বিজয়নলাল উত্তর করিলেন।

যোগেন্দ্রলাল বলিলেন, "আমার বোধ হয় একথা মিথ্যা। মরা মানুষ কি আবার বাঁচিতে পারে?"

বিজয়নলাল বলিলেন, "হইতে পারে। ইহাতে কোন রহস্য থাকিলেও থাকিতে পারে।"

এই সময়ে পত্রবাহক তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। যেরূপে রাধামাধব বিজয়ন লালকে কুকথা বলিয়াছিলেন, প্রভু সমীপে তৎসমুদায় বর্ণন করিল।

প্রথমত বিজয়নলাল যার পর নাই রাগান্বিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে কথঞ্চিৎ ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন, রাধামাধব আমি কে? তুমি জানিতে পার

নাই, ডাকাইত বলিয়া ঘৃণা করিয়াছ! কিন্তু যদি তুমি আমার যথার্থ পরিচয় পাইতে, তাহা হইলে আমার পত্রকে অপমান করা দূরে থাকুক, মস্তকে ধারণ করিতে। যোগেন্দ্র! ভাই! ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে। আজ না হয় দুই দিন পরেও লইব।"

যোগেন্দ্রলাল বলিলেন, "সে যাহা হউক করা যাইবে। এক্ষণে শরৎকুমারের বিষয় কি করিবে? পিতা অমান্য করিয়াছেন বলিয়া, পুত্রের উপর অসদ্ব্যবহার করা উচিত নহে।"

বিজয়নলাল গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন "কখনই উচিত নহে।" ক্ষণেক নীরবের পর আবার বলিলেন, "দেখ যোগেন! অদ্ভূত দুর্গে যে সন্ন্যাস আছেন, তাঁহার উপর আমার কিছু সন্দেহ হইয়াছে।"

যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপ সন্দেহ?"

বিজয়নলাল উত্তর করিলেন, "আমরা তাঁহাকে ধার্ম্মিক বিবেচনায়, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছি, বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছি; কিন্তু বোধ হয় তিনি আমাদিগের অনিষ্ট করিবার চেষ্টায় আছেন।"

অরণ্যস্থিত একটী বৃহৎ তাঁবুর একপার্শ্বে বসিয়া দুই ভ্রাতার কথোপকথন হইতেছে। তাঁবুর অন্যান্য ভাগ দস্যুদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ইহা দস্যুদিগের একটী প্রধান আড্ডা: এস্থান হইতে অদ্ভূত দুর্গ প্রায় এক ক্রোশ দূরে স্থাপিত।

বিজয়নলাল, এক স্থানে অধিক দিন, অনুচরদিগকে লইয়া, বাস করিতেন না। অদ্য এস্থানে আছেন, কল্য দশ ক্রোশ দূরে বাস করিলেন। এইরূপে তিনি প্রায়ই বাসস্থান বদলাইতেন। কেন না, এক স্থানে অধিক দিন থাকিলে, পাছে রাজা কর্ত্তৃক ধৃত হয়েন। কিন্তু এই অরণ্যকে অধিকতর নিরাপদ জ্ঞানে, এ স্থানে ক্রমাগত দুই বৎসর কাল বাস করিতেছেন।

যোগেন্দ্রলাল বলিলেন, "ও কথা বলিও না। সে তোমার ভ্রম। তিনি যখনই শিব পূজা করেন, তখনই মহাদেবের নিকট আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করেন। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি।"

বিজয়নলাল অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন, "তবে আমার সন্দেহ করা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। সন্ন্যাসীকে যখনই দেখি, তখনই বোধ হয়, যেন কি এক গাঢ় চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন।"

যোগেন্দ্রলাল বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি, সন্ন্যাসী কথন কথন বলেন, 'যদি এ জীবনে শক্র নিপাত করিতে না পারিলাম, তবে এ অসার জীবনে প্রয়োজন কি ?, তাঁহার শক্র কে ?"

বিজয়নলাল বলিলেন, "হইতে পারে, তিনি ছদ্ম বেশে বেড়াইতেছেন। যেমন আমরা যথার্থ কি ? কাহার সন্তান ? কোথায় বাটী ? আমাদের উদ্দেশ্য কি ? লোকে সে বিষয় কিছুই জানে না, কেবল আমাদিগকে দস্যু বলিয়া ঘৃণা করে। আমাদের মত সন্ন্যাসীরও কোন গুপ্ত কথা থাকিতে পারে। ভিতরে কি আছে জানি না, বাহিরে সন্যাসী দেখি।"

পাঠক ! অদ্ভুত দুর্গে সুহাসিনীর সহিত যে বৃদ্ধের কথোপকথন হইয়াছিল, বিজয়নলাল ও যোগেন্দ্রলাল তাঁহারই কথা বলিতেছেন।

বিজয়নলাল আবার বলিতে লাগিলেন, "দুর্গস্থিত প্রস্তর মূর্ত্তির আশ্চর্য্য ক্ষমতার বিষয়, আমরা সন্ন্যাসীরই মুখে প্রথমে শুনিয়াছিলাম। সন্ন্যাসীর কথানুসারে আমরা মধ্যে মধ্যে মূর্ত্তির সহিত পরামর্শ করিয়া থাকি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! যখনই আমরা মূর্ত্তির আদেশ মত চলি, তখনই আমরা কৃত কার্য্য হই। প্রস্তরময় মূর্ত্তির অদ্ভুত ক্ষমতা।"

রাধামাধবের কটূক্তিতে বিজয়নলাল ও যোগেন্দ্রলালের অন্তঃকরণে যার পর নাই ক্রোধ এবং দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। রাধামাধব তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চ ব্যক্তি নহেন, অনেক অংশে হীন; অতএব উভয় ভ্রাতার মনে আপনাআপনি ঘৃণা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা এক্ষণে ভয়াবহ এবং ঘৃণিত দস্যু বলিয়া বিখ্যাত। রাধামাধব যে দস্যুর আজ্ঞা পালন করিবেন, কথনই হইতে পারে না। বিজয়নলালের পত্র হস্তে পড়িলে, তিনি যে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন; কারণ, বিজয়নলাল কি জাতি, কোন বংশ সম্ভূত কিছুই জানিতেন না, কেবল একজন মহা বলশালী দস্যু বলিয়া জানিতেন।

সুহাসিনীর সহিত, শরৎকুমারের বিবাহ দিতে পারিলেন না বলিয়া, বিজয়নলাল যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। এই বিবাহ সম্পন্ন করিতে পারিলে, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন, একটী মহৎ কার্য্য করিলেন ভাবিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাকে, কোন সদ্বংশ-

জাত যুবকের সহিত মিলন করা অপেক্ষা, আর অধিক পুণ্যের কাজ কি আছে?

দস্যুপতি, শরৎকুমারের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার সহিত সুহাসিনীর বিবাহ দিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। তবে সুহাসিনার বিবাহে একটা গোল আছে, কারণ উহা হিন্দু ধর্ম্ম বহির্ভূত, হিন্দু ধর্ম্মে বিধবা বিবাহ দিতে হইলে, গৃহস্থকে জাত্যান্তর হইতে হয়, নানা হাঙ্গাম পোহাইতে হয়। অনেক ভদ্রলোকের ইচ্ছা থাকিলেও লোকাচার ভয়ে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে সাহস করেন না। চক্ষের উপর কন্যা, ভগ্নী প্রভৃতির অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা দেখিতে বাধ্য হয়েন। দশ বৎসর বয়সের সময় কন্যা বিধবা হইল, আর তাহার বিবাহ দিবার যো নাই; ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়! কি ভয়ানক!

ক্ষণকাল পরে যোগেন্দ্রলাল বলিলেন, এক্ষণে শরৎকুমারের বিষয় কি স্থির করিলেন? তাঁহার পিতাতো এ বিবাহে সম্মত হইলেন না, উপরান্ত আমাদের যার পর নাই অপমান করিলেন। কিন্তু তাহা বলিয়া যে আমরা ইহা হইতে ক্ষান্ত হইব, এরূপ ইচ্ছা আমার নহে। যে কোন উপায়ে হউক, শরৎকুমারের সহিত সুহাসিনীর বিবাহ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। এরূপ রূপবতী কন্যা কোথায় অট্টালিকায় বাস করিবে, অসংখ্য দাস দাসী সদা সর্ব্বদা সেবা করিবে, তাহা না হইয়া অদৃষ্ট দোষে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণ কুটীরে বাস করিতেছে। সামান্য গৃহ কর্ম্ম করিতে করিতে অস্থি চর্ম্ম সার হইয়াছে। দুটী অন্নের জন্য লালাইত হইয়াছে। আহা! সুহাসিনী কি কষ্টেই আছে, তাহাকে দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এত কষ্টে থাকিয়াও সুহাসিনীর রূপের হ্রাস হয় নাই। ভাই! তোমাকে অধিক আর কি বলিব, আর আমরা কোথায় পাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইব, বলপূর্ব্বক শরৎকুমারের সহিত সুহাসিনীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন কর, পরে যাহা হয় হইবে। যখন সুহাসিনীকে হস্তে পাইয়াছি, তখন তাহাকে সৎপাত্রে অর্পণ করা চাই। শরৎকুমার একজন উচ্চবংশীয়, ধার্ম্মিক ও রূপবান যুবক।"

শুনিয়া বিজয়লাল গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সে মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইল, যেন কোন সেনাপতি যুদ্ধের পূর্ব্বে, কিরূপে আপন কৌশল বিস্তার করিবেন ভাবিতেছেন, বলিলেন, "আমার মতে বলপূর্ব্বক বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। শরৎকুমার সুহাসিনীর প্রেমাশক্ত, কিন্তু সুহাসিনী যদি তাঁহার প্রেমাশক্ত না

হয়; এক্ষণে তাহাদের দুই জনকে একত্রে দীর্ঘকাল বাস করিতে দেওয়া উচিত। পরে উভয়ের মনের ভাব দেখিয়া কার্য্য করা যাইবে।"

যোগেন্দ্র বিজয়নলালের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

দুই ঘণ্টা পরে, বিজয়নলাল, অদ্ভুত দুর্গে উপস্থিত হইয়া, যে গৃহে সুহাসিনী ও শরৎকুমার রহিয়াছেন, তথায় প্রবেশ করিলেন। শরৎকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনার পিতা বিবাহে সম্মত হয়েন নাই, তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, আমাকে যথেষ্ট গালি দিয়াছেন, আমার পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন।"

বিজয়নলালের মুখে, বিবাহে পিতার মত নাই শুনিয়া, শরৎকুমার যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। তিনি অগ্রেই জানিতে পারিয়াছিলেন, এ বিবাহে তাঁহার সহজে মত হইবে না। তাঁহার অন্তঃকরণে কয়েক দিন হইতে যে একটু আশা জন্মিয়াছিল, নির্ম্মূল হইল। তিনি কত আহ্লাদ করিয়াছিলেন। যেন সুহাসিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, উভয়ের কত প্রণয়ের কথা, কত রহস্যের কথা চলিতেছে।

সুহাসিনীর মনের আশা মনেই রহিল।

বিজয়নলাল শরৎকুমারকে বলিতে লাগিলেন, "আর এস্থানে আপনাদের থাকা উচিত নহে। সুহাসিনীকে লইয়া অন্য কোন স্থানে গমন করুন। পিত্রালয়ে যাইবেন না। আপনার পিতা, আপনার উপর যে রূপ রাগ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় না যে, আপনাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিবেন। তিনি এক জন পরম হিন্দু! বিধবা বিবাহের কথা শুনিয়া তাঁহার বিজাতীয় ক্রোধ জন্মিয়াছে, সে ক্রোধ সহজে দূর হইবে না, মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত থাকিলেও থাকিতে পারে।" ক্ষণেক নীরবের পর দস্যুপতি আবার বলিলেন, "সুহাসিনীকে সঙ্গিনী করিতে আপনার ইচ্ছা আছে কি?"

"নিশ্চয়ই আছে! শরৎকুমার উত্তর করিলেন,"নিশ্চয়ই আছে! ও কথা আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আপনি কি জানেন না? সুহাসিনীকে পাইবার জন্য আমি কতদূর গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি? দস্যুবৃত্তি করিতেও ভীত হই নাই! সেই সুহাসিনীকে আমার সঙ্গিনী করিব কি না, আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আমি সুহাসিনীকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসি।"

বিজয়নলাল বলিলেন, "এক্ষণে স্থানান্তরে গমন করুন, সময় আসিলে সকল কার্য্য সমাধা হইবে।" এই কয়েকটী কথা বলিয়া দস্যুপাত, শরৎকুমারের হস্তে পাথেয়ের জন্য যথেষ্ট স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

শরৎকুমারের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সুহাসিনীকে লইয়া কিরূপে ভ্রমণ করিবেন। সুহাসিনীর কোমল অঙ্গ কি বিদেশ ভ্রমণের কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম হইবে? না জানি অবলাকে কত অসহনীয় কষ্ট ভোগ করিতে হইবে? সুহাসিনীর জন্য যদিও শরৎকুমার উন্মত্ত, তথাচ সঙ্গে রাখিয়া তাহাকে ভ্রমণের কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না। বলিলেন, "সুহাস! তুমি কি আমার সহিত থাকিয়া বিদেশ ভ্রমণের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে?"

সুহাসিনী মধুর স্বরে উত্তর করিল, "শরৎকুমার! তোমার মুখ দেখিলে, সকল কষ্ট দুর হয়, তোমার নিকটে থাকিলে, আমি কষ্টকে সুখ বিবেচন করি।"

সুহাসিনীর মনে আরও উদয় হইল যে, শরৎকুমারের সহিত ভ্রমণ না করিলে কিরূপে বিমলাকে উদ্ধার করিবে। এখনও জানে না, কি উপায়ে সেই অসহায় যুবতীকে উদ্ধার করিবে।

সুহাসিনী বৃদ্ধের কথানুযায়ী শরৎকুমারের অজ্ঞাতে, নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে কাগজের মোড়ক সংগ্রহ করিল। যাহাতে লিখিত আছে কি উপায়ে বিমলাকে উদ্ধার করিবে।

উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ শিবিকায় আরোহণ করিয়া অদ্ভুত দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দুর্গস্থিত অদ্ভুত ব্যাপার ও বিমলার উদ্ধারের বিষয় সুহাসিনী, শরৎকুমারের নিকট কিছুই ব্যক্ত করে নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভগবান।

রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। কৃষ্ণপক্ষ, পৃথিবী গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন। সম্মুখস্থিত কোন বস্তু দৃশ্যপথে পতিত হইতেছে না। মধ্যে মধ্যে শৃগাল ও

পেচকের চীৎকার শব্দ শ্রবণপথে পতিত হইতেছে। এই নিশীথে কোন ব্যক্তি অরণ্য মধ্যস্থিত একটী বৃহৎ পুরাতন দুর্গের একটী সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বে এক বোতল সুরা ও বাম পার্শ্বে একটী পাত্র রহিয়াছে। সে মধ্যে মধ্যে সুরা পান করিতেছে। তাহার ভাব দেখিলে বোধ হয়, কোন গাঢ় চিন্তা তাহার অন্তঃকরণকে আন্দোলিত করিতেছে। সে কখনও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, কখনও মস্তক নাড়িতেছে, কখনও গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, কখনও বা হাস্য করিতেছে। মনে মনে নানারূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছে—

"পৃথিবীতে এমন কোন উত্তম কি অধম কর্ম্ম নাই, যাহা মনুষ্য দ্বারা সম্পন্ন হয় না। মনুষ্য মনে করিলে এই পৃথিবীকে স্বর্গ করিতে পারে, মনে করিলে ইহাকে নরকও করিতে পারে, মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই। এই ধরাধামে, কয় জন পুণ্য পথে বিচরণ করে? ধার্ম্মিক লোক কয় জন আছে? ধর্ম্মের পথে থাকা অতিশয় কঠিন, সেই কারণেই মনুষ্য সহজে ধার্ম্মিক হইতে পারে না, আপনাকে সুপথে রাখিয়া দশ জনের মধ্যে মান্য গণ্য করিতে চেষ্টা করে না। পাপের পথে থাকা অতি সহজ, মনুষ্য অনায়াসেই পাপ সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু ইহাও আবার বলি, পুণ্যপথে থাকিলে মনুষ্যের সহজে শ্রীবৃদ্ধি হয় না, পাপ পথে থাকিলে তাহা অনায়াসেই সাধিত হয়। তাহার সাক্ষী আমি! আমি পূর্ব্বে কি ছিলাম, এখনই বা কি হইয়াছি। আমি যদি পুণ্য পুণ্য করিয়া সদা সর্ব্বদা ভীত থাকিতাম, তাহা হইলে কি আমার এতদুর উন্নতি হইত? কখনই নহে? কোন কালে মরিয়া যাইতাম। কিন্তু আমি পুণ্যের পথে কাঁটা দিয়া, পাপ আশ্রয় করিয়াছি বলিয়া, আমার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ইহা আমাকে স্পষ্টই বলিতেছে, পাপ না করিলে লোকের উচ্চপদ হয় না, ধন হয় না, মান হয় না, এমন কি পাপ না করিলে এই পৃথিবীতে মনুষ্যের কোন সুখই হয় না। আমার অনুচরেরা যদি আমার জীবনের পূর্ব্ব কাহিনী জানিতে পারে, তাহা হইলে আমাকে নরকের কীট অপেক্ষাও ঘৃণা করিবে; কিন্তু আমি আমার চাতুরি বলে তাহাদিগকে এমনই মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, যে তাহারা আমাকে মান্য করে, বিশ্বাস করে, ভক্তি করে, অধিক কি আমার কথায় তাহারা মরে বাঁচে। আর আমি যদি ধার্ম্মি-

কেব ন্যায়, তাহাদিগকে আমাব পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানাইতাম, তাহা হইলে কি তাহারা আমার প্রতি ঐরূপ ব্যবহাব করিত? না তাহা হইলে আমার শ্রীবৃদ্ধি হইত? কখনই নহে, যদি আমি এত দিন পুণ্য পথে থাকিতাম, তাহা হইলে আমাব এই শ্রীবৃদ্ধি হইত না। এক্ষণে আমাকে রাজা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, স্বয়ং সম্রাট আকববকেও আমি গ্রাহ্য কবি না।"

সে ব্যক্তি এইরূপ চিন্তা কবিতেছে, এমত সময়ে একজন কৃষ্ট বর্ণ পুরুষ সেই গৃহে প্রবেশ করিল। আগন্তককে দেখিলে একজন দস্যু ব্যতিত আর কিছুই বোধ হয় না। বিশাল বক্ষ, হস্ত পদাদি বিলক্ষণ বলিষ্ঠ, দীর্ঘে পাঁচ হাত, মস্তকে লম্বা চুল, মুখ গোঁপ ও দাড়িতে পরিপূর্ণ, বয়স আটত্রিশ কি চল্লিশেব অধিক হইবে না।

প্রথম ব্যক্তিব রং তাম্রবর্ণ, বক্ষঃ প্রশস্ত, হস্ত পদাদি বলিষ্ঠ, দীর্ঘে চারি-হাত, মস্তকে চুল কিম্বা মুখে দাড়ি ও গোঁপ নাই। বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়াছে। পরণে গেরুয়া বসন, গাত্রে নামাবলি। নাম ভগবান।

"কি খবর জয়রাম! আজ কোন ভাল শিকাব পাইয়াছ কি?" ভগবান জিজ্ঞাসা করিল।

জয়রাম উত্তর করিল, "আজ খুব সু খবব। ভাল শিকার পাইবার সুবিধা হইয়াছে। একজন অশ্বারোহী যুবক এই অরণ্যের নিকটস্থ সরাইয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার নিকট বোধ হয় অনেক টাকা কড়ি ও বহুমূল্য দ্রব্য আছে। তাহাকে হস্তগত করিতে পাবিলে সেই সকল বস্তু আমাদেবই হইবে। আমি বামফল, পান্নালাল, জহরলাল এবং কিশনলালকে বলিযাছি, কল্য যখন সে সরাই হইতে বাহিব হইবে, তখন তাহার পশ্চাৎ লইযা তাহাকে আক্রমণ কবিতে। সে নিশ্চয়ই একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক। তাহার কাছে যাহা কিছু আছে, তাহা তো আমবা লইবই, উপবান্ত তাহাকে আমবা বন্দী করিয়া রাখিয়া, আমাদেব মধ্যে একজন তাহার পিতার নিকট গিযা বলিবে, 'তোমাব পুত্র পাঁচ হাজাব টাকা অমুক লোকেব নিকট ধার করিয়াছে, তাহা না দিলে তোমার পুত্রকে তিনি ছাড়িয়া দিবেন না, যত দিন টাকা না পান তত দিন বন্দী ভাবে বাখিবেন।' অবশ্যই এই বিষয়ে আমরা সেই যুবকের নিকট হইতে তাহার পিতার নামে একখানি পত্র লিখাইয়া লইব;

তাহা হইলে তাহার পিতা পুত্রের জীবনের জন্য নিশ্চয়ই পাঁচ হাজার টাকা দিবে। কেমন ইহাতে আপনার মত কি ?"

শুনিয়া ভগবান হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, "তোমার কথায় আমার একটী পুরাতন গল্প মনে পড়িল। এক ব্যক্তির স্ত্রী সময়ে সময়ে তাহাকে অত্যন্ত গঞ্জনা দিত। সে অতি দরিদ্র ছিল, কোন রকমে কায়িক পরিশ্রম কিম্বা ভিক্ষা শিক্ষার দ্বারায় আপন বনিতা এবং পুত্র কন্যাদিগকে লালন পালন করিত। কোন সময়ে, এক দিন তাহাদের ভরণ পোষণ হইয়া কিছু অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তদ্দ্বারা সে একটী পাঁটী ক্রয় করে। সে সেই পাঁটী আপনার সম্মুখে রাখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, 'আমি আমার স্বকৃত উপায় দ্বারা এই পাঁটী কিনিয়াছি, এই পাঁটী বৎসর বৎসর অনেক শাবক প্রশব করিবে, তাহা বিক্রয় দ্বারা আমি গরু কিনিয়া গোশালা নির্ম্মাণ করিব। পরে সেই গরু, বৎসর বৎসর শাবক প্রশব করিবে, আমি তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে মহিষ ক্রয় করিব, সেই মহিষও বৎসর বৎসর শাবক প্রশব করিবে, তখন আমার ছাগল, গরু, মহিষ, অনেক হইবে। আমি ঐ সকলের শাবক বিক্রয় দ্বারা আপন বাটী উত্তম করিয়া নির্ম্মাণ করিব, দাস দাসী রাখিব, সকলেই আমাকে মান্য করিবে, গরিব লোকের সহিত প্রাণ গেলেও কথা কহিব না, বড় লোকের সহিত আলাপ করিব। এইরূপে খুব বড় লোক হইয়া কালাতিপাত করিব। আমার স্ত্রী, তখন আর আমাকে জ্বালাতন করিতে সাহস করিবে না, সে উত্তম উত্তম আহারীয় সামগ্রী রন্ধন করিয়া আমাকে সাজাইয়া দিবে, তাহার মধ্যে যদি কোন সামগ্রী একটু খারাপ হয়, তাহা হইলে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিব।' এই বলিয়া সে যেমন সজোরে পদাঘাত করিল, অমনই তাহার সকল আশার মূল, সেই পাঁটী পদাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, ভ্যা ভ্যা করিতে করিতে মরিয়া গেল। তোমার হইয়াছে ঠিক্ সেইরূপ! কোথায় সে লোক তাহার ঠিকানা নাই! তাহাকে ধরিয়া আনিব! তাহার নিকট অনেক টাকা আছে, সে সকল লইব! তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিব! তাহার পিতার নিকট ভান করিয়া যাইব যে, একজন লোকের নিকট তোমার ছেলে অনেক টাকা ধার করিয়াছে, সে টাকা না দিলে তাহাকে সে ছাড়িয়া দিবে না! এ সকল কি কথা ? তোমার হইয়াছে গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল, অগ্রে

তাহাকে এখানে লইয়া আইস, পরে তাহার বিবেচনা আমি করিব, সে পরামর্শ তোমার নিকট লইতে ইচ্ছা করি না। কিসে আমাদের লাভ লোক্‌সান হয়, আমি তাহা বিলক্ষণ জানি, তোমার নিকট সে পরামর্শ লইতে আশা করি না।”

শেষ কয়েকটী কথাতে ভগবানের বিলক্ষণ অহঙ্কার প্রকাশ পাইল। জয়রাম প্রভুর মনস্তুষ্টি করিবার জন্য ঐরূপ বলিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল। ভগবান সন্তুষ্ট না হইয়া, বরঞ্চ অসন্তুষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, তাহার অভিমান হইল, বলিল, “প্রভু! আমার উপর রাগ করিবেন না, আপনার সদৃশ মহাশয় ব্যক্তিকে, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বুদ্ধির পরামর্শ দেওয়া, অতি গর্হিত কর্ম্ম, নিজগুণে আমাকে মাপ করুন। আমি না বুঝিয়া সুজিয়া আপনাকে যাহা বলিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। পূর্ব্বে অনেকবার আমার পরামর্শানুসারে চলিয়াছিলেন বলিয়া, এবারে বলিতে সাহস করিয়াছিলাম, নচেৎ বলিতাম না।”

ভগবান দেখিল, জয়রাম মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছে, শান্ত্বনা করিয়া বলিল, “আমি তোমার উপর রাগ করিতে পারি! তুমি না থাকিলে আমার কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। আমি তোমাকে কতদূর ভালবাসি, স্নেহ করি, জানো তো? অধিক কি, আমি তোমাকে ঠিক্ আপন কনিষ্ঠ সহোদরের মত দেখি! আমি তোমাকে তামাসা করিতেছিলাম।” ক্ষণকাল পরে আবার বলিল, “যাও! যাহাতে সেই যুবককে অনায়াসে বন্দী করিয়া এখানে আনিতে পার, চেষ্টা দেখ গে! রজ্জু দ্বারা তাহাকে ধরিও।”

“আপনার কথা শিরোধার্য্য” বলিয়া জয়রাম হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ভগবান, ঘন ঘন সুরাপান করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইল। ভগবান ডাকাইত দিগের সর্দ্দার। পাছে লোকে দেখিলে কোনরূপ সন্দেহ করে, সে জন্য সদা সর্ব্বদা সন্ন্যাসী সাজিয়া থাকে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রণধীর।

সুহাসিনী ও শরৎকুমার শিবিকারোহণে যাইতেছেন। বর্দ্ধমান হইতে তিনপাহাড় পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, পথে কোন বিপদ ঘটে নাই। মধ্যে মধ্যে শিবিকা বদ্লাইতে হইয়াছিল মাত্র।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। অদ্য সপ্তম দিবস। সুহাসিনী, অদ্য সেই কাগজ অগ্নিতে ধরিয়া বিমলা উদ্ধারের উপায় জানিবে। তাহার মনে অদ্য এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছে। আজিও শরৎকুমারের নিকট, বিমলার উদ্ধারের কথা কিম্বা অদ্ভুত দুর্গের বিষয় কিছুই বলে নাই।

দুইখানি শিবিকা পাশাপাশি যাইতেছে, শিবিকার দ্বার মুক্ত রহিয়াছে। রাস্তায় পথিক খুব কম চলিতেছে, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব যাইতে যাইতে তাঁহাদের উভয়ের কথোপকথনে কোন বাধা ছিল না।

শরৎকুমার বলিলেন, "সুহাস! ভ্রমণের কষ্ট অনুভব করিতেছ তো? আমি পুরুষ, এ সকল কষ্ট অনায়াসে সহ্য করিতে পারি; কিন্তু তোমার কোমল অঙ্গে, যে কত যাতনা হইতেছে, বলিতে পারি না।"

সুহাসিনী উত্তর করিল, "সেজন্য তিলার্দ্ধ ভাবিত হইও না, আমি তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তোমার নিকট থাকিলে আমি কষ্টকে সুখ বিবেচনা করি।"

বাহকেরা শিবিকা স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেছে ও উভয়ে ঐ প্রকার নানা কথোপকথন চলিতেছে, এমত সময়ে পশ্চাতে অশ্বের পদধ্বনী হইতে লাগিল। শুনিয়া সুহাসিনীর মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। শরৎকুমার বাহকদিগকে শিবিকা চালনা বন্ধ করিতে আদেশ করিলেন, এবং নিজে শিবিকা হইতে নামিলেন। সুহাসিনী শিবিকার ভিতর রহিল। ক্রমে ক্রমে অশ্বারোহী তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া অশ্বের গতি রোধ করিলেন। অশ্বের দ্রুত পদ শব্দ শুনিয়া, শরৎকুমারের অন্তঃকরণে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার আরোহীকে দেখিয়া তাহা তিরোহিত হইল। শরৎকুমার অশ্বা-রোহীকে অনিমেষ লোচনে দেখিতে লাগিলেন, দেখিলেন যে, দুই এক বৎসর বয়স কম ভিন্ন, আর কোন অংশেই অশ্বারোহী তাঁহাপেক্ষা হীন নহেন।

তাঁহাকে দেখিলে একজন উচ্চ বংশীয় বীর পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। তিনি এ দেশীয় নহেন, পশ্চিম দেশ বাসী। তাঁহার এক দিকে তরবারি ও অপর দিকে বন্দুক ঝুলিতেছে। পরিধান বস্ত্র সেনাপতির ন্যায়।

অশ্বারোহী শরৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথায় যাইবেন ?"

শরৎকুমার জীবনে কখনও মিথ্যা কথা কহেন নাই, উত্তর করিলেন, "স্থির নাই।"

অশ্বারোহী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "অপর শিবিকাতে রমণী দেখিতেছি, উনি আপনার কে ?"

শরৎকুমার উত্তর করিলেন, "ভাবী সহধর্ম্মিণী।"

শুনিয়া অশ্বারোহীর কৌতূহল জন্মিল, কৌশলে তাঁহাদের বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হইল, অতি নম্রস্বরে বলিলেন, "সঙ্গে ভাবী সহধর্ম্মিণী, অথচ কোন্ স্থানে যাইতেছেন, স্থির নাই। আপনারা নিশ্চয়ই বিপদে পড়িয়াছেন দেখিতেছি, আমার দ্বারা যদি কোন উপকার হয়, সাধ্যমতে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিব না।"

যুবকের শেষ কয়েকটী কথা শুনিয়া, তাঁহার উপর শরৎকুমারের বিশ্বাস জন্মিল, বলিলেন, "মহাশয় ! আমরা বিপদে পড়িয়াছি, অবশ্যই বলিতে হইবে। আপনি আমাদের কাহিনী শুনিলে, নিশ্চয়ই অশ্রুজল ত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

অশ্বারোহী ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, "শুনিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি ?"

এই সময়ে শরৎকুমার শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক বাহকদিগকে শিবিকা স্কন্ধে করিয়া ধীরে ধীরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। বাহকেরা সেইমত লইয়া যাইতে লাগিল। অশ্বারোহী শরৎকুমারের পার্শ্বে থাকিয়া ধীরে ধীরে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শরৎকুমার আপন কাহিনী অশ্বারোহীকে অকপট হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, কেন না তাঁহার উপর শরৎকুমারের বিশ্বাস হইয়াছে। শরৎকুমারের কাহিনী বলা শেষ হইলে পর অশ্বারোহী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মহাশয় ! আমি আপনার

অপেক্ষাও অধিক বিপদে পড়িয়াছি, শুনিলে আপনিও অশ্রুজল ত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

"আপনার কাহিনী আমাদিগকে বলিবেন কি?" শরৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন।

"অবশ্যই বলিব!" অশ্বারোহী উত্তর করিলেন, "অবশ্যই বলিব! আমরা উভয়ে সমান অবস্থায় পড়িয়াছি!" ক্ষণকাল পরে বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়! আমি মহারাজ গোপাল চন্দ্রের একমাত্র পুত্র, আমার নাম রণধীর। আমার পিতা দিল্লীশ্বরের অধীনে সেনা বিভাগে কর্ম্ম করিয়া, আপন গুণপনা সম্রাটকে বিলক্ষণ দেখাইয়াছিলেন, এমন কি, সহকারী সেনাপতি হইয়া, অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, নাম মাত্র তাঁহার উপর এক'একজন সেনাপতি থাকিতেন। পিতার গুণপনা দিল্লীশ্বরের কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাঁহাকে মহারাজ উপাধি দান করিলেন ও সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু পিতা আর সেনা বিভাগে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিলেন না, অবসর প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট তাহা মঞ্জুর করিলেন, সন্তুষ্ট হইয়া পিতাকে অনেক জায়গীর দান করিলেন। পিতা আমাদিগকে লইয়া পাটনায় সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।"

শরৎকুমার বলিলেন, "মহারাজ গোপালচন্দ্র আপনার পিতা! আমার সৌভাগ্য, যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আপনার সহিত কথাবার্ত্তায় আমি চরিতার্থ হইলাম। আমার কাহিনী তবে সু পাত্রেই বলা হইয়াছে।"

রণধীর বলিলেন, "আমারও সৌভাগ্য, যে আপনার দর্শন পাইয়াছি, আপনার সহিত কথোপকথনে কৃতার্থ হইয়াছি।" ক্ষণকাল পরে বলিতে লাগিলেন, "আমার যখন অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন পিতা এক দিন আমার অস্ত্র শিক্ষা পরীক্ষা করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন, সৈন্য বিভাগে আমার কর্ম্মের জন্য দিল্লীশ্বরকে আবেদন করিলেন। দিল্লীশ্বর পিতার আবেদনানুসারে আমাকে সৈন্য বিভাগে, এক দল পদাতিকের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া পিতাকে পত্র লিখিলেন। আমাকে দিল্লীতে গিয়া কর্ম্ম লইতে হইবে সেই পত্রে লিখিত ছিল। আমি দিল্লীতে গিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম। আমাদের সেনাপতি মহারাজ তোডরমল্ল, আমার পিতাকে অত্যন্ত ভাল বাসি-

তেন, আমাকেও তদ্রূপ ভাল বাসিতে লাগিলেন.। আমি দিন দিন যুদ্ধ কার্য্যে নৈপুণ্য দেখাইয়া তাঁহার প্রিয় হইতে লাগিলাম। চারি বৎসর কাল সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া, এক বৎসরের জন্য অবসর প্রার্থনা করিলাম। মহারাজ তোডরমল্ল তাহা মঞ্জুর করিলেন বটে, কিন্তু এই লিখিয়া দিলেন, যে অবসরের মধ্যে, যখনই সম্রাটের আবশ্যক হইবে, তখনই আমাকে দিল্লীতে আসিয়া কর্ম্মের ভার লইতে হইবে। আমি সম্মত হইলাম। অবসর পাইয়া পাটনায় আসিলাম, মাতা পিতার চরণ দর্শন করিলাম। কিছুদিন পাটনায় থাকিয়া, পিতার আজ্ঞানুসারে আমার মাতুলালয় বর্দ্ধমানে বেড়াইতে আসিলাম। বর্দ্ধমানে আসিয়াই আমাব হৃদয় পুত্তলিকাকে দেখিতে পাইলাম।” বলিতে বলিতে যুবক এই স্থানে স্তব্ধ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিলেন, “সহরে এক দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেড়াইতেছি, কোন বিপণিতে একটী যুবতি বসিয়া রহিয়াছেন, দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া আমার মন, প্রাণ তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইল। শয়নে, স্বপনে, ভ্রমণে; সকল সময়ে, তাঁহার সেই প্রেমপূর্ণ মুখখানি সম্মুখে দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম, তিনিও আমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন। এক দিন তাঁহাকে বলিলাম, আমি তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; শুনিয়া তিনি চরিতার্থ হইলেন। তাঁহার পিতা আছেন, মাতা নাই। তাঁহাব পিতা বর্দ্ধমানের একজন প্রসিদ্ধ বণিক। পাছে বণিক কন্যার সহিত বিবাহ দিতে আমার পিতা সম্মত না হয়েন, সেই জন্য তাঁহাকে পিতার অজ্ঞাতে বিবাহ করিতে স্থির করিলাম। ইহাতে তাঁহাব পিতারও মন হইল, বিবাহের দিন স্থির হইল। এই সময়ে রাজা তোডরমল্লের নিকট হইতে এক খানি পত্র আসিল, তাহাতে লিখিত ছিল, ‘পত্র পাঠ মাত্র দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিবে, দক্ষিণ দেশের মহাযুদ্ধে তোমাকে বিশেষ আবশ্যক হইবে।’ হঠাৎ এইরূপ পত্র আসাতে বিবাহ কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলাম। আমি পত্র পাইবামাত্রই আমার প্রাণেশ্বরীর নিকট উপস্থিত হইলাম, তাঁহাকে পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইলাম, শুনিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আমি নানারূপ সান্ত্বনা করিয়া সজল নয়নে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। হায়! আমার প্রাণপুত্তলিকার সহিত সেই শেষ দেখা হইল, আর কি

তাঁহাকে দেখিতে পাইব?" বলিতে বলিতে বক্তার চক্ষুদ্বয় জলপূর্ণ হইল।

"যুদ্ধে জয় করিয়া, সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া, এমন কি, পিতা মাতার চরণ দর্শন পর্য্যন্ত না করিয়া বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিলাম; কিন্তু আর সেই বিপণিতে আমার প্রাণ প্রতিমাকে দেখিতে পাইলাম না। প্রাণেশ্বরী আর কি তোমাকে দেখিতে পাইব! এমন দিন কি হইবে, যে তোমার মুখচন্দ্রিমা দেখিতে পাইব!" অশ্বারোহী আর কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষু দিয়া অনবরত অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল।

যুবকের কাহিনী শুনিয়া, সুহাসিনীর মন একেবারে রহস্য সাগরে নিমগ্ন হইল। স্থির করিল, বিমলা নিশ্চয়ই এই অশ্বারোহীর কথা অদ্ভুত দুর্গে সেই বৃদ্ধের নিকট বলিয়াছিল। বিমলা! সুহাসিনী তোমাকে কি উদ্ধার করিতে পারিবে? সপ্তদশ বর্ষীয়া বালিকা, গৃহের বাহির কখনও হয় নাই, সে কি তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে?

শরৎকুমার রণধীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার প্রিয়ার কি হইয়াছে? তিনি কি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন?"

রণধীর উত্তর করিলেন, "মহাশয়! তাহা হইলে তো নিশ্চিন্ত হইতাম, তাহা হইলে হৃদয় হইতে প্রেম একেবারে উৎপাটন করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতাম। যুদ্ধে আমার মৃত্যু হইল না কেন? তাহা হইলে আমাকে প্রিয়া বিরহ যাতনা সহ্য করিতে হইত না! মহাশয়! আমার হৃদয় পুত্তলি কোন পীড়া দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করেন নাই।"

পাঠক! রণধীর বিমলার কথাই বলিতেছিলেন। বিমলা কিরূপে সৈনিক দিগের দ্বারা অপহৃতা হইয়াছিলেন, আনুপূর্ব্বিক শরৎকুমারের নিকট বর্ণন করিলেন।

শরৎকুমার বলিলেন, "আপনি সে জন্য ভাবিতেছেন কেন? যখন আপনার প্রিয়তমা দিল্লীতে পঁহুছিবেন, তখন সম্রাটকে বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে তাঁহার রক্ষকেরা আপনার প্রিয়াকে অপহরণ করিয়াছে। ইহা শুনিলে সম্রাট নিশ্চয়ই তাঁহাকে আপনার হস্তে প্রত্যর্পণ করিবেন। আপনি দিল্লীশ্বরের একজন সেনাপতি, অবশ্যই আপনার কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইবে।"

রণধীর উত্তর করিলেন, "আমার প্রিয়তমাকে আমি গোপনে বিবাহ করিতে সংকল্প করিয়াছি। আমি একজন উচ্চবংশীয় হইয়া, একজন সামান্য বণিক কন্যাকে বিবাহ করিতেছি, শুনিলে সম্রাট আমাকে হেয় জ্ঞান করিলেও করিতে পারেন, অন্য রকম ভাবিলেও ভাবিতে পারেন। এই জন্যই ঐ বিষয় দিল্লীশ্বরকে জানাইতে ইচ্ছা করি না। আর, যে কর্ম্মচারীরা ঐ কার্য্য করিয়াছে, তাহারা অবশ্যই আটঘাট বাঁধিয়াছে। সম্রাটের নিকট তাহা প্রমাণ করা কঠিন।"

শরৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বাদশাহ কি তাঁহার সকল বেগমকে চেনেন না?"

রণধীর উত্তর করিলেন, "মহাশয়! যে কয়েকজন পাট রাণী আছেন, বাদশাহ কেবল তাঁহাদিগকেই চেনেন, তাঁহাদের নিকট সদাসর্ব্বদা যাতায়াত করেন, এতদ্ভিন্ন আর যে সকল বেগমেরা আছে, তাহাদিগকে বেশ্যা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কদাচিৎ বাদশাহ আমোদ প্রমোদের জন্য তাহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করেন। হায়! আমার প্রিয়তমা সেই বেশ্যারূপে পরিগণিতা হইবেন।" বলিতে বলিতে বক্তার নয়নদ্বয় জলপূর্ণ হইল।

শরৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি তাঁহার উদ্ধারের জন্য কি উপায় স্থির করিতেছেন?"

রণধীর উত্তর করিলেন, "আমার ইচ্ছা, তাহারা যেরূপ আমার প্রিয়াকে বাটী হইতে বলপূর্ব্বক আনিয়াছে, আমিও তদ্রূপ পথিমধ্যে তাহাদের নিকট হইতে তাঁহাকে কাড়িয়া লইব।"

শরৎকুমার বলিলেন, "সে পরামর্শ মন্দ নহে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। আপনি কোন ডাকাইতের সহিত পরামর্শ করুন। আপনার স্ত্রীর আকৃতি, তাহাদিগকে ভাল করিয়া বর্ণন করিয়া দিন। তাহা হইলে যখন বেগমেরা পথিমধ্যে যাইবেন, তখন ডাকাইতেরা আপনার বর্ণনানুসারে আপনার প্রিয়াকে তাঁহাদের মধ্য হইতে, হঠাৎ আক্রমণ করিয়া লইয়া আসিতে পারিলেও পারিতে পারে। যথেষ্ট পুরস্কারের লোভ দেখাইলে ডাকাইতেরা অবশ্যই উহা সাধন করিতে চেষ্টা করিবে।" ক্ষণকাল পরে শরৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার প্রিয়তমাকে কত দিন হইল তাহারা হরণ করিয়াছে?"

রণধীর উত্তর করিলেন, "লোক মুখে শুনিলাম, অদ্য সাত দিবস।"

শরৎকুমার বলিলেন, "তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়া বেশী দূর যাইতে পারে নাই। আপনি প্রথমে বেগমদিগের গতি নির্দ্দেশ করুন, তাঁহারা কোন পথ দিয়া কিরূপে যাইতেছেন, দেখুন।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

জ্বলন্ত লিপি।

উভয়ে ঐরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছে, এমত সময়ে বাহকেরা শরৎকুমারকে অবগত করাইল যে, তাঁহারা একটী সরাইয়ের সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছেন। শরৎ-কুমার, রণধীরকে অদ্য রজনী তাঁহাদের সহিত সম্মুখস্থিত সরাইয়ে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন, রণধীর আহ্লাদের সহিত সম্মত হইলেন। শরৎকুমার শিবিকা হইতে নামিয়া দেখিলেন, সরাইয়ের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সরাই স্বামী দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল।

শরৎকুমার সরাইওয়ালাকে বলিলেন, "অদ্য রাত্রি আমরা তিন জনে তোমার সরাইয়ে থাকিব।"

সরাই স্বামী উত্তর করিল, "মহাশয়! আমাকে মাপ করুন। অদ্য সম্রাটের বেগমেরা আমার সরাইয়ে আছেন, সে জন্য অন্য কোন পথিককে স্থান দিবার হুকুম নাই। আরও বেগমদিগের দ্বারা সরাইয়ের সকল গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছে, তিলার্দ্ধ স্থান নাই। বড় লজ্জিত হইলাম, যে আমি আপনাদিগকে স্থান দিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ দেখিতেছি, আপনাদিগের সহিত স্ত্রীলোক রহিয়াছেন, সে জন্য আরও দুঃখিত হইলাম; অবলা রমণীকে পর্য্যন্ত স্থান দিতে পারিলাম না।"

বেগমের কথা শুনিয়া রণধীর লাফাইয়া উঠিলেন। শরৎকুমার ভাবিলেন, "রণধীরকে তাঁহার প্রিয়ার সন্ধান লইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না।"

শরৎকুমার বলিলেন, "তোমার হৃদয় অতি কঠিন—পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন! তোমার মতে আমরা এই রমণীকে লইয়া, এই ভয়ঙ্কর পর্ব্বতে বাস করি।"

সরাই স্বামী উত্তর করিল, "মহাশয়! কি করিব, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার গৃহে তিলার্দ্ধ স্থান নাই।"

রণধীর বলিলেন, "তবে আমরা এই রাত্রিতে কোথায় যাই বল। তোমার গৃহে স্থান না হয়, আমাদিগকে অন্য কোন সরাইয়ের সন্ধান বলিয়া দাও? আমাদের অপেক্ষা, এ স্থানের বিবরণ তুমি ভালরূপে জান, আমরা এ স্থান অদ্য ভিন্ন কখনও দেখি নাই।"

সরাই স্বামী বলিতে লাগিল, "এখান হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে এক জন লোক পথিকদিগকে আশ্রয় দিয়া থাকে বটে, কিন্তু আপনাদিগের তিন জনকে যে আশ্রয় দিতে সক্ষম হইবে, এমত বোধ হয় না। সেখানে যাইয়া চেষ্টা করিলে, অদ্য রাত্রের জন্য আশ্রয় পাইলেও পাইতে পারেন। তাহার ঠিকানা বলিয়া দিতেছি শুনুন—এই রাস্তা ধরিয়া বরাবর পশ্চিমদিকে চলিয়া যান, প্রায় এক ক্রোশ পরে একটী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিতে পাইবেন; সেরূপ বৃহৎ বৃক্ষ খুব কম আছে, এমন কি হাজার হাজার লোক রৌদ্রের সময় তাহার নীচে বসিয়া বিশ্রাম করিতে পারে। সেই বৃক্ষ হইতে কিছু দূরে গিয়া একখানি কুটীর দেখিতে পাইবেন। সেই কুটীরেই আপনারা অদ্য রাত্রি বিশ্রাম করিবেন। কুটীর স্বামীর নাম মাধব।"

সরাই স্বামীর কথামত তিন জনে সেই দিকে গমন আরম্ভ করিলেন। প্রায় এক ক্রোশ গমনের পর একটী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তথা হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে একখানি কুটীর দেখিয়া সকলে তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। রণধীর কুটীর স্বামীকে 'মাধব' 'মাধব' বলিয়া ডাকিতে লগিলেন। মাধব বাহিরে আসিলে; রণধীর আপনাদের মনোভাব তাহার নিকট প্রকাশ করিলেন।

শুনিয়া মাধব বলিতে লাগিল, "মহাশয়! বড় লজ্জিত হইলাম, যে আপনাদিগকে স্থান দিতে পারিলাম না। রাজ কর্ম্মচারীদিগের এই হুকুম যে, যত দিন না সম্রাটের বেগমেরা চলিয়া যান, তত দিন সরাইওয়ালা কিংবা অন্যান্য

লোক, যাহারা পথিকদিগকে আশ্রয় দিয়া থাকে, আপন গৃহে অন্য পথিককে স্থান দিতে পারিবে না। কেন না ঐ সকল স্থানে বেগমদিগের বাস স্থান হইলেও হইতে পারে। কবে সম্রাটের বেগমেরা এই রাস্তা দিয়া যাইবেন, তাহার স্থির নাই। অতএব মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন। দেখিতেছি, আপনাদের সহিত স্ত্রীলোক রহিয়াছেন, সে জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আহা! আমি এমনই হতভাগ্য, যে অবলা রমণীকে পর্য্যন্ত স্থান দিতে পারিলাম না। একে এই পর্ব্বতময় দেশ, তাতে শীত কালের রাত্রি, শীতল বাতাস বহিতেছে, না জানি সুন্দরীর কত কষ্টই হইবে। রাজ কর্ম্মচারীদের এমনই হুকুম, যে তাহা পালন করিতে হইলে, অবলা রমণীকে পর্য্যন্ত এই নিশীথে পর্ব্বত গুহায় বাস করাইতে হয়।"

শরৎকুমার মহা বিভ্রাটে পড়িলেন। একস্থান হইতে নৈরাশ হইয়া আসিয়াছেন, আবার এ স্থানে তাহাই হইলেন। তিনি নিজের জন্য চিন্তিত নহেন। সুহাসিনী কি করিয়া এই পর্ব্বতময় দেশে বিনাশ্রয়ে রাত্রি কাটাইবে, সে জন্য যারপরনাই ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু মাধবের শেষ কথা গুলি শুনিয়া তাঁহার মনে কিছু আশার সঞ্চার হইল। ভাবিলেন, তাহাকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ দিলে, সে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিলেও দিতে পারে। আরও তিনি সরাই স্বামীর নিকট বেগমদিগের অবস্থিতি বিষয় অবগত হইয়াছেন। বেগমেরা যে আবার দেড় ক্রোশের মধ্যে তাহার সামান্য গৃহে বিশ্রাম করিবেন, এরূপ বিবেচনা করিলেন না। নিশ্চয়ই আট দশ ক্রোশ অন্তর বিশ্রাম করিবেন, মাধবের কুটীরে তাঁহাদের আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া শরৎকুমার মাধবকে অতি নম্রস্বরে বলিলেন, "মাধব! সে বিষয়ে তোমার কোন চিন্তা নাই। এইমাত্র আমরা সরাই হইয়া আসিতেছি, সরাইওয়ালার মুখে শুনিলাম, বেগমেরা অদ্য রাত্রি তথায় বিশ্রাম করিতেছেন, তাঁহারা দেড় ক্রোশের মধ্যে আর বিশ্রাম করিবেন না, তোমার এই সামান্য কুটীরে তাঁহারা কখনই আসিবেন না। তবে তুমি আমাদিগকে স্থান দিতে অস্বীকার করিতেছে কেন?" এই কয়েকটী কথা বলিয়া শরৎকুমার মাধবের হস্তে একটী স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন।

মাধব স্বর্ণ মুদ্রা লইল। বেগমেরা নিকটবর্ত্তী সরাইয়ে অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া, প্রফুল্লিত ও নিশ্চিন্ত হইল। বিশেষতঃ সে শরৎকুমার প্রদত্ত স্বর্ণ মুদ্রার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না, বলিতে লাগিল, "মহাশয়! আমার সর্ব্বশুদ্ধ তিনখানি ঘর। একখানিতে আমরা স্ত্রী পুরুষে পুত্র কন্যা লইয়া শয়ন করি, অপর দুইখানিতে অতিথিদিগকে স্থান দিই। কিন্তু আজ আমি আপনাদিগকে দুইখানি ঘর দিতে পারি না, কারণ আমার জামতা আসিয়াছেন। আপনাদিগকে একখানি মাত্র ঘর দিতে পারি। এক ঘরে যদি আপনাদের সকলের থাকিতে বাধা থাকে, কেননা সঙ্গে স্ত্রীলোক রহিয়াছেন; তাহা হইলে, এখান হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটী সরাই আছে, সেখানে আপনাদের মধ্যে একজন যাইলে অদ্য রাত্রির জন্য আশ্রয় পাইবেন। আমার পুত্রকে পাঠাইয়া দিব, সে পথ দেখাইয়া দিবে। ইহা ভিন্ন আমার দ্বারা আর অধিক কিছু হইতে পারে না।"

মাধবের কথা শুনিয়া শরৎকুমার ও রণধীর উভয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রণধীর সরাইয়ে যাওয়া স্থির করিয়া মাধবের পুত্রের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সুহাসিনী ও শরৎকুমার মাধবের অতিথি হইলেন। মাধব জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাহার স্ত্রী, দুইজনের আহারীয় সামগ্রী প্রস্তত করিয়া দিল। দুইজনে ভোজন করিয়া এক গৃহে, পৃথক পৃথক শয্যায় শয়ন করিলেন, তখন রাত্রি প্রায় দুইপ্রহর হইবে।

অদ্য অষ্টম দিবস। অদ্য সুহাসিনী অগ্নিশিখায় পত্র ধরিয়া কি উপায়ে বিমলাকে উদ্ধার করিবে, জানিতে পারিবে। সুহাসিনী সেই পত্র বক্ষঃস্থলে যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়াছিল, ধীরে ধীরে বাহির করিল। শরৎকুমার কতক্ষণে নিদ্রাভিভূত হয়েন, প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রম হেতু, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শরৎকুমার গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলেন।

শরৎকুমার নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন দেখিয়া সুহাসিনী শয্যাপরি উঠিয়া বসিল, ধীরে ধীরে প্রদীপের নিকট উপস্থিত হইল। পত্র খুলিয়া বৃদ্ধের কথামত কেবল একখানি সাদা কাগজ দেখিতে পাইল, ভিতরে কোন অক্ষর নাই। সুহাসিনী পত্রখানিকে প্রদীপ শিখায় এরূপ ভাবে ধরিল, যে পুড়িয়া ছাই হইয়া না যায়। পত্র প্রদীপ শিখায় ধরিবামাত্র জ্বলন্ত অক্ষর দেখিতে পাইল, তাহা এই,—

"সুহাসিনী! তুমি আপন বুদ্ধির বলে বিমলার স্থানে যাইয়া তাহাকে উদ্ধার করিবে। বিমলাকে উদ্ধার করিয়া তুমি তাহার স্থানে থাকিবে, কদাচ পলায়ন করিবে না, পলায়ন করিলে তোমার অমঙ্গল হইবে। তুমি দিল্লীশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধ প্রদত্ত অঙ্গুরীয় তাঁহাকে দেখাইবে। অঙ্গুরীয় দেখিলে বাদশাহ তোমার উপর কোন কুব্যবহার করিবেন না, কন্যার মত স্নেহ ও যত্ন করিবেন, তোমার ভাল করিতে চেষ্টা করিবেন। তুমি বিমলাকে উদ্ধার করিতে যে সকল দুঃসাহসিক কার্য্য করিবে, তাহাতে কোন বিপদ ঘটিবে না, আর যদিই ঘটে, তাহা হইলে এক অদৃশ্য ক্ষমতা তোমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। তুমি তোমার নিজের বল বুদ্ধি বিমলাকে উদ্ধার করিতে প্রয়োগ করিবে, অপরের কথানুসারে চলিবে না, চলিলে বিপদ ঘটিবে, অদৃশ্য ক্ষমতা তোমাকে রক্ষা করিবেন না। তুমি বিমলাকে উদ্ধার করিতে অপরের সাহায্য লইতে পার, কিন্তু তাহার পরামর্শানুসারে চলিও না। তুমি বুদ্ধিমতী ও চতুরা। আপনাকে কিরূপে চালনা করিতে হয় শিখিয়াছ। অধিক আর কি লিখিব, তুমি বণিক কন্যা বিমলাকে উদ্ধার কর, আর তোমার বিবাহ শরৎকুমারের সহিত সম্পন্ন হউক। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

পত্র পাঠ করিয়া সুহাসিনী কিছুকাল হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। অবশেষে স্থির করিল, যে এ নিশ্চয়ই সেই বৃদ্ধের হস্তাক্ষর। তিনি অদ্ভুত দুর্গে থাকিয়া, অদ্ভুত ব্যাপার সকল শিখিয়াছেন, এমন কি অদ্ভুত উপায়ে লিখিতে পর্য্যন্ত শিখিয়াছেন। নতুবা, কে কোন্ কালে শুনিয়াছে যে, পত্র অগ্নিশিখায় ধরিলে পাঠের উপযুক্ত হয়।

সুহাসিনী দেখিল, শরৎকুমারের সাহায্য ভিন্ন কিছুতেই বিমলাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না।

এই স্থানে বলা আবশ্যক, যে সপ্তদশ বর্ষীয়া বালিকার ওরূপ দুঃসাহসিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে কিছুতেই সাহস হইবে না, তাহাতে আবার বাঙ্গালি ঘরের মেয়ে। সে সত্য, কিন্তু আমাদের সুহাসিনী অতিশয় দৃঢ়া ছিল; কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করিত না, যাহা প্রতিজ্ঞা করিত, তাহা পালন না করিয়া অন্য কোন কর্ম্ম করিত না। বিশেষতঃ বিমলা উদ্ধারের

ইচ্ছা অদ্ভূত দুর্গের সন্ন্যাসী, তাহার হৃদয়ে প্রবল করিয়া দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী তাহাকে নানারূপ সদুপদেশ দিয়া, অবশেষে বলিয়াছিলেন যে, বিমলাকে উদ্ধার করিতে সুহাসিনীকে যে যে দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে হইবে, তাহাতে কোন বিপদ ঘটিবে না, এক অদৃশ্য ক্ষমতা সকল বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে। জ্বলন্ত লিপি পাঠ করিয়া সুহাসিনী আবার তাহাই দেখিতে পাইল। সুহাসিনীর মনে অদৃশ্য ক্ষমতার বিষয় বিশ্বাস হইল। অদ্ভূত দুর্গের বৃদ্ধকে দেখিবা মাত্র সে, তাঁহাকে গুরু সদৃশ বিশ্বাস করিয়াছিল। মনে করিল, "যখন অদৃশ্য ক্ষমতা আমাকে রক্ষা করিবেন, তখন আর বিমলাকে উদ্ধার করিতে ভাবনা কি ?" সুহাসিনী বাস্তবিক বিমলাকে উদ্ধার করা, যেন ক্রীড়ার সামগ্রী বলিয়া বোধ করিল।

প্রাতে শরৎকুমার গাত্রোত্থান করিলে, সুহাসিনী বিমলার বিষয় আদ্যন্ত তাঁহার নিকট বর্ণন করিল। তাহার উদ্ধারের জন্য শরৎকুমারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। শরৎকুমারকে অদ্ভূত দুর্গের অপরাপর রহস্যের কথা কিছুই বলে নাই, তবে যে যে অংশ বিমলার সহিত সংলগ্ন আছে, সেই সেই অংশ প্রকাশ করিল।

শরৎকুমার সুহাসিনীকে উহা হইতে নিরস্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া ক্ষান্ত হইলেন এবং যাহাতে সহজে কৃতকার্য্য হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইলেন।

সুহাসিনী জ্বলন্ত পত্রে পাঠ করিয়াছিল, "তুমি বিমলাকে উদ্ধার করিতে অপরের সাহায্য লইতে পার, কিন্তু তাহার পরামর্শানুসারে চলিও না।" সে জন্য শরৎকুমারের পরামর্শানুসারে চলিল না। শরৎকুমার তাহাকে বারম্বার নিষেধ করিলেও বিমলাকে উদ্ধার করিতে ব্যস্ত থাকিল।

শরৎকুমার, কাহাকে কোন সৎকর্ম্ম করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখিলে, তাহাকে সে কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিতেন না। যদিও সুহাসিনীর জন্য শরৎকুমার তত ব্যস্ত, তাহাকে পাইবার জন্য দস্যুবৃত্তি পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তথাপি সেই সুহাসিনীকে পাইয়াও আবার হস্তান্তরিত করিতেছেন, সে জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না। পরোপকার করা তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম ছিল। সুহাসিনী আপন সাধ্যাতীত কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া যারপরনাই

আনন্দিত হইলেন, ভাবিলেন, "সুহাসিনী যথার্থ রমণী রত্ন, আমার প্রেম অপাত্রে পড়ে নাই।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দস্যু হস্তে।

স্যর্গোদয়ের কিছু পূর্ব্বে, একজন অশ্বারোহী পুরুষ তিনপাহাড়ের প্রশস্থ পথ দিয়া, গমন করিতেছেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, বাতাসও বিলক্ষণ বহিতেছে। যাইতে যাইতে অশ্বারোহী দেখিলেন যে, পথের পার্শ্বস্থ একটী বৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষের নিম্নে চারিটী অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে। কাহার অশ্ব? কেন রহিয়াছে? জানিবার জন্য অশ্বারোহী সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া অশ্বের গতি থামাইলেন। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র একগাছা রজ্জু, বৃক্ষের উপর হইতে লম্বিত হইয়া, তাঁহার গলদেশে ফাঁস দিল এবং চকিতের মধ্যে বৃক্ষোপরি উঠাইয়া লইল। রজ্জু এত শিঘ্র তাঁহাকে বৃক্ষোপরি তুলিয়াছিল যে, গলদেশে ফাঁস লাগাতেও অচেতন হইয়া পড়েন নাই।

অশ্বারোহী বৃক্ষোপরি উঠিয়া দেখিলেন, চারিজন লোক রহিয়াছে। তাহা-দিগকে দেখিলে দস্যু ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না। পাঠক! অশ্বারোহী আমাদের পূর্ব্বজ্ঞানিত রণধীর সিংহ। তিনি প্রত্যূষে সরাই হইতে নির্গত হইয়া, সম্রাটের বেগমদিগের গতি স্থির করিবার জন্য, এই পথ দিয়া অশ্বা-রোহণে যাইতে ছিলেন।

এই চারিজন দস্যু ভগবানের অনুচর। জয়রাম ইহাদেরই কথা, আপন প্রভুর নিকট বলিয়াছিল। জয়রাম, রণধীরকে পূর্ব্ব রাত্রিতে সরাইয়ে আশ্রয় গ্রহন করিতে দেখিয়াছিল, তাঁহার নিকট অনেক অর্থ আছে ভাবিয়া, এই চারিজনকে, তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিল।

চারিজন দস্যু রণধীরকে লইয়া, বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল। তাহাদের মধ্যে একজন, তাঁহাকে স্বীয় অশ্বে উঠিতে ইঙ্গিত করিয়া জানাইল যে, পলা-

য়নের চেষ্টা করিলে প্রাণ বধ করা হইবে। বলা বাহুল্য যে, দস্যুগণ পূর্ব্বে তাঁহার নিকট হইতে অস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়াছিল। রণধীর পলায়নের চেষ্টা বৃথা দেখিয়া, তাহাদের কথামত অশ্বারোহণ করিলেন। দস্যুগণ ও আপন আপন অশ্বে উঠিল ও রণধীরকে মধ্যস্থলে রাখিয়া বিশেষ সতর্কভাব সহিত গমন আরম্ভ করিল। তাহারা প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া না গিয়া, বন্যপথ দিয়া যাইতে লাগিল। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে, অরণ্য মধ্যস্থিত একটী ভগ্ন দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, একজন দস্যু রণধীরের চক্ষুদ্বয় বসন দ্বারা উত্তমরূপে বাধিয়া দিল। তাহার মর্ম্ম এই যে, তাঁহাকে কোন্ পথ দিয়া লইয়া যাইতেছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। এই রূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া দস্যুরা আপন আপন অশ্ব হইতে নামিল, রণধীরকেও নামাইল। একজন দস্যু তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে রণধীরের বিবেচনা হইল, যে কাষ্ঠের উপর দিয়া যাইতেছেন। পরে আবার ভূমির উপর দিয়া যাইতেছেন, বোধ করিলেন। যেমন ভূমি স্পর্শ করিলেন, অমনই একটা শব্দ হইল। তাহাতে বোধ হইল, কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতু পাতা ছিল, উঠাইয়া লইল। কিয়দ্দূর গমনের পর যে ব্যক্তি তাঁহাকে লইয়া যাইতেছিল, তাঁহাকে দৃঢ়রূপে ধরিল এবং অতি সাবধানে যাইতে লাগিল। রণধীরের বোধ হইল, কাষ্ঠ নির্ম্মিত শিঁড়ির উপর উঠিতেছেন, ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশ ধাপ উঠিলেন। পরে একটী প্রশস্থ স্থানে দস্যু তাঁহাকে দণ্ডায়মান করাইল। সেস্থানে তাঁহার সঙ্গী তাঁহাকে লইয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিল। পরে আবার কাষ্ঠের শিঁড়ি দিয়া তাঁহার সহিত নামিতে লাগিল। যাইতে যাইতে কাষ্ঠ শিঁড়ি হেতু পদশব্দ হইতে লাগিল। শব্দ শুনিয়া একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, "কে আসিতেছে ?"

শুনিয়া রণধীরের সঙ্গী উত্তর করিল, "আনন্দ রহো !"

শুনিবামাত্র প্রহরী বলিল, "কে ও রামফল নাকি ? আজ কি শিকার পাইয়াছ ?"

রামফল উত্তর করিল, "শিকারটা ভাল ভাল বোধ হইতেছে, এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।" এই কথা বলিতে বলিতে রামফল রণধীরকে লইয়া শিঁড়ি হইতে নামিল, বরাবর সমতল ভূমির উপর দিয়া যাইতে লাগিল, আর উঠা নাবা

করিল না। মধ্যে মধ্যে প্রহরীরা "কে ও যাইতেছে" জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, রামফল "আনন্দ রহো" উত্তর দিয়াছিল।

"আনন্দ রহো" এই কথাটী দস্যুদিগের অদ্যকার সঙ্কেত কথা। ঐ কথাটী উচ্চারিত হইবামাত্রই রক্ষকেরা জানিতে পারিয়াছিল যে, তাহাদের দলভুক্ত কোন লোক আসিতেছে।

অসৎ লোকে যে কত সাবধানে বাস করে, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। ভগবান আপন দল বল লইয়া লুক্কায়িত ভাবে থাকিবার জন্য কত কাণ্ডই করিয়াছে। জলের উপর দিয়া সেতু নির্ম্মান করিয়াছে, মাটীর নিম্ন দিয়া রাস্তা প্রস্তত করিয়াছে, সঙ্কেত কথা রচনা করিয়াছে।

রণধীর তাহাদের নিকট বন্দী। বন্দীকে লইয়া যাইবার জন্য কত কাণ্ড করিল। তাঁহার চক্ষু বসন দিয়া বন্ধন করিল, কেন না পাছে কোন রকমে মুক্ত হইয়া, রাজপুরুষদিগকে তাহাদিগের লুক্কায়িত বাসস্থানের কথা বলিয়া দেন। দুষ্ট লোকেরা করস্থিত ব্যক্তিকেও ভয় করে।

কিয়ৎক্ষণ পরে রামফল একটী বৃহৎ গৃহে উপস্থিত হইয়া রণধীরের চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দিল। রণধীর দেখিলেন, ঘরটী দীর্ঘে প্রায় কুড়ি হস্ত, প্রস্থে পনের হস্ত। মধ্যস্থলে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া রহিয়াছে। অন্যূন পঁচিশ জন দস্যু তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। গৃহের মধ্যস্থলে যে ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছে, পাঠক! তাহার সহিত আপনার পূর্ব্বে আলাপ হইয়াছে, তাহার নাম ভগবান।

ভগবান রণধীরের আপাদ মস্তক মনোযোগ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিল, "এই যুবককে আমার দলভুক্ত করিতে পারিলে, ইহার দ্বারা দলের অনেক উপকার সাধিত হইতে পারে।" বন্দীর নিকট যে সকল বহুমূল্য সামগ্রী আছে, তাহা লইবার জন্য ব্যস্ত হইল না।

ভগবান ধীরে ধীরে অতি নম্র অথচ গম্ভীর স্বরে রণধীরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি কাহার নিকট আসিয়াছ জান?"

রণধীর সদর্পে উত্তর করিলেন, "জানি! আমি ঘৃণিত দস্যুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি।"

যুবকের ঈদৃশ গর্ব্বিত বচন শুনিয়া রামকমল বলিল, "সাবধান হইয়া কথা কহিও।"

ভগবান রণধীরের ঐরূপ উক্তি শুনিয়া বিরক্ত হইল না, বরঞ্চ মনে মনে তাঁহার সাহসকে ধন্যবাদ দিল। ভগবান আবার বলিল, "তোমাকে কি জন্য এখানে আনয়ন করা হইয়াছে জান?"

রণধীর পূর্ব্বমত সাহসের সহিত উত্তর করিলেন, "জানি! আমার সমুদায় ধন লুণ্ঠন করিবার জন্য, আমাকে এখানে আনয়ন করা হইয়াছে!"

ভগবান গম্ভীর স্বরে বলিল, "না! সেজন্য আমরা তোমাকে এখানে আনয়ন করি নাই, অর্থের লোভে তোমাকে এখানে আনয়ন করা হয় নাই। আমাদের একজন শিক্ষিত ও ভদ্র বংশীয় যুবকের আবশ্যক। তোমার আকার প্রকারে দেখিতেছি, তুমি নিশ্চয়ই একজন উচ্চ বংশীয় শিক্ষিত যুবক। তোমাকে আমার দলভুক্ত করিতে একান্ত বাসনা, ইহাতে তোমার মত কি?"

শুনিয়া রণধীর দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন, চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, ভীষণস্বরে বলিলেন, "কি! আমি ঘৃণিত দস্যুর দলভুক্ত হইব! তোমার মত নীচাশয় ব্যক্তির সহিত দিল্লীশ্বরের সেনাপতি একত্রে বাস করিবে! যে বীর মহারাজ তোড়রমল্লের অধীনে থাকিয়া দক্ষিণ রাজ্যের মহা যুদ্ধ জয় করিয়াছে! সেই বীর আজ ঘৃণিত দস্যুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে! কখনই নহে! তুমি ও কথা আর বলিও না! আমি তোমার বন্দী! আমার উপর যাহা ইচ্ছা করিতে পার! আমি তোমার দলভুক্ত হইব না! বরঞ্চ আমার প্রাণ বধ কর! তাহাতে আমি এই দণ্ডেই সম্মত আছি! আর আমি প্রাণপ্রতিমার বিরহ সহ্য করিতে পারি না! বিমলে! আর কি তোমাকে দেখিতে পাইব!" এই কয়েকটী কথা বলিয়া রণধীর মুখনত করিলেন, তাঁহার চক্ষে দুই এক বিন্দু অশ্রুজল দেখা দিল।

রণধীরের শেষ কথাগুলি শুনিয়া ভগবান স্থির করিল, যে এই যুবক কোন যুবতীর প্রেমাশক্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রিয়ার বিষয় কথার ছলে বাহির করিয়া লইতে ইচ্ছা করিল। ভগবান ভাবিল, যুবকের প্রিয়তমার সহিত মিলন করাইয়া দিতে পারিলে, যুবক তাহার দলভুক্ত হইলেও হইতে পারেন। কিন্তু

রণধীরের কথার হাব ভাবে স্পষ্টই বুঝিয়াছিল, তিনি একজন বীর পুরুষ, তাতে আবার বাদশাহের সেনাপতি, সহজে দস্যুদলভুক্ত হইবেন না। তথাপি রণধীরের আশা একেবারে ত্যাগ না করিয়া, গম্ভীর স্বরে বলিল, "তুমি বালক! ভাল মন্দ কাহাকে বলে জান না। তুমি বন্দী হইয়া কোন্ সাহসে আমার প্রতি কুকথা বলিলে? তুমি জান! এই দণ্ডেই আমি তোমার প্রাণ বধ করিতে পারি! কিন্তু আমার তাহা ইচ্ছা নহে! তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, তুমি কোন কামিনীর প্রেমাশক্ত, আমাকে খুলিয়া বল, যদি সাধ্য হয়, তাহা হইলে তোমার প্রিয়তমার সহিত মিলন করাইয়া দিব, আর আমার অসাধ্য কার্য্যই বা জগতে কি আছে? কিন্তু তোমাকে আমার নিকট প্রতিজ্ঞা পাসে বদ্ধ হইতে হইবে যে, যে দিন তুমি তোমার প্রিয়তমাকে পাইবে, সেই দিন হইতে আমার দলভুক্ত হইবে। ইহাতে তোমার মত কি?"

প্রিয়ার সহিত মিলন করাইয়া দিবে শুনিয়া, রণধীর পরমানন্দ অনুভব করিলেন, কিন্তু আবার দস্যুদলভুক্ত হইতে হইবে ভাবিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। তাঁহার হরিষে বিষাদ হইল। হঠাৎ কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। রণধীরকে নিরুত্তর দেখিয়া ভগবান ভাবিল, "চারে মাছ আসিয়াছে।"

অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রণধীর বলিলেন, "তোমার কথায় আমার মনে, হর্ষ বিষাদ এক সময়ে দুই উপস্থিত হইল। তুমি বলিলে, আমার প্রিয়ার সহিত মিলন করাইয়া দিলে, আমাকে তোমার দলভুক্ত হইতে হইবে। আমি প্রাণ থাকিতে দস্যুদলভুক্ত হইতে পারিব না। আমার কথা শ্রবণ কর, যদি তাহাতে তোমার মত হয়, তাহা হইলে আমার পক্ষে উত্তম; নচেৎ আমার প্রতি তোমার রীত্যনুসারে যাহা ইচ্ছা করিতে পার। তুমি যদি আমার প্রিয়তমার সহিত মিলন করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমার নিকট যে দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা আছে, তাহা পুরস্কার স্বরূপ দিব, আরও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার দ্বারা তোমার ইষ্ট বই কখনও অনিষ্ট হইবে না। তোমার দলভুক্ত কোন ব্যক্তি, রাজবিচারে উপস্থিত হইলে, তাহাকে মুক্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি একজন সেনাপতি, আমার

দ্বারা তোমার অনেক উপকার হইতে পারে। আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম, আর আমাকে তোমার দলভুক্ত হইতে অনুরোধ করিও না ; এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি হয় তাহা কর।"

ভগবান দেখিল, এ যুবক অত্যন্ত কঠিন, কিছুতেই তাহার দলভুক্ত হইবেন না ; জয়রামের পরামর্শানুসারে রণধীরের উপর ব্যবহার করিতে উদ্যত হইল।

ভগবান গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমার নিকট যে দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা আছে, তাহাতো আমাদেরই হইয়াছে, তোমার প্রিয়ার সহিত মিলন করাইবার পারিতোষিক তাহা হইতে পারে না। এক্ষণে আমার কথা মন দিয়া শুন :—যখন আমরা তোমাকে আমাদিগের হস্তে পাইয়াছি, তখন তোমার নিকটস্থ দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা আমাদেরই হইয়াছে। তুমি যদি এই দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ছাড়া আরও পঞ্চ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে তোমার প্রিয়তমা যেখানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন, যদি বাঁচিয়া থাকেন, আনিয়া দিব। তোমাকে আমার দলভুক্ত হইতে হইবে না।"

শুনিয়া রণধীর আনন্দে গদ্গদ হইয়া বলিলেন, "এক্ষণে দেখিতেছি, দস্যু হস্তে পতিত হওয়া আমার মঙ্গলজনক হইয়াছে। আমি আহ্লাদের সহিত তোমার কথায় সম্পূর্ণ সম্মত হইলাম। আমার পিতা একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি, পুত্রের মঙ্গলার্থে পঞ্চসহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিতে কাতর হইবেন না। আমি পত্র লিখিয়া দিতেছি, পাটনাতে আমার পিতার নিকট তোমার কোন অনুচরকে সেই পত্রের সহিত পাঠাইয়া দাও ; আমার পিতার নিকট উপস্থিত হইলে, সে নিশ্চয়ই নির্দ্দিষ্ট মুদ্রা পাইবে।"

ভগবান বলিল, "অর্থ না আসিলে অনর্থ ঘটিবে! তোমাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে!"

রণধীর উত্তর করিলেন, "আমি তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মত হইলাম।"

ভগবান জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার প্রিয়তমা, কোথায় কিরূপ অবস্থায় আছেন? তাঁহার অবয়বই বা কি প্রকার?"

রণধীর বিমলার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, একে একে বর্ণন করিলেন, এবং তাঁহার অবয়ব কিরূপ তাহা ও বলিলেন। ভগবান তাঁহার কথানুসারে একখণ্ড কাগজে সমুদায় লিখিয়া লইল। কিছুকাল পরে আর এক খানি

কাগজে কতকগুলি কথা লিখিয়া রণধীরকে পাঠ করিতে দিল, রণধীর পাঠ করিতে লাগিলেন :—

"পরমারাধ্য ভক্তি ভাজন,

পিতঃ! আমি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি, পঞ্চ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা না পাইলে, আমাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। এই পত্র বাহক আমার পরম বন্ধু, ইঁহার মারফৎ পঞ্চ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পাঠাইয়া দিবেন, কোন মতে অন্যথা করিবেন না; যদি করেন, তাহা হইলে আপনার এক মাত্র পুত্রকে আর দেখিতে পাইবেন না। কিজন্য আমি বিপদগ্রস্ত হইয়াছি, তাহা আপনাকে লিখিতে সাহস করিলাম না, কেন না তাহা হইলে আপনার মনে যার পর নাই কষ্ট উপস্থিত হইবে। আপনি স্বর্ণ মুদ্রা এই পত্র বাহক দ্বারা পাঠাইয়া দিলে পর, পাটনায় গিয়া শ্রীচরণে সমুদায় নিবেদন করিব।"

রণধীর লিপি পাঠ করিয়া বলিলেন, "বেশ হইয়াছে, আমার মনোনীত হইয়াছে।"

ভগবান বলিল, "এক্ষণে ঐ কথাগুলি আপন হস্তে লিখিয়া নাম স্বাক্ষর কর। স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে মনোমধ্যে স্থির করিও, যদি তোমার পিতা পঞ্চ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রেরণ না করেন, তাহা হইলে তোমার প্রাণবধ করা হইবে।"

রণধীর স্বহস্তে পত্র লিখিলেন। ভগবানের হস্তে দিয়া বলিলেন, "স্বর্ণ মুদ্রা নিশ্চয়ই পাইবে, সে জন্য কোন চিন্তা নাই; এক্ষণে তুমি স্বকার্য্য সাধন কর।"

রণধীরের শেষ কয়েকটী কথা শুনিয়া ভগবান বিরক্ত হইল, বলিল, "আমার কার্য্য আমি উত্তমরূপে করিতে জানি, তোমাকে বলিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না। যত দিন না অর্থ লইয়া, আমার লোক তোমার পিতার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে, তত দিন তোমাকে আমার নিকট বন্দী হইয়া থাকিতে হইবে। ইতি মধ্যে, তুমি তোমার প্রিয়তমাকে পাইবে।" ক্ষণকাল পরে ভগবান অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "জয়রাম! তুমি এই যুবককে কারাগারে রাখিয়া আইস।"

কারাগারের নাম শুনিয়া রণধীরের মনে ভয় হইল, বলিলেন, "আমাকে অন্ধকারময় কারাগারে থাকিতে হইবে!"

ভগবান হাসিয়া উত্তর করিল, "এ সেরূপ কারাগার নহে, সেখানে তোমার কোন কষ্ট হইবে না। অগ্রে যাও, পরে দেখিবে।"

রণধীরকে লইয়া জয়রাম গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সেই সঙ্গে ভগবানের সভাও ভঙ্গ হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বণিক।

সুহাসিনী ও শরৎকুমার মাধবের আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, তিনপাহাড়ের প্রশস্ত পথ দিয়া, রাজমহলাভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বেগম-দিগের গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বেগমেরা কোন্ কোন্ পথ দিয়া যাইতেছেন, কোন্ কোন্ স্থানে বা অবস্থিতি করিতেছেন, বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে, সূর্য্যের তেজ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হই-তেছে। শরৎকুমার ও সুহাসিনী দেখিলেন, বেগমেরা রক্ষক বৃন্দে পরি-বেষ্টিতা হইয়া, তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। বেগমদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া, অগ্রে অগ্রে যাইতে শরৎকুমারের ইচ্ছা হইল না, কেন না তাহা হইলে, তাঁহাদের গতি সহজে লক্ষ্য করিতে অক্ষম হইবেন।

রাস্তার উভয় পার্শ্ব অরণ্যে পরিপূর্ণ। শরৎকুমার বাহকদিগকে অরণ্যমধ্যে শিবিকা লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। অরণ্যের ভিতর কিয়দ্দূর গমন করিয়া, তাঁহারা শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন, এবং বেগম দিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে বেগমেরা তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইলে দেখিলেন, প্রায় সকল রমণীই শিবিকারোহণে যাইতেছেন, কেবল চারিজন মাত্র অশ্ব পৃষ্ঠে আছেন। অগ্রে, পশ্চাতে,

পার্শ্বে, অনেক লোকজন তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে করিতে লইয়া যাইতেছে। কোন কোন শিবিকার দ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। চারিজন অশ্বারোহী রমণীর মধ্যে বিমলা রহিয়াছে, সুহাসিনী দেখিতে পাইল ও শরৎকুমারকে দেখাইল। বঙ্গীয় যুবতী অশ্বারোহণে যাইতেছে দেখিয়া শরৎকুমার চমৎকৃত হইলেন, বিমলার সাহসকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন। ক্রমে ক্রমে বেগমেরা অদৃশ্য হইলে পর, তাঁহারা অরণ্য হইতে বাহির হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।

প্রায় তিন ক্রোশ গমন করিবার পর সন্ধ্যা হইল। বেগমেরা রাস্তার পার্শ্বস্থ একটী উত্তম সরাইয়ে প্রবেশ করিলেন। শরৎকুমার সে সরাইযে আপনারা স্থান পাইবেন না স্থির করিয়া, নিকটস্থ অপর কোন সরাই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল।

শরৎকুমার ও সুহাসিনী, কিয়দ্দূর গমন করিয়া, পথের পার্শ্বে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত দ্বিতল বাটী রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। বাটীর সম্মুখে একটী আলো জ্বলিতেছে। একখণ্ড কাষ্ঠের উপর লিখিত রহিয়াছে "পথশ্রান্ত পথিকের বিশ্রাম স্থান।" এই কয়েকটী কথা পাঠ করিয়া শরৎকুমার যারপর নাই আনন্দিত হইলেন, ভাবিলেন, "অদ্য রাত্রির জন্য আশ্রয় পাইতে গত রাত্রির মত কষ্ট পাইতে হইল না।"

শরৎকুমার শিবিকা হইতে নামিয়া দেখিলেন, সরাইয়ের দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে। কারণ স্থির করিতে না পারিয়া দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে এক ব্যক্তি দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। শরৎকুমার তাহাকে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন। সে তাঁহার কথায় সম্মত হইল। তাঁহাদিগকে লইয়া উপরিতলে উপস্থিত হইল ও একটী বৃহৎ গৃহে প্রবেশ করিল। সেই গৃহে আটজন পথিক বসিয়া রহিয়াছেন।

সরাইস্বামী শরৎকুমারকে বলিল, "মহাশয়! আমি আজ পথিকদিগকে গোপনে স্থান দিতেছি, সেই কারণই দরজা বন্ধ রাখিয়াছিলাম। বাদশাহের বেগমদিগের জন্য সরাইওয়ালাদিগকে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। সে বিষয় বোধ হয় আপনি জানেন। তাঁহারা নিকটস্থ একটী সরাইয়ে বাস করিতেছেন দেখিয়া, পথিকদিগকে গোপনে স্থান দিতে সাহস করিয়াছি,

নতুবা পারিতাম না। রাজপুরুষদিগের হুকুম অত্যন্ত কঠিন।” ক্ষণকাল পরে আবার বলিল, “আপনাদিগকে এই দণ্ডেই একটী স্বতন্ত্র গৃহ দিতে পারিতেছি না। আপনার সঙ্গে রমণী রহিয়াছেন দেখিতেছি, সে জন্য কিছুকালের জন্য, এই গৃহে থাকিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যে সকল ব্যক্তিদিগকে এখানে দেখিতেছেন, ইঁহারা সকলেই মহাশয় ব্যক্তি, সকলেই সওদাগর।” বলিয়া সরাই অধ্যক্ষ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সরাই অধ্যক্ষের কথামত তাঁহারা সেই গৃহের এক পার্শ্বে বসিতে বাধ্য হইলেন, কেন না আর উপায় নাই।

সুহাসিনী গৃহের চারিদিক অবলোকন করিতে লাগিল। দেখিল, ঘরটী দীর্ঘে কুড়ি হস্ত, প্রস্থে ষোল হস্ত, সাজান মন্দ নহে, পথিকদিগের জন্য চাদরও বিছানা রহিয়াছে। তদুপরি তাঁহারা দুইজন ব্যতিত আরও আটজন বণিক বসিয়া রহিয়াছেন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বণিকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিলেন, “এখানকার সুবাদার কি ভয়ানক অত্যাচারী! এক ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিয়াছিল বলিয়া, তাহার হস্ত ছেদনের আজ্ঞা দিয়াছেন।” আর একজন বলিলেন, “এক ব্যক্তি কেবল মাত্র পাঠানদিগের সুখ্যাতি করিয়াছিল, সে জন্য রাজ বিদ্রোহী বলিয়া, তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন।” আর একজন বলিলেন, “একজন তাহার স্ত্রীর প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, এই অপরাধে তাহার সাত বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।” আর একজন বলিলেন, “এক ব্যক্তি অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে সুবাদারের সম্মুখবর্ত্তী হইলে, অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই বলিয়া, তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে।” আর একজন বলিলেন, “শুনিয়াছি, চারিজন লোকের কল্য জীবন শেষ হইবে, তাহাদের অপরাধের বিষয় বিশেষ জানি না, তবে অবশ্যই সামান্য অপরাধ হইবে। সুবাদার ভাবিয়াছেন কি? এমন অত্যাচারের কথা তো কখনই শুনি নাই! আকবরসাহ উত্তম পাত্রে রাজ্য শাসনের ভার দিয়াছেন। রাজমহলের সুবাদারের ন্যায় জঘন্য প্রকৃতির লোক আর দ্বিতীয় নাই।”

সুহাসিনী ও শরৎকুমার ভিন্ন, যে কয়েকজন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের সকলেরই বয়স চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হইবে; কেবল একজন

মাত্র বৃদ্ধ, তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। তিনি শরৎকুমার ও সুহাসিনীর প্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নাম সুন্দর লাল। তিনি হীরা, মুক্তা, শাল, রুমাল, প্রভৃতির ব্যবসা করিয়া থাকেন। সমাগত বণিকদিগের অপেক্ষা সুন্দরলাল ধনী ও জ্ঞানী। তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে মান্য করেন, ভক্তি করেন। সুন্দর লাল নিজ ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য, নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া থাকেন। আজ বর্দ্ধমান, কাল পাটনা, পরশ্বঃ প্রয়াগ, এইরূপে এ দেশ ও দেশ ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে এই ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরের উচ্চবংশীয় ব্যক্তিরা, একজন বিখ্যাত সওদাগর বলিয়া জানিতেন, সকলে যথেষ্ট মান্য ও ভক্তি করিতেন। সকলেই তাঁহার সদ্ব্যবহার দেখিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি গরীবদিগকে নিত্য নিত্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ দান করিতেন। যখন যে নগরে থাকিতেন, তখন প্রতি রাস্তায় রাস্তায়, সরাইয়ে সরাইয়ে, খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখিতেন, কে কোথায় অভুক্ত আছে। অভুক্ত ব্যক্তি দেখিলেই নিকটস্থ সরাইয়ে লইয়া গিয়া, আপন ব্যয়ে পরিতোষ পূর্ব্বক তাহাকে আহার করাইতেন, এবং যথেষ্ট অর্থ দিতেন। গরীব দুঃখীদিগকে, যে কত অর্থ দান করিতেন, তাহার সীমা নাই। তাঁহার দান দেখিয়া এমন কি দিল্লীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইতেন। কোন ভদ্র পরিবার, অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছেন দেখিলে, তাঁহাদিগের নাম ধাম লিখিয়া লইতেন, এবং যতদিন না রাজ সরকারে কর্ম্ম করিয়াই হউক বা অন্য কোন উপায়েই হউক, অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম না হইতেন, তত দিন তাঁহাদিগকে মাসে মাসে মাসহারা পাঠাইতেন। এরূপে যে কত শত শত গরীব গৃহস্থকে লালন পালন করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে গরীব অথচ শিক্ষিত ও বলবান যুবক দেখিলে, তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছায় তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইতেন। এরূপ জনরব আছে, যে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া প্রধান প্রধান নগরে যে সকল ধনী বণিকের সহিত তাঁহার আলাপ আছে, সেই সকল বণিকের নিকট তাহাদিগের কর্ম্ম করিয়া দিতেন। কথায় বার্ত্তায় লোকের সহিত এরূপ আলাপ করিতে পারিতেন, যে সেরূপ আলাপ করিতে অনেক পণ্ডিতেও পারিতেন না। এরূপ গুণসত্ত্বে, কোন্ ব্যক্তি না তাঁহাকে ভাল বাসিবে? কোন্ ব্যক্তি না তাঁহাকে মান্য

করিবে? কোন্ ব্যক্তি না তাঁহাকে ভক্তি করিবে? এরূপ কথিত আছে, কোন সময়ে সম্রাট্ আকবার, তাঁহার বদান্যতার কথা শুনিয়া আপনার সভায় তাঁহাকে আনয়ন করেন, এবং তাঁহাব সহিত বাক্যালাপের পর বলিয়াছিলেন, "আজ আমি যথার্থ একজন মনুষ্যের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলাম, তোমার সহিত আলাপে আমি চরিতার্থ হইলাম।" সমুদায় ভারৎবর্ষের প্রধান প্রধান লোক, এমন কি দিল্লীশ্বর পর্য্যন্ত যখন সুন্দরলালকে ভক্তি করেন, মান্য করেন; তখন যে রাজমহল সরাইস্থিত বণিকগণ, তাঁহাকে ভক্তি করিবে, মান্য করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

বণিকদিগের কথা শুনিয়া সুন্দরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে চারিজন লোকের কল্য প্রাণদণ্ড হইবে, তাহাদের নাম আপনারা জানেন কি?"

একজন বণিক উত্তর করিলেন, "সকলের নাম আমি জানি না, এক জনের জানি মাত্র।"

সুন্দরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার নাম কি?"

বণিক উত্তর করিলেন, "ভৃগুরাম।"

"ভৃগুরাম" এই নামটী শুনিবামাত্র সুন্দরলালের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, মস্তকে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক কেশ ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষুদ্বয়ে দুই এক বিন্দু অশ্রুজল ও দেখা দিল।

সুন্দরলাল যে সকল কার্য্য করিতেন, তাহা সামান্য মনুষ্যের বুদ্ধিতে কিছুই অনুভব করিতে পারিত না। তিনি যখন কোন ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিতেন কিম্বা গুপ্ত কথা কহিতেন, তখন তিনি এবং শ্রোতা ভিন্ন সে কথা তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হইত না। সুন্দরলাল আপনার সমকক্ষ লোকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতেন। "ভৃগুরাম" এই নামটী শুনিয়াই তাঁহার চক্ষুদিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়াছিল, মস্তকের কেশ ধরিয়া টানিয়াছিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, অবশেষে ক্রন্দন পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল ব্যাপার এত দৃঢ়তার সহিত করিয়াছিলেন, যে সেই গৃহস্থিত বণিকেরা এবং শরৎকুমার কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই; কিন্তু সুন্দরলাল সুহাসিনীর চক্ষুর অগোচর হইতে পারেন

নাই। সুহাসিনী মনে মনে ভাবিল, "ভৃগুরাম" এই কথাটী উচ্চারিত হইবামাত্র সুন্দরলাল ওরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন কেন? ভৃগুরাম কি তাঁহার জানিত লোক? না লঘু অপরাধে গুরুদণ্ডের কথা শুনিয়া তাঁহার মনে ব্যথা লাগিয়াছে বলিয়া ঐরূপ করিলেন?"

সকলে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে, সরাই দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত হইতে লাগিল। সরাইস্বামী বাহিরে আসিয়া দেখিল, এক ব্যক্তি একটী আলো হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া সরাই ওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আমার সরাইয়ে বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করেন?"

শুনিয়া আগন্তুক উত্তর করিল, "কিহে! তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি জগন্নাথ! কারাগারের প্রহরী! তোমার সরাইয়ে কোন পুরোহিত আছেন কি?"

সরাইস্বামী জগন্নাথকে ভালরূপে চিনিত, উত্তর করিল, "না! তুমি এত রাত্রে পুরোহিত লইয়া কি করিবে?"

প্রহরী উত্তর করিল, "সে পরের কথা! এখন আমাকে এক পাত্র মদ্য দিবে চল?"

সরাইওয়ালা জগন্নাথকে সঙ্গে করিয়া, যে গৃহে সুহাসিনী, শরৎকুমার ও বণিকেরা বসিয়া রহিয়াছেন, তথায় উপস্থিত হইল। প্রহরী ত্রস্তভাবে বলিল, "আমায় শিঘ্র একপাত্র মদ্য আনিয়া দাও? আমি এখানে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতে পারি না! আমার বিশেষ কর্ম্ম আছে!"

"কেন হে! তোমার কি এত আবশ্যক? আমরা কি শুনিতে পাই না? যদি বাধা থাকে বলিবার আবশ্যক নাই! সুন্দরলাল তাচ্ছিল্যভাবে এই কয়েকটী কথা প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সরাইস্বামী এক পাত্র সুরা আনিয়া প্রহরীর সম্মুখে ধরিল, প্রহরী এক নিশ্বাসে পান করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনারা বোধ হয় সকলে জানেন, কল্য বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে, চারিজন কয়েদীর প্রাণ বধ হইবে। তাহাদের মধ্যে কেহই মুসলমান নহে, সকলেই হিন্দু। এ রাজ্যে বিচারে প্রাণ দণ্ড হইলে, মরিবার পূর্ব্ব রাত্রে পুরোহিতের দ্বারা

কয়েদীকে ধর্ম্ম কথা শুনান হয়। এ নগরে যে সকল পুরোহিত ছিলেন সকলেই মুরসিদাবাদে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে, তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রণে গিয়াছেন। সুবাদারের হুকুম, চারিজন পুরোহিত চারিজন কয়েদীকে সমস্ত রাত্রি সদুপদেশ দিবে। তিনি কারাধ্যক্ষকে এই হুকুম দিয়া নিজেও কোন বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছেন। কল্য বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া, কয়েদীদিগের হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখিবেন। আমি যদি রাত্রি দুই প্রহরের মধ্যে, অন্ততঃ একজন ও পুরোহিত সংগ্রহ করিতে না পারি, তাহা হইলে কল্য আর আমার মাথা থাকিবে না। পুরোহিতের নিকট ধর্ম্ম কথা না শুনিলে, কয়েদীদিগের কল্য প্রাণবিনষ্ট হইবে না। এখন যাই দেখি, সহরের অন্য কোন সরাইয়ে কিম্বা অন্য কোন স্থানে যদি কোন পুরোহিত পাই!"

"পুরোহিতের জন্য তোমার চিন্তা কি? রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে তুমি এক জন পুরোহিত পাইতে পার!" সুন্দরলাল বলিলেন।

সুন্দরলালের এই কথা শুনিয়া সমাগত ব্যক্তি মাত্রেই অবাক্ হইলেন। প্রহরী বলিয়াছে, পুরোহিতের নিকট ধর্ম্ম কথা না শুনিলে, কয়েদীদিগের কল্য প্রাণ বিনষ্ট হইবে না। পুরোহিত অদ্য রাত্রিতে পাওয়া যাইবে, সুন্দরলাল প্রহরীকে না বলিলে অভাগা কয়েদীরা আরও এক দিন বাঁচিতে পারিত। যে ব্যক্তি পরোপকার জন্য আপনার স্বার্থ ত্যাগ করেন, পরোপকার করা যাঁহার এক মাত্র ব্রত, যিনি পরের দুঃখ দেখিলে ক্রন্দন করিয়া থাকেন, আজ কিনা সেই ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ যাহাতে চারিজন কয়েদীর প্রাণ দণ্ড শিঘ্র হয়, তাহার পথ দেখাইয়া দিলেন? গৃহের সকল ব্যক্তিই ঐ বিষয় মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, সুন্দরলালের চরিত্রের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

সাধারণ লোকে, অদ্য যাঁহাকে সদাশয়, জ্ঞানী, দানশীল, পরোপকারী, ও ধার্ম্মিক বলিয়া জানেন, কল্য তাঁহার সামান্য দোষ দেখিলে, তাঁহার নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। বলিবেন, "দেখিয়াছ লোকটার চতুরতা! নাম কিনিবার জন্য কত কাণ্ডই করিয়াছে!" সুন্দরলালের অদৃষ্টে তত দুর ঘটে নাই, তবে তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহার চরিত্রের উপর সন্দেহ করিয়াছিলেন।

"আপনার কথায় আমি জীবন পাইলাম, অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন, কোথায় পুরোহিত পাইব ?" প্রহরী সুন্দরলালকে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল।

সুন্দরলাল বলিতে লাগিলেন, "নগরের প্রান্তভাগে যে সরাই আছে, তথায় একজন পুরোহিত কল্য হইতে বাস করিতেছেন, আমার সহিত তাঁহার অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে পথে দেখা হইয়াছিল। তিনি অতি মহাশয় ব্যক্তি, তাঁহার সহিত আমার বাল্যকাল হইতে ভালরূপ জানা শুনা আছে, তিনি আমার পরম বন্ধু। তিনি এদেশীয় নহেন, পশ্চিম দেশ বাসী। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বে আপন বাসস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবেন না, কোন কার্য্য বশতঃ তাঁহাকে ঐ কাল পর্য্যন্ত স্থানান্তরে থাকিতে হইবে।"

"এখন রাত্রি দশটা বাজিয়াছে, এখান হইতে সেই সরাইয়ে পৌঁছিতে প্রায় একঘণ্টা লাগিবে, উহা এখান হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে হইবে, রাত্রি দুই প্রহরের অনেক পূর্ব্বে তথায় পঁহুছিতে পারিব।" এই বলিয়া প্রহরী আর এক পাত্র মদ্য পান করিয়া তথা হইতে দ্রুত পদে প্রস্থান করিল।

সরাইস্বামী সুহাসিনী ও শরৎকুমারকে স্বতন্ত্র গৃহ দেখাইয়া দিল। বণিকেরা আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পলায়ন।

শরৎকুমার ও সুহাসিনী স্বতন্ত্র গৃহে আসিয়া, আহারাদি সমাপনান্তর ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিতেছেন, এমত সময়ে শুনিতে পাইলেন, কোন ব্যক্তি সরাই দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত করিতেছে, সরাইস্বামীকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে। সরাইস্বামী কর্কশ স্বরে বলিল, "এত রাত্রে কেন আমাকে বিরক্ত করিতেছ ? আমার গৃহে তিলার্দ্ধ স্থান নাই !"

শুনিয়া আগন্তুক বাহির হইতে বলিল, "কিহে ! তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না ? আমার নাম জয়রাম !"

পাঠক! জয়রাম আমাদের পূর্ব্ব জানিত, ভগবানের প্রধান অনুচর।

"জয়রাম! এত রাত্রে কি মনে করে?" সরাইস্বামী নম্রস্বরে বলিল, দ্বার খুলিয়া বাহিরে উপস্থিত হইল। তথায় জয়রাম ব্যতীত আরও একজন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

"কোন যুবক ও যুবতীকে এই রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিয়াছ? তাহারা দেখিতে পরম রূপবান ও রূপবতী, নাম শরৎকুমার ও সুহাসিনী, তাহারা স্ত্রী পুরুষের মত বেড়াইতেছে। আমার সঙ্গী সেই যুবতীকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, ইঁহার নাম প্রফুল্লকুমার।" জয়রাম বলিল।

"তুমি যে যুবক ও যুবতীর কথা বলিলে, তাঁহারা তো এক্ষণে আমার সরাইয়ে রহিয়াছেন।" সরাইস্বামী উত্তর করিল।

বলা বাহুল্য যে পূর্ব্বেই সরাইস্বামী, শরৎকুমার ও সুহাসিনীর নাম জানিতে পারিয়াছিল।

সুহাসিনী ও শরৎকুমার এই সকল কথা শুনিতে পাইলেন। সুহাসিনী "প্রফুল্লকুমার" এই কথাটী শুনিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্ন ও ভয়ার্ত্ত হইল।

প্রফুল্লকুমার গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক প্রতিবেশীর পুত্র, তাঁহার পিতার বেশ দশ টাকা সঙ্গতি আছে। সুহাসিনীর সহিত তাঁহার দেখা শুনা হইত, কথাবার্ত্তা চলিত। সুহাসিনী তাঁহাকে আপন সহোদরের মত দেখিতেন, কিন্তু প্রফুল্ল, সুহাসিনী বিধবা হইলেও, তাহার রূপে মোহিত হইয়াছিলেন, তাহাকে আপন গৃহলক্ষ্মী করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। যখন সুহাসিনীর সহিত প্রফুল্লর প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহাদের বয়স একের তের ও অপরের কুড়ি। সুহাসিনী সতের বৎসর পর্য্যন্ত পিতৃ গৃহে ছিল, পাঠক! তাহা অবগত আছেন। এই চারি বৎসর কাল সুহাসিনীকে বিধবা মতে বিবাহ করিবার জন্য প্রফুল্ল বিশেষ চেষ্টা করিলেও কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বিবাহ না হওয়াতে প্রফুল্লর মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। প্রফুল্ল এক দিন সুহাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহাকে আপনার মনের ভাব অকপট হৃদয়ে বলিল। শুনিয়া সুহাসিনী উত্তর করিল যে, সে তাঁহাকে আপন সহোদরের ন্যায় দেখে, আর যেন ঐরূপ কথা তাঁহার মুখ হইতে শুনিতে না পায়। সুতরাং প্রফুল্লকে জনমের মত সুহাসিনীর আশা একে-

বারে ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার পিতা পুত্রকে বয়স্থ দেখিয়া, অন্যান্য পাত্রীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে স্থির করিলেন, কিন্তু প্রফুল্ল তাহাতে অস্বীকার করিলেন। তিনি সদাসর্ব্বদা সুহাসিনীর নির্ম্মল মুখচন্দ্রিমা সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন। শয়নে, স্বপনে, ভ্রমণে, সুহাসিনীর নির্ম্মল মুখচন্দ্রিমা দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সুহাসিনীর বিরহ কষ্ট তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল, সুহাসিনীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ ক্রমে ক্রমে হিংসায় পরিণত হইল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সুহাসিনী যেমন তাঁহাকে ইহ জনমের সকল সুখ হইতে বিমুখ করিল, তিনিও তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবেন, তিনিও তাহাকে সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করিবেন। সুহাসিনী প্রফুল্ল যে একজন শত্রু হইয়াছেন, জানিতে পারিয়াছিল; আপনি সাবধানে থাকিত, আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিত না। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই সুহাসিনী, শরৎকুমার কর্তৃক আপন পিতৃ গৃহ হইতে স্থানান্তরিত হয়। প্রফুল্ল অনুসন্ধান দ্বারা, পরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে জানিতে পারিয়া, সুহাসিনীর পশ্চাৎ ধরিয়াছেন, তাহার অনিষ্ট করিবার আশয়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ এত দূর আসিয়াছেন। রাজমহলে উপস্থিত হইয়া, জয়রামকে কিছু অর্থ দিয়া, আপন পথ প্রদর্শক করিয়াছেন। জয়রামকে সরাইস্বামী এক জন দালাল বলিয়া জানিত, তাহার প্রকৃত ব্যবসা কি, জানিত না।

"তাঁহারা রাত্রি শেষ পর্য্যন্ত, এই স্থানে থাকিবেন তো?" প্রফুল্ল সরাই স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সরাইওয়ালা উত্তর করিল, "হাঁ! তাঁহারা অদ্য রাত্রি আমার সরাইয়ে থাকিবেন।"

প্রফুল্লকুমার কুড়িটী রৌপ্য মুদ্রা সরাইস্বামীর হস্তে দিয়া বলিলেন, "আমি যতক্ষণ না কল্য তোমার সরাইয়ে ফিরিয়া আইসি, ততক্ষণ তুমি তাঁহাদিগকে সরাই হইতে বাহির হইতে দিও না, অন্যথা না হয়।"

সরাইস্বামী কিয়ৎক্ষণ ইতঃস্তত করিল, পরে অর্থের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, প্রফুল্লের কথায় সম্মত হইল।

সুহাসিনী ও শরৎকুমার, সরাইস্বামীর সহিত জয়রাম এবং প্রফুল্লের যে কথা হইয়াছিল, সমুদায় শুনিতে পাইয়াছিলেন।

"আমি যতক্ষণ না কল্য তোমার সরাইয়ে ফিরিয়া আইসি, ততক্ষণ তুমি তাঁহাদিগকে সরাই হইতে বাহির হইতে দিও না, অন্যথা না হয়।" এই কয়েকটী কথা শুনিয়া সুহাসিনীর মনে যারপরনাই ভয় হইল, অনুভব করিল, প্রফুল্ল নিশ্চয়ই তাঁহাদের অনিষ্ট করিতে আসিয়াছেন।

সুহাসিনী, প্রফুল্লকুমারের বিষয় শরৎকুমারের নিকট অকপটে সমুদায় প্রকাশকরিল। সেই রাত্রেই তথা হইতে পলায়নের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিল। শরৎকুমারের প্রথমে তাহাতে ইচ্ছা হইল না। বিপদে পড়িলে তিনি সর্ব্বদা অগ্রবর্ত্তী হইয়া থাকেন, পলায়ন কখনও করেন না। সুহাসিনীর বারম্বার অনুরোধে অগত্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। শরৎকুমার গৃহের দ্বার খুলিলেন, দ্বার খুলিবামাত্র প্রদীপের আলোকে দেখিলেন, এক জন লোক দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শরৎকুমার ভীত না হইয়া সাহসপুর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত্রে কে আমাদের শয়ন গৃহের দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ?"

অতি মৃদুস্বরে উত্তর হইল, "আস্তে কথা কউন! আপনাদের শত্রু এ স্থানে আসিয়াছে! আমি সুন্দরলাল, আপনাদিগকে এই রাত্রিতেই পলায়ন করিতে হইবে!"

সুন্দরলাল উপরোক্ত কয়েকটী কথা বলিবামাত্র সুহাসিনী ও শরৎকুমার স্থির করিলেন যে তিনি প্রফুল্ল, জয়রাম ও সরাইওয়ালার কথা বার্ত্তা শুনিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে আসিয়াছেন।

সুহাসিনী বৃদ্ধের পদতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া, অতি কাতরস্বরে বলিল, "পলাইবারউ পায় আপনি, আপনি পথ দেখাইয়া না দিলে, আমরা নিরাপদে এখান হইতে পলাইতে পারিব না।

"আর কথায় কাজ নাই, আপনারা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসুন।" সুন্দরলাল বলিলেন। ক্ষণকাল পরে শরৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সঙ্গিনীকে লইয়া অশ্ব চালনা করিতে পারিবেন কি?"

শুনিয়া শরৎকুমার সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "অবশ্যই পারিব! আপনি কি আমাকে ইতএ দুর্ব্বল মনে করিয়াছেন?"

সুন্দরলাল হাস্য সহকারে উত্তর করিলেন, "মনে কিছু করিবেন না, সময় কম বলিয়া গৌরচন্দ্রিকা করিতে পারি নাই, ঠিক্ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি!"

সুন্দরলাল তাঁহাদিগকে পশ্চাতে লইয়া, আপনি অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা যে গৃহে ছিলেন, তাহার সম্মুখে নিম্নতলে যাইবার জন্য সোপান রহিয়াছে, তাঁহারা সেই সোপান দিয়া নিম্নতলে পৌঁছিলেন! সম্মুখে এক খণ্ড ভূমি, তাহাতে নানাবিধ পুষ্পলতাদি শোভা পাইতেছে, সৌগন্ধে চারি দিক আমোদিত করিতেছে, পার্শ্বে অশ্বশালা, তাহাতে পথিকদিগের ঘোটকাদি রহিয়াছে। তথায় তিনজনে উপস্থিত হইলেন। একটী উৎকৃষ্ট ঘোটক দেখাইয়া সুন্দরলাল বলিলেন, "আপনারা এই অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করুন, এখান হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে, একটী সরাই আছে, তথায় যাইয়া ইচ্ছামত দুই চারি দিন বিশ্রাম করিতে পারেন, সেখানে পঁহুছিলে আপনারা নিরাপদ হইবেন। এই রাস্তা ধরিয়া পশ্চিমদিকে বরাবর সমান যাইলে সেই সরাই দেখিতে পাইবেন, আপনাদের সহিত আমার দুই এক দিনের মধ্যে তথায় সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পাবে। আমার এই বাক্সটী আপনাদের নিকট রাখিয়া দিন, যদি আপনাদের সহিত সেই সরাইয়ে দেখা হয় তাহা হইলে আমাকে ইহা ফিরাইয়া দিবেন, আর না হইলে আমার নাম করিয়া সেই সরাই-ওয়ালাকে দিবেন।" সুন্দরলাল এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে একটী ছোট বাক্স চাবির সহিত শরৎকুমারের হস্তে দিলেন।

শরৎকুমার সুহাসিনীকে লইয়া সুন্দরলালের নিকট কৃতজ্ঞতার সহিত বিদায় গ্রহণ পুর্ব্বক অশ্বারোহণে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের পলায়নের কথা কেহই জানিতে পারিল না, অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে অশ্বের যে পদ শব্দ হইয়াছিল তাহা শুনিয়া সরাইবাসীরা মনে করিয়াছিল যে, শান্তি রক্ষকেরা অশ্বারোহণে পাহারা দিতেছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কারাগারে ।

সুন্দরলালের কথামত জগন্নাথ নগরের প্রান্তভাগস্থিত সরাইয়ে উপস্থিত হইয়াছে, পুরোহিতের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ক্রমে ক্রমে রাত্রি এগারটা, সাড়ে এগারটা বাজিল, তবুও পুরোহিত আসিলেন না। তখন ও জগন্নাথের মনে আশা আছে, সুন্দরলাল বলিয়াছেন যে, রাত্রি দুই প্রহরের সময় তথায় পুরোহিত উপস্থিত হইবেন। ক্রমে ক্রমে নগরের ঘণ্টায় দুই প্রহর বাজিল, প্রহরীর মনে তখন অত্যন্ত ভয় হইল, মনে করিল, "পুরোহিতের অদ্য রাত্রে আর আসিবার আশা নাই।"

জগন্নাথ তবুও সরাই দ্বারে থাকিয়া পুরোহিতের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে রাত্রে জ্যোৎস্না থাকাতে দেখিতে পাইল, কোন ব্যক্তি অশ্বারোহণে সরাই অভিমুখে আসিতেছেন। আরোহী যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই যে জন্তুর উপর তিনি আরোহণ করিয়াছেন, তাহাকে অশ্ব বলিয়া বোধ হইল না। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলে জগন্নাথ দেখিল, এক ব্যক্তি মহিষারোহণে আসিয়া সরাইয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জগন্নাথ আনন্দে গদ্‌গদ হইল, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পুরোহিত হইবেন ভাবিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার ব্যবসা কি ? আপনি কি সুন্দরলাল বণিককে জানেন ?'

মহিষারোহী উত্তর করিলেন, "আমি একজন পুরোহিত, আমার সহিত সুন্দরলালের বিশেষ বন্ধুত্ব আছে।"

ইহা শুনিয়া প্রহরী তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল, এবং তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ দেওয়া হইবে জানাইল। পুরোহিত বলিলেন, "আমি তোমার কথায় সম্মত হইলাম। আমাকে তথায় লইয়া চল, কয়েদীদিগকে ধর্ম্মের কথা শুনাইয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। আমি অর্থের প্রত্যাশা করি না।"

পুরোহিতের বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর, দেখিতে সুপুরুষ, হস্ত পদাদিতে বিলক্ষণ বল আছে বলিয়া বোধ হয়।

জগন্নাথ পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া কারাগারাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পুরোহিত জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"এখান হইতে কারাগার কত দূর হইবে?"

প্রহরী উত্তর করিল, "প্রায় আধ ক্রোশ হইবে

পুরো। "কারাগারের বহির্দ্বার কয়টী?"

প্রহরী। "চারটী!"

পুরো। "প্রত্যেক দ্বারে কয়জন করিয়া রক্ষক থাকে?"

প্রহরী। "একজন করিয়া রক্ষক থাকে।"

পুরো। "যে গৃহে কয়েদীরা থাকে, তাহার নিকট কোন রক্ষক থাকে না?"

প্রহরী। "আজ্ঞা না! দ্বারের রক্ষক ভিন্ন, আর আর রক্ষকেরা কারাগারের প্রাচীরের উপর থাকিয়া পাহারা দেয়।"

পুরো। যে চারিজন কয়েদীর কল্য প্রাণ বিনষ্ট হইবে, তাহাদের নাম তুমি জান?

প্রহরী। জানি! তাহাদের নাম ভৃগুরাম, তুলসীদাস, ভজনলাল ও শ্যামসুন্দর।

এইরূপ কথায় বার্ত্তায় উভয়ে কারাগারের সম্মুখ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কারাগার দ্বারে উপস্থিত হইলে, দ্বার রক্ষক জিজ্ঞাসা করিল, "কেও?"

জগন্নাথ উত্তর করিল, "কেহে! তুমি যে সমুদ্র পার হইতে আসিয়াছ দেখিতেছি! জাননা! আমার উপর পুরোহিত আনিবার ভার ছিল? পুরোহিত সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। আমাকে তোমাদের বাহাদুরী দেওয়া উচিত, এত রাত্রে পুরোহিত জোগাড় করিয়া আনিয়াছি।"

রক্ষক। "তোমার জীবন রক্ষা পাইল। পুরোহিত না পাইলে তোমার যে কি দুর্দ্দশা হইত, ভগবানই জানেন!"

এইরূপ ক্ষণকাল কথাবার্ত্তার পর জগন্নাথ পুরোহিতকে সঙ্গে করিয়া কারাগারের ভিতর প্রবেশ করিল। অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা কারাগার চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত, মধ্যস্থলে অসংখ্য একতলা গৃহ, তাহাতে শত শত বন্দী রহি-

য়াছে। রক্ষকেরা অতি সাবধানের সহিত কারাগারের চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে।

জগন্নাথ একটী একতল গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিল, তথায় একজন কয়েদী রহিয়াছে, পুরোহিত দেখিতে পাইলেন। জগন্নাথ বলিল, "পূর্ব্বে বলিয়াছি, আপনাকে চারিজন বন্দীকে ধর্ম্ম কথা শুনাইতে হইবে। এক্ষণে প্রায় রাত্রি একটা বাজিয়াছে, আর চারি ঘণ্টা মাত্র সময় আছে, এই অল্প সময়ের মধ্যে আপনাকে চারিজন কয়েদীকে ধর্ম্ম কথা শুনাইতে হইবে।"

পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তিন জন কয়েদী কোথায় ?"

জগন্নাথ উত্তর করিল, "আপনি অগ্রে এই কয়েদীকে উপদেশ দিন, পরে এক একে জন করিয়া তিন জনকে দেখাইয়া দিব, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন গৃহে আছে।"

পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কিরূপে এই বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে উপদেশ দিই, শুনিবে কি ? তাহা শুনিলে তোমারও জ্ঞানের উদয় হইবে।"

জগন্নাথ উত্তর করিল, "তাহাতে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে ! ধর্ম্ম কথা শুনিতে কাহার না ইচ্ছা হয় ?"

জগন্নাথের প্রমুখাৎ ঐ কথা শুনিয়া পুরোহিতের মনে অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। পুরোহিত কয়েদীর সম্মুখস্থিত আসনে উপবেশন করিলেন, জগন্নাথও এক পার্শ্বে উপবেশন করিল।

পুরোহিত বন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম ?"

কয়েদী উত্তর করিল, "শ্যামসুন্দর !"

পুরোহিত। তুমি কি অপরাধ করিয়াছিলে, যে তোমার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে ? অবশ্যই গুরুতর অপরাধ হইবে !

কয়েদী। আমি কেবল মাত্র পাঠানদিগের সুখ্যাতি করিয়াছিলাম বলিয়া, আমার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে।

জগন্নাথ পুরোহিতের প্রশ্ন শুনিয়া বিরক্ত হইল, বলিল, "পুরোহিত মহাশয় ! আপনার ও সকল কথায় আবশ্যক নাই। আপনি বন্দীকে ধর্ম্ম কথা শুনাইতে আসিয়াছেন, আপনার অন্য কথা কহিবার অধিকার নাই। এই কথা সুবাদার শুনিতে পাইলে আপনাকে শাস্তি না দিয়া ছাড়িবেন না।

আমি হিন্দু ! আমার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর বিলক্ষণ ভক্তি আছে, আপনি যে সকল কথা কয়েদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সুবাদারকে বলিব না। কিন্তু আজ রাত্রিতে যদি হিন্দু প্রহরী আপনার নিকট না থাকিয়া, মুসলমান প্রহরী থাকিত, তাহা হইলে সে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভক্তি করিত না ; যে সকল কথা কয়েদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অবশ্যই সুবাদারকে বলিত, তাহা হইলে আপনার উপর যে কি ভয়ানক অত্যাচার হইত, বলিতে পারি না ; হয়তো এই চারিজন কয়েদীর সহিত আপনাকেও মরিতে হইত।”

পুরোহিত জগন্নাথের এই কয়েকটী কথা এক মনে শুনিলেন। সুবাদারের চরিত্র হৃদয় মধ্যে বিশেষরূপে অঙ্কিত করিয়া লইলেন, নম্র স্বরে বলিলেন, “তোমার কথা হৃদয়ঙ্গম করিলাম। কিন্তু এই ব্যক্তি কোন্ অপরাধে অপরাধী, তাহা না জানিলে কি করিয়া ইহাকে সদুপদেশ দিব ? এখন দেখিতেছি, এব্যক্তি ঘোর রাজ বিদ্রোহী ! সম্রাট্ আকবরের রাজত্বে থাকিয়া, পাঠান দিগের সুখ্যাতি করা, সামান্য অপরাধ নহে !”

শুনিয়া জগন্নাথ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল, বলিল, “আমাকে মাপ করুন ! আপনি পণ্ডিত চূড়ামণি ! আপনার বুদ্ধির সহিত একজন প্রহরীর বুদ্ধির তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু ইহাও আপনাকে জানাইতেছি, সুবাদারের হুকুম এই যে, পুরোহিত বন্দীকে তাহার নাম, ধাম, কোন্ অপরাধে অপরাধী, কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন না, কেবল ধর্ম্ম কথা শুনাইবেন।”

পুরোহিত বলিলেন, “আমি যদি এদেশবাসী হইতাম, তাহা হইলে ঐ বিষয় জানিতাম, এদেশবাসী নই বলিয়াই কয়েদীকে ঐ রূপ প্রশ্ন করিয়াছি।” ওসব কথায় আর প্রয়োজন নাই, এক্ষণে নিজের কার্য্য আরম্ভ করি, সময় নিতান্ত কম।”

ক্ষণেক নীরবের পর পুরোহিত বন্দীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “বাপু। কল্য তোমাকে মরিতে হইবে, সেজন্য, ভয় পাইও না, দুঃখিত হইও না। জন্ম গ্রহণ করিলেই মনুষ্যকে মরিতে হইবে। কেহ অদ্য মরিতেছে, কেহ কল্য মরিবে, কেহ বা দুই দিন পরে মরিবে। মনুষ্য মাত্রকেই মরিতে হইবে। তোমার মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতির জন্য এক বিন্দুও অশ্রুপাত করিও না। এই পৃথিবী নাট্য মন্দির, মনুষ্য ইহাতে নানারূপ অভিনয়

করিয়া থাকে। মনুষ্য পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া নানাবিধ মায়া দ্বারা মুগ্ধ হয়। মূর্খ ও পাপী ব্যক্তিরাই মায়াতে মুগ্ধ হয় কিন্তু পণ্ডিত ও ধার্ম্মিকেরা কথনই উহাতে মুগ্ধ হয়েন না। তোমার হৃদয় হইতে মায়া একেবারে ত্যাগ কর। যিনি তোমাকে সৃজন করিয়াছেন, তোমার সময় হওয়াতে তিনিই তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট যাইতে তোমার চিন্তা কি? হয়তো তুমি আরও কিছু দিন এই পৃথিবীতে থাকিলে, তোমার দ্বারা আরও অনেক অপকার্য্য সাধিত হইত, সে জন্যই ঈশ্বর তোমাকে আহ্বান করিতেছেন। তুমি যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছ, ইহা মনে স্থান দিও না, সেই পরম পিতা তোমাকে ডাকিতেছেন, পুত্রকে আপনার নিকট লইয়া যাইবার জন্য ডাকিতেছেন, অতএব ইহলোক ত্যাগ করিতে তোমার কোন ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, জীবনান্তে যেন তোমার স্বর্গলাভ হয়।"

নগরের ঘন্টায় দুইটা বাজিল। প্রথম বন্দীকে উপদেশ দিয়া পুরোহিত প্রহরীকে বলিলেন, "রাত্রি দুইটা বাজিল, আমাকে দ্বিতীয় বন্দীর নিকট লইয়া চল।"

জগন্নাথ পুরোহিতকে লইয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তী আর একটী গৃহের দ্বার খুলিল। সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া পুরোহিত দেখিলেন যে, জনৈক পঞ্চবিংশ বর্ষীয় যুবক গণ্ডে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক কালের করাল বদন অপেক্ষা করিতেছে।

পাঠক! এই বন্দীর নামই "ভৃগুরাম"। এই ব্যক্তিই সুবাদারকে দেখিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করে নাই।

সে গৃহে প্রবেশ করিয়া পুরোহিত "নীলকণ্ঠধারী" এই কথাটী উচ্চারণ করিলেন। "নীলকণ্ঠধারী" শুনিবামাত্র বন্দী উঠিয়া দাঁড়াইল। পুরোহিত সহসা এক হস্তে জগন্নাথের কণ্ঠদেশ সজোরে ধরিয়া, অপর হস্তে তাহার মস্তকে গুরুতর আঘাত করিলেন। সহসা এইরূপ আক্রমণে জগন্নাথ একেবারে অবাক্ হইল, বিশেষতঃ পুরোহিত কর্ত্তৃক আঘাত সহ্য করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে ভূতলে পতিত হইয়া অচৈতন্য হইল।

জগন্নাথকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া পুরোহিত ত্রস্তভাবে বলিলেন, "ভৃগুরাম! আর

সময় নাই! শিঘ্র তুমি আপন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া এই প্রহরীর বস্ত্র পরিধান কর!”

পুরোহিতের কথামত ভৃগুরাম, মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রহরীর বস্ত্রাদি খুলিয়া লইল, এবং আপনার বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া, প্রহরীর বস্ত্রাদি পরিধান করিল। পুরোহিত ভৃগুরামের বস্ত্র দ্বারা জগন্নাথের মুখাচ্ছাদন করিয়া, তাহাকে গৃহের জানালায় দৃঢ়রূপে বন্ধন করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিতে করিতে পুরোহিত বলিলেন, ভৃগুরাম! যাইবার সময় তুমি আমার পশ্চাতে থাকিবে, যদি কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, ইহার মধ্যেই সকলকে ধর্ম্মকথা শুনান হইল, তুমি কেবলমাত্র বলিও হাঁ, আর একটী কথাও কহিও না। কেননা অন্যান্য রক্ষকেরা তোমাকে এই প্রহরী বলিয়া জানিবে।”

বন্ধন কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর উভয়ে সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অগ্রে পুরোহিত পশ্চাতে পশ্চাতে ভৃগুরাম যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে কোন বিপদ ঘটিল না, তখন প্রায় সকল রক্ষকেরাই নিদ্রিত রহিয়াছে। তথা হইতে ক্রমাগত আসিয়া তাঁহারা বহির্দ্বারের প্রহরীর নিকট উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন সে তখনও জাগিয়া রহিয়াছে।

প্রহরী পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিল, “পুরুত ঠাকুর! আপনার কার্য্য শেষ হইল?”

বহির্দ্বারের প্রহরীকে জাগ্রত দেখিয়া পুরোহিত ভাবিত হইয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন যে বিপদ ঘটিলেও ঘটিতে পারে, কিন্তু প্রহরী তাঁহার সঙ্গীকে প্রশ্ন না করিয়া যে তাঁহাকে করিয়াছে, সেজন্য আপনাদিগকে নিরাপদ জ্ঞান করিলেন, বলিলেন, “হাঁ! আমার কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে। জগন্নাথকে সঙ্গে করিয়া লইয়াছি, আমি এখানকার লোক নহি, রাস্তা ঘাট ভাল চিনি না, ইহাকে সরাই পর্য্যন্ত আমাকে পথ দেখাইয়া দিতে হইবে।”

রক্ষক মনে করিল, যে যথার্থই জগন্নাথ পুরোহিতের সঙ্গে যাইতেছে। তাহাদের চক্ষে ধূলি দিয়া পুরোহিত আপন কর্ম্ম সমাধা করিয়া চলিয়া গেলেন, বুঝিতে পারিল না। এইরূপে উভয়ে নিরাপদে কারাগার হইতে বহির্গত হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শত্রু হস্তে।

সুহাসিনী ও শরৎকুমার সুন্দরলালের কথানুসারে নিরাপদে সেই সরাইয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। পথিমধ্যে কোন বিপদ ঘটে নাই, যাইতে যাইতে তাঁহারা বেগমদিগের গতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, বেগমেরা তাঁহাদের নিকট হইতে অৰ্দ্ধ ক্রোশ অগ্রে একটী সরাইয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। জগৎ নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে পেচকের গম্ভীর ধ্বনি এবং নগর রক্ষকদিগের অশ্বের পদ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শ্রবণ পথে পতিত হইতেছে না। কোন যুবতী এই নিশাকালে দেব দেবীর স্থানে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। কোন ব্যক্তি কিরূপে স্বীয় মনোনীত কৰ্ম্ম অনায়াসে সম্পন্ন করিবেন, সে বিষয়ে বন্ধুদিগকে লইয়া পরামর্শ করিতেছেন। আবার কোন বীর পুরুষ যুদ্ধে জয় লাভের আশায় মহাদেবের মন্দিরে আরাধনা করিতেছেন। আবার হয়তো কোন কুলটা স্ত্রী আপন স্বামীকে ফাঁকি দিয়া, পর পুরুষ সংযোগের জন্য, মস্তকে অগ্নি পাত্র স্থাপন পূৰ্ব্বক আলেয়া সাজিয়া বাহির হইয়াছে। আবার ও দিকে কোন চোর গৃহস্থকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া আপন কৰ্ম্ম সাধন করিবার জন্য উদ্যোগী হইতেছে, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য রক্ষকেরা সতর্কতার সহিত পাহারা দিতেছে এবং নগরের প্রত্যেক গৃহস্থকে জাগাইয়া দিতেছে। এই গভীর নিশাকালে মনুষ্য যে কত শত শত পাপ পুণ্য করিতেছে, তাহা সামান্য লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না।

সুহাসিনী ও শরৎকুমার, কিরূপে বিমলার উদ্ধার কাৰ্য্য সম্পন্ন হইবে, সেই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন, রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইলেও নিদ্রাভিভূত হয়েন নাই। এই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে সুহাসিনীর মন অন্য দিকে পড়িল। শরৎকুমারকে বলিল, "সুন্দরলাল আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, এই সরাইয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহাতো হইল না। তিনি যে বাক্সটী দিয়াছেন, তাহা সরাইস্বামীকে দিতে হইবে। কেন না,

এই সরাইয়ে তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ না হইলে, উহা সরাই স্বামীর নিকট দিতে বলিয়াছিলেন। বাক্সর চাবি পর্য্যন্ত আমাদিগকে দিয়াছেন—” বলিতে বলিতে সুহাসিনী নীরব হইল। বাক্সতে কি কি সামগ্রী আছে জানিবার জন্য ব্যস্ত হইল।

সুহাসিনীর মনোগত অভিপ্রায় শরৎকুমার জানিতে পারিয়া বলিলেন, “বাক্সর ভিতর কি কি সামগ্রী আছে আমাদের দেখা কর্ত্তব্য, কেন না আমাদিগকে এই বাক্সটী সরাইওয়ালাকে দিতে হইবে। একজনের বস্তু অপরকে দিতে হইলে তাহার রসিদ লওয়া উচিত। আমরা অবশ্যই ইহার জন্য সরাই স্বামীর নিকট হইতে রসিদ লইব, ইহার ভিতর কি আছে তাহা না জানিলে কিরূপ রসিদ লইব। আমার মতে এই বাক্স খুলিয়া দেখা উচিত। ইহাতে তোমার মত কি ?”

সুহাসিনী তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মত হইল। বাক্স খোলা হইলে পর, উভয়ে দেখিলেন, উহা বহুমূল্য হীরা, মুক্তা ও প্রস্তরে পরিপূর্ণ। অনুমানে বুঝিলেন তাহার মধ্যে অন্যূন চার পাঁচ লক্ষ টাকার সামগ্রী রহিয়াছে। দেখিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সুন্দরলাল, অপরিচিত ব্যক্তির উপর কিরূপে এত মূল্যবান সামগ্রী অপর ব্যক্তিকে দিবার ভার দিয়াছেন। ধন্য তাঁহার বিশ্বাস! তাঁহারা উভয়ে পর দিন ঐ বাক্স সরাইস্বামীকে দিবেন, স্থির করিলেন। দুইজনে সুন্দরলালের চরিত্রের কথা কহিতেছেন, এমত সময়ে অশ্বের পদ শব্দ শুনিতে পাইলেন, ক্রমে ক্রমে ঐ শব্দ সরাই দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া নিস্তব্ধ হইল। সুহাসিনী ও শরৎকুমার ভাবিলেন, সুন্দরলাল কিম্বা অন্য কোন পথিক, আশ্রয়ের জন্য আসিয়াছেন। অশ্বারোহী সুন্দরলাল হইলেও হইতে পারেন। কোন্ ব্যক্তি আসিয়াছেন, জানিবার জন্য, তাঁহারা নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিলেন না। কেন না অশ্বারোহী সুন্দরলাল হইলে, নিশ্চয়ই সরাইস্বামীর নিকট তাঁহাদের তথায় অবস্থিতির কথা জিজ্ঞাসায় জানিবেন এবং সে রাত্রেতেই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেও করিতে পারেন। সুহাসিনী ও শরৎকুমার সুন্দরলালের আচরণে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যে রাত্রি দুই প্রহরের সময় নিদ্রাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহার সাক্ষাৎ আশয়ে জাগিয়া রহিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা উভয়ে আপন আপন শয্যায় উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, এমত সময়ে শুনিতে পাইলেন, কোন ব্যক্তি বাহির হইতে তাঁহাদের গৃহ দ্বারে চাবি বন্ধ করিল। চাবি বন্ধ করিবার শব্দ হওয়াতে, শরৎকুমার লম্ফ দিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন, এবং দ্বারের অর্গল মুক্ত করিয়া, তাহা উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিলেন। দ্বার উদ্ঘাটিত হইল না। বাহিরে বন্ধ, কিরূপে ভিতর হইতে খুলিবে। কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ব্যাপারটা কি, জানিবার জন্য শরৎকুমার উচ্চৈঃস্বরে সরাইস্বামীকে ডাকিতে লাগিলেন। সরাইস্বামী দ্বারের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ঘৃণিতস্বরে বলিল, "আকারে তুমি ভদ্র, কিন্তু আচরণে চণ্ডাল।"

"কেন; কি হইয়াছে? তুমি আমার কি দোষ পাইলে, যে ওরূপ শক্ত কথা বলিতে সাহস করিতেছ?" শরৎকুমার বলিলেন। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল।

"কি হইয়াছে! কল্য সুবাদারের নিকট জানিতে পারিবে! বধমায়েস! আবার জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, কি হইয়াছে! পরস্ত্রী হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছ, জান না? কল্য বিচারে তোমার উপযুক্ত শাস্তি হইবে!" এই কয়েকটী কটু কথা শরৎকুমারের উপর নিক্ষেপ করিয়া সরাইস্বামী তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সরাইস্বামীর প্রমুখাৎ কটুক্তি শুনিয়া, শরৎকুমারের ইচ্ছা হইল, যে পদাঘাতে দ্বার ভাঙ্গিয়া তাহাকে আক্রমণ করেন, কিন্তু তাহা করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন না। সরাইস্বামীর কিছুই দোষ নাই, সে যেমন শুনিয়াছে, সেইরূপ বলিয়াছে। শরৎকুমারের ইচ্ছা ছিল, আরও দুই চারিটী কথা সরাইস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু তাহার পদশব্দ শুনিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, যে সে তথায় নাই। উপরিউক্ত কয়েকটী কথা বলিয়াই, তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছে। শরৎকুমার আপন শয্যায় পুনরায় উপবেশন না করিয়া, গৃহ মধ্যে এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিলেন।

সুহাসিনী দেখিল মহা বিভ্রাট। নিশ্চয়ই প্রফুল্লর দ্বারা ইহা ঘটিয়াছে। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "এই হতভাগিনীর জন্য তোমাকে কত অপমান সহ্য করিতে হইল! সামান্য একজন সরাইওয়ালা, আজ কিনা

প্রসিদ্ধ জমীদার মাধব চন্দ্রের পুত্রকে অপমান করিল। আমি তোমার নিকট থাকিয়া, তোমার অপমানের কারণ হইয়াছি।"

"ওকথা বলিও না, ওকথায় আমি মনে বড় ব্যথা পাই।" শরৎকুমার বলিলেন।

সুহাসিনী আবার বলিল, "তুমি যদি আমাকে আমার পিতৃ গৃহ হইতে লইয়া না আসিতে, তাহা হইলে তোমাকে এত অপমান, এত কষ্ট, সহ্য করিতে হইত না।"

"আবার ঐ কথা! আমার কিছুই কষ্ট হইতেছে না। বরঞ্চ আমি এমনই অমানুষ যে একজন সপ্তদশ বর্ষীয়া বালিকার কষ্ট নিবারণ করিতে পারিতেছি না।" শরৎকুমার বলিলেন।

সুহাসিনী দেখিল, ঐ সকল কথা শরৎকুমারকে কষ্ট দিতেছে, ওরূপ কথা বলিয়া আর অধিক মনোবেদনা দিতে ইচ্ছা করিল না। ক্ষণকাল পরে বলিল, "আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, প্রফুল্ল আমাদের এই অপমানের মূল হইয়াছে। সে নিশ্চয়ই কোন না কোন কু অভিসন্ধি দ্বারা আমাদিগকে কষ্ট দিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। এক্ষণে উপায় কি! একবার পুরুষোত্তম সুন্দরলালের দ্বারা পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, এবার কিরূপে পরিত্রাণ পাইব?"

শরৎকুমার দেখিলেন, সুহাসিনী ভয় পাইয়াছে, কোন উপায়ে তাহাকে সান্ত্বনা করা কর্ত্তব্য। বলিলেন, "এই সামান্য বিপদে এত ভয় পাইতেছ, না জানি কি উপায়ে বিমলাকে উদ্ধার করিবে?"

শুনিয়া সুহাসিনী লজ্জায় মুখ অবনত করিল। তখন তাহার মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। অদ্ভুত দুর্গের বৃদ্ধের কথা মনে পড়িল, সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, 'বিমলাকে উদ্ধার করিতে, তাহার যে যে বিপদ হইবে, সেই সেই বিপদে অদৃশ্য ক্ষমতা তাহাকে রক্ষা করিবে।' সুহাসিনীর মনে সাহস হইল। তাহার প্রফুল্লকে ভয় কি!

"ইহাতে আমার কিছুই ভয় হইতেছে না। তবে এরূপ গোলমালে থাকিলে, বিমলা উদ্ধারের বাধা পড়িবে, সেজন্যই অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছি। এ জীবনে যদি বিমলাকে উদ্ধার করিতে না পারিলাম—যদি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারিলাম—যদি এ জীবনে পরের উপকার করিতে না পারি-

লাম, তবে এ অসার জীবনে প্রয়োজন কি!" সুহাসিনী এই কয়েকটী কথা, অতি নম্র অথচ গম্ভীর স্বরে বলিল, প্রত্যেক কথায় তাহার সাহস প্রকাশ পাইল।

শরৎকুমার দেখিলেন, সুহাসিনী উপস্থিত আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। বিমলা উদ্ধারের বিষয়, তাহার মনকে এক্ষণে আন্দোলিত করিতেছে। আর কোন কথা কহিলেন না, আপন শয্যায় শয়ন করিবার উপক্রম করিলেন। সুহাসিনী আপন মনের ভাব, আর অধিক বলিতে সাহস করিল না, স্থির করিল, শরৎকুমার ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার বিশ্রামে আর বাধা দেওয়া উচিত নহে। উভয়ে আপন আপন শয্যায় শয়ন করিলেন, কাহারও নিদ্রা হইল না, উপস্থিত বিপদ হইতে কিরূপে উদ্ধার হইবেন, এই চিন্তায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল।

সুহাসিনী ও শরৎকুমার যে গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন, প্রভাতে একজন লোক বাহির হইতে সেই গৃহের দ্বার খুলিল। দ্বারে শব্দ হইবামাত্র তাঁহারা আপন আপন শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন প্রফুল্ল, জয়রাম, সরাই-ওয়ালা ও দুইজন চৌকিদার দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একজন চৌকিদার, তাঁহাদের নিকট আসিয়া শরৎকুমারকে বলিল, "আপনার নামে প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার স্ত্রীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন বলিয়া সুবাদারের নিকট নালিশ করিয়াছেন, সুবাদার আপনাকে ও আপনার সঙ্গিনীকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবার হুকুম দিয়াছেন। আপনাদিগকে আমাদের সহিত বন্দীভাবে যাইতে হইবে। অস্বীকার করিলে, বল প্রকাশ করিতে ক্রুটী করিব না।"

শুনিয়া শরৎকুমার অবাক্ হইলেন। প্রফুল্লের চরিত্রের কথা ভাবিতে লাগিলেন। প্রফুল্ল যে তাঁহাদিগকে বিপদে ফেলিবার জন্য ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, বুঝিতে পারিলেন। প্রফুল্ল কর্ত্তৃক অভিযোগের কথা শুনিয়া সুহাসিনীর মনে ঘৃণা উপস্থিত হইল। কি বলিয়া প্রফুল্ল তাঁহাকে আপনার সহধর্ম্মিণী বলিলেন! এ মিথ্যা অভিযোগ বিচারালয়ে উপস্থিত হইবামাত্রই তাঁহাদের জয় হইবে। সুহাসিনীর মনে ইহা বদ্ধমূল হইল। কিন্তু শরৎকুমার বিপরীত ভাবিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে প্রফুল্ল নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিবার

জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন, নিশ্চয়ই তিনি মিথ্যা সাক্ষী প্রভৃতি বিচারালয়ে যাহা যাহা আবশ্যক সংগ্রহ করিয়াছেন।

সুহাসিনীর এক্ষণে অদ্ভুত দুর্গস্থিত বৃদ্ধের কথা মনে পড়িল, এবং সেই সঙ্গে বিশ্বাস হইল, এ বিপদে অদৃশ্য ক্ষমতা আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে; উপস্থিত বিপদে বড় কাতর হইল না। কিন্তু এইরূপ গোলমালে আবদ্ধ থাকিয়া পাছে বিমলাকে উদ্ধার করিতে না পারে, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে, সেজন্য ভাবিত থাকিল। বিমলা উদ্ধারের জন্য তাহার মন অত্যন্ত ব্যগ্র হইতে লাগিল।

চৌকিদারদের কথা মত তাঁহারা তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যাইবার সময় শরৎকুমার সুন্দরলালের বাক্স সরাইস্বামীকে দিলেন, এবং সুন্দরলাল যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমুদায় তাহাকে জ্ঞাত করাইলেন। শরৎকুমার সুন্দরলালের পরিচিত ব্যক্তি শুনিয়া সরাইস্বামী তাঁহার প্রতি ঘন ঘন কটাক্ষপাত করিতে লাগিল, তাঁহাকে ভদ্র লোক বলিয়া বিবেচনা করিল; কেন না, সুন্দরলাল কখনও কোন অভদ্র লোকের সহিত আলাপ করেন না। সরাইস্বামী প্রত্যেক কটাক্ষপাতে, শরৎকুমারের উপর দয়া প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং বোধ হইল পূর্ব্ব রাত্রে মন্দ কথা বলিয়াছিল বলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, নিকটে চৌকিদার থাকায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছে না।

সরাই হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শরৎকুমার দেখিলেন, সম্মুখে একখানি শিবিকা ও তিনটী ঘোটক রহিয়াছে। চৌকিদারদিগের কথামত সুহাসিনী শিবিকায় উঠিল ও শরৎকুমার অশ্বারোহণ করিলেন। চৌকিদার দ্বয় অপর দুইটী অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহাদিগের সহিত তথা হইতে গমন আরম্ভ করিল। প্রফুল্ল ও জয়রাম পদব্রজে যাইতে লাগিল। সরাইস্বামী ক্ষুণ্ণমনে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া "হায় কি করিলাম! হায় কি করিলাম!" বলিতে বলিতে আপন সরাইয়ে প্রবেশ করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

বেলা দুই প্রহর। বিচারালয় লোকে লোকারণ্য। নানা দেশ দেশান্তর হইতে লোকে মোকদ্দমা করিতে আসিয়াছে। কেহ উকিলের সহিত পরামর্শ করিতেছে, কেহ মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করিতেছে, কেহ বা আপন যথার্থ সম্পত্তি মোকদ্দমায় হারিয়া বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে, এবং আপন অদৃষ্ট বিষয় ভাবিতেছে। বিদ্যালয়ের বালকগণ অদ্য একটী মজার মোকদ্দমা হইবে বলিয়া দলে দলে আসিয়াছে। সেটী আমাদের শরৎকুমার ও সুহাসিনীর মোকদ্দমা। ঐরূপ মোকদ্দমা দেখিবার জন্য সাধারণ লোকে দলে দলে আদালতে উপস্থিত হয়, অথচ সেই মোকদ্দমার সহিত তাহাদিগের কোন সংস্রব নাই, কেবল মাত্র কৌতুক দেখিতে আইসে। এদিকে পান, জলখাবার প্রভৃতি বিক্রয় হইতেছে। বাজারে যে সকল সামগ্রী দুই পয়সায় পাওয়া যায়, এখানে তাহা আট পয়সার কমে পাওয়া যায় না। বিচার কর্ত্তাদের সম্মুখে লোকে ঐরূপ প্রতারিত হইতেছে, তাহাতে তাঁহাদের কোন লক্ষ্য নাই, তাঁহারা আপন কার্য্য লইয়া ব্যস্ত। কেহ ঠকিল, কেহ বা দুই পয়সা পাইল, তাহাতে তাহাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তাঁহারা মনে করেন, "এক জনের ক্ষতি না হইলে অপরের লাভ হইতে পারে না।"

একটী একটী করিয়া মোকদ্দমা উঠিতে লাগিল। উঠিতে না উঠিতে বিচার শেষ হইতে লাগিল, ঠিক্ যেন কালিঘাটে পাঁটা বলিদান হইতেছে। কাহারও দশ টাকা জরিপানা, কাহারও পঁচিশ বেত, কাহারও বা পাঁচ মাস মেয়াদ, এইরূপ দণ্ড হইতে লাগিল। অপরাধ সুরাপানে মত্ত হইয়া রাস্তায় সাধারণের শান্তি ভঙ্গ করা, বেশ্যালয়ে দাঙ্গা হাঙ্গাম করা, অন্নাভাবে কাতর হইয়া পরের খাদ্য দ্রব্য চুরি করা প্রভৃতি।

ক্রমে ক্রমে আমাদের প্রফুল্লর মোকদ্দমা উঠিল। একজন পেয়াদা "ফরিয়াদি প্রফুল্লকুমার হাজির?" "ফরিয়াদি প্রফুল্লকুমার হাজির?" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। প্রফুল্ল উত্তর করিলেন, "হাজির!" এবং

বিচারপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ক্ষণেক পরে জনৈক চৌকিদার সুহাসিনী ও শরৎকুমারকে হাজত গৃহ হইতে তথায় আনয়ন করিল।

বিচার গৃহ দীর্ঘে ত্রিশ ও প্রস্থে কুড়ি হস্ত, এক পার্শ্বে একটী উচ্চ স্থানে একটী মেজ এবং চারিখানি চৌকি স্থাপিত রহিয়াছে, একখানি চৌকিতে বিচারপতি বসিয়াছেন। সম্মুখে উকিল মোক্তারদিগের বসিবার স্থান, সেখানেও চৌকি রহিয়াছে, তদুপরি উকিল, মোক্তারগণ বসিয়া রহিয়াছেন। এক পার্শ্বে প্রফুল্লকুমার, অপর পার্শ্বে কাটগড়ার ভিতর শরৎকুমার ও সুহাসিনী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

বিচারপতি বিচার আরম্ভ করিলেন, তাঁহার নাম গোবিন্দ রাও। বিচারপতি গম্ভীর স্বরে প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসামীর বিরুদ্ধে তোমার কি বক্তব্য আছে বল?"

প্রফুল্লকুমার বলিতে লাগিলেন, "হুজুর! আমার স্ত্রী, যিনি এক্ষণে আসামী শরৎকুমারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার পুষ্করিণীতে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় জল আনিতে যাইতেন। শরৎকুমার সে সময়ে তথায় আসিয়া আমার স্ত্রীকে রহস্য করিতেন, তাহাতে আমার স্ত্রী—"

"এ সকলই মিথ্যা! উহার আজিও বিবাহ হয় নাই, আমার সঙ্গিনী উহার স্ত্রী নহেন, সব মিথ্যা কথা!" প্রফুল্লর কথায় বাধা দিয়া শরৎকুমার ঐ কয়েকটী কথা বলাতে বিচারপতি বিরক্ত হইলেন, গম্ভীরস্বরে শরৎকুমারকে বলিলেন, "চুপকর! আমি তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই? ফরিয়াদীর কথা অগ্রে শুনিতে দাও।"

একজন বৃদ্ধ মোক্তার বিরক্তভাবে মুখ বিকৃতি করিয়া শরৎকুমারকে বলিল, "তুমি কোথাকার লোক হে! তোমাকে দেখিতেছি ভদ্র লোকের মত, কিন্তু তোমার আচার ব্যবহার চাষা অপেক্ষাও নীচ! হুজুর! তোমাকে এখনও কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, তুমি কেন আপনা আপনি বকিতেছ?"

শুনিয়া শরৎকুমার ব্যঙ্গ অথচ নম্রস্বরে বৃদ্ধ মোক্তারকে বলিলেন, "মাপ কর! যথেষ্ট হইয়াছে!"

বিচারপতি আবার প্রফুল্লকে বলিলেন, "বলিতে থাক"?

প্রফুল্ল বলিতে লাগিলেন, "তাহাতে আমার স্ত্রী প্রথমে শরৎ বাবুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু শরৎ বাবু আমাপেক্ষা ধনী, ইনি আমার স্ত্রীকে অন্যান্য লোক দ্বারা নানাবিধ উত্তম উত্তম গহনা দিতে আরম্ভ করিলেন। আমার স্ত্রী আমার উপর অত্যন্ত অনুরক্তা ছিলেন, আমাদের দুইজনে কখনও কলহ হয় নাই। যদি শরৎকুমার তাঁহাকে লোভ দেখাইয়া হরণ না করিতেন, তাহা হইলে আমাকে আর এই নিদারুণ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না।" বলিতে বলিতে প্রফুল্লকুমারের চক্ষুদ্বয় অশ্রু পূর্ণ হইল। ক্ষণেক নীরবের পর আবার বলিতে লাগিলেন, "এক দিন সন্ধ্যার সময় আমার মাতা বলিলেন, আমার স্ত্রী বেলা তিনটার সময় হইতে কোথায় গিয়াছেন, খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছেন না। আমি গ্রামের চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রীকে পাইলাম না। পর দিবস প্রাতে আবার এদিক ওদিক অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। ক্রমে জানিলাম, শরৎকুমারও সেই দিন হইতে বাটী হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। তখন আমার মনে সন্দেহ হইল, যে শরৎকুমার বাবুই আমার স্ত্রীকে প্রলোভন দেখাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এদেশ ওদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে রাজমহলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং কিরূপে আমার স্ত্রী ও শরৎকুমার বাবুকে ধৃত করিয়াছি, হুজুর অবগত আছেন। আপনি বিচারপতি, এক্ষণে সবিশেষ দেখিয়া শুনিয়া যাহা ভাল হয় করুন। বিচারপতিকে অধিক আর কি বলিব।"

প্রফুল্লর কথা শুনিয়া বিচারপতি ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে শরৎকুমারকে বলিলেন, "আসামী ইহার বিরুদ্ধে তোমার কিছু বলিবার আছে?"

শরৎকুমার নম্র স্বরে বলিতে লাগিলেন, "প্রফুল্লকুমার যাহা বলিলেন, তাহা সর্ব্বই মিথ্যা, আমার সঙ্গিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় নাই। আমার সঙ্গিনী বিধবা, প্রফুল্ল বাবু ইঁহাকে বিধবা মতে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইনি তাহাতে সম্মত হওয়া দূরে থাকুক, যার পর নাই ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন; আমি এ সকল ব্যাপার ইঁহারই মুখে শুনিয়াছি। প্রফুল্ল বাবুর অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমরা নির্দ্দোষী। সুহাসিনীকে আমার বিধবা-

মতে বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু বাধা বশতঃ তাহা সম্পন্ন করিতে পারি নাই।"

শরৎকুমারের বক্তব্য শেষ হইল। বিচারপতি এবারে সুহাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কিছু বলিবার আছে?"

সপ্তদশ বর্ষীয়া বালিকা, বাটীর বাহির কখনও হয় নাই; কিরূপে আদালতে বিচার পতির নিকটে আপন পরিচয় দিবে? বিশেষতঃ এই ঘৃণিত বিষয়ের পরিচয় কি করিয়া দিবে? লজ্জায় মুখ নত করিয়া রহিল। কিন্তু কি করিবে; কথা না কহিলে অব্যাহতি নাই। ক্ষণকালের জন্য লজ্জাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া মধুর স্বরে বলিতে লাগিল, "আমি বিধবা! যিনি আমাদের নামে অভিযোগ করিয়াছেন, তিনি আমার স্বামী নহেন; আমাদের নামে অভিযোগ আনিয়া কেন যে আমাদিগকে অপমানিত করিতেছেন, বলিতে পারি না। বোধ হয় ঈর্ষা প্রযুক্তই এই রূপ করিতেছেন। প্রফুল্ল বাবু আমাকে বিধবামতে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হই নাই। সেই কারণে বোধ হয় তিনি আমাকে জব্দ করিবার জন্য এই মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছেন।"

সকলের জবানবন্দী লওয়া হইলে পর, বিচারপতি বলিতে লাগিলেন, "শরৎকুমার যে সুহাসিনীকে প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সুহাসিনী নিজ মুখে স্বীকার করিলেন, যে তিনি প্রফুল্লকুমারকে পূর্ব্বে জানিতেন, উভয়ের বিবাহের কথা বার্ত্তা ও চলিত। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, যে সুহাসিনীর সহিত প্রফুল্লকুমারের বিবাহ হইয়াছিল। তাহা না হইলে প্রফুল্লকুমার এক জন বালিকাকে কেবল অপমান করিবার জন্য, এ বিষয় এতদূর বাড়াবাড়ি করিতেন না—আদালত পর্য্যন্ত জানা জানি করিতেন না। শরৎকুমার প্রফুল্ল অপেক্ষা মর্য্যাদাশালী ও ধনী। সুহাসিনী আপনার দুঃখী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত পলাইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব শরৎকুমার সম্পূর্ণ দোষী।"

শরৎকুমারের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, ক্রোধে সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, ভীষণ স্বরে বিচারপতিকে বলিলেন, "বিচারপতির আসনের উপযুক্ত পাত্র

কখনই তুমি নহ! নতুবা এরূপ বিচার করিতে না! বিনা সাক্ষীতে কোন্ বিচারপতি, কোন্‌কালে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন? প্রফুল্লর সহিত সুহাসিনীর যথার্থ বিবাহ হইয়াছে কি না, সে জন্য কি কোন সাক্ষী লওয়া হইল? বিনা সাক্ষীতে কিরূপে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিলে? এরূপ জঘন্য লোক বিচারালয়ে না বসিলে লোকে যবন রাজ্য বলিবে কেন? পক্ষ-পাতি বিচার কর্ত্তা!"

যুবকের ঈদৃশ কটু বাক্য শ্রবণ করিয়া বিচারপতি একেবারে ক্রোধান্ধ হইলেন, ভীষণ স্বরে বলিলেন, "কি এতদুর স্পর্দ্ধা! আমার সম্মুখে আমার অবমাননা! আমি বিচারালয়ের উপযুক্ত পাত্র নহি! শরৎকুমার! তোমার মরণের আর বিলম্ব নাই! তুমি যে দম্ভে বিচারকর্ত্তার সম্মুখে তাঁহার অবমাননা করিলে, তোমার সে দম্ভ অচিরেই চূর্ণ হইবে! আমি তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলাম—অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তোমার জীবন শেষ করা হইবে, আমি এই আজ্ঞা দিলাম।" ক্ষণকাল পরে আবার বলিলেন, "সুহাসিনীর বিচার কল্য হইবে।" এই বলিয়া বিচারপতি আসন হইতে উঠিয়া গেলেন।

শরৎকুমারকে দুই জন প্রহরী হস্তে শৃঙ্খল পরাইয়া তথা হইতে লইয়া গেল। সুহাসিনী অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে জনৈক পরি-চারিকার সহিত বিচারালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুবাদার।

রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। পৃথিবী নিস্তব্ধ, বৃক্ষের একটী পত্র পর্য্যন্ত নড়িতেছে না। এমত সময়ে কোন অট্টালিকার একটী সুসজ্জিত কক্ষে একটী কামিনী পালঙ্কের উপর গণ্ডে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বসিয়া রহিয়াছে। নিকটে একজন পরিচারিকা রহিয়াছে। সেই কামিনী আমাদের সুহাসিনী ব্যতীত আর কেহই নহে। সে কত দুঃখের কাহিনী ভাবিতেছে, মনে মনে কত তর্ক বিতর্ক করিতেছে, এই ভয়ানক বিপদ হইতে কিরূপে উদ্ধার হইবে?

তাহার মনে হইতেছে, সত্য সত্যই কি দুরাত্মাগণ শরৎকুমারকে অনলে দগ্ধ করিয়া মারিবে। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে শরৎকুমারের মঙ্গলের জন্য—প্রাণ রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতেছে। আবার বিমলার উদ্ধারের কথা মনে পড়িল, কিরূপে বিমলাকে উদ্ধার করিবে? উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া কঠিন। আবার তৎক্ষণাৎ অদ্ভুত দুর্গের বৃদ্ধের কথা মনে পড়িল, অদৃশ্য ক্ষমতা তাহাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু শরৎকুমার কি উপায়ে মুক্ত হইবেন, বিচারপতির আজ্ঞা তাহার কর্ণে যেন বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুহাসিনী কি শরৎকুমারকে প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন করিতে পাইবে? সুহাসিনী কি তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হইতে পারিবে? অদৃষ্টে কি আছে, কে বলিতে পারে। যদিও সুহাসিনী এই রূপ গাঢ় চিন্তায় মগ্ন, তথাচ তাহার অলৌকিক রূপ লাবণ্যের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই; ঐরূপ চিন্তাযুক্ত থাকা হেতু যেন তাহার আরও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

সুহাসিনী আরও মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিল যে, তাহাকে অপকৃষ্ট কারাগারে না রাখিয়া এরূপ সুসজ্জিত অট্টালিকায় রাখা হইয়াছে কেন? এইরূপ চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছে, এমত সময়ে কোন ব্যক্তি বাহির হইতে সেই গৃহদ্বারে মৃদু মৃদু করাঘাত করিতে লাগিলেন। শুনিয়া পরিচারিকা বলিল, "মহারাজ আসিয়াছেন" এবং দ্বার খুলিয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। সুবাদার গৃহে প্রবেশ করিলেন। সুবাদার গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, সুহাসিনী অবগুণ্ঠন দ্বারা আপন মুখমণ্ডল আবৃত করিল। সুবাদার এ নিশীথে একাকী এ গৃহে প্রবেশ করিলেন কেন? সুবাদারকে দেখিয়া সুহাসিনী অত্যন্ত ভীতা হইল—বিশেষতঃ সেই সময়ে পরিচারিকা তথা হইতে চলিয়া যাওয়াতে আরও ভীতা হইল। না জানি সুবাদার কি অভিপ্রায়ে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন!

আকবর আপন সাম্রাজ্য পঞ্চদশ বিভাগে বিভক্ত করেন, যথা:—লাহোর, মুলতান, দিল্লী, আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, আজমির, গুজরাট, মালয়, বিহার, বাঙ্গালা, নর্ম্মদা, খান্দেশ, বেরার এবং আমেদনগর। প্রত্যেক প্রদেশ, এক এক জন করিয়া সুবাদারের অধীনে থাকিত। তাঁহারা আপন আপন অধিকার ভুক্ত প্রদেশের উপর সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন। ইংরাজ রাজত্বের গব

র্বরদিগের সহিত তাঁহাদের তুলনা করিলে অত্যুক্তি হয় না। বরঞ্চ তাঁহাদের অপেক্ষাও সুবাদারেরা অধিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন। স্বাধীন রাজা যে রূপে রাজত্ব করেন, সুবাদারেরা আপন আপন অধিকার ভুক্ত প্রদেশে সেইরূপ রাজত্ব করিতেন। নাম মাত্র এক এক জন দাওয়ান ও ফৌজদার রাজকার্য্য ও যুদ্ধকার্য্য দেখিবার জন্য সম্রাট্ কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে সুবাদারের সম্পূর্ণ অধীনে থাকিতে হইত। সুবাদারদিগের অধীনস্থ প্রধান বিচারপতির পদ মুসলমানেরাই পাইতেন, কদাচিৎ হিন্দুদিগকে দেওয়া হইত।

পালঙ্কের পার্শ্বে একখানি চৌকি ছিল, তদুপরি বঙ্গের সুবাদার উপবেশন করিয়া নম্রস্বরে বলিলেন, "সুহাসিনী! এ সময়ে আমাকে দেখিয়া তুমি যে যার পর নাই শঙ্কান্বিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জানিও তোমার মঙ্গলের জন্য আমি এই নিশীথে একাকী তোমার নিকট আসিয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিতেছি, একে একে তাহার উত্তর দাও?"

সুবাদারের এই কয়েকটী কথা শুনিয়া সুহাসিনীর মনে ভরসা হইল। মনে করিল, যে তাহাদের কথা নিশ্চয়ই সমুদায় শুনিয়াছেন, এবং বিচারপতির অবিচারে বোধ হয় অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রবোধ দিবার জন্য তথায় আসিয়াছেন। সুহাসিনী সম্মান পূর্ব্বক অবনত বদনে অতি নম্রস্বরে উত্তর করিল, "আপনার কি প্রশ্ন আছে, বলুন? আমি একে একে তাহার উত্তর দিতেছি।"

এই স্থানে সুবাদারের রূপ বর্ণন আবশ্যক। তাঁহার রং তাম্রবর্ণ। তাঁহার আকৃতি দেখিলে বোধ হয় এক জন সুন্দর ও বলশালী পুরুষ ছিলেন; কিন্তু অনিয়মে সময়াতিপাত করাতে, মুখমণ্ডলের লাবণ্য এবং শরীরের বল, ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। নাসিকার অগ্রভাগ সদা সর্ব্বদা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, তাহাতে তিনি যে এক জন ঘোর সুরাভক্ত তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। বালকের ন্যায় সদা সর্ব্বদা বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ মুখের ভিতরে থাকে। বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসরের অধিক নহে, কিন্তু তাহাপেক্ষা আরও দশ বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হয়। মোগলাই ধরণের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। নাম হরকুমার। ইতিহাসে অন্য নাম আছে, আর ইতিহাসের সহিতই বা এই নবন্যাসের সম্পর্ক কি?

সুবাদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জন্য শরৎকুমারের সহিত পলায়ন করিয়া যাইতেছিলে? আপন স্বামীকে কি মনোনীত হয় নাই?"

সুহাসিনী বিচারপতির সমক্ষে বলিয়াছিল, প্রফুল্লকুমার তাহার স্বামী নহেন, সে কথা অবশ্যই হরকুমার বিচারপতির মুখে শুনিয়াছেন, তবে কেন আবার সুহাসিনীকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তবে কি তিনি কোন কু অভিপ্রায়ে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন? সুহাসিনীর মনে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল। নম্রস্বরে উত্তর করিল, "আপনি অবশ্যই বিচারপতির মুখে শুনিয়া থাকিবেন, আমি শপথ করিয়া বলিয়াছি, প্রফুল্লকুমার আমার স্বামী নহেন, তাঁহার সহিত আমার বিবাহ হয় নাই, তবে কেন আবার ও কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে লজ্জা দিতেছেন?'

শুনিয়া সুবাদার গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, সে মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইল সুহাসিনীকে প্রবোধ দিবার জন্য, কোন নূতন কথা মনোমধ্যে রচনা করিতেছেন। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, "সুহাসিনী ও কথা বলিও না! আমি তোমাকে লজ্জা দিবার জন্য এখানে আইসি নাই! আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই আসিয়াছি। তুমি কিসে সুখে থাক, তাহাই আমার ইচ্ছা। তোমার ন্যায় সুন্দরী রমণীকে কেহই কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে না। যদিও বিচারপতির মুখে তোমার বিষয় সমুদায় শুনিযাছি, কিন্তু তোমার যথার্থ চরিত্র কিরূপ, জানি না বলিয়াই ওরূপ কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিয়াছি— তোমার মনের কথা জানিবার জন্যই ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছি।"

সুহাসিনী দেখিল, সুবাদারের প্রতি একেবারে ওরূপ কঠিন বাক্য প্রয়োগ করা ভাল হয় নাই। তিনি দেশের রাজা স্বরূপ, সম্রাট্ আকবরের প্রতিনিধি, আপনার এলাকায় তিনি সর্ব্ব সর্ব্বা, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন; অধিক কি, দিল্লীতে সম্রাট্ আকবার যেরূপ রাজ্য করিতেছেন, তিনিও স্বীয় এলাকাভুক্ত প্রদেশে সেই রূপ রাজ্য করিতেছেন। সবিশেষ না বুঝিয়া সুজিয়া এক প্রকার তাঁহার অবমাননা করা, কোন রকমে যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। সুহাসিনী এইরূপ মনোমধ্যে আন্দোলন করিয়া অতি নম্র ও কাতরস্বরে বলিল, "আপনি দেশের রাজা! আপনার দ্বারা কখনই কোনরূপ অবিচার হইবার সম্ভাবনা নাই; তবে কেন এ অধিনীর প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, বলিতে পারি

না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, প্রফুল্লকুমার আমার স্বামী নহেন। বিচারপতি আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ বোধ হয় আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। আমি অতি গরীবের মেয়ে, সুখ কাহাকে বলে জানি না, চিরদিনই দুঃখে কাটাইতেছি। আপনি রাজা! ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, আমাকে এই কলঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া দিন।" বলিতে বলিতে সুহাসিনীর চক্ষুদ্বয় জলপূর্ণ হইল, বসনাঞ্চল চক্ষে স্থাপন পূর্ব্বক নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

সুবাদার গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "সুহাসিনী! তুমি যেরূপ অবস্থায় ধৃত হইয়াছ, তাহাতে কোন লোকেই প্রফুল্লর কথা অবিশ্বাস করিবে না, সকলেই শরৎকুমার এবং তোমার উপর দোষারোপ করিবে। তুমি একজন যুবতী ও সুন্দরী, কিজন্য একাকিনী একজন অজানিত যুবকের সহিত দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছ? ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ যে তুমি তোমার স্বামীর গৃহ হইতে পলাইয়া শরৎকুমারের শরণাপন্ন হইয়াছ। মনে করিও না, যে এই সকল কথা বলিয়া আমি তোমাকে কষ্ট দিতেছি; তুমি নিজেই ভাবিয়া দেখ না কেন, যদি অন্য কোন যুবক যুবতীকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে, তাহা হইলে তোমার কি বিবেচনা হইত? সে যাহা হউক আমি তোমারই কথা স্বীকার করিলাম, তোমাকে নির্দ্দোষী মানিলাম, তোমার ন্যায় সুন্দরী কামিনীর চক্ষুর জল দেখিতে হইলে বড়ই কষ্ট হয়। কল্য বিচার কালীন নির্দ্দোষী বলিয়া, তোমাকে মুক্ত করিয়া দিতে, আমি বিচারপতিকে আজ্ঞা দিব।"

সুবাদারের প্রবোধ বচনে সুহাসিনীর মনে সাহস হইল। কিন্তু শরৎকুমারের জন্য তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল রহিয়াছে, বিচারপতি তাঁহার উপর যেরূপ কঠিন দণ্ড দিয়াছেন, মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বিচারপতি অবশ্যই সুবাদারের আজ্ঞানুসারে বিচার করিয়া থাকেন, অতএব সুবাদার যে কিরূপ ভয়ানক ব্যক্তি, সুহাসিনী তাহা অবিদিত নহে। সরাইয়ে থাকিয়া তাঁহার সকল গুণই বণিকদিগের মুখে শুনিয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রতি সুবাদারের এইরূপ সদাচরণ দেখিয়া বণিকদিগের কথায় সুহাসিনীর অবিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। বিশেষতঃ সে, বণিকদিগের মধ্যে সুন্দরলালকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিয়াছিল। সুন্দরলাল সুবাদারের বিরুদ্ধে একটীও কথা বলেন নাই। তিনি সুবাদারের বিরুদ্ধে ঐরূপ কথা বলিলে সুহাসিনী এখনও তাঁহাকে ঘৃণিত ব্যক্তি

বলিয়া বিশ্বাস করিত। সুবাদার একজন উদার চরিত্র ব্যক্তি, সুহাসিনী এরূপ বিবেচনা করিয়া আপনার অন্তঃকরণকে সুস্থ করিল, এবং তাঁহাকে কাকুতি মিনতি করিয়া কোন রকমে শরৎকুমারের উদ্ধার সাধন করিতে বাসনা করিল। তাহার নিজের মুক্তির জন্য আর চিন্তা নাই, কেন না সুবাদার নিজ মুখেই অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, কল্য মোকদ্দমার সময়, তাহাকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিয়া মুক্ত করিয়া দিতে বিচারপতিকে আজ্ঞা দিবেন। সুহাসিনীর আবার অদ্ভুত দুর্গের কথা মনে পড়িল, এবং সরাইস্থিত বণিকদিগের কথায় বিশ্বাস হইল। ভাবিল, "বণিকেরা সুবাদারকে যে নিন্দা করিয়াছিলেন তাহা সত্য, কেন না অদ্ভুত দুর্গের সেই মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, আমি যে কোন বিপদেই পতিত হই না কেন, অদৃশ্য ক্ষমতা আসিয়া আমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, বোধ হয় সেই ক্ষমতা বলে এই পাষণ্ডের মনও দ্রবীভূত হইয়াছে, এবং আমার উপর দয়া প্রকাশ করিতেছে।" সুহাসিনী, এক্ষণে যাহাতে শরৎকুমারের উদ্ধার সাধন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইল। নম্রস্বরে বলিল, "মহারাজের কথায় আমি সাহস পাইলাম। আপনি যে এ হতভাগিনীর কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে নির্দ্দোষী জ্ঞান করিলেন, তাহাতে আমি চরিতার্থ হইলাম। এক্ষণে অধিনীর একটী অনুরোধ আছে, আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

সুবাদার গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "যদি ক্ষমতার ভিতর থাকে, তাহা হইলে তোমার মনোরথ পূর্ণ করিতে ত্রুটী করিব না। আমি তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তোমার মত সুন্দরী রমণীর কষ্ট, আমার চক্ষে শূল সম বোধ হয়।"

সুহাসিনী বলিল, "আপনি দেশের রাজা! আপনার ক্ষমতা নাই! আপনার ক্ষমতা যদি না থাকে, তাহা হইলে আর কাহার থাকিবে! আপনি আমার উপর যেরূপ দয়া প্রকাশ করিলেন, শরৎকুমারের উপর সেইরূপ দয়া প্রকাশ করুন, তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিন। তাহা হইলে চিরকাল আপনার মঙ্গল কামনা করিব, দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যা ইহা ভিন্ন আর কি করিতে পারে!"

সুবাদার বিবেচনা করিলেন, তাঁহার মনোষ্কামনা সিদ্ধ হইবার উপায় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, আর অধিক বাক্‌চাতুরীর আবশ্যক নাই ভাবিয়া বলিলেন,

"দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যা, মঙ্গল কামনা ভিন্ন আর কি কিছুই করিতে পারে না ? শরৎকুমারের অপরাধ মার্জ্জনা তোমার উপর নির্ভর করে, কেবল তুমিই ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পার।"

শুনিয়া সুহাসিনী গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল, তাহার বদন মণ্ডল রক্তবর্ণ হইল। এতক্ষণ, অদৃশ্য ক্ষমতা সুবাদারকে সুমতি দিয়াছেন, এরূপ বিবেচনা করিয়াছিল, কিন্তু ঐ কয়েকটী কথা শুনিয়া তাহার মনের ভাব অন্যরূপ হইল। সে বালিকা বটে, কিন্তু বিপদের সময় একেবারে হতাশ হইত না, বিপদের সময় আপনাকে কিরূপে চালনা করিতে হয় ভালরূপে জানিত, তাহা না হইলে অদ্ভূত দুর্গের ভয়াবহ রহস্য সকল দেখিয়া জীবন লইয়া প্রত্যাগমন করিতে পারিত না। অন্য কোন বঙ্গীয় যুবতী ঘটনা ক্রমে অদ্ভূত দুর্গে উপস্থিত হইয়া, যদি সেই অস্থিময় মানবের হস্তোত্তলন কিম্বা প্রস্তরময় মূর্ত্তির বাক্য নিঃসরণ করিতে দেখিতেন ও শুনিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। সাধারণ যুবতীদিগের অপেক্ষা আমাদের সুহাসিনী অনেক গুণে সাহসী ও ধৈর্য্যশীলা ছিল। সুবাদারের কথা শুনিয়া ভিতরে অত্যন্ত বেদনা পাইল বটে, কিন্তু বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিল না, বলিল, "শরৎকুমারের দোষ মার্জ্জনা আমার উপর নির্ভর করে, মনে করিলেই আমি তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারি, এ সকল কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না !"

সুবাদার হাস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি মনে করিলে, কি ছার শরৎকুমারের উদ্ধার সাধন, রাজমহলের সিংহাসনোপরি আমার বাম পার্শ্বে বসিতে পার !"

শুনিয়া ক্রোধে ও ভয়ে সুহাসিনীর সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, বলিল, "আর না ! আপনি অনেক দূর গিয়াছেন। এতক্ষণে আমি আপনার কৌশল বুঝিতে পারিয়াছি ! এই জন্যই আমাকে অপকৃষ্ট কারাগারে না রাখিয়া এরূপ সুসজ্জিত গৃহে রাখিয়াছেন !"

সুবাদার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সুহাসিনী ! সাবধান ! বিবেচনা করিয়া কথা কহিও ! এখনও সময় আছে ! যদি নিজের মঙ্গল চাও, শরৎকুমারের জীবন রক্ষা করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে আমার প্রস্তাবে সম্মত হও, আমাকে আত্ম সমর্পণ কর।"

সুহাসিনী ক্রোধান্ধ হইয়া ভীষণ স্বরে বলিল, "আপনার ক্ষমতায় যাহা আছে তাহা করিতে পারেন, প্রাণ থাকিতে আপনার সহধর্ম্মিণী হইব না।"

"সহধর্ম্মিণী! তুমি কি মনে করিয়াছ, বিবাহ করিবার জন্য তোমাকে প্রলোভন দেখাইতেছি; তাহা মনেও স্থান দিওনা।" সুবাদার এই কয়েকটী কথা বলিয়া ক্ষণেক স্তব্ধ হইলেন, মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে সুহাসিনী তাঁহার কথায় সহজে সম্মত হইবে না, ভয় দেখাইলে রাজি হইলেও হইতে পারে। আবার বলিলেন, "আমি তোমার সহিত অধিক কথা কহিতে চাহিনা, তোমার সহিত বাক্ বিতণ্ডা করিতে আইসি নাই; আমার কথায় যদি সম্মত না হও, তাহা হইলে শরৎকুমারের উপর যেরূপ দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, তোমারও উপর সেই রূপ হইবে, আর আমার কথায় সম্মত হইলে রাজরাণী হইয়া সুখে রাজ্য ভোগ করিবে, শরৎকুমারের ও প্রাণ রক্ষা হইবে। এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি হয় তাহা কর, আমি এই শেষ কথা বলিলাম।"

সুহাসিনী এতক্ষণ সুবাদারের সহিত সম্মান পূর্ব্বক কথা কহিতেছিল, আর থাকিতে পারিল না, একেবারে জ্ঞান শূন্য হইয়া ভীষণ স্বরে বলিল, "তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও! তুমি রাজা বটে, কিন্তু তোমার আচরণ চণ্ডাল অপেক্ষাও নীচ। আমি অনলে দগ্ধ হইয়া মরিব, তাহাতে কিছুমাত্র ভয় করিনা, আমার পক্ষে তাহা শতগুণে শ্রেয়স্কর। সতী নারী আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য মরিতে ভয় করে না। তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও!

সুহাসিনীর প্রমুখাৎ ঐরূপ কটুক্তি শুনিয়া সুবাদার রাগান্বিত হইলেন না, ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "সতী! তুমি সতী নারী! তুমি যদি সতী হও, তাহা হইলে অসতী কে হইবে! একজন বারবিলাসিনী সেও বলিবে "আমি সতী!"

"যথেষ্ট হইয়াছে! আর না! নরাধম! 'তুমি যদি আমার সম্মুখ হইতে এখনই দূরীভূত না হও, তাহা হইলে এই ছুরিকার দ্বারা নিজের প্রাণত্যাগ করিব।" বলিয়া সুহাসিনী বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিল, আলোকেতে তাহা ঝকমক্ করিয়া উঠিল। সরাইয়ে প্রফুল্ল-কুমার কর্তৃক ধৃত হইবার সময় সুহাসিনী ঐ ছুরিকা সংগ্রহ করিয়াছিল।

ভীরু সুবাদার ছুরিকা দেখিয়া ভয় পাইলেন। চৌকি হইতে উঠিয়া, চারি হস্ত দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভীষণ স্বরে বলিলেন, "এ অপমানের প্রতিশোধ কল্যই লইব। তোমার উপপতি শরৎকুমারের সহিত, নগরের মধ্য স্থলে সাধারণ লোকের চক্ষের উপর তোমাকে পোড়াইয়া মারিব, নগরপালগণ চতুর্দ্দিকে তোমাদের গুণ কীর্ত্তন করিবে।" এই কয়েকটী কথা বলিয়া সুবাদার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সুহাসিনী বাক্য যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইল, এবং পাছে দুরাত্মা পুনরায় আসিয়া তাহার উপর অত্যাচার করে, সেই আশঙ্কায় সমস্ত রাত্রি পাদোপরি বসিয়া রহিল, ক্ষণেকের জন্যও নিদ্রাকে চক্ষে স্থান দিল না।

পর দিবস সুহাসিনীর মোকদ্দমা আদালতে উঠিল। দর্শকগণ তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। নানা মুনির নানা মত, কেহবা তাহাকে কুলটা বলিয়া স্থির করিল, কেহবা সতী নারী জ্ঞানে, যাহাতে মোকদ্দমায় তাহার নির্দ্দোষীতা প্রমাণ হয় এমত ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

বিচারপতি, পূর্ব্ব দিবস বিচার নিষ্পত্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন সুহাসিনীর উপর দণ্ডাজ্ঞা দেন নাই মাত্র। তিনি বিচারাসনে বসিয়াই সুহাসিনীকে বলিলেন, "সুহাসিনী! কল্য বেলা দুই প্রহরের পর, সহরের প্রকাশ্য স্থলে, অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া তোমাকে মরিতে হইবে।"

সুহাসিনী, পূর্ব্ব রাত্রিতে তাহার উপর কিরূপ দণ্ড হইবে, সুবাদারের মুখে শুনিয়াছিল, তাহার পক্ষে ইহা নূতন বলিয়া বোধ হইল না। ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া ভীতা হইল না, কিন্তু বিমলাকে উদ্ধার করিতে পারিল না ভাবিয়া মনে মনে যার পর নাই দুঃখিত হইল। অদ্ভূত দুর্গস্থিত মহাপুরুষের কথার উপর তাহার বিশ্বাসের লাঘব হইল।

দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া বিচারালয়ে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "কখনও তো শুনি নাই, স্ত্রীলোক কুলটা হইলে তাহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়।" কেহবা বলিতে লাগিল, "কোন সাক্ষী লওয়া হইল না, কেবল মাত্র ফরিয়াদীর কথার উপর বিশ্বাস করিয়া দুইটী প্রাণীকে নিষ্ঠুর রূপে বধ করা হইল।" ক্রমে ক্রমে প্রধান বিচারপতির কর্ণে ঐ সকল কথা পঁহুছিল, তিনি সাধারণ ব্যক্তিদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য

উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "যে কর্ম্ম এই রমণী করিয়াছে, সে জন্য ইহার প্রাণ দণ্ড করা উচিত নহে, তাহা আমি স্বীকার করি। আমি ইহাকে, লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিলাম, কেন না তাহা হইলে অপরাপর স্ত্রীলোক কুলটা হইয়া স্বামী গৃহ ত্যাগ করিবে না।"

যে সকল লোকে গোলমাল করিয়াছিল, তাহাদিগকে শাস্তি দিতে ক্রটী করা হইল না; কাহারও বা অর্থ দণ্ড কাহারও বা কারাবাস হইল।

প্রফুল্লকুমার সুহাসিনীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। যদিও সুহাসিনীর উপর তাঁহার ভালবাসা ঈর্ষাতে পরিণত হইয়াছিল, তথাচ প্রফুল্লকুমার তাহার আশা ত্যাগ করেন নাই, তাহাকে পাইবার জন্যই তিনি এত কাণ্ড করিয়াছিলেন। প্রফুল্লকুমার, সুহাসিনী যে তাঁহার স্ত্রী তাহা প্রমাণ করিবার জন্য মিথ্যা সাক্ষী প্রভৃতি জোগাড় করিতে ক্রটী করেন নাই, জয়রাম প্রভৃতি আরও দুই এক জন লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিচারস্থলে তাহাদের আবশ্যক হয় নাই, এরূপ গুরুতর ব্যাপার বিনা সাক্ষীতে নিষ্পত্তি হইয়াছিল। প্রফুল্লর ইচ্ছা ছিল, বিচারস্থলে সুহাসিনী তাঁহার স্ত্রী, ইহা প্রমাণ হইলে, বিচারপতির নিকট আপন স্ত্রীকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিবেন, এবং তাঁহাকে লইয়া কোন দূর দেশে গিয়া, বিবাহাদি সম্পন্ন করিয়া, দুইজনে সুখে কালাতিপাত করিবেন; কিন্তু সে পথে কণ্টক উপস্থিত হইল, তিনি দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া "হায় কি করিলাম!" "হায় কি করিলাম" বলিতে বলিতে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিচারালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ দিন।

সুহাসিনী ও শরৎকুমারের আজ শেষ দিন। নগরের মধ্যস্থিত ময়দানে তাঁহাদের বধ্যভূমি স্থির হইয়াছে। বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। নগর বাসীগণ দলে দলে তথায় উপস্থিত হইয়াছে। সুবাদারের ঐরূপ অত্যাচারে সকলেই মনোমধ্যে বিরক্ত হইয়াছে, কেহ বাহিরে কিছু প্রকাশ করিতে পারি-

তেছে না, অন্তরের বেগ অন্তরেই লীন হইতেছে। ময়দানের মধ্যস্থলে দুইটী চিতা প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাহার চতুঃপার্শ্বে ত্রিশ হস্ত দূরে অন্যূন পঞ্চাশখানি চৌকি রহিয়াছে, তাহাতে সামান্য দর্শকগণকে বসিতে দেওয়া হইবে না। সুবাদার, প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারী এবং মর্য্যাদাশালী ব্যক্তিগণ এই লোমহর্ষণকর ব্যাপার দেখিতে, তদুপরি উপবেশন করিবেন। সাধারণ ব্যক্তিগণ তাহার চতুঃপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রহরীগণ মধ্যে মধ্যে "চুপ রহো" "ইধার মৎ বাড়ো" এইরূপ বলিতেছে, এবং যষ্টি লইয়া তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইতেছে। এখনও মর্য্যাদাশালী ব্যক্তিগণ কেহই তথায় উপস্থিত হয়েন নাই, চৌকি সকল খালি রহিয়াছে। সুহাসিনী ও শরৎকুমার এখনও তথায় আনিত হয়েন নাই।

বেলা একটা বাজিবার কিছু পূর্ব্বে, দুই একটী করিয়া মর্য্যাদাশালী ও উচ্চপদাভিষিক্ত ব্যক্তি আসিয়া চৌকিতে উপবেশন করিতে লাগিলেন, ক্রমে ক্রমে দুই একখানি করিয়া প্রায় সমুদায় চৌকি পরিপূর্ণ হইল, কেবল মাত্র মধ্যস্থলের দুইখানি খালি রহিল। সাধারণ দর্শকমণ্ডলির ভিতর হইতে একটা গোলমাল উপস্থিত হইল, অনেকেই বলিয়া উঠিল, "ঐ! ঐ আসিতেছে!" ক্ষণকাল পরে কিছু দূরে একখানি শকট হইতে, শরৎকুমার ও সুহাসিনীকে নামিতে দেখা গেল। শরৎকুমারের হস্ত ও পদ শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ, দুইজন সবলকায় প্রহরী তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে আনয়ন করিতে লাগিল। তাঁহার বহুমূল্য বস্ত্রাদি পরণে নাই, সামান্য একখানি কাপড় ও একটী জামা অঙ্গে রহিয়াছে। সুহাসিনীর পরণে একখানি সামান্য বস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নাই। শরৎকুমারের ন্যায় তাহার হস্ত পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে, তাহার দুই পার্শ্বে দুইজন পরিচারিকা প্রহরীর কর্ম্ম করিতেছে, সুবাদারের ইহা যথেষ্ট অনুগ্রহ বলিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে প্রহরীগণ বন্দীদ্বয়কে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাদিগকে চিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান করাইল।

সুহাসিনীর সে লাবণ্য কোথায়? মুখমণ্ডলের সে মনোহর জ্যোতিঃ কোথায়? অধরে সে মধুর হাসি কোথায়? সে বেশ বিন্যাস কোথায়? কে হরণ করিল? কালের কুটিল গতি সকলই করিতে পারে! সুহাসিনীর মুখমণ্ডলে আর সে

মনোহর জ্যোতিঃ নাই! অধরে আর সে মধুর হাসি নাই! কালের বক্রগতি সকলই হরণ করিয়াছে! মুখমণ্ডলের জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইয়া রুক্ষভাব ধারণ করিযাছে! অধরে মধুর হাসির পরিবর্ত্তে ক্ষণে ক্ষণে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে! সে বেশ বিন্যাস আর নাই! দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যা যদিও কখন মূল্যবান বস্ত্রাদি পরিধান করে নাই, তথাপি পরিষ্কৃত সামান্য বস্ত্রাদি পরিলে যে অপূর্ব্ব শোভা হইত, এক্ষণে তাহা নাই! অলঙ্কার কখনও পরে নাই, চক্ষেও দেখে নাই! সুহাসিনীর অলঙ্কারের আবশ্যক? যথার্থ সুন্দরীর অলঙ্কারের আবশ্যক কি? সুহাসিনীর সুন্দর অঙ্গে সামান্য অলঙ্কারে কি অধিক শোভা হইবে? সুহাসিনীর অঙ্গে পূর্ব্বে অলঙ্কার ছিলনা! এখনও নাই। কিন্তু সে শোভা কোথায়? কে হরণ করিল? কালের কুটিল গতি! তুমি সকলই করিতে পার!

দর্শকমণ্ডলি, কি ধনী কি নির্ধনী যাহারা পূর্ব্বে সুহাসিনী ও শরৎকুমারকে বিচারালয়ে দেখে নাই, এক্ষণে তাঁহাদের রূপ লাবণ্য ও মুখমণ্ডলের সরলতা দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইল। দর্শক মাত্রেই মনে মনে সুবাদারের সর্ব্বনাশ কামনা করিতে লাগিল। মর্য্যাদাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে দুই চারি-জন, যাঁহারা সুবাদারের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ, এবং যাহারা তাঁহারই ন্যায় গুণ সম্পন্ন, কেবল তাঁহারাই এই দৃশ্যে তৃপ্তিলাভ করিলেন, এবং সুহাসিনী ও শরৎকুমারের উপর বিদ্রূপ বাক্য নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সুহাসিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, যে রমণী সুখের জন্য স্বামী গৃহ ত্যাগ করে, তাহাকে এইরূপ শাস্তি পাইতে হয়।" কেহ কেহ বা শরৎকুমারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "পর স্ত্রী সম্ভোগ করার প্রতিফল এইরূপ।" সুহাসিনী ও শরৎকুমারের এই সকল বিদ্রূপ বাক্যের উপর মন নাই। তাঁহারা চিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া, জীবনের শেষ সময় অপেক্ষা করিতেছেন—মনে মনে ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করিতেছেন।

এই সময়ে দর্শক মণ্ডলির নেত্র অন্যদিকে পতিত হইল। একখানি চারি ঘোড়ার গাড়ি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তদুপরি সুবাদার ও প্রধান বিচার-পতি বসিয়া রহিয়াছেন। শকট হইতে নামিয়া সহাস্য বদনে দুইজনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং যে দুইখান চৌকি খালি রহিয়াছে, তদুপরি

উপবেশন করিলেন। নিকটস্থ ব্যক্তিগণ স্ব স্ব আসন হইতে উঠিয়া সুবাদারের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। সাধারণ ব্যক্তিগণ "ঐ রাজা! ঐ রাজা!" উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল। সুবাদার চৌকিতে উপবেশন করিয়াই চিতা প্রজ্বলিত করিতে অনুমতি দিলেন। দুই জন লোক চিতা প্রজ্বলিত করিতে ধাবমান হইল, এবং কিছুকালের মধ্যে চিতা জ্বালিয়া দিল। চিতা প্রজ্বলিত হইলে পর, সুবাদার সুহাসিনী ও শরৎকুমারের নিকট গিয়া ব্যঙ্গ স্বরে বলিলেন, "সুহাসিনী! এক্ষণে তোমার প্রাণনাথের সহিত, একবার জন্মের মত আলিঙ্গন কর।"

সুহাসিনী ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল, তাহার বক্ষঃস্থল স্ফীত হইতে লাগিল, ভীষণস্বরে বলিল, "নরাধম! মৃত্যুর সময়ও আমাকে জ্বালাতন করিতে আসিয়াছ। ধিক্ তোমাকে! ধিক তোমার পৈশাচিক ব্যবহারে!"

সুবাদার সুহাসিনীর কটূক্তি শুনিয়া রাগ করিলেন না, রাগ করিয়াই বা করিবেন কি, ইহাপেক্ষা আর অধিক কি শাস্তি দিবেন, পুনরায় ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "আমার কথা শুনিবে কেন? আমার কথা যদি শুনিতে, তাহা হইলে নগরের মধ্যস্থলে, সকল লোকের সম্মুখে, এইরূপে মরিতে না।" ক্ষণেক নীরবের পর, গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সুহাসিনী! এখনও সময় আছে, এখনও বলিতেছি আমাকে আত্ম সমর্পণ কর, তাহা হইলে নিষ্কৃতি পাইবে।"

তাঁহাদের কথোপকথন আর কেহ শুনিতে পায় নাই। কেন না যে স্থলে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, সে স্থান সাধারণ লোক হইতে অনেক দূরে; সুতরাং কেহই শুনিতে পায় নাই, তবে তাঁহাদের যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, সকলে বুঝিতে পারিয়াছিল। কেহ মনে করিল, মৃত্যুর পূর্ব্বে দোষী ব্যক্তিদিগকে সুবাদার বোধ হয় সান্ত্বনা বাক্য বা ধর্ম্ম কথা শুনাইতেছেন, কেহ বা তাঁহার গুণ জানিত—নিষ্ঠুরতা জানিত, অনুমান করিল, একে কয়েদীরা মৃত্যুর জন্য কাতর, তাহার উপর সুবাদার বোধ হয় কটু বাক্য বলিতেছেন—মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিতেছেন। সাধারণ লোকে সুহাসিনীর উপর সুবাদারের অত্যাচারের বিষয় কিছুই জানিত না।

শরৎকুমার, সুবাদারের ঐরূপ ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া, ক্ষণেকের জন্য মৃত্যু-

চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, হস্তস্থিত শৃঙ্খল দ্বারা সুবাদারের মস্তকে আঘাত করিয়া প্রতিশোধ লয়েন, কিন্তু সুহাসিনীর মঙ্গলের জন্য তাহা করিলেন না, কেননা পাছে সুবাদার ইহাপেক্ষা আরও নিষ্ঠুর রূপে তাঁহাদিগের প্রাণ বধের আজ্ঞা দেন, তাহা হইলে সুহাসিনীর কোমল অঙ্গকে আরও অধিকতর যাতনা ভোগ করিতে হইবে, নিজের জীবনের জন্য তিনি কিছু মাত্র কাতর নহেন।

সুহাসিনীকে নীরব দেখিয়া সুবাদার মনে করিলেন যে, বোধ হয় সে ভয় পাইয়াছে, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেও হইতে পারে, বলিলেন, "সুহাসিনী! যদি মঙ্গল চাও, যদি আপনার জীবন চাও, তাহা হইলে এখনও স্বীকার হও, এখনও সময় আছে।"

সুহাসিনী করযোড়ে উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া কাতর স্বরে বলিতে লাগিল, "ভগবন্! এই হতভাগিনী তোমার নিকট কি এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, যে তাহাকে এত যন্ত্রণা দিতেছ! প্রভো! মরণ সময়ে আমি তোমাকে কৃতাঞ্জলি পুটে বলিতেছি, তুমি এই দুরাচার রাজাকে সুমতি দাও, সে যেন আর আমাকে কটু কথা না বলে। আর জগদীশ! যত শীঘ্র পার আমায় বধ কর। তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করি। সৃষ্টিকর্ত্তা! শুনিয়াছি, সতী স্ত্রী স্বামী বিয়োগের পর, মৃত স্বামীর সহিত একচিতায় সহমৃতা হয়, কিন্তু প্রভো মনে বড় দুঃখ রহিল, যে স্বামী বিয়োগের অনেক পরে, আমাকে জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইল। আমার স্বামী যদি জীবিত থাকিতেন, আর এ সময়ে যদি তাঁহার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে হাসিতে হাসিতে এক চিতায় তাঁহার সহিত মরিতাম। অনলে দগ্ধ হইবার সময় নিজের যাতনা গ্রাহ্য করিতাম না, মৃতস্বামীর দগ্ধ শরীর দেখিয়া মনে করিতাম, আহা! না জানি নাথের কত কষ্টই হইতেছে। জগদীশ! বিবাহ হইয়াছিল কি না, আমার মনে নাই; পিতার মুখে শুনিয়াছি আমি বিধবা। মনে বড় দুঃখ রহিল, এ জীবনে স্বামী বলিয়া কাহাকেও সম্বোধন করিতে পাইলাম না; মনে যে এক অভিনব আশা জন্মিয়াছিল, তাহা মনেই লীন হইল—মনের সাধ মনেই রহিয়া গেল। প্রভো! এই সপ্তদশ বর্ষীয়া বালিকাকে এত অল্প সময়ের মধ্যে কালের করাল গ্রাসে নিক্ষিপ্ত করিলে?

প্রভো! ধন্য তোমার মহিমা! অশীতি বর্ষীয়া নারী, যে পৃথিবীর সকল প্রকার সুখ, দুঃখ ভোগ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, প্রতি মুহূর্ত্তে ইহকাল ত্যাগ করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তুমি তাহার মনোবাসনা পূর্ণ না করিয়া, তাহাকে আরও দীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখিতেছ, আর ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতী, যে যৌবন সীমায় নাম মাত্র পদার্পণ করিয়াছে, যে পৃথিবীর সুখ দুঃখ কাহাকে বলে আজিও জানে না, যাহার এই ধরাধামে দীর্ঘকাল বাস করিবার ইচ্ছা, তুমি অগ্রেই তাহাকে যমদণ্ডে দণ্ডিত করিতেছ। ধন্য তোমার মহিমা!"

সুহাসিনীর স্তব শুনিয়া শরৎকুমারের চক্ষে জল আসিল, তাঁহার ইচ্ছা হইল, পদাঘাতে প্রজ্বলিত চিতা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, তাঁহার জীবন রক্ষা করেন ; কিন্তু তাঁহার পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ, অপরের সাহায্য ব্যতীত এক পদও নাড়িবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং চিতা ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারিলেন না, মনের মানস মনেই লীন হইয়া গেল। নিকটে যে দুই চারি জন প্রহরী ছিল, সুহাসিনীর করুনোক্তি শুনিয়া তাহাদের চক্ষে জল আসিল, কিন্তু সুবাদারের ব্যঙ্গ করিবার উপায় আরও বৃদ্ধি হইল, বলিলেন, "হু! সুহাসিনী! তোমার এত ভালবাসা! তাহা জানিতাম না! সহমৃতা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, তাহার জন্য চিন্তা কি? এক চিতায় দুই জনকে পোড়ান হইবে। কুলটা স্ত্রীর ছলনা অপার! সুহাসিনা! "সহমরণ" এই কথাটী বলিও না, তোমার মত ব্যাভিচারিণীর মুখ হইতে ঐ পবিত্র কথা উচ্চারিত হইলে, উহার গৌরব হ্রাস হয়।"

শরৎকুমার এতক্ষণ একটী কথাও কহেন নাই, মনের বেগ মনোমধ্যেই লয় করিতেছিলেন, কিন্তু আর থাকিতে পারিলেন না, ক্রোধে অচৈতন্য হইয়া ভীষণ স্বরে বলিলেন, "পিশাচ! তোর শেষ সময় উপস্থিত!" বলিয়া হস্তস্থিত শৃঙ্খল দ্বারা সুবাদারকে আঘাত করিতে ধাবমান হইলেন, কিন্তু তাঁহার পদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকাতে এক পদও চলিতে পারিলেন না, এবং বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ নিকটস্থিত রক্ষকগণ তাঁহার হস্ত পদ সজোরে ধারণ করিল, তাঁহার নড়িবার ক্ষমতা রহিল না।

সুবাদার আর অধিক বিলম্ব অনাবশ্যক দেখিয়া, তাঁহাদিগকে এক চিতায়

দগ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। চারি জন রক্ষক, শরৎকুমারকে চিতার এক পার্শ্বে এবং দুই জন পরিচারিকা, সুহাসিনীকে চিতার অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান করাইল। আহা! তাঁহাদিগকে দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। সাধারণ লোকে কি করিবে? রাজা অধর্ম্মচারী হইলে, ক্ষুদ্র প্রজারা কি করিতে পারে? সে সময়ে দর্শক মণ্ডলীর অন্য দিকে লক্ষ্য নাই, সকলেই অনিমেষ লোচনে এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। সে সময়ে যদি তাহাদের পশ্চাতে ভয়ানক যুদ্ধ হইত, তাহা হইলেও কিছুই অনুভব করিতে পারিত না। সকলেই নিস্তব্ধ, কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। চিতার এক দিকে চারি জন প্রহরী, অপর দিকে দুই জন পবিচারিকা শরৎকুমার ও সুহাসিনীব হস্ত পদ ধারণ পূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে জলন্ত চিতায় নিক্ষিপ্ত করিবার উপক্রম করিতেছে, এমত সময়ে "নিবস্ত হও" এই কথাটী বজ্রপাত সম তাহাদের কর্ণগোচর হইল। হত্যাকারীগণ চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল যে, সকল দিকই অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে, এবং দ্বাদশ জন অস্ত্রধারী বীব পুরুষ, তাহাদের দিকে দ্রুতপদে আসিতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া হত্যাকারীগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, হস্তস্থিত প্রাণীদিগকে হস্তেই রাখিল,. চিতায় নিক্ষেপ করিতে সাহস করিল না।

সুবাদার দেখিলেন মহা বিভ্রাট, নিশ্চয়ই সেনাগণ কয়েদীদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছে, যদি সম্মুখ হইতে বন্দীদিগকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে অবমাননার সীমা থাকিবে না। তিনি এরূপ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সুবাদাব পূর্ব্বে যদি জানিতে পারিতেন, যে কয়েদীদিগেব উদ্ধারের জন্য এইরূপ আক্রমণ হইবে, তাহা হইলে প্রকাশ্য স্থানে তাঁহাদিগের বধ সাধন না করিয়া, গোপনে গোপনে কর্ম্ম সমাধা করিতেন। সুবাদার সদর্পে হত্যাকারীদিগকে বলিলেন, "তোমরা স্বকার্য্য সাধন কর! আমি রাজা! আমি তোমাদিগকে আজ্ঞা দিতেছি!"

হত্যাকারীগণ, রাজার আজ্ঞা শুনিবে কি, তাহারা অবাক্ হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, সুতরাং সুহাসিনী ও শরৎকুমার তাহাদের হস্তোপরি রহিলেন। ইতিমধ্যে সেই দ্বাদশ জন বীর পুরুষ আসিয়া, হত্যাকারীদিগের হস্ত হইতে, তাঁহাদিগকে ছিনিয়া লইলেন।

এই ব্যাপার দেখিয়া দর্শকেরা সকলে কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। এই সৈনিক পুরুষগণ কোথা হইতে আসিল?

সুবাদার আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিলেন। রাজার আজ্ঞা, অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা লঙ্ঘন হইল, ইহাপেক্ষা রাজার অধিক অপমান আর কি হইতে পারে? ক্রোধে তাঁহার নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইল, সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, ভীষণ স্বরে সৈনিক পুরুষদিগকে বলিলেন, "তোমরা কাহার আজ্ঞায় কয়েদীদিগকে উদ্ধার করিতেছ? আমি রাজা! আমার আজ্ঞায় ইহাদের দণ্ড হইয়াছে, তোমরা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ, রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে কিরূপ শাস্তি পাইতে হয়, তাহা জান তো?"

দ্বাদশ জন বীর পুরুষের মধ্যে, এক জনের মুখমণ্ডল লৌহ নির্ম্মিত জাল দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা তিনি আপনাকে সাধারণ লোকের নিকট হইতে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, তিনি সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "তোমার আজ্ঞাকে আমি পদাঘাত করি! তুমি রাজ সিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র নহ!"

সুবাদার সাধারণের সম্মুখে, অপরিচিত বীর পুরুষ কর্ত্তৃক, এইরূপ অপমানিত হওয়াতে, জ্বলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি সম জ্বলিয়া উঠিলেন, ভীষণ স্বরে বলিলেন, "নরাধম! তোদের এখনই সমুচিত শাস্তি দিতেছি!" এই বলিয়া "কোই হ্যায়ে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অন্য সময়ে সুবাদারের মুখ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতে পরিচারক, প্রহরী ও সৈনিকগণ "মহারাজ" "হুজুর" "খোদাবন্দ" বলিয়া দলে দলে উপস্থিত হইত, কিন্তু এক্ষণে তাহারা কেহই অগ্রসর হইল না। পঁচিশ ত্রিশ জন প্রহরী ও দুই চারি জন সৈনিক যাহারা তথায় উপস্থিত রহিয়াছে, হঠাৎ এইরূপ আক্রমণ দেখিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান রহিল, এক জনও অগ্রসর হইল না। তাহারা রাজার আজ্ঞানুসারে যদি বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরাজিত হইত। কেন না সুবাদারের প্রহরী ও সেনা লইয়া সর্ব্ব সমেত পঞ্চাশের অধিক হইবে না, কিন্তু বিপক্ষের পাঁচ শত। পাঁচ শতের সহিত পঞ্চাশের যুদ্ধ কোন মতেই অধিক ক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না। বস্তুতঃ সুবাদার এইরূপ হঠাৎ আক্রমণ হইবে, তাহা ক্ষণেকের জন্যও মনে স্থান দেন নাই। পূর্ব্বে জানিতে পারিলে, নিশ্চয়ই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

হইয়া থাকিতেন, কেন না সম্রাট্ আকবরের কৃপায় তাঁহার সৈন্যের অপ্রতুল ছিল না।

অপরিচিত বীর পুরুষ, সুবাদারের কথায় যার পর নাই বাগান্বিত হইয়া, হস্তস্থিত চাবুক দ্বারা তাঁহার মুখে এরূপ সজোরে আঘাত করিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। সুবাদার ভূশায়ী হইতে না হইতে দ্বাদশ জন বীর পুরুষ, সুহাসিনী ও শরৎকুমারকে লইয়া, তথা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, আপন দলবলের সহিত মিলিত হইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিমলা উদ্ধার।

অপরিচিত যোদ্ধাগণ সুহাসিনী ও শরৎকুমারকে বধ্যভূমি হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে লইয়া যাইবার পর, তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অন্য দিকে গমন করিলেন। যোদ্ধাগণ তাঁহাদিগকে আপনাদের পরিচয় দেন নাই। তাঁহারা কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন? কেনই বা তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন? কিছুই বলেন নাই।

সুহাসিনী ও শরৎকুমার অপরিচিত বীর পুরুষদিগের আচরণ দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহাদের রক্ষাকর্ত্তাদিগকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন—মনে মনে তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

সুহাসিনীর এক্ষণে অদ্ভুত দুর্গস্থিত, সেই মহাপুরুষের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল। স্থির করিল, অদৃশ্য ক্ষমতা বলে সেই ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছে। অপরিচিত বীর পুরুষদিগকে অদৃশ্য ক্ষমতা বলিয়া মনে করিল।

সুহাসিনী ও শরৎকুমার পুনরায় বেগমদিগের পশ্চাৎ ধরিলেন। এক্ষণে বেগমেরা ভাগলপুরের প্রশস্ত রাজপথ দিয়া গমন করিতেছেন। তাঁহারাও সেই পথ অবলম্বন করিয়া, বেগমদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল গমনের পর বেগমেরা পথের পার্শ্বস্থ একটী অট্টালিকায়

আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সম্মুখে একটী শিব মন্দির ও একটী মস্‌জিদ রহিয়াছে। সুহাসিনী ও শরৎকুমার নিকটবর্ত্তী একটী সরাইয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন বেলা প্রায় চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। তথায় লোক মুখে শুনিলেন, সম্রাটের হিন্দু বেগমেরা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে শিব মন্দিরে মহাদেবের পাদপদ্ম পূজা করিতে যাইবেন, এবং মুসলমান বেগমেরা মস্‌জিদে গিয়া ঈশ্বরাধনা করিবেন। তথায় অন্যান্য রমণীদিগের পূজা করিবার জন্য যাইবার বাধা নাই। কেন না ঐ দুইটী দেবালয় হিন্দু ও মুসলমান রমণীদিগের পূজার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেখানে পুরুষদিগের প্রবেশ নিষেধ। শিব মন্দিরে, স্ত্রীলোকদিগের যাইবার বাধা নাই শুনিয়া, সুহাসিনী যার পর নাই পুলকিত হইল। দেবালয়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া, কোনরূপে বিমলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলে, তাহাকে উদ্ধার করিলেও করিতে পারে, এইরূপ মনোমধ্যে স্থির করিল। শরৎকুমারকে বলিল, "যখন রমণীগণ মন্দিরে পূজা করিতে যাইবেন, তখন তথায় গিয়া বিমলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, হাবভাব বুঝিব। পরে মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া, যেরূপ করিলে ভাল হয়, তোমার সহিত পরামর্শ করিব।" শরৎকুমার সম্মত হইলেন। সরাই হইতে দেবালয় অধিক দূর ছিল না।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সুহাসিনী, কিছু কালের জন্য শরৎকুমারের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, পদব্রজে মন্দিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল, এবং ক্ষণকালের মধ্যে মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মন্দিরাভ্যন্তরে, স্ত্রীলোকদিগের প্রবেশ নিষেধ ছিল না, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুহাসিনী অবাধে ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রহরীগণ কেহ তাহাকে নিবারণ করিল না।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া সুহাসিনী দেখিল, মন্দিরের মধ্যস্থলে শিবমূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। রমণীগণ সম্মুখে থাকিয়া পূজা করিতেছেন। কেহ বা শিবপদে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন, কেহ বা এক মনে ধ্যান করিতেছেন; সেই সঙ্গে বিমলাও একমনে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছে। তাহার মনে অন্য কোন বাসনা নাই, কিরূপে এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া রণধীরের অঙ্কলক্ষ্মী হইবে—এই বাসনায় এক মনে ধ্যান করিতেছে। বিমলাকে দেখিয়াই সুহাসিনী চিনিতে পারিল।

আমাদের নায়িকা, বিমলার পার্শ্বে উপবেশন করিল, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে মগ্ন হইল। যদিও সুহাসিনীর ধর্ম্মে মতি ছিল, প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্বীয় ইষ্টদেবতার পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিত না, কিন্তু এক্ষণে নাম মাত্র পূজায় বসিল, তাহার পূজার দিকে মন নাই, একবার চক্ষু মুদ্রিত করিতেছে, আবার পরক্ষণেই উন্মুক্ত করিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া, বিমলার দিকে ঘন ঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐরূপ করিতে করিতে কৃতকার্য্য হইল। বিমলার ধ্যান ভঙ্গ হইলে, চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া আমাদের নায়িকার প্রতি কটাক্ষপাত করিল। সুহাসিনী তাহাকে ইঙ্গিত দ্বারা এরূপ জানাইল, যে তাহার কিছু বক্তব্য আছে।

রমণীদিগের পূজা সাঙ্গ হইল। সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া, গমন আরম্ভ করিলেন। বিমলা অগ্রে, সুহাসিনী পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সকল রমণীগণ, মন্দিরের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, তথায় সকলে একত্র হওয়াতে, অপেক্ষাকৃত ভিড় হইল। সময় বুঝিয়া, সুহাসিনী সন্ন্যাসী প্রদত্ত অঙ্গুরীয় বিমলাকে দেখাইল।

সুহাসিনীর হস্তে অঙ্গুরীয় দেখিবামাত্র, বিমলা যার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইল। সপ্তদশ বর্ষীয়া বালিকা, কি উপায়ে তাহাকে উদ্ধার করিবে! তাহাকে উদ্ধার করিতে অনেক বীর পুরুষেরও ভাবনা উপস্থিত হয়। সুহাসিনী একজন বালিকা বৈত নয়।

ক্রমে ক্রমে রমণীগণ মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, একে একে সম্মুখস্থিত অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলেন, কাহারও অন্য দিকে মন নাই। উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া, সুহাসিনী বিমলাকে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এই অট্টালিকার কোন গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন?"

বিমলা অতি সাবধানে অঙ্গুলি দিয়া, দ্বিতলস্থ একটী কক্ষ দেখাইয়া, অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "আমি ঐ গৃহে আছি।" ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিই কি আমাকে উদ্ধার করিবেন?"

"যদি ঈশ্বর সহায় হয়েন, তাহা হইলে আমিই আপনাকে উদ্ধার করিব!" সুহাসিনী সগর্ব্বে উত্তর করিল, ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সহিত অদ্য রাত্রিতে এক গৃহে অন্য কেহ থাকিবেন কি?"

বিমলা উত্তর করিল, " আমার মত আর একজন হতভাগিনী আমার সহিত আছেন।"

সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সঙ্গিনী, আপনার পলায়নের কথা শুনিলে, কোন গোলমাল করিবেন না তো?"

বিমলা উত্তর করিল, "কখনই নহে! তিনিও আমার ন্যায়, পিতা মাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, তবে প্রেমে মুগ্ধ হয়েন নাই।" বলিতে বলিতে বিমলার মুখ মণ্ডল নীল বর্ণ হইল, নয়নদ্বয়ে দুই এক ফোঁটা অশ্রুজল দেখা দিল।

সুহাসিনী আর কাল বিলম্ব না করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনাকে যে কয়েকটী কথা বলিতেছি মন দিয়া শুনুন। আপনি রাত্রি দুই প্রহরের পর, আপনার গৃহের জানালার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিবেন, আমি সেই সময় আসিয়া আপনাকে উদ্ধার করিব। আমার সহিত কোন পুরুষ দেখিলে ভীতা হইবেন না।" এই কয়েকটী কথা বলিয়া, সুহাসিনী আপন বাসাভিমুখে গমন করিল। বিমলাও সম্মুখস্থিত অট্টালিকায় প্রবেশ করিল।

সরাইয়ে প্রত্যাগমন করিয়া, সুহাসিনী আদ্যোপান্ত শরৎকুমারকে অবগত করাইল। কিরূপে অবাধে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে, কিরূপে বিমলার সম্মুখে ধ্যানে মগ্ন হয়, কিরূপে তাহাকে ইঙ্গিত করে, কিরূপে তাহাকে মন্দির দ্বারে সন্ন্যাসী প্রদত্ত অঙ্গুরীয় দেখায়, কিরূপে তাহার বাস গৃহ দেখে, আনুপূর্ব্বিক সকল বিষয় একে একে বর্ণন করিল। শরৎকুমার তাহার বুদ্ধির চতুরতা দেখিয়া, যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি আটটা বাজিল। সুহাসিনী কি উপায়ে রক্ষক বেষ্টিত অট্টালিকা হইতে, বিমলাকে উদ্ধার করিয়া, নিজে তাহার স্থানে যাইবে, শরৎকুমার কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে, সরাই-স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া, কৌশলপূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে একগাছি বার তের হাত লম্বা রজ্জু নির্ম্মিত সিঁড়ি, একটী ইস্পাত নির্ম্মিত উকা, ও কতকগুলি বড় বড় প্রেক সংগ্রহ করিয়া লইলেন।

অদ্য অমাবস্যা, ঘোর অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন,

অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, সম্মুখস্থিত কোন বস্তুই দৃশ্যপথে পতিত হইতেছে না। রাজ পথ পথিক শূন্য হইয়াছে, বৃষ্টি হওয়াতে রক্ষকগণও যথা তথা আশ্রয় লইয়াছে—রাজপথ একেবারে মানব শূন্য। অতএব সুহাসিনী ও শরৎকুমারের কার্য্য সিদ্ধির পক্ষে, সহজে কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

শরৎকুমার রাত্রি দুই প্রহরের সময় সুহাসিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া সরাই হইতে বহির্গত হইলেন। সিঁড়ি, উকা, প্রেক, এক বোতল মদ্য, এবং একটী কাচ পাত্র সঙ্গে করিয়া লইলেন। পথে আসিয়া, ঘোর অন্ধকার প্রযুক্ত, সম্মুখস্থিত বস্তু কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। খুব সতর্কতার সহিত উভয়ে যাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সরাই হইতে রমণীদিগের বাসস্থান অধিক দূর ছিল না, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহারা, সেই অট্টালিকার নিকটে উপস্থিত হইলেন।

"কোন্ গৃহে বিমলা আছেন?" শরৎকুমার অতি মৃদুস্বরে তাঁহার সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

যদিও সুহাসিনী, যে গৃহে বিমলা অবস্থিতি করিতেছেন, পূর্ব্বে দেখিয়াছিল, তথাচ ঘোর অন্ধকার হেতু, সহসা স্থির করিতে পারিল না, এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিল। কিছুক্ষণ পরে, দ্বিতলস্থ একটী গৃহের গবাক্ষের নিকট মৃদু মৃদু শব্দ হইতে লাগিল, বোধ হইল কোন ব্যক্তি, গবাক্ষের দণ্ডে হস্ত দিয়া, উপর্য্যুপরি আঘাত করিতেছে। শব্দ শুনিয়া সুহাসিনী ও শরৎকুমার স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই এই গবাক্ষের নিকট বিমলা দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। উভয়ে সেই গবাক্ষের নিম্নদেশে উপস্থিত হইলেন। সুহাসিনী একটী ছোট প্রস্তর, পথ হইতে কুড়াইয়া লইয়া, অধিক শব্দ না হয়, অথচ গবাক্ষাস্থিত ব্যক্তিরও কোনরূপ আঘাত না লাগে, এরূপ ভাবে অতি সাবধানে গবাক্ষের দিকে নিক্ষেপ করিল। প্রস্তর গবাক্ষের বহির্ভাগে আঘাতিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। প্রস্তর নিক্ষেপের শব্দের সঙ্গে বোধ হইল কোন ব্যক্তি উপর হইতে অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিল। শুনিয়া সুহাসিনী ও শরৎকুমারের আর সন্দেহ রহিল না, স্থির করিলেন, "গবাক্ষস্থিত ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিমলা।"

এই সময়ে অপর দুইজন লোকের কথোপকথন তাঁহাদের কর্ণগোচর

হইল, অনুমান করিলেন, তাহারা অট্টালিকার বহির্দ্বারে থাকিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছে, তাহারা অট্টালিকাস্থ রমণীদিগের প্রহরী হইলেও হইতে পারে। তথায় অধিকক্ষণ থাকা যুক্তি সিদ্ধ নহে বিবেচনা করিয়া শরৎকুমার সুহাসিনীকে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "এখান হইতে আমাদের অন্যদিকে যাওয়া কর্ত্তব্য, কি জানি যদি ঐ ব্যক্তিদ্বয় কোনরূপে আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া, আমাদের কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে।"

শুনিয়া সুহাসিনী সম্মত হইল। কিছু কালের মধ্যে উভয়ে অট্টালিকার অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। অট্টালিকা রাজ পথের উপর স্থাপিত, তিন দিক আম্র কানন দ্বারা বেষ্টিত। একটী আম্র বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া, শরৎকুমার সুহাসিনীকে বলিলেন, "তুমি সাহসে নির্ভর করিয়া, কোনরূপে এই স্থানে কিছুকাল অপেক্ষা কর; কথোপকথনকারীদিগকে বশীভূত করিতে না পারিলে, আমাদের কার্য্য সিদ্ধির উপায় দেখিতেছি না। তথায় যাইয়া তাহাদিগকে ছলে বলে কিম্বা কৌশলে বশ করিতে হইবে।" আমাদের নায়ক ক্ষণেক স্তব্ধ হইলেন, আবার বলিলেন, "নিশা দ্বিপ্রহরে এই আম্র বন মধ্যে, অবলা রমণীকে একাকিনী রাখিয়া যাইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না।"

সুহাসিনীর মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, সগর্ব্বে বলিল, "যে অবলা প্রফুল্ল চিত্তে বিমলার উদ্ধার ভার স্কন্ধে লইয়াছে! যে অবলা জীবদ্দশায় অনলে দগ্ধ হইতে অনায়াসে প্রস্তুত হইয়াছে! সে অবলা যে নিশা দ্বিপ্রহরে একাকিনী এই সামান্য আম্র বন মধ্যে ক্ষণকালের জন্য বাস করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি!"

সুহাসিনী গর্ব্বিত রমণী ছিল না, কিন্তু সামান্য কারণে মুখ হইতে, এইরূপ গর্ব্বিত বচন নিঃসৃত হওয়াতে, যার পর নাই কুণ্ঠিত হইল; অতি নম্রস্বরে বলিল, "না বুঝিয়া আত্ম অহঙ্কার করিলাম, নিজগুণে আমার দোষ মার্জ্জনা করিবে।"

সুহাসিনীর পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণে, শরৎকুমার যার পর নাই অপ্রতিভ হইয়াছিলেন; কিন্তু শেষোক্ত কথা শুনিয়া, তাহার উপর সন্তুষ্ট হইলেন। মনে করিলেন, আত্ম অহঙ্কার করিয়া, এত অল্প সময়ের মধ্যে যে তাহার পরিতাপ হইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট।

শরৎকুমার, ক্ষণকালের জন্য সুহাসিনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া, কথোপকথনকারীদিগের উদ্দেশে, শনৈঃ শনৈঃ যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে আবার বিমলার গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই দুই ব্যক্তির কথোপকথন শুনিতে পাইলেন।

শরৎকুমার অপরাপর সামগ্রী সুহাসিনীর নিকট রাখিয়া কেবল মাত্র এক বোতল সুরা ও একটী কাচ পাত্র সঙ্গে রাখিয়াছেন। তিনি প্রহরীদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া, একজন পথশ্রান্ত পথিক বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেন, এবং তাহাদের এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। প্রহরীদ্বয় অট্টালিকার বহির্দ্বারে থাকিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল।

প্রহরীদ্বয় শরৎকুমারকে ভদ্র বেশধারী দেখিয়া কোন অপমানের কথা বলিতে সাহস করিল না। বিশেষতঃ তাঁহার ভাগ্যে দুইজন হিন্দু প্রহরী ছিল, বলা যায় না মুসলমান হইলে, তাঁহার উপর কিরূপ ব্যবহার করিত।

প্রহরীদ্বয়ের মধ্যে এক জন বলিল, "নিকটে সরাই আছে, আপনি সেখানে আজ রাত্রির জন্য স্থান পাইতে পারেন।"

"আমি এই মাত্র সেই সরাই হইতে আসিতেছি, শুনিলাম তথায় কেবল অদ্য রাত্রির জন্য স্থান হইবে না।" শরৎকুমার তাহাদিগের সহিত কিছু-কাল আলাপ করিবার মানসে, এই কয়েকটী মিথ্যা কথা বলিলেন।

দ্বিতীয় প্রহরী বলিল, "যদি সরাইয়ে স্থান না থাকে, তাহা হইলে আপনি অন্য কোন স্থান দেখুন, আমরা আপনাকে আর এক তিলও এখানে রাখিতে পারি না।"

"তাহাতে তোমাদের আপত্তি কি? আমি কিছুকাল এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া রাত্রি প্রভাতের অনেক পূর্ব্বে চলিয়া যাইব, আমি অত্যন্ত পথশ্রান্ত হইয়াছি।" এই বলিয়া শরৎকুমার বসনাভ্যন্তর হইতে সুরার বোতল ও পানীয় পাত্র বাহির করিয়া তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করিলেন।

মদ্য দেখিয়া প্রহরীদ্বয় যার পর নাই আনন্দিত হইল। প্রথম প্রহরী বলিল, "মহাশয়! আপনাকে যে আমরা স্থান দিতে কেন অক্ষম, তাহা বলিতেছি শুনুন:—সম্রাটের বেগমগণ, এক্ষণে এই অট্টালিকাতে বাস করিতেছেন, আমাদের প্রভুর হুকুম এই যে, তাঁহাদিগের গমন কালিন তাঁহারা যে যে স্থানে

রাত্রি যাপন করিবেন, তথায় আমরা ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ থাকিতে পাইবে না—এমন কি, সেই বাটীর কোন স্থানে অপর পুরুষ থাকিতে পাইবে না। যদি কোন প্রহরী, আপন আত্মীয়কে কিম্বা কোন পথিককে গোপনে স্থান দেয়, তাহা হইলে তাহাকে কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে। আপনাকে দেখিতেছি ভদ্রলোক, আপনাকে অপমান করিতে পারি না, রাত্রি শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে পারেন।”

সুরা দেবি! তোমার অনন্ত মহিমা! তোমাকে দেখিয়া হতভাগ্য প্রহরীদ্বয় প্রভুর আজ্ঞা ভুলিয়া গেল, পথিককে স্থান দিল। তোমাকে শত শত প্রণাম করি!

প্রহরীর কথা শুনিয়া শরৎকুমারের মনে আশার সঞ্চার হইল। তাহাদের এক পার্শ্বে বসিলেন। ক্ষণকাল পরে পাত্রে মদ্য ঢালিয়া, আপনি নাম মাত্র পান করিলেন, এবং তাহাতে আরও মদ্য ঢালিয়া, প্রথম প্রহরীকে পান করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রথমতঃ প্রহরী এক পাত্রে শরৎকুমারের সহিত পান করিতে কুণ্ঠিত হইল, কিন্তু তাঁহার কোন আপত্তি নাই দেখিয়া পুলকিত মনে এক নিশ্বাসে সমুদায় পান করিল। শরৎকুমার ক্রমে ক্রমে তাহাদের প্রত্যেককে উপর্য্যুপরি তিন পাত্র সুরা পান করাইলেন।

সুরা পানে প্রহরীদিগের মন প্রফুল্লিত হইল, শরৎকুমারের সহিত নানা প্রকারের কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল, এবং মধ্যে মধ্যে গীত গাহিতে লাগিল।

শরৎকুমার দেখিলেন যে, উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, অঙ্গাভরণ হইতে একটী কৌটা বাহির করিলেন। পাত্রে মদ্য ঢালিয়া প্রহরী-দিগের অলক্ষিতভাবে কৌটাস্থিত গুঁড়া তাহাতে নিক্ষেপ করিলেন, এবং একে একে দুইজনকে পান করাইলেন। গুঁড়া মিশ্রিত সুরা পান করিয়া প্রহরীদ্বয় বসিয়া থাকিতে অক্ষম হইল, ক্ষণকালের মধ্যে ধরাশায়ী হইয়া গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইল। গুঁড়াতে কোন বিষাক্ত দ্রব্যাদি ছিল না। কোন ব্যক্তি তাহা সেবন করিলে, দুই তিন ঘণ্টা অজ্ঞান অবস্থায় থাকিবে, বাহ্যজ্ঞান কিছুই থাকিবে না। শরৎকুমার এই গুঁড়া সবাই স্বামীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

প্রহরীদ্বয়কে অচেতন দেখিয়া, শরৎকুমার দ্রুতপদে সুহাসিনীর নিকট

উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে সমুদায় বিষয় অবগত করাইলেন। উভয়ে ক্ষণকালের মধ্যে আম্র কানন হইতে, বিমলার কক্ষের নিম্নে উপস্থিত হইলেন। তখনও বিমলা গবাক্ষোপরি দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

সুহাসিনী, আর কোন বিপদ নাই ভাবিয়া বিমলাকে সম্বোধন করিয়া, অতি মৃদুস্বরে বলিল, "বিমলে! আমি আসিয়াছি।"

বিমলা সেইরূপে উত্তর করিল, "আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, একবার আসিয়া আবার কোথায় গিয়াছিলেন?"

সুহাসিনী উত্তর করিল, "সে কথা পরে বলিব, এক্ষণে আপনি প্রস্তুত হউন?"

বিমলা উত্তর করিল, "প্রস্তুত আছি, আমাকে কি করিতে হইবে বলুন?"

শরৎকুমার সুহাসিনীকে অতি মৃদুস্বরে কাণে কাণে কয়েকটী কথা বলিলেন। সুহাসিনী বিমলাকে বলিল, "আপনাকে কোন বস্তু, এখান হইতে নিক্ষেপ করিতেছি, সাবধানে ধরুন।"

শরৎকুমার, রজ্জু নির্ম্মিত সিঁড়ি, গবাক্ষের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। বিমলা প্রস্তুত ছিল, সহজেই তাহা হস্তগত করিল।

সুহাসিনী আবার বলিল, "ইহা রজ্জু নির্ম্মিত সিঁড়ি, ইহা দ্বারাই আপনাকে উপর হইতে নীচে নামিতে হইবে। আপনি দৃঢ়রূপে জানালাতে ইহাকে বাঁধুন।"

বিমলা পূর্ব্বেই এইরূপ ব্যাপারে যে যে বস্তু আবশ্যক তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল—হাতুড়ি, উকা, বড় বড় প্রেক, রজ্জু প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। সন্ধ্যার পর হইতে উকা দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া গবাক্ষের একটী লৌহদণ্ড স্থানান্তর করিয়াছে। অনায়াসে সেই স্থান দিয়া একজন ব্যক্তি বহির্ভাগ এবং অন্তর্ভাগ হইতে গমনাগমন করিতে সক্ষম হইবে।

বিমলা রজ্জু দ্বারা সিঁড়ি দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে? আমি উকা দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া জানালার একটী গরাদে খুলিয়াছি, তাহার মধ্য দিয়া একজন লোক অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে।"

শুনিয়া, শরৎকুমার ও সুহাসিনী যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন, তাঁহাদের অনেক কর্ম্ম বিমলা শেষ করিয়া রাখিয়াছে। বিশেষতঃ এই কর্ম্মটীর জন্য তাঁহাদের অত্যন্ত ভাবনা ছিল। উভয়ে বিমলার প্রত্যুৎপন্ন মতিকে ধন্যবাদ দিলেন।

সুহাসিনী বলিল, "অগ্রে এই সিঁড়ি দিয়া আপনার নিকট যাই, পরে যাহা করিতে হইবে, বলিব।"

শরৎকুমার সোপান দৃঢ়রূপে বন্ধন হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য তদুপরি তিন চারি ধাপ উঠিলেন, এবং তাহার উপর থাকিয়া বিলক্ষণ ভর দিতে লাগিলেন। ঐরূপ করিয়া বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাহা দৃঢ়রূপে বন্ধন হইয়াছে। কেন না, না হইলে উহা তাঁহার ভর বহনে অক্ষম হইয়া, তাঁহার সহিত নিম্নে পতিত হইত। অতএব তদুপরি সুহাসিনীর উঠিবার আর কোন বিঘ্ন নাই।

বিদায় লইবার পূর্ব্বে, সুহাসিনী মৃদু মধুর স্বরে শরৎকুমারকে বলিল, "এ অভাগিনীকে মনে রাখিও, গরীব বলিয়া ভুলিয়া যাইও না।"

সুহাসিনীর এই কয়েকটী কথা শুনিয়া, শরৎকুমার যার পর নাই মনঃ পীড়িত হইলেন, বলিলেন, "সুহাসিনী! ও কথা বলিও না! তোমাকে আমার মনে থাকিবে না? যত দিন জীবিত থাকিব, তত দিন তোমার প্রেম পূর্ণ মুখখানি, হৃদয়ে জাগিয়া থাকিবে। ভগবানের ইচ্ছায়, যদি আমাদের পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হয়, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় সুখী এ জগতে আর কে হইবে? এক্ষণে জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া নির্ভয় চিত্তে আপন প্রতিজ্ঞা পূরণ কর।"

উভয়ে উভয়ের প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়ের চক্ষু দিয়া অনবরত অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল। শরৎকুমার আর মনের বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, সুহাসিনীকে সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক, তাঁহার বদন মণ্ডল চুম্বন করিলেন। শরৎকুমার সুহাসিনীকে এই প্রথমবার আলিঙ্গন করিলেন। অদ্ভুত দুর্গে, আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে, সুহাসিনী অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা করা দূরে থাকুক, বরঞ্চ বোধ হইল যে, শরৎকুমারের আলিঙ্গনাশয়ে তথায় অপেক্ষা করিতেছিল।

সুহাসিনী প্রফুল্ল মনে, শরৎকুমারের নিকট হইতে বিদায় লইল। রজ্জু

সিঁড়ি দ্বারা অবলীলাক্রমে উপরে উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিমলা গবাক্ষ দিয়া যাতায়াতের পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, গৃহের ভিতর যাইতে সুহাসিনীর কোন কষ্ট হইল না।

সুহাসিনী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, বিমলা আলো জ্বালিয়া দিল, এবং গবাক্ষের দ্বার বন্ধ করিল। এতক্ষণ গৃহাভ্যন্তরের আলো নির্ব্বাণ করিয়া রাখিয়াছিল, কেন না গবাক্ষের মধ্যস্থিত ফাঁক দিয়া আলো বাহির হইলে, সহজেই কোন ব্যক্তি দূর হইতে দেখিয়া, তাঁহাদের কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেও করিতে পারিত।

এক্ষণে বিমলার অদ্ভূত দুর্গস্থিত বৃদ্ধের উপর ভক্তি ও বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ় হইল। সপ্তদশ বর্ষীয়া বালিকা, বিমলাকে উদ্ধার করিয়া, নিজেই বা কিরূপে উদ্ধার হইবে? অদ্ভূত দুর্গের মহাপুরুষের অদ্ভুত ক্ষমতা! তাঁহার সেই অদ্ভূত ক্ষমতা বলে, সুহাসিনী যে উপায়ে বিমলাকে উদ্ধার করিতেছে, হয়তো সেই উপায়ে, নিজেও উদ্ধার হইলে হইতে পারে।

সুহাসিনী দেখিল, কক্ষটী উত্তমরূপে সজ্জিত, বিমলার ন্যায় আর একজন যুবতী শয্যাপরি বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া, আমাদের নায়িকা বুঝিতে পারিল যে, এই রমণীও বিমলার ন্যায় হতভাগিনী। তাহার কথা পূর্ব্বেই বিমলার মুখে শিব মন্দিরে শুনিয়াছিল।

বিমলা, সুহাসিনীর হস্ত ধারণ পুর্ব্বক সমাদরে অভ্যর্থনা করিল। তাহাকে শয্যাপরি বসাইয়া, তাহার সঙ্গিনীর সহিত আলাপ করিয়া দিল। এ রমণীও বিমলাপেক্ষা কম সুন্দরী নহে, তবে বয়ঃক্রম তাহাপেক্ষা কিছু ন্যূন। বিমলার বয়স বিষ বৎসর, তাহার সঙ্গিনীর বয়স সতের মাত্র। নাম সরোজবাসিনী।

সরোজবাসিনীর সহিত আলাপ করিয়া দিবার পর, বিমলা অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতরস্বরে বলিল, "এক জন অপরিচিত রমণীর জন্য, এই ভয়ানক ব্যাপারে আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন! ধন্য আপনাকে! ধন্য আপনার সাহসকে।"

সুহাসিনী আত্ম প্রশংসা শুনিতে ভাল বাসিত না, কথা বার্ত্তা কমাইবার জন্য বলিল, "আর না! এখন আমাদের আলাপ পরিচয় করিবার সময় নয়,

আপনি এই দণ্ডেই গুপ্ত সোপান দিয়া নিম্নে গমন করুন, আমি আপনার স্থানে থাকিয়া, অপরাপর রমণীর সহিত দিল্লীতে যাইব। নিম্নে একজন ভদ্র বংশীয় যুবক, আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তিনি আপনাকে স্বীয় সহোদরার ন্যায় দেখিবেন। সম্ভবমত মনের কথা অকপটে তাঁহাকে বলিবেন, তিনিই আপনাকে, আপনার প্রাণনাথের সহিত মিলিত করিয়া দিবেন। এখন যান! আর বিলম্ব করিবেন না! বিলম্ব হইলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।"

বিমলা বলিল, "আপনিও আমার সহিত চলুন না? এখানে থাকিবেন কেন?"

সুহাসিনী উত্তর করিল, "সময় আসিলে সকল কথা শুনিতে পাইবেন। আমি এক্ষণে এস্থান ত্যাগ করিতে অক্ষম।"

বিমলা অতি কাতর স্বরে বলিল, "আপনাকে এই অবস্থায় রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করে না। অগ্রে বলুন, যে আপনার উদ্ধারের পথ রাখিয়া, আমাকে মুক্ত করিতেছেন?"

সুহাসিনী উত্তর করিল, "আমার জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই! আমি মুক্ত হইবার পথ না রাখিয়া আইসি নাই। এক্ষণে আপনি শীঘ্র নীচে যান।"

বিমলা যাইবার পূর্ব্বে সরোজবাসিনীকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, "তোমার সহিত এক সঙ্গে এই কয়েক দিন থাকিয়া আমি বড়ই সুখী হইয়াছি, তোমাকে আমি কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত স্নেহ করি, ভালবাসি। যদি ঈশ্বর সময় দেন, তাহা হইলে কোন না কোন সময়ে দেখা হইলেও হইতে পারে।" ক্ষণকাল পরে সুহাসিনীকে বলিল, "আমি যে এ স্থান হইতে পলায়ন করিতেছি, তাহা কেহই জানিতে পারিবে না। এখানে যে এক শত রমণী আছেন, তাঁহারা কেহ কাহারও খবর রাখেন না। তবে যে যে কামিনী এক গৃহে বাস করেন, তাঁহাদের সহিত পরস্পরের আলাপ পরিচয় হয়, নতুবা আর আর রমণীরা কেহ কাহাকে চেনেনও না, আর কাহারও সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছাও করেন না। আমাদের উপর এক জন বৃদ্ধা কর্ত্রী আছেন, তিনিই প্রত্যেক দিন, সকলের নিকট আসিয়া এক এক বার কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। তিনি চক্ষে ভাল দেখিতে পান না। আমাদের সকলের কাহার কিরূপ আকার, কে কিরূপ দেখিতে, তাহা জানিতে পারেন না। আমার স্থানে যে আপনি

থাকবেন, তাহা সরোজবাসিনী ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারিবেন না। সরোজবাসিনী এই কথা আর কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবেন না। আমাদের এই বিনিময়, আমরা তিন জন ভিন্ন চতুর্থ ব্যক্তির কর্ণগোচর হইবে না।"

শুনিয়া সুহাসিনীর অন্যান্য আশঙ্কা দূরীভূত হইল। আপন বসন প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া বিমলাকে পরিধান করিতে দিল, এবং বিমলার বসন নিজে পরিধান করিল।

বিমলা, সুহাসিনী ও সরোজবাসিনীর নিকট বিদায় লইয়া, গবাক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। নিম্নভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিয়া ভয় পাইল, নামিতে ভরসা করিল না। সুহাসিনী তাহার মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া, আলোকাধার গবাক্ষের নিকট আনয়ন করিল, তাহাতে নিম্নস্থ সমুদায় বস্তু দৃশ্যপথে পতিত হইল। শরৎকুমার নিম্নে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাহাও প্রতীয়মান হইল। তবুও বিমলা ভয় প্রযুক্ত ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

সুহাসিনী যেরূপ সাহস পূর্ব্বক নিম্ন হইতে রজ্জু সোপান দিয়া উঠিয়াছিল, বিমলার সেরূপ সাহস হইতেছে না। সকল রমণীর সাহস সমান নহে। বলা বাহুল্য প্রায় সকল বঙ্গ মহিলাই রজ্জু সোপান দিয়া, কথনই দ্বিতল হইতে নিম্নে অবতরণ করিতে সক্ষম হয়েন না। কিন্তু বিমলার যদিও মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে, তথাচ না নামিয়া থাকিতে পারিতেছে না। কেন না তাহা হইলে এই ঘোর বিপদ হইতে মুক্ত হইবে না—প্রাণেশ্বরকে এ জীবনে আর দেখিতে পাইবে না।

বিমলাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, সুহাসিনী বলিল, "আপনার কোন ভয় নাই, সচ্ছন্দে নামুন! ঈশ্বর না করুন, যদিও আপনার পদ স্খলিত হয়, তাহা হইলে নিম্নে যে বীর পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তিনি অবলীলাক্রমে আপনাকে লুফিয়া লইবেন। উঠিবার সময় আপনার ন্যায় আমি ভীতা হই নাই।" শেষের কথা কটী সুহাসিনী হাস্য পূর্ব্বক কহিল।

স্ত্রীলোকের ঈর্ষা অতি ভয়ঙ্কর। এক জন রমণী যদি বলেন, আমি অমুক কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিয়াছি, তাহা দুঃসাধ্য হইলেও অপর রমণী সেই কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবেন, এবং প্রবল ইচ্ছা হেতু সে কার্য্য অনায়াসে সমাধা করিলেও করিতে পারেন। সুহাসিনীর কথায় বিমলার হিংসা জন্মিল,

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, নিঃশঙ্ক চিত্তে রজ্জু সোপান দ্বারা নিম্নে অবতরণ করিয়া শরৎকুমারের সহিত মিলিত হইল। শরৎকুমার বিমলাকে সঙ্গে করিয়া, সরাই অভিমুখে গমন করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিয়াছে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরূপ কৌশল।

বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। সম্রাটের বেগমগণ শিবিকা ও অশ্বারোহণে, রক্ষক বৃন্দে পরিবেষ্টিতা হইয়া, সুলতানগঞ্জের প্রশস্ত পথ দিয়া গমন করিতেছেন। একারে ত্রিশ জন রমণী অগ্রে অগ্রে অশ্বারোহণে, এবং অবশিষ্ট সত্তর জন শিবিকারোহণে যাইতেছেন। অশ্বারোহণে রমণী যাইতেছেন শুনিলে, এখনকার মহিলাগণ মনে করিবেন, “ভারতীয় রমণীগণ যে অশ্বারোহণে গমন করিতে পারেন, তাহাতো শুনি নাই।” অনেকেই বলিবেন, “ইহা মিথ্যা কথা। ভারতীয় রমণীগণ, বিশেষতঃ হিন্দু মহিলারা, কখনই অশ্বারোহণ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন না, ইচ্ছা থাকিলেও অভিভাবকদিগের অনুমতি পান না; কেন না ভারতে স্ত্রী স্বাধীনতা নাই। ভদ্র মহিলাগণ অশ্বারোহণ করা দূরে থাকুক, পদব্রজে বাটীর বাহির হয়েন না, তাঁহাদের মুখমণ্ডল সাধারণ ব্যক্তিদিগের নিকট লুক্কায়িত থাকে।” কিন্তু যে সময়ের কথা লেখা হইতেছে, সে সময়ে ভারতীয় উচ্চবংশীয় মহিলাগণ অশ্বারোহণ করিতে শিক্ষা করিতেন, ইহা ইতিহাসে নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সম্রাটের বেগমেরা যে অশ্বারোহণে গমন করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

রমণীগণ পর্ব্বতময় দেশের পথ দিয়া যাইতেছেন। পথের কোন স্থানে এক পার্শ্বে পাহাড় ও অপর পার্শ্বে ময়দান ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কোন স্থানে পর্ব্বত ভেদ করিয়া রাস্তা গিয়াছে, সে স্থান দেখিলে বোধ হয়, যেন নিস্তব্ধতা আসিয়া বিরাজ করিতেছে, সেখানে সামান্য শব্দ হইলে চতুর্গুণ

আকার ধারণ করে। কোন স্থানে, উভয় পার্শ্ব জঙ্গলে পরিপূর্ণ, তাহাতে হিংস্রক জন্তু, সর্প প্রভৃতি বাস করিতেছে। কোন স্থানে, দুই পার্শ্বে সুদূরব্যাপী ময়দান; তাহাতে কৃষকগণ কৃষিকার্য্য করিতেছে, নির্ম্মল বাতাস ধীরে ধীরে বহিতেছে, এবং তাহা শষ্য ক্ষেত্রের উপর লাগিয়া ঢেউ খেলিতেছে; বোধ হইতেছে, যেন ভগীরথ এই ক্ষেত্রে গঙ্গাকে সমাদরে আনয়ন করিতেছেন। কৃষকগণ মনের আনন্দে মধুর গীত গাহিতেছে, তাহা সুদূরে পথিকগণের কর্ণগোচর হইতেছে, সেই গীত পথিকগণকে ঠিক্ যেন বলিয়া দিতেছে, "তোমাদের শ্রান্তি দূর হইল, এই বার মনের উল্লাসে দ্রুত পদে মন্তব্য স্থানে গমন কর। পথশ্রান্ত হেতু, পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় ধীরে ধীরে গমন করিও না।" কৃষকদিগের সেই মধুর গীতে রমণী, প্রহরী ও বাহকগণ উল্লাসিত হইয়া, অপেক্ষাকৃত দ্রুত পদে গমন করিতে লাগিল।

রমণীগণ, এইরূপে নিঃশঙ্ক চিত্তে যাইতেছেন, এমত সময়ে এক জন অশ্বারোহী পুরুষ, সেই পথের বিপরীত দিক্ হইতে আসিতেছে, দেখা গেল। সেই অশ্বারোহী পুরুষকে দূর হইতে এক জন সৈনিক বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু সে ব্যক্তি নিকটে আসিলে, প্রতীয়মান হইল যে, সে এক জন নিম্ন শ্রেণী বণিক। তাহার পরণে চুড়িদার পায়জামা, গাত্রে চাপকান, মস্তকে মোগলাই ধরণের উষ্ণীশ, কটিবন্ধে তরবারি ও বন্দুক ঝুলিতেছে। তাহার পরিধৃত বস্ত্র সকল বহুকাল ব্যবহৃত হইয়াছে, সুতরাং জীর্ণ হইয়া স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

সে ব্যক্তি রমণীদিগের এক পার্শ্ব দিয়া, প্রত্যেকের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে করিতে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল। দেখিয়া প্রধান প্রহরী, সরোষে তাহাকে বলিল, "কেন তুমি রমণীদিগের প্রতি ওরূপ ভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছ? জান না! সম্রাট্ আকবারের বেগমেরা যাইতেছেন! পুনরায় ওরূপ করিলে, তোমাকে বন্দী করিয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিব।"

ভারতীয় রমণীগণ পক্ষীর ন্যায় সদা সর্ব্বদা পিঞ্জরে থাকেন, বাটীর বাহির হইতে পান না, যদি কোন সুযোগে তাহা ঘটে, তাহা হইলে বিজাতীয় স্বাধীন রমণীদিগের অপেক্ষাও আপনাদিগের সৌন্দর্য্য সাধারণের নিকট ব্যক্ত করেন।

সম্রাটের রমণীগণ যাঁহারা অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, তাঁহারা কেহই অবগুণ্ঠনবতী ছিলেন না, বিশেষতঃ অশ্ব চালন হেতু তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জন অধিকতর লজ্জাশীলা হইলেও অবগুণ্ঠন দিতে সাহস করেন নাই, কেন না তাহা হইলে অশ্ব চালনে অক্ষম হইবেন, অশ্বের গতি স্থির করিতে পারিবেন না। শিবিকারোহী রমণীগণ শিবিকার দ্বার মুক্ত রাখিয়া পথের উভয় পার্শ্বস্থ বস্তু দেখিতেছিলেন, সুতরাং আগন্তুক অশ্বারোহী একে একে যে সকল রমণীকে দেখিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি!

প্রহরীর প্রমুখাৎ ঐরূপ সরোষ বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্বারোহী মস্তক নাড়িতে নাড়িতে অশ্বকে কশাঘাত পূর্ব্বক, দ্রুত পদে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

রমণীগণ গমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, পথের এক পার্শ্বে একজন কুষ্ঠ রোগী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। ভারতীয় রমণী স্বভাবত দয়ালু। তদ্দর্শনে তাঁহারা দয়ার্দ্র হইয়া কেহ বা স্বর্ণ মুদ্রা কেহ বা রৌপ্য মুদ্রা ভিক্ষুককে দান করিতে লাগিলেন। তাহাতে গমনের বাধা পড়িল দেখিয়া, প্রহরীগণ ভিক্ষুককে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। জনৈক প্রহরী ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সেই কুষ্ঠ রোগীকে সজোরে পদাঘাত করিল। ভিক্ষুক আঘাত সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া ধরাতলে পতিত হইল, এবং হস্তোত্তলনপূর্ব্বক জগদীশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া বলিল, "ভগবান্ ইহার বিচার করুন।"

রমণীগণ তদ্দর্শনে কুপিত হইয়া সেই প্রহরীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। প্রধান প্রহরী দয়ার্দ্র হইয়া, অপর প্রহরীর প্রতি সেই ভিক্ষুককে শুশ্রূষা করিবার আজ্ঞা দিল। প্রহরী কুষ্ঠ রোগীকে সেবা করিতে লাগিল।

যে স্থানে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল, সে স্থান নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ, কেবল মাত্র মধ্য দিয়া পথ গিয়াছে, তদুপরি অরণ্যের উভয় পার্শ্বস্থ বৃক্ষ সকল পরস্পর নত হইয়া চন্দ্রাতপের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সে স্থান বৃক্ষ দ্বারা এরূপ আবৃত যে, নিম্নস্থ ভূমি কখনও সূর্য্যের কিরণ দ্বারা শুষ্ক হয় না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই সময়ে অশ্বের দ্রুত পদ শব্দ হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিক হইতে প্রায় অর্দ্ধশত

অস্ত্রধারী পুরুষ, অরণ্য হইতে বাহির হইয়া রমণী ও প্রহরীগণকে বেষ্টন করিল। তন্মধ্যে একজন সদর্পে বলিল, "কে এই ভিক্ষুককে আঘাত করিয়াছে! ভিক্ষুক আঘাতিত হইয়া বলিয়াছে, ভগবান্ ইহার বিচার করুন! আমরা ভগবান প্রেরিত দূত! কে এই অনাথার অবমাননা করিয়াছে? শিঘ্র বলিয়া দাও? নচেৎ তোমাদের সকলকে প্রভু সমীপে লইয়া যাইব!"

আর একজন, কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ভিক্ষুককে সম্বোধন করিয়া বলিল," ভিক্ষুক! তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, ভগবানের আদেশে এই দণ্ডেই পূর্ব্ব শরীর প্রাপ্ত হও।"

এই কয়েকটী কথা উচ্চারিত হইতে না হইতে সেই কুষ্ঠ রোগীর হস্ত, পদ ও গাত্রের ক্ষত দাগ অন্তর্হিত হইল. মুহূর্ত্ত মধ্যে সবলকায় বীর পুরুষ হইয়া, যে ব্যক্তি তাহার অবমাননা করিয়াছিল, তাহাকে সজোরে আঘাত করিল। প্রহরী আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইয়া মূৰ্চ্ছিত হইল। এই সুযোগে ভিক্ষুক প্রহরীর অশ্ব অধিকার পূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিল।

আর একজন অশ্বারোহী বলিল, "কে এই ভিক্ষুককে আঘাত করিয়াছে? যদি না বলিয়া দাও, তাহা হইলে তোমাদিগের সকলকে বলপূর্ব্বক ভগবান্ সমীপে লইয়া যাইব।"

প্রহরীগণ উত্তর দি[illegible], এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া, পুত্তলিকার ন্যায় অশ্ব পৃষ্ঠে ব[illegible] প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া অশ্বারোহীগণ প্রহরী ও রমণীদিগকে আক্রমণ করিতেছে, ঠিক্ সেই সময়ে উপর হইতে দৈব বাণী হইল, "তোমরা সকল ব্যক্তিকে ভগবান সমীপে লইয়া যাইও না! যে ব্যক্তি দোষী তাহাকে লইয়া যাও! ভগবান্ তাহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবেন! আর একটী মাত্র রমণী লইয়া যাও—ভগবানের এই আদেশ।"

অশ্বারোহীগণ, ভিক্ষুকের আঘাতে দোষী ব্যক্তি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে ভাবিয়া, তাহাকে লইল না; দৈব বাণী অনুসারে, তাহারা একটী মাত্র রমণীকে লইয়া নিবিড় অরণ্যে, নিমেষ মধ্যে লুক্কায়িত হইল।

যদি সে সময়ে, কোন নৈসর্গিক কাণ্ড দ্বারা, সেই স্থান জলময় হইত, এবং পার্শ্বস্থ নিবিড় জঙ্গল মরুভূমিতে পরিণত হইত, তাহা হইলেও রমণী ও প্রহরীগণ অধিকতর বিস্মিত হইত না। তাহারা কিছু কাল কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ রহিল, পরে কথঞ্চিৎ মস্তিষ্ক স্থির করিয়া, গমন আরম্ভ করিল। যে প্রহরী ভিক্ষুক কর্ত্তৃক আঘাতিত হইয়া অচেতন হইয়াছিল, তাহার গুরুতর আঘাত লাগে নাই। মোহান্তে অশ্বরোহণে পারগ হইল, এবং সঙ্গীদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিপরীত মিলন।

ভগবান্ প্রেরিত দূতেরা, কামিনীকে লইয়া, একটী সুসজ্জিত গৃহে জনৈক সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। এই সন্ন্যাসীই ভগবান্। ভগবানের যেমন কোন গুণ নাই, অর্থাৎ নির্গুণ, এ ভগবানেরও কোন গুণ নাই, এও নির্গুণ। ভগবান যেমন পৃথিবীস্থ সকল ব্যক্তিকেই সমভাবে অবলোকন করেন, এই ভগবান্ ও তদ্রূপ করিয়া থাকে। তবে কি সেই ঈশ্বরে আর এই ভগবানে কোন প্রভেদ নাই? হাঁ! প্রভেদ আছে! তাহা যে কিরূপ, তাহা সামান্য লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। পাঠক! আকাশ অপেক্ষা, কোটি কোটি গুণ একটী উচ্চ স্থান মনোমধ্যে নির্ম্মাণ করুন, তাহাতে আর পাতালের অপেক্ষাও নিম্ন কোন স্থান যদি থাকে, তাহা হইলে তাহাতে আর সেই উচ্চ স্থানে যত দূর প্রভেদ, তাহাপেক্ষাও সেই পরমপিতা জ্যোতির্ম্ময় ভগবানে, আর এই পাষণ্ড ভগবানে কোটি কোটি গুণে প্রভেদ। সেই মঙ্গলাধার ভগবানে, আর এই পাষণ্ড ভগবানে তুলনা করিলে, ভগবানের পবিত্র নামের কলঙ্ক করা হয়। পাঠক! এই ভগবান্ আর কেহই নহে, সেই দস্যুপতি ভগবান্!

পাঠক! এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, সেই কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ভিক্ষুক কোন্

ভগবানের বিচার প্রার্থনা করিয়াছিল। দস্যুগণ রণধীরের প্রিয়তমাকে উদ্ধার করিবার জন্য এক অপরূপ কৌশল নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সেই কৌশল প্রভাবে, এই রমণীকে রক্ষক বৃন্দ হইতে অনায়াসে লইয়া আসিতে পারগ হইয়াছে। দস্যুগণ, তাহাদের একজন সঙ্গীকে ভিক্ষুক সাজাইয়া, তাহার বদনে ও হস্ত পদাদিতে ময়দা লেপন করিয়া, তদুপরি রঙ লাগাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে তাহাকে ঠিক্ কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ভিক্ষুকের ন্যায় দেখাইয়াছিল। এইরূপে তাহাকে ভিক্ষুক সাজাইয়া, রমণীগণ যে পথ দিয়া যাইবেন, তাহার এক পার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছিল। তাহাকে দেখিলে, রমণী-গণ অবশ্যই দয়ার্দ্র হইয়া অর্থ দান করিবেন, সুতরাং গমনের বাধা পড়িবে, তাহাতে প্রহরীরা ভিক্ষুকের উপর বিরক্ত হইয়া তাহাকে কটুবাক্য বলিবে, এবং মারিতেও উদ্যত হইবে, তাহাও তাহারা স্থির করিয়াছিল। প্রহরীগণ ভিক্ষুককে কটু বাক্য বলিলে কি আঘাত করিলে, "ভগবান ইহার বিচার করুন" এই কথা বলিতে শিখাইয়া দিয়াছিল। দস্যুরা কিরূপে ভগবান্ প্রেরিত দূত সাজিয়া আসিয়াছিল, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষুক প্রমুখাৎ "ভগবান্ ইহার বিচার করুন" এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতে ভগবান্ প্রেরিত দূতদিগকে দেখিয়া, রমণী ও প্রহরীগণ একেবারে আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ হইয়াছিল। অন্য দিকে কিছুই লক্ষ্য রাখে নাই, কেবল চতুর্দ্দিকস্থ, অস্ত্রধারী অশ্বারোহীদিগকে নিস্পন্দ নয়নে, নিরীক্ষণ করিতে-ছিল। সেই সুযোগে ভিক্ষুক, উপরকার জীর্ণ বস্ত্র ও বদন এবং হস্ত পদাদির লেপন দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, এবং দস্যু কর্ত্তৃক তাহার পূর্ব্ব শরীর পাইবার কথা উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই সে আপনার যথার্থ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। দস্যু-দিগের কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিবার জন্য, জনৈক দস্যু পথের পার্শ্বস্থিত একটী বৃক্ষের উপর উঠিয়া আকাশ বাণী বলিয়াছিল।

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, রণধীর বিমলাকে পাইবার জন্য, ভগবানের সহিত কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি বিপরীত দিক্ হইতে আসিয়া, রমণীদিগের প্রতি লক্ষ্য করে, তাহার অন্য কোন অভিপ্রায় ছিল না, তাহার মধ্যে কোন রমণী রণধী-রের লিখিত বর্ণনানুসারে মিলিত হয় দেখিতেছিল, এবং দুই এক জন

রমণীর আকার, গঠন ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া সুহাসিনীকে রণধীরের প্রিয়তমা বলিয়া স্থির করিয়াছিল।

ভগবান্ এক খণ্ড কাগজ হস্তে করিয়া সম্মুখস্থিত রমণীর মুখমণ্ডল, অবয়ব, প্রভৃতি নিস্পন্দ নয়নে দেখিতে লাগিল। কিছুকাল নিরীক্ষণের পর মস্তক নাড়িতে নাড়িতে অনুচরবর্গকে বলিল, "এই রমণীকে, সেই বন্দীর নিকট লইয়া যাও।"

প্রভুর আজ্ঞানুসারে দুই জন দস্যু কামিনীকে রণধীরের নিকট লইয়া চলিল।

অপহৃতা কামিনী, সুহাসিনী ভিন্ন আর কেহই নহে। দস্যুগণ তাহাকে রক্ষক বৃন্দ হইতে অপহৃত করিয়া, মহা সমাদরে যত্নপূর্ব্বক এই স্থানে আনিয়াছে। সুহাসিনী দস্যু হস্তগত হইয়াছে, এমত বিবেচনা করিতেছে না। রাজ রক্ষক বৃন্দে পরিবেষ্টিতা হইয়া যেরূপ স্বচ্ছন্দে ছিল, তাহাপেক্ষা অধিক স্বচ্ছন্দে এই দস্যুদল মধ্যে রহিয়াছে।

সুহাসিনী দস্যুদিগকে তাহার অপহরণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা নিরুত্তর ছিল। যদিও দস্যুদিগের আচরণ দেখিয়া ভীতা হয় নাই, তথাচ তাহার মনে এক অভিনব ভাব উদয় হইয়াছে। মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, কেন দস্যুরা তাহাকে অপহরণ করিল? তবে কি শরৎকুমার, তাহার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া দস্যু দ্বারা তাহাকে আপনার নিকট লইয়া যাইতেছেন? তাহাকে চিরকাল সম্রাটের বেগম রূপে থাকিতে হইবে, তাহার আর উদ্ধার হইবে না, এই ভাবিয়া শরৎকুমার কি দস্যুদিগকে নিযুক্ত করিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন? সুহাসিনী ইহাই স্থির করিল। ভগবানের কথা শুনিয়া সুহাসিনীর ভয় হইয়াছে, মনে করিতেছে, "তবে কি শরৎকুমার বন্দী! তাহা না হইলে ভগবান্ কেন বলিল, "এই রমণীকে সেই বন্দীর নিকট লইয়া যাও।" যাইতে যাইতে এই প্রকার নানারূপ তর্ক বিতর্ক সুহাসিনীর মনে উদয় হইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে দস্যুদ্বয় সুহাসিনীকে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করাইল। যাইতে যাইতে অদূরে একটী অত্যুচ্চ গোলাকৃতি প্রাচীর দৃশ্য পথে পতিত হইল। তাহার চতুর্দ্দিক জল রাশিতে পরিপূর্ণ। অপর পারে একটী

বৃহৎ কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতু দোলায়মান রহিয়াছে। অত্যুচ্চ প্রাচীরের নিকটবর্ত্তী হইলে একজন দস্যু, "নয়াকিতাব" বলিয়া চীৎকার করিল।

"নয়াকিতাব" দস্যু কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইবামাত্র এক ব্যক্তি আসিয়া অপর দিক্ হইতে সেই কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতু, পরিখার অপর পার পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়া দিল। সুহাসিনী ও দস্যুদ্বয়ের অপর পারে আসিতে কষ্ট হইল না, অবাধে কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতু দিয়া পার হইল। পার করিয়াই, সে ব্যক্তি আবার সেতুকে মুহূর্ত্ত মধ্যে পূর্ব্ব অবস্থায় তুলিয়া রাখিল।

ঐ সেতু একটী অত্যুচ্চ গোলাকৃতি কাষ্ঠের সহিত এরূপ ভাবে সংলগ্ন আছে যে, তাহা কপি যন্ত্র প্রভাবে, কেবল মাত্র একজন ব্যক্তির দ্বারা অনায়াসে নামাইতে ও তুলিতে পারা যায়।

দস্যুদিগের প্রত্যহই সঙ্কেত কথা বদল হইত, অদ্যকার সঙ্কেত কথা "নয়া কিতাব"। সুতরাং উহা উচ্চারিত হইবামাত্র অপর পারস্থিত দস্যু, আপন দলভুক্ত ব্যক্তি জ্ঞানে, মুহূর্ত্ত মধ্যে সেতু নামাইয়া দিয়াছিল।

গোলাকৃতি অত্যুচ্চ প্রাচীরের, কেবল একটীমাত্র লৌহ নির্ম্মিত দ্বার ছিল, তদ্দ্বারা সুহাসিনী ও দস্যুদ্বয় ভিতরে প্রবিষ্ট হইল। সুহাসিনী দেখিল, প্রাচীরের মধ্যস্থলে একটী দ্বিতল অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। অট্টালিকা ও প্রাচীরের মধ্যস্থলে অনেক ভূমি রহিয়াছে, তদুপরি নানা প্রকার পুষ্প লতাদি শোভা পাইতেছে—নানা রঙের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া, এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। প্রস্ফুটিত পুষ্প চয় ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া শুকাইয়া ঝরিয়া যাইতেছে। যে গুলি অফুটন্ত আছে, তাহারা প্রস্ফুটিত পুষ্প চয়কে দেখিয়া, সেই সুন্দর রূপ ধারণ করিবার জন্য, হিংসা প্রযুক্ত পাখা বিস্তার করিতে ব্যগ্র হইতেছে। সুহাসিনী, যাইতে যাইতে অফুটন্ত পুষ্পের দশা দেখিয়া মনে করিল, "এই কুঁড়ি দুই এক দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রস্ফুটিত হইয়া, ভ্রমর দ্বারা স্বীয় মধুপান করাইবে, কিন্তু আমি কি এই অফুটন্ত কুঁড়ির ন্যায়, ভ্রমর দ্বারা মধুপান করাইতে সক্ষম হইব? না প্রস্ফুটিত পুষ্প চয়ের মত ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া যাইব।"

সুহাসিনী স্থির করিয়াছিল যে, শরৎকুমারকে কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন অপকৃষ্ট গহ্বরে দেখিতে হইবে, কিন্তু তাহা না হইয়া একটী উদ্যান বেষ্টিত অট্টালিকা দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইল।

কোন ব্যক্তি, যার পর নাই আনন্দিত হইলে, তাঁহার যথার্থ ভালবাসার পাত্রকে, সেই আনন্দের অংশীদার করিতে ইচ্ছা করেন। পুরুষের যথার্থ ভালবাসার সামগ্রী স্ত্রী, স্ত্রীলোকের স্বামী। প্রস্ফুটিত পুষ্প ও অফুটন্ত কুঁড়ি চয়ের হাব ভাব দেখিয়া, সুহাসিনী এত আনন্দিত হইয়াছিল যে, সেই আনন্দের অংশীদার করিতে তাহার মন ব্যগ্র হইয়াছিল। আপন ভাবী স্বামীকে হৃদয় মাঝে স্থাপন পূর্ব্বক, একেবারে প্রেমে পুলকিত হইয়া বলিয়াছিল, "আমি কি এই অফুটন্ত কুঁড়ির ন্যায় ভ্রমর দ্বারা মধু পান করাইতে সক্ষম হইব।"

দস্যুদ্বয়, সুহাসিনীকে সদ্ব্যবহারে করিয়া অট্টালিকার দ্বিতলস্থ একটী সুসজ্জিত কক্ষে, জনৈক ভদ্র বংশীয় যুবা পুরুষের সম্মুখে স্থাপন করিল। যুবক শয্যাপরি বসিয়াছিলেন, তাহাদের আগমনে উঠিয়া বসিলেন। সুহাসিনী, কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, কক্ষস্থিত যুবককে গবাক্ষ দিয়া দেখিয়া, আপনা অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছিল। অবগুণ্ঠন থাকা হেতু, রমণীর মুখ মণ্ডল যুবক দেখিতে পাইলেন না। রমণীকে সেই গৃহে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, রক্ষক দ্বয় তথা হইতে অন্তর হইল।

দস্যুদ্বয়, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্রই, যুবক আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া সুহাসিনীকে একেবারে আলিঙ্গন করিলেন, এবং মুখ চুম্বন করিবার জন্য অবগুণ্ঠন উত্তোলন করিলেন। সুহাসিনীর মুখমণ্ডল দেখিয়া, যুবক এক লম্ফে পাঁচ হস্ত দুরে গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, "অন্য রমণী!" এই যুবক আর কেহই নহেন, আমাদের পূর্ব্ব কথিত রণধীর।

দস্যুদ্বয় কক্ষের বাহিরে ছিল, রণধীর উচ্চারিত "অন্য রমণী" এই কথাটী শুনিয়া, যার পর নাই বিস্মিত হইল, এবং বাহির হইতে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি বলিলেন?"

"তোমরা দস্যুচিত কার্য্যই করিয়াছ! আমার বর্ণিত রমণীকে না আনিয়া অন্য রমণী আনিয়াছ!" রণধীর গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া দস্যুদিগকে সরোষে এই কয়েকটী কথা বলিলেন।

শুনিয়া তাহাদের মধ্যে একজন নম্রস্বরে বলিল, "আপনি ঠিক রমণী পাইয়াছেন কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। আপনার যাহা বলিবার আছে,

তাহা আমাদের প্রভুর নিকট বলিতে পারেন। ইচ্ছা করিলে এই দণ্ডেই আমাদের সহিত সেখানে যাইতে পারেন।"

"চল আমি এখনই প্রস্তুত আছি!" রণধীর উত্তর করিলেন।

দস্যুদ্বয়, রণধীর ও সুহাসিনীকে সঙ্গে লইয়া গমন আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে তাহারা ভগবানের আড্ডার সম্মুখে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রথমে যখন দস্যুগণ রণধীরকে ধৃত করে, তখন তাহারা তাঁহার চক্ষু বন্ধন করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, যে এবারেও তাঁহাকে তদ্রূপ অবস্থায় লইয়া যাইতে লাগিল। সুহাসিনীর চক্ষু বন্ধন করে নাই। কিয়ৎকালের মধ্যে দস্যুদ্বয়, তাঁহাদিগকে ভগবানের কক্ষে উপস্থিত করাইল, এবং রণধীরের চক্ষু বন্ধন মোচন করিয়া দিল। ভগবান্ তথায় দশ বার জন অনুচরে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছে। যে দুইজন দস্যু, রণধীর ও সুহাসিনীকে তথায় আনয়ন করিয়াছিল, তন্মধ্যে একজন রণধীরের মনোভাব ভগবানের নিকট ব্যক্ত করিল।

শুনিয়া ভগবানের রক্তবর্ণ চক্ষু আরও রক্তবর্ণ হইল, ক্রোধে তাহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, ভীষণস্বরে বলিল, "কি! আমার অনুচরগণ ঠিক্ রমণী না আনিয়া, অপর রমণী আনিয়াছে! এত দিনে ভগবান্ নামে কলঙ্ক হইল।" ক্ষণেক নীরবের পর, জনৈক দস্যুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভজনলাল! জয়রাম যে অবস্থায় থাকুক্, তুমি এখনই তাহাকে এই স্থানে আনয়ন কর?"

প্রভুর আজ্ঞা পাইবামাত্র দস্যু "যে আজ্ঞা" বলিয়া নত শিরে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সুহাসিনীর মনের গতি তখন অন্য দিকে রহিয়াছে। রণধীর কর্ত্তৃক আলিঙ্গনের বিষয় তাহার মনোমধ্যে আন্দোলিত হইতেছে। যে সময়ে রণধীর তাহার গাত্র স্পর্শ করেন, সে সময়ে যদি দৈব বশতঃ সেই গৃহের ছাদ ভেদ করিয়া, দৈত্য বা রাক্ষস আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইত, তাহা হইলেও তাহাপেক্ষা অধিকতর বিস্মিত হইত না। কোথায় শরৎকুমারের আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হইবে, আশা করিয়াছিল, তাহা না হইয়া দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ অপর পুরুষের হস্ত দ্বারা অঙ্গ স্পর্শিত হইল। সুহাসিনী রণধীরকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল। পাঠক! অবগত আছেন যে, রণধীরের সহিত সুহা-

সিনীর পূর্ব্বে একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এবং তিনি যে বিমলার প্রেমাশক্ত তাহাও জানিতে পারিয়াছিল। রণধীরের আলিঙ্গনে তাহার মনে লজ্জা অথবা ভয় আসিয়া স্থান পায় নাই, কেন না বেশ বুঝিয়াছিল যে, বিমলা জ্ঞানে রণধীর তাহাকে স্পর্শ করিয়াছেন।

রণধীর, বিমলার পরিবর্ত্তে সুহাসিনীকে দেখিয়া, সকল আশা নির্ম্মূল হইল ভাবিয়া, একেবারে জ্ঞান শূন্য হইয়াছিলেন। সুহাসিনীর অবগুণ্ঠন মোচন করিবামাত্রই, তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু সে সময় শোকে ও ক্রোধে জড়ীভূত হইয়া, একটী কথাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই।

কিছুকালের মধ্যে ভজনলাল, জয়রামকে সমভিব্যাহারে ... ভগবানের সম্মুখে প্রত্যাগত হইল।

জয়রামকে দেখিবামাত্র, ভগবান্ নম্র অথচ গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিল, "জয়রাম! আমি তোমাকে এই যুবার প্রিয়তমকে উদ্ধার করিবার ভার দিয়াছিলাম! আমি সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য, যে সকল বীর পুরুষ পাঠাইয়াছিলাম, তোমাকে উপযুক্ত পাত্র জ্ঞানে, তাহাদিগের অধ্যক্ষ করিয়াছিলাম! তুমি তাহার প্রতিফল দিয়াছ। এত দিনে, কেবল তোমার দ্বারাই ভগবানের লক্ষ্য, এই প্রথমবার অব্যর্থ হইল! তোমার দ্বারাই আজ ভগবান্ নামের কলঙ্ক হইল! তুমি বিমলার অনুসন্ধান না করিয়া, ইচ্ছামত অপর রমণীকে আনিয়াছ!"

জয়রাম, ভগবানের কথা শুনিয়া, তাহার লক্ষ্য যে অব্যর্থ হইয়াছে, এমত বিবেচনা করিল না, গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "আপনি যদি বিশেষ রূপে বিবেচনা—"

"বিবেচনা—বিবেচনা শক্তি আমার বিলক্ষণ আছে! তোমার নিকট উহা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করি না!" জয়রামের মুখ হইতে, দুই চারিটী কথা বাহির হইতে না হইতে, ভগবান্ কর্কশ স্বরে এই কয়েকটী কথা বলিল।

জয়রাম ভগবানের প্রধান সহচর। সে ভগবান্ কর্ত্তৃক, এই প্রথমবার অবমানিত হইল। বিনা দোষে এইরূপ অবমানিত হওয়াতে, তাহার মনে ক্ষোভ, অভিমান আসিয়া উপস্থিত হইল. বলিল, "আমার কি সাধ্য, যে

আপনাকে বিবেচনা শক্তি দিই, কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, রণধীরের লিখিত বর্ণনানুসারে, আমি এই রমণীকে ধৃত করিয়া আনিয়াছি।"

তখন ভগবানের চমক হইল। রণধীরের লিখিত বর্ণনানুসারে, সুহাসিনীর পরিচ্ছদ, বদনমণ্ডল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি নিজে মিলাইয়া লইয়াছিল, মনে পড়িল। ইহাতে জয়রামের কোন অপরাধ নাই, ধারণা হইল।

বস্তুতঃ ইহা ব্যতিত, ভগবানের অনুচর কর্ত্তৃক, অন্য কোন কর্ম্ম বিফল হয় নাই। ভগবান অন্য রমণী ধৃত হইয়াছে শুনিয়াই, একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া কয়েকটী শক্ত কথা জয়রামকে বলিযাছিল।

ভগবান অপ্রতিভ হইয়া, নম্র স্বরে বলিল, 'জয়রাম। তোমারই কথা সত্য, বিবেচনা না করিয়াই তোমাকে শক্ত কথা বলিয়াছি, মনে কিছু করিও না।"

শুনিয়া জয়রাম সন্তুষ্ট হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান গম্ভীর স্বরে রণধীরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তোমার লিখিত বর্ণনানুসারে, এই রমণী আনিত হইয়াছেন। তোমার লেখাতে, সেই রমণীর পরিচ্ছদ, মুখমণ্ডল, হস্ত পদাদি ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেরূপ বর্ণিত ছিল, এই রমণীরও ঠিক সেইরূপ, সুতরাং আমার অনুচরেরা, ইহাঁকে তোমার প্রণয়িনী ভ্রমে এখানে আনয়ন করিয়াছে, তাহাদের কোন দোষ নাই। ইচ্ছা হয়, এই রমণীকে তুমি লইতে পার, আমাদের কোন আপত্তি নাই। আমার অনুচর, তোমার পিতার নিকট হইতে পঞ্চ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া আসিলেই, তোমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিব।"

ভগবানের বাক্য শ্রবণে রণধীরের অন্তঃকরণে ক্রোধ উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু কোন কারণ দর্শাইতে অক্ষম বলিয়া তাহা প্রকাশ করিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, সুহাসিনী কি উপায়ে বিমলার পরিচ্ছদ পাইলেন. কি প্রকারেই বা সম্রাটের বেগমদিগের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি আরও দেখিলেন যে, দস্যুগণ তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করে নাই, ঠিক তাঁহারই বর্ণনানুসারে, সুহাসিনীকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে। কিছুকাল নীরবের পর বলিলেন, "তুমি এই রমণীকে লইতে বলিতেছ, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে, যত দিন ইহাঁর আত্মীয়ের সহিত, ইহাঁকে মিলিত করিয়া দিতে না পারি, তত দিন আমার নিকটে যত্ন পূর্ব্বক আপন সহোদরার ন্যায় রাখিব। কিন্তু

তোমরা যখন আমার প্রার্থিত রমণীকে আনয়ন করিয়া দিতে পারিলে না, তখন পিতার নিকট হইতে, তোমার অনুচর পঞ্চ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া না আসিলে আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে না, ইহা তোমার কি বিবেচনা।"

শুনিয়া ভগবান্ উত্তর করিল, "আমার আবার বিবেচনা। আমরা ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে পারি না, আমরা তোমার নিকট হইতে ভিক্ষা লইব না। আমা-দের পরিশ্রমের মূল্য লইব। আমার দূত, তোমার পিতার নিকট হইতে অর্থের সহিত ফিরিয়া না আসিলে, তোমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতে পারি না।"

এই সময়ে রণধীরের পিতার নিকট হইতে দূত প্রত্যাগমন করিল। তাহার নাম মোহনলাল।

মোহনলালের প্রতি ভগবান্ অনিমেষ লোচনে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীর স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মোহনলাল! খবর কি? টাকা পাইয়াছ কি?"

মোহনলাল উত্তর করিল, "প্রভু! আমাদের সকল পরিশ্রম নষ্ট হইল! টাকা পাই নাই!"

শুনিয়া রণধীর গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, মুখ রক্তবর্ণ হইল, সরোষে বলিলেন, "কি টাকা পাও নাই! আমার পিতা আমার জীবনের জন্য টাকা দেন নাই! কখনই হইতে পারে না!"

মোহনলাল মুখ বিকৃতি করিয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "তোমার পিতা তোমার জীবনের জন্য অর্থ দেওয়া দূরে থাকুক, যাহাতে তোমার জীবন শীঘ্র শেষ হয়, [illegible]চ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।"

রণধীর ভীষণ স্বরে বলিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই মিথ্যা বলিতেছ! আমার পিতা নিশ্চয়ই তোমাকে অর্থ দিয়াছেন!"

মোহনলাল একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল, "কি! আমি তোমার পিতার নিকট হইতে টাকা পাইয়াছি! আমি মিথ্যা বলিতেছি! তুমি সাবধান হইয়া কথা কহিও!" মোহনলাল ক্ষণেক স্তব্ধ হইল, পরে ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ঠাকুর! রণধীরের পিতা পত্র পাঠ করিবামাত্রই খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, আমাকে ঘৃণা পূর্ব্বক বলিলেন, 'যদিও এই পত্রে, আমার পুত্রের হস্তাক্ষর আছে, কিন্তু তাহার এমন কি বিপদ ঘট-

য়াছে যে, পঞ্চ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা না পাইলে, উদ্ধার পাইবেন না; তিনি কিরূপ বিপদে পড়িয়াছেন, না জানিলে টাঁকা দিব না।' তখন আমাকে কাজে কাজেই বলিতে হইল যে, রণধীর এক জন বণিক কন্যার প্রেমাশক্ত, সেই রমণী এক্ষণে সম্রাটের বেগমদিগের মধ্যে আছেন, তাঁহাকেই উদ্ধার করিবার জন্য রণধীরের এত অধিক মুদ্রা আবশ্যক। আমি আরও তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, অর্থ না দিলে পুত্রকে আর দেখিতে পাইবেন না, কেন না রণধীর সেই রমণীর জন্য একেবারে উন্মাদ হইয়াছেন, তাঁহাকে না পাইলে নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিবেন; অর্থ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে, আপন প্রিয়তমাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবেন না। আমার এই কথা শুনিয়া, রণধীরের পিতা একেবারে ক্রোধান্ধ হইলেন, বলিলেন, 'দিল্লীশ্বরের সেনাপতি মহারাজ গোপালচন্দ্রের পুত্র, এক জন সামান্য বণিক কন্যার প্রেমাশক্ত! আমি অর্থ পাঠাইলে নরাধম এক জন বণিক কন্যার পাণি-গ্রহণ করিবে! কখনই হইতে পারে না! তুমি দূত! তোমাকে আর অধিক কি বলিব, আমার সেই নরাধম পুত্রকে বলিও, বণিক কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য, আমি তাহাকে এক কপর্দ্দকও সাহায্য করিব না। অদ্য হইতে তাহাকে ত্যাগ করিলাম।' আমি তাঁহার ঐ সকল কথা শুনিয়া আর অন্য কোন কথা বলিতে সাহস করিলাম না। রণধীরের পিতা যে মহারাজ গোপালচন্দ্র, দিল্লীশ্বরের এক জন সেনাপতি, ইহা পূর্ব্বে রণধীর আমাদিগকে বলেন নাই।"

শুনিয়া রণধীর একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

[illegible] স্বরে বলিল, "যুবক! এক্ষণে তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে হইবে! প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ আছে কি? না ভুলিয়া গিয়াছ?"

রণধীর সদর্পে উত্তর করিলেন, "অবশ্যই আছে! ভুলি নাই!"

পাঠকের স্মরণ আছে যে, ভগবানের নিকট কি ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞায় রণধীর আবদ্ধ। পঞ্চ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা না পাইলে, দস্যু তাঁহার জীবন নাশ করিবে।

ভগবান্ বলিল, "যুবক! তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলাম! এক্ষণে মরিবার জন্য প্রস্তুত হও।"

রণধীর সদর্পে উত্তর করিলেন, "সে আর তোমাকে বলিতে হইবে না, বীর পুরুষ সকল সময়ে মরিবার জন্য প্রস্তুত থাকে।"

ভগবান্ বন্দীর সাহস দেখিয়া, মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিল না। অনুচর বর্গকে বলিল, "এক্ষণে এই যুবককে কারারুদ্ধ করিয়া রাখ, কল্য রাত্রি দুই প্রহরের সময়, সয়তান বৃক্ষে ইহাকে ফাঁশি দিও—আর এই যুবতীকে আপাততঃ যত্ন করিয়া রাখ, দেখিও যেন কোন রূপ অত্যাচার না হয়, পরে ইহার বিচার করিব।"

বলা বাহুল্য যে, রণধীরের হস্ত পদ এক্ষণে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। দস্যুগণ সুহাসিনী ও রণধীরকে লইয়া মন্তব্য স্থানে গমন করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুনরায় বন্দী।

শরৎকুমার বিমলাকে লইয়া, এ সরাই ও সরাই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এক স্থানে স্থির হইতে পারিতেছেন না। বিমলার প্রতি ঠিক্ আপন সহোদরার ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিলে লোকে, ভ্রাতা ও ভগ্নী ভিন্ন আর কোন সন্দেহ করিতে পারে না। শরৎকুমার বিমলার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন, কিসে শীঘ্র রণধীরের বাম অঙ্কে শোভিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, রণধীর বিমলাকে উদ্ধার করিবার জন্য নিশ্চয়ই বেগমদিগের পশ্চাৎ লইয়াছেন। রণধীর যে কি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র অবগত নহেন। রণধীরের দর্শনাশয়ে বিমলাকে লইয়া বেগমদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বারোহণে যাইতে লাগিলেন। বিমলা অশ্বারোহণ করিতে জানিত, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। বিমলা ও শরৎকুমার মুঙ্গেরস্থ একটী সরাইয়ে বিশ্রাম করিতেছেন। অনেক সৈনিক পুরুষ তথায় উপস্থিত হইয়া

সবাইস্বামীকে মদ্য ও আহারীয় সামগ্রী আনয়ন করিতে বলিল। আজ্ঞানুসারে সবাইস্বামী মদ্য ও আহারীয় সামগ্রী আনিয়া দিল। সে মদ্য পান ও আহারীয় সামগ্রী ভোজন করিতে লাগিল। সবাইয়ে যে গৃহে বসিয়া, সে ব্যক্তি মদ্য পান করিতেছিল, ঠিক্ তাহার সম্মুখস্থ গৃহে বিমলা ও শরৎকুমার বিশ্রাম করিতেছেন। ঘটনাক্রমে সেই গৃহের দ্বার মুক্ত ছিল। আহার করিতে করিতে সে, এক এক বার বিমলা ও শরৎকুমারের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিল, এবং এক এক বার স্বীয় হস্তস্থিত এক খণ্ড কাগজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সময়ে শরৎকুমার সম্মুখস্থ গৃহে অপরিচিত ব্যক্তি দেখিয়া গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

সে ব্যক্তি আহার সমাপনান্তর, সরাইস্বামীকে উচিত মূল্য দিয়া তথা হইতে অশ্বারোহণে প্রস্থান করিল। শরৎকুমার ও বিমলা কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্বারোহণে তথা হইতে গমন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা মুঙ্গেরের পথ দিয়া পশ্চিমদিকে যাইতে লাগিলেন। রাস্তার দুই পার্শ্ব জঙ্গল ও পাহাড়ে পরিপূর্ণ। কিছুকাল গমনের পর পশ্চাতে অশ্বের পদ শব্দ শুনিতে পাইলেন। শরৎকুমার দেখিলেন যে, দ্বাদশ জন অশ্বারোহী, অশ্বকে দ্রুতপদে ছুটাইয়া তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। দেখিবামাত্রই শরৎকুমার বলিয়া উঠিলেন, "বিমলে! প্রাণপণে অশ্ব ছুটাও! দস্যু আমাদের পশ্চাতে!" বিমলা উত্তমরূপে অশ্ব চালন করিতে জানিত। শরৎকুমারের প্রমুখাৎ ঐ কথা শুনিয়া, অশ্বকে কষাঘাত পূর্ব্বক অতি দ্রুতবেগে ধাবমান করিল। উভয়ে ক্রমাগত অর্দ্ধ ঘণ্টা ছুটাইয়া আসিবার পর শরৎকুমার শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন ভাবিয়া, বিমলাকে অশ্বের গতি অপেক্ষাকৃত রোধ করিতে বলিলেন, বিমলা তদ্রূপ করিল। শরৎকুমার বিমলার অশ্বচালনার নৈপুণ্যতা দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন, বলিলেন, "বিমলে! ধন্য তোমার অশ্ব চালন শিক্ষা! কোন বঙ্গীয় রমণীকে এরূপ দৃঢ়তার সহিত অশ্ব চালনা করিতে পূর্ব্বে দেখি নাই, এই নূতন দেখিলাম। ক্ষণেক নীরবের পর আবার বলিলেন, "এখন আর আমাদের বিপদ নাই, তবুও অশ্বের গতি একেবারে কমাইয়া দেওয়া উচিত নহে।"

এই রূপে সাহসে নির্ভর করিয়া যাইতে যাইতে, তাঁহারা একটী বক্র স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথের সম্মুখে পাহাড়, পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়া আবার

পথ আবদ্ধ হইয়াছে, পাহাড় থাকা হেতু সম্মুখস্থিত কোন বস্তু দৃশ্য পথে পতিত হইতেছে না।

বিমলা ও শরৎকুমার সেই বক্র স্থান অতিক্রম করিবামাত্রই সম্মুখে বিংশতি জন অস্ত্রধারী অশ্বারোহীকে দেখিতে পাইলেন, তাহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহা-দিগকে বেষ্টন করিল। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া শরৎকুমার নিস্তব্ধ হইয়া রহি-লেন। একাকী থাকিলে নিশ্চয়ই সম্ভব মত, যতদূর পারিতেন, তাহাদিগের আক্রমণে বাধা দিতেন; কিন্তু সঙ্গে রমণী, ওরূপ করিলে পাছে বিমলার অধিক তর অনিষ্ট হয়, সেই আশঙ্কায় নিস্তব্ধ রহিলেন।

বিমলা উপস্থিত বিপদে যার পর নাই ভয়াতুরা হইয়াছিল বটে, কিন্তু মূর্চ্ছিতা হয় নাই।

শরৎকুমার, অশ্বারোহীদিগের মধ্যে, যে ব্যক্তি তাঁহাদের সম্মুখে সরাইয়ে বসিয়া মদ্যপান করিয়াছিল, তাহাকেও দেখিতে পাইলেন। তখন আর তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না, নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিলেন যে, এই আক্রমণের কোন গূঢ় কারণ আছে, কেবল তাঁহাদের নিকটস্থ স্বর্ণ মুদ্রা ও মূল্যবান সামগ্রী লুণ্ঠন করিবার জন্য নহে।

তন্মধ্যে জনৈক অশ্বারোহী তাঁহাদিগকে বলিল, "তোমরা আমাদের বন্দী! পলাইবার চেষ্টা করিলে প্রাণ বধ করিতেও ত্রুটি করিব না।"

শরৎকুমার অন্য উপায় অবলম্বন করা বৃথা জ্ঞান করিলেন। দস্যুগণ তাঁহাদিগকে লইয়া মন্তব্য স্থানে গমন আরম্ভ করিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

ষড়যন্ত্র।

রাজমহলের সুবাদার সুহাসিনীকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তাহার রূপে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাকে পাইবার জন্য নানারূপ কৌশল বিস্তার করিতেছেন। অনেক চিন্তার পর, ভগবানের সাহায্যে সুহাসিনীকে হস্তগত করি-বার মনস্থ করিয়াছেন।

সুবাদার একটী সুসজ্জিত গৃহে বসিয়া রহিয়াছেন, সম্মুখে ভগবানের প্রধান অনুচর জয়রাম দণ্ডায়মান রহিয়াছে, গৃহে আর কেহই নাই। সুহাসিনাকে কি রূপে হস্তগত করিবেন, সেই বিষয় লইয়া জয়রামের সহিত কথোপকথন করিতেছেন।

সুবাদার বলিলেন, "আমি দেশের রাজা! আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে।"

জয়রাম বলিল, "মহারাজকে আমরা সেই রমণীকে দিয়া সন্তুষ্ট করিব! আমার কথায় রাগ করিবেন না, দুত বিবেচনায় ক্ষমা করিবেন। আমার প্রভু মহারাজের কর্ম্ম সমাধা করিবার জন্য, অগ্রিম পঞ্চ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা যাচিজ্ঞা কারয়াছেন, আপনার মনোস্কামনা পূর্ণ করিয়া দিলে পর, তাঁহাকে আরও দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিতে হইবে। এক্ষণে অনুমতি হইলে, ভগবান্ সেই রমণী রত্নকে আনিয়া, আপনার বাম অঙ্গ শোভিত করিবেন।"

জয়রামের বাক্য শুনিয়া সুবাদারের ইচ্ছা হইল যে, অনলে দগ্ধ করিয়া তাহার প্রাণ বিনষ্ট করেন, কিন্তু সুহাসিনীকে পাইবার জন্য, এত ব্যগ্র হইয়াছেন যে, বাহ্যিক কোন ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া, তাহার কথায় সম্মত হইলেন।

সুবাদার আপন সৈন্য ও রক্ষকগণের দ্বারা সুহাসিনীকে অপহরণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এই ব্যাপার গোপন রাখিতে যার পর নাই যত্নবান ছিলেন। তিনি যখনই এই রূপ ঘৃণিত কার্য্য করিতেন, তখনই রাজকীয় সৈন্য কিম্বা প্রহরীদিগের দ্বারা তাহা সম্পন্ন করাইতেন না। আপনার গোপনীয় দল বলের দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সমাধা করাইতেন। সুবাদার, ভগবানের অনেক অদ্ভূত কীর্ত্তি শুনিয়াছিলেন, এই কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া, তাহার নিকট গুপ্ত অনুচর প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ ভয়প্রযুক্ত স্বয়ং না আসিয়া, প্রধান অনুচর জয়রামকে পাঠাইয়াছে। তাহার স্বয়ং না আসিবার কারণ এই যে, পাছে সুবাদার এই রূপে আপন হস্তে পাইয়া, বিচারে প্রধান দস্যু বলিয়া প্রাণ বধ করেন।

সুবাদার বলিলেন, "আমি তোমাদের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মত হইলাম, কিন্তু তোমার প্রভুকে বলিও, আমার বাঞ্ছিত দ্রব্য না পাইলে, কঠিন দণ্ড দিব।"

শুনিয়া জয়রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমার প্রভুর অনুচরেরা কথনই অকৃতকার্য্য হয় না, সকল সময়েই আপন কর্ম্ম অবাধে সম্পন্ন করে। আমার প্রভুর নিকট হইতে আমি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছি, আমার সম্মতি হইলেই তাঁহার সম্মতি হইল—আমি আপনার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মত হইলাম। মহারাজকে ঠিক্ দ্রব্য না আনিয়া দিলে, ইচ্ছামত দণ্ড দিবেন।"

সুবাদার, জয়রামকে পঞ্চ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ও এক খণ্ড কাগজ দিয়া বলিলেন, "সেই যুবক ও যুবতীর অবয়ব প্রভৃতি কিরূপ, সবিশেষ এই কাগজে লিখিত আছে। তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে, তোমাদের বিশেষ পরিশ্রম ও বিলম্ব হইবে না। তাহারা গুপ্তভাবে নগরে নগরে ভ্রমণ করিতেছে, এখান হইতে অধিক দূর যাইতে পারে নাই, এক পক্ষ পূর্ব্বে এই স্থানেই ছিল।"

জয়রাম স্বর্ণ মুদ্রা ও কাগজ খণ্ড লইয়া, হৃষ্ট মনে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

বলা বাহুল্য যে, সুবাদার, শরৎকুমার ও সুহাসিনীকে ধৃত করিবার জন্য এইরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। কেবলমাত্র সুহাসিনীকে হস্তগত করিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, কেননা, সুবাদার বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শরৎকুমার এক জন সামান্য ব্যক্তি নহেন। তাঁহাকেও হস্তগত না করিলে, হয়তো তিনি ঐ বিষয় সম্রাট্ আকবারের কর্ণে তুলিলেও তুলিতে পারেন, সেই আশঙ্কায় তাঁহাকে আপন করে আনিয়া ইচ্ছামত তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিবেন, এবং সুহাসিনীকে লইয়া নিষ্কণ্টকে উপভোগ করিবেন, এইরূপ সংকল্প করিয়াছেন।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, কিরূপে সুবাদারের আজ্ঞানুসারে দস্যুগণ, শরৎকুমার ও সুহাসিনীর পরিবর্ত্তে বিমলাকে ধৃত করিয়াছে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিপরীত সামগ্রী।

সন্ধ্যা হইয়াছে। সুবাদার একটী সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া রহিয়াছেন। সে কক্ষে আর কেহ নাই। তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, কোন ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে জয়রাম, বিমলা ও শরৎকুমারকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। বিমলার মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠন দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে।

জয়রাম সুবাদারকে প্রণিপাত করিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "মহারাজ আপনার আজ্ঞানুসারে, ইহাঁদিগকে ধৃত করিয়া আনিয়াছি, এক্ষণে দেখিয়া লউন।"

সুবাদার, শরৎকুমারকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। অবগুণ্ঠনবতী, নিশ্চয়ই সুহাসিনী জ্ঞানে আনন্দে মত্ত হইয়া করতালী দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে এক জন পরিচারক তথায় উপস্থিত হইল।

"করতালী" সুবাদারের পরিচারকদিগকে আহ্বান করিবার সঙ্কেত চিহ্ন।

শরৎকুমারকে দেখাইয়া সুবাদার পরিচারককে বলিলেন, "তুমি এই যুবককে কারাগারে লইয়া যাও।"

পরিচারক. শরৎকুমারকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সুবাদার সন্তুষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া, জয়রাম আহ্লাদ সহকারে বলিল, "আমার প্রভু, মহারাজের মনোস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন, এক্ষণে অবশিষ্ট অর্থ দিয়া তাঁহাকে খুসি করুন।"

সুবাদার উত্তর করিলেন, "অবশ্যই করিব! আমি কোষাধ্যক্ষকে এখনই অনুমতি পাঠাইতেছি, কল্য প্রাতে তাহার নিকট হইতে অর্থ লইও!"

জয়রাম, সুবাদারকে অভিবাদন করিয়া, আনন্দ মনে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সুবাদার, বাস্তবিকই সুহাসিনীর জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি

মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, কোন রকমে এবারে হস্তগত করিতে পারিলে, আর পীড়ন করিবেন না, প্রলোভন দেখাইয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা করিবেন ; যদি অধিক সময় লাগে, ক্ষতি নাই।

সুবাদার মৃদু স্বরে বলিলেন, "সুহাসিনী! আমার উপর রাগ করিও না, আমার পূর্ব্ব ব্যবহারের কথা ভুলিয়া যাও, আমি তোমার প্রতি যে সকল কুব্যবহার করিয়াছি, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—আমি রাজা হইয়া তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—আমাকে ক্ষমা কর—আমাকে আত্ম সমর্পণ কর।"

শুনিয়া বিমলা একেবারে অবাক্ হইল। ভাবিল, "সুহাসিনী" এ নাম সুবাদার কোথা হইতে পাইলেন? এক সুহাসিনীতো তাহাকে উদ্ধার করিয়া সম্রাটের বেগমদিগের সহিত দিল্লী অভিমুখে যাইতেছে। তাহার কথা কি সুবাদার বলিতেছেন?" সুহাসিনীর বিষয় বিমলার অন্তঃকরণে চকিতের ন্যায় উদয় হইয়াই লোপ পাইল। নিজের বিষয় ভাবিতে লাগিল। কোথায় প্রাণনাথের সহিত মিলিত হইবে, তাহা না হইয়া আবার নূতন বিপদে পড়িল। ইহাপেক্ষা সম্রাটের বেগমদিগের মধ্যে থাকা সহস্র গুণে ভাল ছিল। এইরূপ নানা চিন্তা আসিয়া তাহাকে আকুল করিল, ভয়ে সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল।

বিমলাকে নিরুত্তর দেখিয়া সুবাদার আবার বলিলেন, "আমি তোমাকে সহধর্ম্মিণীর ন্যায় দেখিব।"

এই বলিয়া সুবাদার, বিমলার অবগুণ্ঠন তুলিয়া ধরিলেন। সুহাসিনীর স্থানে অপর রমণীকে দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন, অপ্রতিভ হইয়া চারি হস্ত দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। ভগবান্‌কে উচিত মত শাস্তি দিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাহার অনুচর, কোষাধ্যক্ষের নিকট অর্থ লইতে আসিলেই, তাহাকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন।

বিমলা যার পর নাই ভীতা হইয়া, আপন বদনমণ্ডল পুনরায় অবগুণ্ঠন দ্বারা আবৃত করিল। কিছুকাল মধ্যে সুবাদারের মন স্থির হইল। সুহাসিনী অপেক্ষা বিমলা কম সুন্দরী নহে, সুতরাং লম্পট সুবাদারের যে তাহাকে

দেখিয়া লোভ পড়িবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ? বিমলার রূপলাবণ্য দেখিয়া একেবারে বিমোহিত হইলেন, তাহাকে হস্তগত করিবার আশয়ে মৃদু স্বরে বলিলেন, "সুন্দরী! তোমার কষ্ট হইতেছে, এই চৌকিতে বসিয়া কষ্ট দূর কর!" এই বলিয়া নিকটস্থ এক খানি চৌকির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

বলা বাহুল্য যে, বিমলা তখনও পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া ছিল। সুবাদারের কথা বিষ সম বোধ হইল। বসিল না, দাঁড়াইয়া থাকিল।

বিমলা উপবেশন করিল না দেখিয়া সুবাদার বলিলেন, "সুন্দরী! আমি দেশের রাজা! আমার কথা অমান্য করিও না! আমি অনুরোধ করিতেছি, উপবেশন কর!"

বিমলা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মস্তক ঘুরিতেছে, চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতেছে, নিকটস্থ এক খানি চৌকির উপর বসিয়া পড়িল।

বিমলাকে উপবেশন করিতে দেখিয়া, সুবাদার মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই রমণীকে হস্তগত করিতে অধিক কষ্ট হইবে না। বলিলেন, "সুন্দরী! আমার সম্মুখে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকা, তোমার উচিত কি? তোমার মুখ চন্দ্রিমা দেখাইয়া আমাকে তৃপ্ত কর!"

বিমলা দেখিল, পীড়ন আরম্ভ হইল। বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য, এক মনে সেই পরম পিতা জগদীশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিল।

বিমলা অবগুণ্ঠন উত্তোলন করিল না দেখিয়া, সুবাদার মনে করিলেন যে, পীড়ন করিলে কার্য্য সমাধা হইলেও হইতে পারে। কেন না, সকল যুবতী সুহাসিনীর মত সতী ও তেজস্বিনী নহেন। সুবাদারের সেটী ভ্রম। সুহাসিনীর মত বিমলাও সতী ও তেজস্বিনী। রণধীর ভিন্ন অন্য কেহ তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই।

সুবাদার বলিলেন, "সুন্দরী! আমাকে আত্ম সমর্পণ কর! তোমাকে সিংহাসন পার্শ্বে বসাইব—রাজরাণী করিব!" ক্ষণকাল নীরবের পর আবার বলিলেন, "তুমি আমার হস্তগত! মনে করিলে তোমার অবগুণ্ঠন উত্তোলন করা দূরে থাকুক, এই দণ্ডেই তোমার উপর বল প্রকাশ করিতে পারি।"

বিমলা দেখিল, মহা বিভ্রাট উপস্থিত। স্থির করিল, প্রাণ থাকিতে সুবা-

দাবের কথায় সম্মত হইবে না। যদি তাহাতে অসম্ভবনীয় দুরবস্থায় পড়িতে হয়, অধিক কি, প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত রহিল। সতী নারী, সতীত্ব রক্ষার জন্য, অবলীলাক্রমে প্রাণ ত্যাগ করিতে পারে।

বিমলাকে নিরুত্তর দেখিয়া, সুবাদার স্থির করিলেন, রমণী তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে। বিমলাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন।

বিমলা একাকিনী, অসহায়া, সম্মুখে মূর্ত্তিমান পাপ সতীত্ব নাশে উদ্যত হইয়াছে! অবিলম্বেই তাহার সতীত্ব নষ্ট হইবে! আর কি স্থির থাকিতে পারে! একেবারে জ্ঞান শূন্য হইল, হৃদয়ে হৃদয় রহিল না। ক্রোধান্ধ হইয়া ভীষণ স্বরে বলিল, "পাষণ্ড! যদি আমার অঙ্গ স্পর্শ কর, তাহা হইলে এই দণ্ডেই তোমার সমক্ষে আপন সতীত্বের পরিচয় প্রদান করিব—এই দণ্ডেই তোমার সমক্ষে আপন প্রাণ ত্যাগ করিব।"

শুনিয়া সুবাদার ব্যঙ্গ স্বরে বলিলেন, "অদ্য সম্মত না হও, কল্য হইবে—কল্য না হও দুই দিন পরে হইবে!"

এই কয়েকটী কথা বলিয়াই সুবাদার করতালী দিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে জনৈক পরিচারক তথায় উপস্থিত হইল।

বিমলাকে দেখাইয়া পরিচারককে বলিলেন, "এই রমণীকে অন্তঃপুরে লইয়া যাও।"

প্রভুর আজ্ঞানুসারে পরিচারক, বিমলাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। সুবাদারও আপন শয়ন গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়াছে।

ক্রমে ক্রমে প্রভাত হইল। সুবাদার অন্যান্য দিনাপেক্ষা প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি প্রত্যহই সূর্য্যোদয়ের অনেক পরে শয্যা হইতে উঠিতেন। আপন কুপ্রবৃত্তি সাধন করিবার জন্য, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতেন, সুতরাং অধিক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতে হইত। অদ্য বিশেষ কার্য্য বশতঃ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়াছেন। পাঠক। সে কার্য্যটী কি, তাহা অবগত আছেন। ভগবানের প্রধান অনুচর জয়রামকে শাস্তি দিতে স্থির করিয়াছেন।

ক্ষণকাল পরে দুই জন প্রহরী, জয়রামকে সমভিব্যাহারে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

জয়রামকে দেখিবামাত্র সুবাদার ঘৃতাহুতি সম জ্বলিয়া উঠিলেন, ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া ভীষণ স্বরে বলিলেন, "ধূর্ত্ত! এই তোমাদের প্রতিজ্ঞা পালন! এই তোমাদের কৌশল! আমার বর্ণিত রমণীকে আনয়ন না করিয়া, অপর রমণীকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছ! তুমি আমার আজ্ঞা অবহেলা করিয়াছ! অনলে দগ্ধ করিয়া তোমাকে ইহলোক হইতে দূর করিব।"

শুনিয়া জয়রাম চমৎকৃত হইল। ভাবিল যে, তাহারা রণধীরেরও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারে নাই। তিনিও বলিয়াছেন যে, তাঁহার কথিত রমণীর স্থলে অন্য রমণী আনিত হইয়াছে। এই দুই রমণীর অবয়ব একই প্রকার, বোধ হয় কোন রহস্য প্রভাবে পরস্পর পরস্পরের স্থানে বদল হইয়াছে। এইরূপ ভাবিয়া জয়রাম মৃদুস্বরে বলিল, "মহারাজ! এক্ষণে আমাদের ভ্রম প্রকাশ পাইয়াছে, আপনার কথিত রমণী আমাদেরই নিকট আছেন।"

শুনিয়া সুবাদার বিস্মিত হইলেন। ক্রোধ তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হইল। নম্রস্বরে বলিলেন, "আমার রমণী তোমাদের নিকট রহিয়াছেন! তোমাদের ভ্রম প্রকাশ পাইয়াছে! সে কিরূপ?"

ভগবান রণধীর কর্ত্তৃক আজ্ঞা পাইয়া, কিরূপে সুহাসিনীকে হস্তগত করিয়াছিল, আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল।

সুবাদার, সুহাসিনীকে পাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে, জয়রামের কথা সত্য কি মিথ্যা, সে তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ঐরূপ ভান করিতেছে কি না, বিবেচনা না করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বলিলেন, "এই দণ্ডেই সেই রমণীকে আনয়ন করিতে গমন কর! আমি তাঁহার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছি। তাঁহাকে পাইলে, তোমাদিগকে আরও দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা অধিক পুরস্কার দিব।"

জয়রাম অবনত মস্তকে সুবাদারকে অভিবাদন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজবিদ্রোহ।

—•—

সুবাদারের অত্যাচারে প্রজাগণ যার পর নাই প্রপীড়িত হইতেছে। তাহাদের ইচ্ছা হইতেছে যে, সে রাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস উঠাইয়া লইয়া যায়। কেবলমাত্র অধীনস্থ জন কয়েক উচ্চপদাভিষিক্ত কর্ম্মচারী ব্যতীত সকলেই বিপক্ষ। সুবাদারের ভয়ে কাহারও সুন্দরী স্ত্রী লইয়া ঘর করিবার যো নাই। কাহারও বাটীতে সুন্দরী রমণী থাকিলে, তাঁহাকে হরণ করিয়া, আপনার রক্ষিতা বেশ্যাদিগের মধ্যে পরিগণিতা করেন। কেহ সেই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিলে, বিচারে তাহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হইবে। এইরূপে যে কত শত শত স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। ইহা ব্যতীত তিনি আরও সহস্র অত্যাচারে লিপ্ত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রজাদিগকে সামান্য দোষে যেরূপ কঠিন দণ্ড দেন; তাহা অতি ভয়ঙ্কর, শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কোন সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহার উপপত্নীদিগের অট্টালিকার পার্শ্বস্থ রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে, গীত গাহিয়াছিল বলিয়া ধৃত হয়, এবং বিচারে দোষ প্রমাণ হইলে, তাহাকে অজাগর সর্প কর্ত্তৃক ভক্ষণ করাইতে আজ্ঞা দেন। আরও যে কত প্রকার ভয়ঙ্কর উপায়ে প্রজাদিগের জীবন নাশ করেন, তাহা বলা যায় না।

প্রজারা সুবাদারের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া খেপিয়া উঠিয়াছে। গোপনে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। তাঁহার বিরুদ্ধে সম্রাট্ আকবারের নিকট আবেদন পাঠাইতে ইচ্ছা করে নাই; কেন না তাহাতে কোন ফল না হইলেও হইতে পারে, সম্রাট্ সুবাদারকে সিংহাসনে রাখিলেও রাখিতে পারেন। প্রজাবর্গ বিজয়লালের স্মরণাপন্ন হইয়াছে। গোপনে গোপনে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেছে। প্রজাবর্গ, বিজয়লালকে দস্যু জ্ঞানে ঘৃণা করা দূরে থাকুক, বরঞ্চ তাঁহার সৎকীর্ত্তি দেখিয়া

রাজার স্বরূপ মান্য ও ভক্তি করিতে লাগিল। বিজয়নলাল কোন স্থানে দস্যুবৃত্তি করিতেন না, অথচ দস্যু বলিয়া পরিচিত ছিলেন; সে কেবল তাঁহার অদৃষ্ট দোষে। তিনি সময় পাইলেই, কোন বিশেষ কার্য্য সমাধা করিবার জন্য আপন দলবল বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হইতেন। প্রজাবর্গের এইরূপ ভাব দেখিয়া আপন দলবল বৃদ্ধি করিবার, এক প্রধান উপায় হইল। তাহাদিগকে সুবাদারের অত্যাচার হইতে, মুক্ত করিবার জন্য, বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে লইয়া নানারূপ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সুবাদারের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে বিজয়নলালের ইচ্ছা হইল। প্রজাবর্গকে গোপনে গোপনে অস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যে তাহারা অস্ত্র চালনা বিষয়ে সুশিক্ষিত হইল। তিনি সুবাদারকে হঠাৎ আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন, কেন না, তাহা হইলে তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন না। সুবাদারের অল্প সেনা ছিল, দুই সহস্রের অধিক হইবে না। বিজয়নলালের সৈন্য সংখ্যা প্রায় পঞ্চ সহস্র। অতএব সুবাদারকে হঠাৎ আক্রমণ করিলে, নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবেন, স্থির করিলেন। পঞ্চ সহস্রের সহিত দুই সহস্রের যুদ্ধ কিছুতেই অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয় না। বিজয়নলাল আরও দেখিলেন যে, হঠাৎ আক্রমণ করিলে, সুবাদার দিল্লী হইতে সাহায্য পাইবেন না। সম্রাটের নিকট হইতে, সেনা আনয়ন করিতে হইলে, এক মাসের অধিক সময় লাগিবে, সেই সময়ের মধ্যে তিনি সুবাদারকে অনায়াসে পরাভব করিতে সমর্থ হইবেন। কেবলমাত্র প্রজাবর্গকে পীড়ন হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই যে, বিজয়নলাল এইরূপ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতেছেন, তাহা নহে; তাঁহার ইহাতে বিশেষ লাভ আছে। সুবাদারকে আক্রমণ করিবার জন্যই দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া, সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। প্রজাবর্গ কি ধনী কি নির্ধনী বিজয়নলালের সদাচরণ দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, এই যুদ্ধে তাঁহার জয় লাভ হইলে, তাঁহাকেই সেই দেশের রাজা বলিয়া গণ্য করিবেন।

বিজয়নলাল, এক্ষণে রাজমহলের নিকটস্থ অরণ্যে, শিবির স্থাপন পূর্ব্বক স্বীয় দলবলের সহিত বাস করিতেছেন।

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

কাফ্রি রমণী।

জয়রাম, সুহাসিনীকে সুবাদারের রাজধানী অভিমুখে আনয়ন করিতেছে, জয়রামের সঙ্গে দশ বার জন দস্যু আছে। ভগবানের আড্ডা হইতে, সুবাদারের রাজধানী এক দিনের পথ, আসিতে আসিতে তাহাদিগকে স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল।

দস্যুরা সুহাসিনীকে একটী অরণ্য মধ্যস্থিত কুটীরে অবস্থান করাইয়াছে। সেখানে বিলাসের সামগ্রী কিছুই নাই। আবশ্যকীয় দুই চারিটী সামগ্রী রহিয়াছে, যথা:—এক খানি খাট, তদুপরি সামান্য বিছানা, একটী মেজ, চারি খানি চৌকি, এবং এক খানি মাদুর। সুহাসিনীকে দস্যুরা আহারীয় সামগ্রী দিল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও সুহাসিনী তাহা হইতে যৎ সামান্য আহার করিল। দস্যুগণও সেই কুটীরের অপর গৃহে আপন আপন আহার সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। সুহাসিনীর অন্তঃকরণে যে কি ভয়ঙ্কর ভাবের উদয় হইয়াছে, পাঠক! তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। দস্যুগণ দুই ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিয়া, সুহাসিনীকে লইয়া, যাইবার উপক্রম করিতেছে; এমত সময়ে আকাশ গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝড় উঠিল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, এবং ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের সঙ্গে বজ্র পতন হইতে লাগিল। এইরূপ নৈসর্গিক ব্যাপার দর্শনে, দস্যুরা গমন স্থগিত করিতে বাধ্য হইল। যদিও তাহারা ঐরূপ ঝড় ও বৃষ্টি গ্রাহ্য করিত না, অবলীলা ক্রমে গমন করিতে পারিত; কিন্তু এ দুর্যোগে যাইতে হইলে, সুহাসিনীকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে হইবে ভাবিয়া, গমনে ক্ষান্ত হইল। সন্ধ্যা হইল, তবুও ঝড় বৃষ্টি থামিল না। ক্রমে ক্রমে রাত্রি সাতটা, আটটা বাজিয়া গেল, তবুও ঝড় থামিল না! রাত্রি অধিক হওয়াতে, দস্যুগণ তথায় সেই রাত্রি যাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। এই কুটীর দস্যুদিগের একটী আড্ডা। তাহারা

নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে লুণ্ঠনাদি করিয়া, তথায় বিশ্রাম করিত। রাত্রি অধিক হইলে ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল। একজন দস্যু জনৈক পরিচারিকাকে, নিকটস্থ গ্রাম হইতে তথায় আনয়ন করিল। সে দস্যুদিগের দলভুক্ত। কোন রমণী তাহাদের হস্তগত হইলে, তাঁহাকে শুশ্রূষা করিবার জন্য নিযুক্ত ছিল। সুহাসিনী পরিচারিকাকে দেখিতে লাগিল। তাহার রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, সেরূপ বর্ণ ভারতীয় নারীর সম্ভবেনা, তাহাকে দেখিলেই বিজাতীয় নারী বলিয়া বোধ হয়। তাহার ওষ্ঠ দ্বয় অত্যন্ত স্থূল এবং মস্তকের কেশ রাশি কুঞ্চিত। তাহার পরিচ্ছদ দেখিলে হিন্দু নারী বলিয়া বোধ হয় না। যদিও সে কুরূপা, কিন্তু তাহার মুখমণ্ডলে সরলতার চিহ্ন আছে। সেই নারী আফ্রিকা দেশীয়, জাতীতে মুসলমান, নাম লছ্‌মণি, বয়স কুড়ি মাত্র। দস্যুগণ লছ্‌মণির উপর সুহাসিনীর ভার দিয়া, নিকটস্থ একটী কুটীরে নিদ্রা যাইবার জন্য তথা হইতে প্রস্থান করিল। লছ্‌মণি, নিকটে দস্যুগণ নাই দেখিয়া সুহাসিনীকে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আপনার মত কত যে সুন্দরী এই ডাকাইতদিগের হাতে পড়িয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহাদিগকে সেবা করিয়া আমি চরিতার্থ হইয়াছি।"

লছমণি যদিও আফ্রিকা দেশীয়, কিন্তু অধিক কাল ভারতবর্ষে থাকা হেতু বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় চলন মত কথা কহিতে শিখিয়াছিল। সুহাসিনীর সহিত বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতে লাগিল। লছ্‌মণিকে দেখিয়া আমাদের নায়িকার মনে সাহস হইল, সে যে বাক্য যন্ত্রণা দিবে, তাহার এরূপ বোধ হইল না।

সুহাসিনী মধুর স্বরে লছ্‌মণিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কত দিন এই ডাকাইতের দলে আছ ?"

লছ্‌মণি উত্তর করিল, "প্রায় তিন মাস হইবে। ডাকাইতদিগের মধ্যে আছি বলিয়াই যে আমার মন তাহাদের মত কঠিন, এরূপ মনে করিবেন না। আপনার ন্যায় সুন্দরী রমণী, এই সয়তানদিগের হস্তে পড়িলে, বড়ই দুঃখিত হই।"

সুহাসিনী দেখিল যে, পরিচারিকার হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত নহে, তাহার অন্তঃকরণে যথেষ্ট দয়া আছে। সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ?"

লছ্‌মণি উত্তর করিল, "লছ্‌মণি।"

সুহাসিনী কাতর স্বরে বলিল, "লছ্‌মণি! তুমি যে এই হতভাগিনীর দুঃখে দুঃখিত হইয়াছ, শুনিয়া আমি যারপরনাই সুখী হইলাম। আমার মত চিরদুঃখিনী আর এ জগতে কেহ নাই। আমি দুঃখ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, দুঃখের সহিত প্রাণত্যাগ করিব।"

শুনিয়া লছ্‌মণি যারপরনাই দুঃখিত হইল, মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি এত কাতর হইবেন না। মহম্মদ আপনাকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন।"

বিপদের সময়ে সান্ত্বনা বাক্য শুনিলে, সকলেরই মনে সাহসের উদয় হয়। লছ্‌মণির বাক্য শ্রবণে সুহাসিনী অনেক পরিমাণে সুস্থ হইল। মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "লছ্‌মণি! তুমি কে? কেনই বা ডাকাইতদের দলে রহিয়াছ? অবশ্যই কোন গূঢ় রহস্য আছে! আমাকে সত্য করিয়া বল?"

লছ্‌মণি উত্তর করিল, "আমার ন্যায় হতভাগিনী দুনিয়াতে খুব কম আছে। আমার কথা শুনিলে আপনি অবাক্ হইবেন।" লছ্‌মণি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, চক্ষু দিয়া অনবরত বারি বর্ষণ করিতে লাগিল।

সুহাসিনী দেখিল যে, লছ্‌মণি তাহারই ন্যায় হতভাগিনী। লছ্‌মণি আপন কাহিনী বলিতে পাছে বিশেষ কষ্ট পায়, সে জন্য তাহা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিল, "লছ্‌মণি! তোমার কাহিনী বলিতে কষ্ট হইলে বলিবার আবশ্যক নাই।"

লছ্‌মণি উত্তর করিল, "আমার সৌভাগ্য যে, আপনার ন্যায় রমণীকে, শুশ্রূষা করিতে পাইয়াছি। আমার কাহিনী আপনার নিকট অকপট হৃদয়ে বলিব, আমার কোন কষ্ট হইবে না, বরঞ্চ সুখ বিবেচনা করিব।" ক্ষণেক নীরবের পর লছ্‌মণি আত্ম কাহিনী বলিতে লাগিল, "অবশ্যই আপনি আমার আকার দেখিয়া, আমাকে আফ্রিকা দেশীয় নারী বিবেচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমি আফ্রিকা দেশীয় জনৈক সম্ভ্রান্ত বণিকের কন্যা। যৌবন আরম্ভেই কামাইল নামে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ক্রীতদাসের সহিত আমার প্রণয় জন্মে। আমি তখন আফ্রিকা দেশে আমার পিতা মাতার নিকট ছিলাম। আমার পিতা মাতা একজন ক্রীতদাসের সহিত কন্যার প্রণয় জন্মিয়াছে দেখিয়া, তাহা হইতে নিরস্ত করাইবার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ আমাকে নানারূপ প্রবোধ বাক্য বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলি-

লেন যে, আমি একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় কন্যা, ক্রীতদাসের সহিত প্রেম কিছুতেই সম্ভবেনা। আমি তাঁহাদের প্রবোধ বাক্য শুনিলাম না, কামাইলের প্রেমাশক্ত থাকিলাম। কথা শুনিলাম না দেখিয়া তাঁহারা আমাকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে প্রহার পর্য্যন্ত করিতে লাগিলেন। হায়! আমি যে কামাইলের জন্য পিতা মাতার নিকট প্রহার খাইয়াছিলাম, এখন সে কামাইল কোথায়! আর কি তাহাকে দেখিতে পাইব! আর কি তাহাকে প্রেম ভরে আলিঙ্গন করিতে পাইব! আর কি সে আমাকে প্রাণেশ্বরী বলিয়া সম্ভাষণ করিবে!" বলিতে বলিতে লছ্‌মণি চক্ষে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

সুহাসিনী লছ্‌মণির ক্রন্দন দেখিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইল, বলিল, "লছ্‌মণি! আর না! যথেষ্ট হইয়াছে! আমি তোমার কাহিনীর শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে ইচ্ছা করি না। তুমি উহা যত বলিবে, পূর্ব্ব কথা মনে পড়িয়া তোমাকে তত ক্লেশ দিবে।"

লছ্‌মণি দুঃখ সম্বরণ পূর্ব্বক বলিল, "আমিতো পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আপনার নিকট আমার কাহিনী বর্ণন করিলে, আমি চরিতার্থ হইব— আমি অবশ্যই আপনার নিকট আমার অদৃষ্টের কথা আদ্যোপাণ্ড বর্ণন করিব।" ক্ষণেক নীরবের পর আবার বলিতে লাগিল, "পিতা মাতার প্রহারও কামাইলের প্রেম হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না, আমি তখনও তাহার প্রেমে মুগ্ধ রহিলাম। ভারতীয় পিতা মাতার ন্যায় আফ্রিকা দেশীয় পিতা মাতা কোমল নহেন। তাঁহাদের কথা রাখিলাম না বলিয়া, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, আমাকে বাটী হইতে দুর করিয়া দিলেন। পিতা মাতা কর্ত্তৃক দুরীভূত হইয়া আমি কামাইলের স্মরণাপন্ন হইলাম। কামাইল তখন তাহার প্রভুর নিকট যে বেতন পাইত, তাহা এখানকার ছয় টাকার সমান। তাহাতে তাহার নিজের ভরণ পোষণ অতি কষ্টে হইত। সেই সামান্য আয়ের উপর আমাকেও নির্ভর করিতে হইল, কাযে কাযেই আমাদের কষ্টের অবধি রহিল না; দুই বেলা আহার যোটা ভার হইল। কিন্তু, আমি সেই কষ্টে থাকিয়াও আপনাকে সুখী জ্ঞান করিলাম। কামাইল আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। যে কর্ম্ম হইতে অবসর পাইলেই আমাকে

লইয়া সমুদ্র তীরে যাইত, তথায় আমার সহিত নানারূপ খেলা ও কৌতুক করিত। আর কি সেদিন আসিবে! আর কি আমি কামাইলের সহিত সমুদ্র তীরে খেলা করিব!" বলিতে বলিতে লছ্‌মণি ক্ষণেক স্তব্ধ রহিল, কিছু কাল পরে আবার বলিতে লাগিল, "কেবলমাত্র কামাইলের উপার্জ্জনে আমাদের দুইজনের ভরণ পোষণ হয়না দেখিয়া,আমার স্বামীর সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়, আমি কোন ভদ্রলোকের বাটীতে পরিচারিকার কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম। তিনি আমার পরিশ্রমের জন্য যে অর্থ দিতেন, তাহা এখানকার চারি টাকার সমান। তখন আর আমাদের তত কষ্ট রহিল না, উভয়ে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আপনাদের ভরণ পোষণ করিতে লাগিলাম। আমি একজন সম্ভ্রান্ত বণিক কন্যা হইয়া, দাসীর কর্ম্ম করিতেছি বলিয়া, আমার কোন অপমান বোধ হইতে লাগিল না। উচ্চপদ, উচ্চাভিলাষ আমাকে ত্যাগ করিয়াছিল। আমরা সেই অল্প আয়েতেই পরম সুখে কাল কাটাইতে লাগিলাম। কিন্তু এসুখ আমাদের চিরকাল রহিল না। এক দিবস আমরা কর্ম্ম হইতে অবসর পাইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সমুদ্র তীরে বেড়াইতেছি, এমত সময়ে দেখিলাম যে, একখানি জাহাজ সমুদ্রের জল রাশি ভেদ করিতে করিতে আমাদের দিকে আসিতেছে। ক্রমে ক্রমে জাহাজ তীরস্থ হইল। আমরা সমুদ্র তীরে যে স্থানে বেড়াইতাম, তথা হইতে লোকালয় অনেক দূরে; সেখানে লোকজন প্রায় আসিত না আমরা নির্জ্জন স্থান ভাল বাসিতাম, কর্ম্ম হইতে অবসর পাইলেই সেই নির্জ্জন স্থানে আসিয়া, উভয়ে মনের সাধে খেলা করিতাম, গীত গাহিতাম, প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতাম। জাহাজ তীরে আসিলে আমাদের মনে আনন্দ হইল, জাহাজস্থিত মনুষ্যদিগকে দেখিতে কৌতূহল জন্মিল। আমরা জাহাজের নিকটে যাইলাম। জাহাজের নিকটস্থ হইলে, দশ বার জন শ্বেতকায় পুরুষ জাহাজ হইতে নামিয়া তীরে উঠিল, এবং আমাদিগকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া জাহাজে উঠাইল। কামাইল, আপনাকে ও আমাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের সহিত ক্ষণেক যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু কামাইল যদিও সিংহের ন্যায় বলবান, তথাচ একাকী দশ বার জনের সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব, ক্ষণেকের মধ্যে পরাস্ত হইল। সেই শ্বেতকায় পুরুষেরা আমাদিগকে ধরিবার জন্যই তথায় জাহাজ থামাইয়াছিল। ওহ! সে কথা মনে হইলে

এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সেই শ্বেতকায় পুরুষেরাই আমাদের সুদেশে পথে কাঁটা দিয়াছে! তাহারাই আমাদিগকে পরস্পরের আলিঙ্গন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে! তাহারাই আমাদের দুঃখের মূল! প্রথমে আমাদের অত্যন্ত ভয় হইল, কিন্তু পরে জানিলাম শ্বেতকায় পুরুষেরা এইরূপে কৃষ্ণবর্ণ নর নারী-দিগকে অপহরণ করে, এবং তাহাদিগকে নানা দেশে দাস দাসী রূপে বিক্রয় করে। আমাদের মত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ ও স্ত্রী সেই জাহাজে অনেক ছিল। আমা-দিগকে বিক্রয় করিবে শুনিয়া ভীত হইলাম না, মনে করিলাম আমরা দাস দাসীর তো কর্ম্মই করিতেছি, দাস দাসী রূপে বিক্রীত হইলে ক্ষতি নাই। প্রায় পাঁচ মাস পরে জাহাজ আসিয়া লঙ্কাদ্বীপে পঁহুছিল। শ্বেতকায় পুরুষেরা আমা-দিগকে জনৈক ভারতীয় মুসলমান বণিকের নিকট বিক্রয় করিলেন। তিনি আমাদিগকে ভারতবর্ষে আনয়ন করিলেন। তিনি লাহোরে বাস করিতেন, তাঁহার স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র ছিল। তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে আমাদিগকে আপন সন্তানের মত দেখিতে লাগিলেন। দাস দাসী বলিয়া এক দিনের জন্যও কটু কথা বলিতেন না—ঘৃণা করিতেন না। আমরা তাঁহাদের গৃহে থাকিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। কিন্তু এ সুখও আমাদের চিরস্থায়ী হইল না। কিছু দিন পরে আমাদের প্রভু, কামাইলকে সঙ্গে লইয়া, বাণিজ্যে বহির্গত হইলেন; তাঁহাদের ছয় মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবার কথা ছিল। আমি দিন গুণিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে দিন, পক্ষ, মাস হইতে হইতে ছয় মাস কাটিয়া গেল, কামাইল ও গৃহ স্বামী ফিরিয়া আসিলেন না। ক্রমে ক্রমে এক বৎসর কাটিয়া গেল, তবুও তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন না। কামাইলের ফিরিয়া আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন? এই ভাবনা আমার হৃদয়কে যারপরনাই ব্যথিত করিতে লাগিল। আমি কামাইলের জন্য সদা সর্ব্বদা কাঁদিতে লাগিলাম। আমার গৃহস্বামিনীও স্বামীর জন্য যারপরনাই উতলা হইলেন, তিনিও প্রত্যহ আমার সহিত কাঁদি-তেন। দুই বৎসর পরে গৃহস্বামিনীর মৃত্যু হইল। তখন আমি আরও ব্যাকুল হইলাম। একে পিতা নিরুদ্দেশ, তাহার উপর মাতার মৃত্যু হওয়াতে, আমার প্রভু পুত্র যারপরনাই ভগ্নচিত্ত হইলেন; তথা হইতে বাস উঠাইয়া আপন মাতুলালয় কাবুলে গিয়া বাস করিলেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন, যাইবার

পূর্ব্বে আমাকে পঞ্চাশটী স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া বলিলেন, 'লছমণি। আজ হইতে তুমি ক্রীতদাসী হইতে মুক্ত হইলে, যথা ইচ্ছা গমন করিতে পার।' আমি লাহোর হইতে পদব্রজে দিল্লী অভিমুখে আসিতে লাগিলাম। যদিও লাহোরস্থ দুই একজন ভদ্র লোকে, তাঁহাদের বাটীতে দাসীর কর্ম্ম করিতে, আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সে কথা শুনি নাই। কামাইলের জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, তিন বৎসর কাল কামাইলের জন্য দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইব, ইহার ভিতর তাহার কোন খবর না পাইলে, আপন জীবন ত্যাগ করিব। আমি যাইতে যাইতে পথিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতাম, তোমরা কেহ কোন কাফ্রি পুরুষকে দেখিয়াছ কি? সকলেই উত্তর করিত, 'না দেখি নাই।' ক্রমে ক্রমে দিল্লীতে আসিয়া পঁহুছিলাম। তখন আমার নিকট এককড়া কড়িও ছিল না। আমার প্রভু পুত্র যে পঞ্চাশটী স্বর্ণ মুদ্রা আমাকে দিয়াছিলেন, তাহা একজন জুয়াচোর আমার চক্ষে ধূলি দিয়া লইয়াছিল। পেটের দায়ে দিল্লীতে কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের গৃহে দাসীর কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম। দিল্লীতে নানা দেশের লোক চতুর্দ্দিক হইতে আসিত। আমি অবসর পাইলেই, পথিকদিগকে আমার প্রাণনাথের কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। এই সময়ে আমার প্রভুর জামতা বাঙ্গালা হইতে তথায় গিয়াছিলেন, তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 'একজন কাফ্রি যুবককে আমি দুই মাস হইল বাঙ্গালায় দেখিয়াছি।' শুনিয়া আমার মনে যে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, তাহা বর্ণন করিতে পারি না। অনুমান করিলাম, প্রভুর জামতা নিশ্চয়ই কামাইলকে দেখিয়াছেন। প্রাণনাথ জীবিত আছেন, ইহলোক ত্যাগ করেন নাই বিবেচনায় সেই দিনই আমার মনিবের অজ্ঞাতে, বাঙ্গালা অভিমুখে গমন আরম্ভ করিলাম। দুই মাসের মধ্যে এখানে পঁহুছিলাম। এখানে আসিবার পর আজ বর্দ্ধমান, কাল কাটোয়া, পরশ্বঃ নবদ্বীপ এইরূপে বেড়াইতে লাগিলাম; পথিকদিগকে কামাইলের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। পথিকেরা আমাকে এই পর্য্যন্ত জানাইল যে, তাহারা সময়ে সময়ে একজন কাফ্রিকে দেখিয়া থাকে; কিন্তু সে কি করে, কোথায় থাকে, কিছুই বলিতে পারিল

না। আমি এখানকার অনেক দেশ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্তু কামাইলকে দেখিতে পাই নাই, লোক মুখে শুনিয়াছি মাত্র। এই সময়ে আমি যে কত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, তাহা অন্তর্যামী খোদাই জানেন। আমি অন্নাভাবে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছি, কখন কখন উপবাসী থাকিয়াছি। এইরূপ অসহনীয় কষ্ট হওয়াতে, আমি কোন ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলাম। প্রায় তিন মাস অতীত হইল, আমার সহিত আমার বর্ত্তমান প্রভুর প্রধান অনুচরের সহিত সাক্ষাৎ হয়, সে আমাকে দাসী রূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে। আমি তাহার কথায় সম্মত হইলাম। আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে, জয়রাম একজন ডাকাইত, আমাকে ডাকাইতের অন্নভোগী হইয়া থাকিতে হইবে, তাহা হইলে তাহার কথায় সম্মত হইতাম না। এই স্থান দস্যুদিগের একটী আড্ডা। আমি এই অরণ্যের নিকটবর্ত্তী গ্রামে থাকি। কোন সুন্দরী ইহাদেব হস্তগত হইলে, তাঁহাকে সেবা করাই আমার কর্ম্ম। আমাকে অন্য কর্ম্ম, করিতে হয় না। এই তিন মাসের মধ্যে আপনার মত অনেক সুন্দরীর সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।”

লছ্‌মণির কাহিনী শুনিয়া সুহাসিনীর সরল মনে দয়া উপস্থিত হইল, বলিল, “লছ্‌মণি! অধিক আর কি বলিব, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, অবিলম্বেই তুমি যেন তোমার হৃদয়েশ্বরের সহিত মিলিত হও। লছ্‌মণি! তোমাকে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না, তুমি কি আমার সঙ্গিনী হইয়া থাকিবে? ডাকাইতেরা আমাকে যে স্থানে লইয়া যাইবে, তুমি কি সেই স্থানে আমার সহিত যাইবে?”

লছ্‌মণি উত্তর করিল, “আমার সৌভাগ্য যে, আপনার সেবা করিতে করিতে যাই; কিন্তু ডাকাইতেরা যে আমাকে যাইতে দিবে, এমত বিশ্বাস হয় না।” কিছুকাল পরে আবার বলিল, “আমি তাহার এক উপায় স্থির করিয়াছি। আপনি পীড়ার ভান করুন। আমি ডাকাইতদিগকে বলিব যে, ‘আপনার অত্যন্ত অসুখ হইয়াছে, সেবার জন্য কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এ কথা শুনলে বোধ হয় সম্মত হইলেও হইতে পারে।”

সুহাসিনী এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। দস্যুরা সুহাসিনীকে লইয়া কোথায় যাইতেছে, সুহাসিনী নিজে ও লছ্‌মণি জানিত না। দস্যুরা সম্ভবমত, আপন আপন কর্ম্ম এরূপ সতর্কতার সহিত সম্পন্ন করিত যে, তাহাদের দাস দাসীরা পর্য্যন্ত সকল বিষয় জানিতে পারিত না।

প্রভাত হইলে, লছ্‌মণি দস্যুদিগকে বলিল,"সুহাসিনী পীড়িতা হইয়াছেন, পথি মধ্যে তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য কোন দাসীর আবশ্যক। আপনাদের কোন আপত্তি না থাকিলে, আমি যাইতে প্রস্তুত আছি।"

দস্যুগণ সম্মত হইল। তাহাদিগকে লইয়া গমন আরম্ভ করিল।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

লছ্‌মণির বীরত্ব।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। দস্যুগণ যাইতে যাইতে সুহাসিনীকে কোন সরায়স্থ একটী কক্ষে পুনরায় অবস্থান করাইয়াছে। লছ্‌মণি সুহাসিনীর নিকট রহিয়াছে। এ স্থান হইতে সুবাদারের রাজধানী ছয় ঘণ্টার পথ। অদ্য রাত্রিতে বিশ্রাম করিবার জন্য ডাকাইতেরা তথায় অবস্থিতি করিতেছে।

এই সরাইও ভগবানের অধিকার ভুক্ত। এই স্থানে পথিকেরা বিশ্রাম জন্য আশ্রয় লইলে, ডাকাইতেরা তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত করে।

লছ্‌মণি জানালার ফাঁক দিয়া, বাহিরে জনৈক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইল। ধীরে ধীরে জানালার নিকট গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কানাইল!"

স্বর কর্ণগোচর হইবামাত্র, সে ব্যক্তি জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই দ্রুতপদে মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই গৃহে প্রবেশ করিল, এবং লছ্‌মণিকে আলিঙ্গন

করিতে করিতে অস্ফুটস্বরে বলিল, "লছ্মণি!" বলিয়াই তাহার মুখ চুম্বন করিল, ক্রোড়ে করিল, তাহার হস্ত পদ ধরিয়া দোলাইতে দোলাইতে ঊর্দ্ধদেশে তুলিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে লছ্মণিকে সম্মুখে রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "লছ্মণি! আমি তোমার জন্য খুন—খুন—খুন—" বলিতে বলিতে তিন হস্ত ঊর্দ্ধে লম্ফ দিয়া উঠিল, এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

লছ্মণি কামাইলের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। তাহার মুখে ও চক্ষে জল সিঞ্চন করিতে লাগিল।

সুহাসিনী এই সমুদায় ব্যাপার দেখিয়া আনন্দিত ও চমৎকৃত হইল। মনে মনে ভাবিল, "আমাদের এইরূপ বিচ্ছেদের পর মিলন হইলে, উভয়ে কত ক্রন্দন করি, কত প্রেমের কথা কই, তাহার সীমা নাই; কিন্তু দেখিতেছি কাফ্রিদিগের অন্যরূপ, আমাদের মত নহে। ইহাদের মিলনকে এক প্রকার মল্লযুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ক্ষণকালের মধ্যে কামাইলের চৈতন্য হইল। লছ্মণিকে মৃদুস্বরে বলিল, "লছ্মণি! তুমি জীবিত আছ! মনে করিয়াছিলাম, তোমাকে আর পাইব না! আমি তোমার জন্য এই ভারৎবর্ষের প্রত্যেক রাজধানী, প্রত্যেক নগর, প্রত্যেক উপনগর, এমন কি প্রত্যেক পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত খুঁজিয়াছি।"

লছ্মণি উত্তর করিল, "আমিও তোমার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া উদর পূর্ণ করিয়াছি, অনেক নগর, উপনগর, পল্লীগ্রাম বেড়াইয়াছি। আমাকে ছাড়িয়া এত দিন কোথায় ছিলে?"

কামাইল সংক্ষেপে জানাইল যে, তাহার প্রভুর বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে, প্রায় দুই বৎসর কাল তাহাদিগকে বিদেশে থাকিতে হয়, সুতরাং নিয়মিত সময়ের মধ্যে লাহোরে প্রত্যাগত হইতে পারে নাই। সেখানে পঁহুছিলে, গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া, প্রভু যারপরনাই দুঃখিত হইলেন, এবং কামাইলও লছমণির নিরুদ্দেশের কথা শুনিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইল। স্ত্রীর অন্বেষণ করিবার জন্য কিছুদিনের অবসর প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিল, কিন্তু তিনি দয়া করিয়া তাহার দাসত্ব মোচন করিয়া দিলেন। কামাইল নানাদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে বাঙ্গালায় আসিয়া ভগবানের দলে পরিচারকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে।

লছ্‌মণিও কামাইলের অবর্ত্তমানে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল, এবং সে যে ভগবানের দলে দাসীর কর্ম্ম করিতেছে, তাহাও জানাইল।

লছ্‌মণি, ভগবানের দলে দাসীর কর্ম্ম করিতেছে শুনিয়া, কামাইল অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "সুহাসিনী নামে কোন সুন্দরী রমণীকে ডাকাইত-দিগের মধ্যে দেখিয়াছ কি?"

কামাইল প্রমুখাৎ সুহাসিনীর নাম শুনিয়া লছ্‌মণি যারপরনাই বিস্মিত হইল, সুহাসিনীকে দেখাইয়া বলিল, "ইঁহারই নাম সুহাসিনী!"

শুনিবামাত্র কামাইল সুহাসিনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আপনার কোন ভয় নাই, শীঘ্রই আপনি শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন।" এই কয়েকটী কথা বলিয়াই তথা হইতে দ্রুত পদে নিষ্ক্রান্ত হইল।

কামাইলের কথা শুনিয়া সুহাসিনী ও লছ্‌মণি যারপরনাই আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়াছে। কামাইল সুহাসিনীর নাম কোথা হইতে পাইল? তাহার দুর্দ্দশার কথাই বা কিরূপে জানিল?

কিছুকাল পরে আলয়ের অন্য ভাগে ভয়ানক গোলমাল উঠিল, মনুষ্যের চীৎকার রব ও অস্ত্রের ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে সরাই কম্পিত হইতে লাগিল। মার মার কাট কাট শব্দ চতুর্দ্দিকে হইতে লাগিল। কেহ কেহ অস্ত্রাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল, ও অস্ফুট স্বরে কষ্ট জনক দুই একটী বাক্য উচ্চারণ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা বিপক্ষেরা নিধন হইতেছে দেখিয়া, দ্বিগুণতর চীৎকার করিয়া লম্ফ ঝম্প করিতে লাগিল।

সুহাসিনী এই সকল ব্যাপার দেখিয়া যারপরনাই ভীতা হইল, ভয়স্বরে বলিল, "লছ্‌মণি! এ আবার কি নূতন বিপদ হইল!"

লছ্‌মণি উত্তর করিল, "আপনার কোন চিন্তা নাই, আমার বোধ হয়, এই ব্যাপার আপনাকে উদ্ধার করিবার জন্য হইতেছে।"

উপরিউক্ত কয়েকটী কথা বলিয়াই লছ্‌মণি স্বীয় বস্ত্রের অঞ্চল কটিদেশে বন্ধন করিল, এবং একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা লইয়া গৃহের

এ দিক্ ও দিক্ বেড়াইতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যে, সে কাহারও গতি রোধ করিবার জন্য ঐরূপ করিতেছে। লছ্মণির রক্তবর্ণ চক্ষু অধিকতর রক্তবর্ণ হইল, ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল, তাহার বক্ষঃস্থল স্ফীত হইতে লাগিল, তাহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অধিকতর ভয়ঙ্কর হইল। বস্তুতঃ সে সময়ে লছ্মণির এরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হইয়াছিল যে, তাহাকে দেখিয়া সুহাসিনীরও ভয় হইল।

এইরূপ গোলমালের ভিতর বাহির হইতে এক ব্যক্তি বলিল, "আজ আর রক্ষা নাই! সকলে পলায়ন কর!"

স্বর শুনিয়া লছ্মণি বুঝিল যে, জয়রাম কর্তৃক ঐ কয়েকটী কথা উচ্চারিত হইল।

ক্ষণকাল পরে জয়রাম, যে গৃহে সুহাসিনী ও লছ্মণি রহিয়াছে, তাহার দ্বারের সম্মুখে আসিল। জয়রামকে দেখিয়াই লছ্মণি ভীষণ স্বরে বলিল, "খবরদার! আর এক পদ অগ্রসর হইলে, এই ছুরিকা দ্বারা তোমার দেহ খণ্ড খণ্ড করিব!"

প্রথমতঃ জয়রাম লছ্মণির ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইল, দ্বিতীয়তঃ তাহার প্রতি তাহার ঐরূপ আচরণে যারপরনাই বিস্মিত হইল, গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিল। জয়রাম, সুহাসিনীকে লইয়া যাইবার জন্যই এই স্থানে আসিয়াছে।

লছ্মণি আবার ভীষণ স্বরে বলিল, "জয়রাম! তুমি আমাদের সম্মুখ হইতে দূর হও।"

নারী কর্তৃক বারম্বার এইরূপ অবমানিত হওয়াতে, জয়রামের ভয় ও বিস্ময় একেবারে দূরীভূত হইল। লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক লছ্মণিকে আক্রমন করিল। লছ্মণি দ্বিগুণ বল ধরিয়া তাহা নিবারণ করিতে লাগিল। জয়রাম, লছ্মণির গলদেশ ছুরিকা দ্বারা ছেদন করিতে ধাবমান হইল, তদ্দর্শনে সে লম্ফ দিয়া নিম্ন হইতে দুই হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিল, সুতরাং জয়রামের লক্ষ্য অব্যর্থ হইল, ছুরিকা গলদেশে না লাগিয়া উরুর নিম্নভাগে লাগিল। লছ্মণি ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে পতিত হইবার সময়, জয়রামের স্কন্ধদেশ লক্ষ্য করিয়া এরূপ

সজোরে আঘাত করিল যে, দস্যু তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ভূশায়ী হইল।

এই সময়ে অনেক বৃদ্ধ ও কামাইল তথায় উপস্থিত হইল। বৃদ্ধকে দেখিবামাত্র সুহাসিনী একেবারে চমৎকৃত হইল। পাঠক! এই বৃদ্ধ আমাদের পূর্ব্ব কথিত সুন্দরলাল।

সুন্দরলাল সেই দণ্ডেই, সুহাসিনী, লছ্‌মণি ও কামাইল সমভিব্যাহারে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুত ছদ্মবেশ।

সুন্দরলাল সুহাসিনীকে আনয়ন পূর্ব্বক অরণ্য মধ্যস্থ একটী প্রকাণ্ড শিবিরের একটী কক্ষে অবস্থান করাইয়াছেন। শিবিরের অন্যান্য ভাগ সৈনিক পুরুষ দ্বারা পরিপূরিত। তাহারা সকলেই আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র লইয়া ব্যস্ত। বস্তুতঃ তাহাদের হাব ভাব দেখিলে বোধ হয় তাহারা যুদ্ধের জন্য আয়োজন করিতেছে।

প্রাতঃকাল। বেলা ছয়টা বাজিয়াছে। সুহাসিনী সেই শিবিরস্থ কক্ষে বসিয়া রহিয়াছে, সম্মুখে লছ্‌মণি ভিন্ন আর কেহ নাই। কিছুকাল পরে তথায় সুন্দরলাল প্রবেশ করিলেন। সুন্দরলালকে দেখিবামাত্র সুহাসিনী ও লছ্‌মণি আসন হইতে উঠিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল, এবং পুনরায় আপন আপন আসনে উপবেসন করিল। সুন্দরলাল নিকটস্থ একখানি আসনে উপবেসন করিলেন।

সুহাসিনী মৃদু মধুর স্বরে বলিল, "আপনার ঋণ আমি ইহজন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না। আপনি আমাকে দুইবার শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন—

দুইবার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, এ হতভাগিনীর সহিত আপনার পূর্ব্ব পরিচয় নাই, নিজগুণে আমার এই অসীম উপকার করিয়াছেন। আপনার ন্যায় পরদুঃখবিমোচক ব্যক্তি এই ধরাধামে অতি বিরল।”

সুন্দরলাল হাসিয়া বলিলেন, “সুহাসিনী! আমি কি তোমাকে কেবল মাত্র দুইবার শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছি? আরও একবার কি তোমাকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করি নাই? আরও কি একবার তোমার জীবন রক্ষা করি নাই?” বলিতে বলিতে সুন্দরলাল স্বীয় মস্তক, শ্মশ্রু প্রভৃতি হইতে শুভ্র বর্ণ পরচুলা মোচন করিয়া আপনার যথার্থ অবয়ব সুহাসিনীর নিকট প্রকাশ করিলেন।

সুন্দরলালের যথার্থ অবয়ব দেখিয়া সুহাসিনী যারপরনাই বিস্মিত হইল। প্রথমতঃ তাহার বিশ্বাস হইল না, মনে করিল যে, স্বপ্ন দেখিতেছে। চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া হস্ত দিয়া মার্জ্জন করিতে লাগিল, ক্ষণকাল পরে চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া সম্মুখে পুনরায় সেই মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। তখন তাহার ভ্রম অন্তর হইল, পূর্ব্ব কথা মনে পড়িল। সুন্দরলাল ও বিজয়নলাল যে এক ব্যক্তি তাহা বিশ্বাস হইল।

পাঠক! আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, যে সময় সুহাসিনী ও শরৎ-কুমারকে অপরিচিত যোদ্ধাগণ সুবাদারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যস্থিত প্রধান যোদ্ধার মুখমণ্ডল লৌহ নির্ম্মিত জাল দ্বারা আবৃত ছিল। তদ্দ্বারা তিনি আপনাকে সাধারণ লোকের নিকট লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। বিজয়নলালই সেই লৌহ জাল আবৃত ব্যক্তি, বিজয়নলালই আপন দল বল দ্বারা সুহাসিনী ও শরৎকুমারকে সুবাদারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, বিজয়নলালই বৃদ্ধ বণিকের বেশে সুন্দরলাল নাম ধারণ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমন করিতেন, বিজয়নলালই পুরোহিতের বেশ ধারণ করিয়া কারাগার হইতে ভৃগুরামকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বিজয়নলাল, সুহাসিনী ও শরৎকুমারকে অদ্ভুত দুর্গ হইতে বিদায় দিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা যে যে বিপদে পড়িয়াছিলেন, সেই সেই বিপদ হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে যত্নবান ছিলেন।

এবারে বিজয়নলাল, কেবলমাত্র কামাইলের সাহায্যেই সুহাসিনীকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিজয়নলাল বৃদ্ধ বণিকের

বেশে, দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে, কোন্ বলশালী পুরুষ দেখিলে তাহাকে আপন দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। এক দিবস কামাইলের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে আপন দলভুক্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কামাইল তাহাতে সম্মত হইয়াছিল। কামাইল সে সময়ে ভগবানের দলভুক্ত ছিল। হঠাৎ তাহাকে তাহার দল হইতে ছাড়াইয়া লইলে সুহাসিনী উদ্ধারের বিঘ্ন ঘটিতে পারে, অতএব আপাততঃ তাহাকে বর্ত্তমান প্রভুর নিকট থাকিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, এবং সুহাসিনীর আকার প্রকার বর্ণন করিয়া তাহাকে অন্বেষণ করিতে বলিয়াছিলেন। সুহাসিনীকে বিজয়নলাল এবারে কিরূপে উদ্ধার করিয়াছেন, পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

সুহাসিনী বলিল, "আপনার অদ্ভুত কীর্ত্তি দেখিয়া আমি যারপরনাই বিস্মিত হইয়াছি, আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন তাহার অন্ত নাই—সীমা নাই। আপনাকে লোকে দস্যু বলিয়া থাকে, কিন্তু আপনি কথনই দস্যু নহেন, আপনার যথার্থ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

বিজয়নলাল সুহাসিনীর প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল, বলিলেন, "সময় আসিলে সকলই প্রকাশ হইবে। সুহাসিনী সেজন্য মনোদুঃখ করিও না।"

এই সময়ে রণধীর সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রণধীর জীবন লইয়া এথানে কিরূপে আসলেন? তিনি তো ভগবানের নিকট বন্দী ছিলেন, এবং দস্যু তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিল। ইহার ভিতর গূঢ় রহস্য আছে। ভগবান কর্ত্তৃক আজ্ঞা পাইয়া আট জন দস্যু রণধীরের হস্ত পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সয়তান বৃক্ষাভিমুখে তাঁহাকে লইয়া গমন করিতে লাগিল। এবারে দস্যুরা তাঁহার চক্ষু বন্ধন করিয়া লইয়া যায় নাই। দস্যুদের বাসস্থান কিরূপে অবস্থিত, এবং কোন্ কোন্ পথ দিয়া যাইতে হয়, দেখিতে পারগ হইয়াছিলেন। সয়তান বৃক্ষ, ভগবানের আড্ডা হইতে এক ক্রোশ দূরে, একটী অরণ্য মধ্যে স্থাপিত। দস্যুগণ অল্প সময়ের মধ্যে রণধীরকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। তথায় পঁহুছিয়া রণধীর একটী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ দেথিলেন। সেই অশ্বত্থ বৃক্ষকেই দস্যুরা সয়তান বৃক্ষ বলিত। সেই বৃক্ষে তাহারা যে কত শত শত প্রাণীর জীবন নষ্ট করিয়াছে. তাহার সীমা নাই।

তথায় পঁহুছিয়া দস্যুগণ রণধীরের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল এবং এক গাছি রজ্জু সেই বৃক্ষের শাখায় বন্ধন করিল। রজ্জু লম্বিত দেখিয়া রণধীর মরণ নিকট হইয়াছে স্থির করিলেন। জানু পাতিয়া সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দস্যুগণ তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করাইল, তাঁহাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিল। রণধীর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চারিজন দস্যু তাঁহাকে বৃক্ষোপরি উঠাইল এবং তাঁহার গলদেশে রজ্জু দিবার উপক্রম করিতেছে, এই সময়ে অদুরে বন্দুকের শব্দ তাহাদের কর্ণগোচর হইল। বন্দু-কের শব্দ শুনিয়া দস্যুদিগের ভয় হইল। রণধীরের গলদেশে রজ্জু লাগাইল না, তাঁহাকে লইয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল। প্রথমতঃ চারিজন দস্যু বন্দুকের শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে গমন করিল। অবশিষ্ট চারি জন রণধীরকে রক্ষা করিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তবুও তাহারা প্রত্যাগত হইল না। পুনরায় বন্দুকের শব্দ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে আরও দুই জন দস্যু সেই দিকে গমন করিল। কেবল দুই জন মাত্র রণধীরের নিকট রহিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রণধীর এক জন বলবান পুরুষ, দিল্লীশ্বরের এক জন সেনাপতি, দুই চারি জন লোককে গ্রাহ্য করেন না। যে দুই জন দস্যু তাঁহার নিকট ছিল, তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র ভূমিতে রাখিয়া ছিল। রণধীর ভূমি হইতে এক খানি তরবারি লইয়া হঠাৎ এক জন দস্যুকে আক্রমন করিলেন, এবং একাঘা-তেই তাহাকে ভূশায়ী করিলেন। দ্বিতীয় দস্যু স্বীয় অস্ত্র লইয়া ক্ষণেক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিল, কিন্তু অবিলম্বেই পরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে রণধীর জীবন লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে সক্ষম হইয়া-ছিলেন। আসিতে আসিতে পথিমধ্যে বিজয়নলালের সহিত সাক্ষাৎ হয়, এবং উপযুক্ত পাত্র জ্ঞানে তাঁহাকে আপন কাহিনী বর্ণন করি-য়াছেন। বিজয়নলাল তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া আপন শিবিরে তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রিয়তমার সহিত মিলিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।

বস্তুতঃ উপরিউক্ত ঘটনা কেবল রণধীরের জীবন রক্ষা হইবার জন্যই ঘটিয়াছিল। যখন দস্যুগণ রণধীরের গলদেশে রজ্জু টানিবার উপক্রম করে, তখন যে অদূরে বন্দুকের শব্দ হইয়াছিল, সে অন্য কিছুই নহে, ভগবানের

দলের লোকেরা আসিতে আসিতে বন্দুক ছুড়িয়াছিল। যে ছয় জন দস্যু সেই ব্যাপার দেখিতে গিয়াছিল, তাহারা এ বিষয় জানিত না; শত্রু বিবেচনায় তাহাদের গতি লক্ষ্য করিতেছিল, সুতরাং ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল।

বিজয়নলাল, শরৎকুমার ও বিমলা কিরূপ অবস্থায় রহিয়াছেন, আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। তাঁহাদের উদ্ধারের জন্যই যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন, তাহা অবগত করাইলেন। ইহা ভিন্ন এ আয়োজনের আরও কোন বিশেষ কারণ আছে, সে কথা বিজয়নলাল কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই।

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

পাপের প্রতিফল।

ছয়টা বাজিয়াছে। সূর্য্যদেব উদয় হইয়াছেন। পূর্ব্ব দিন সূর্য্যদেব অস্ত গমনের পূর্ব্বে রাজমহলকে যে রাজার অধীন দেখিয়াছিলেন, আজ হয় তো তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন রাজাকে সেই সিংহাসনে বসিতে দেখিবেন। রাজমহলস্থিত মানব মাত্রেরই অদ্য অন্তঃকরণ আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়াছে, মনে করিতেছে, অদ্যই তাহারা ভীষণ অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবে, অথচ তাহার কোন কারণ নাই, কেহই অবগত নহে, যে কি উপায়ে অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবে। তবে তাহাদের মনের ভাব ওরূপ কেন?

সুবাদার গাত্রোত্থান করিয়া সুসজ্জিত কক্ষে পারিষদবর্গে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। পূর্ব্বেকার ন্যায় স্ফূর্ত্তি নাই। পারিষদবর্গের কৌতুক ভাল লাগিতেছে না। গণ্ডে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক অধোবদনে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইতেছে, তাঁহার বোধ হইতেছে যে, অদ্যই তাঁহার পাপের প্রতিফল হইবে। যেরূপ ভয়ানক উপায়ে

প্রাণীদিগকে বধ করিয়াছিলেন, সে সকল মনে উদয় হইতে লাগিল, তাহাদের মৃত্যু যাতনা সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার বোধ হইল, যেন তাহারা মৃত্যুকালে বিকট হাস্য করিয়া বলিতেছে, 'নরাধম! ইহার বিচার হইবে! তুমি যেমন আমাদিগকে এই ভয়ানক কষ্ট দিয়া মারিলে, তোমাকেও এইরূপে মরিতে হইবে!' সুবাদার বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইল, বাতুলের ন্যায় চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "এ কি! আমার সম্মুখে এ কি!"

হঠাৎ সুবাদারের এইরূপ ভাব দেখিয়া পারিষদবর্গ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

ক্ষণকাল পরে সুবাদার কথঞ্চিত সুস্থ হইয়া, পারিষদবর্গকে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহারা প্রভুর আজ্ঞামত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সুবাদার, মনের ভাবান্তর করিবার জন্য, মদ্য পান করিতে লাগিলেন। মদ্য পান করিয়াও মনের ভাবান্তর হইল না, বরঞ্চ বৃদ্ধি পাইল। সম্মুখে নানারূপ বিভীষিকা আসিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল। তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এতঅধিক মদ্য পান করিলেন যে, অবিলম্বেই অচেতন হইয়া পড়িলেন।

নগরের বাহিরে কামানের ভীষণ শব্দ হইল। শুনিয়া নগরবাসীদিগের ত্রাস জন্মিল। রাজরক্ষকগণ নগরের বাহিরে গিয়া দেখিল যে; অন্যূন পঞ্চ সহস্র সৈনিক পুরুষ নগরাভিমুখে অশ্বারোহণে আসিতেছে, তাহারা প্রথমে মনে করিল, সৈনিকেরা সম্রাট আকবারের অধীনস্থ, হয় তো কোন সেনাপতি আপন অধীনস্থ সেনা লইয়া এই স্থান দিয়া যাইতেছেন। কিন্তু সেই বীর পুরুষদিগের হাব ভাব দেখিয়া তাহাদের সে সন্দেহ দূরীভূত হইল। সমাগত সৈনিকেরা নিশ্চয়ই শত্রু, জ্ঞান করিয়া নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, ঐ বিষয় ঘোষণা করিয়া দিল। ক্রমে ক্রমে ঐকথা সুবাদারের নিকট পঁহুছিল। সুবাদার তখনও অচেতন রহিয়াছেন। তাঁহাকে ঐ বিষয় জ্ঞাত করাইবার জন্য পরিচারকেরা বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু বৃথা হইল, তাঁহার চৈতন্য হইল না।

সুবাদারের দুই সহস্রের অধিক সেনা ছিল না। তাঁহার সেনাগণ বিপক্ষের অধিক সেনা দেখিয়া ভীত হইল। এরূপ হঠাৎ আক্রমণের বিষয় কিছুই অবগত ছিল না, সুতরাং প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারে নাই। বস্তুতঃ বিজয়নলাল এরূপ গোপনে গোপনে যুদ্ধ সজ্জা করিয়াছিলেন যে, রাজমহলস্থিত কয়েকজন প্রধান প্রধান প্রজা ভিন্ন, আর কেহ জানিতে পারে নাই। যদিও সেনাগণের মধ্যে কাহারও কাহারও বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আজ্ঞা না পাওয়াতে ভগ্ন চিত্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। বিজয়নলালের কষ্ট পাইতে হইল না, বিনা যুদ্ধে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বিজয়নলাল, সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করিবামাত্র, প্রধান প্রধান প্রজাবর্গ সাধারণ লোকদিগকে তাঁহাকে দেখাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "এই বীর পুরুষ আমাদিগকে পামর সুবাদারের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন।" সাধারণ প্রজাগণ বিজয়নলাল ও তাঁহার দলের দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া মঙ্গল ধ্বনী করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল, "আমাদের রক্ষা কর্ত্তা আসিয়াছেন! আমরা পামর সুবাদারের অত্যাচার হইতে এইবার নিষ্কৃতি পাইলাম!" কোন কোন ব্যক্তি বিজয়নলালকে সুবাদারের দুর্গ দেখাইয়া বলিতে লাগিল, "ঐ স্থানে সুবাদার আছে, তাহাকে এই দণ্ডেই বন্দী করুন।" কেহ বা বলিতে লাগিল, "এই দণ্ডেই তাহাকে বধ করুন!" আবার কেহবা বলিতে লাগিল, "পামর আমাদের কন্যার, ভগ্নীর সতীত্ব বলপূর্ব্বক নষ্ট করিয়াছে! নরাধম বিনা দোষে আমাদের আত্মীয়দিগের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে! এখনই উহাকে বন্দী করুন! এখনই উহার প্রাণ বিনাশ করুন!" চতুর্দ্দিক হইতে প্রজাগণ ঐরূপ বলিতে লাগিল।

বিজয়নলাল অগ্রে সুবাদারকে বন্দী না করিয়া শরৎকুমার ও বিমলার জন্য ব্যস্ত হইলেন, দুই সহস্র সৈনিককে দুর্গ অধিকার করিতে বলিলেন, দুই সহস্র সৈনিককে নগরের পথে পথে থাকিয়া শান্তি রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিলেন, স্বয়ং অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া কারাগারাভিমুখে গমন করিলেন। কিছুকাল মধ্যে কারাগার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তথায় যে দুই চারি জন রক্ষক ছিল, পূর্ব্বেই বিজয়নলালের আগমন বার্ত্তা লোকমুখে শুনিয়াছিল, বিজয়নলালকে ভিতরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা

দূরে থাকুক, তাঁহাকে নতশিরে অভিবাদন পূর্ব্বক কারাগারের দ্বার খুলিয়া দিল। বিজয়নলাল কারাগারের ভিতরে প্রবেশ করিয়া একে একে সমুদায় কয়েদীদিগকে মুক্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে শরৎ-কুমার ছিলেন। শরৎকুমার বিজয়নলালকে দেখিবামাত্র যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। তিনি তাঁহার নিকট আপন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কারাগারের মধ্যে যে সকল স্ত্রীলোক কয়েদী ছিল, তন্মধ্যে বিমলা ছিল না। বিজয়নলাল কারাধ্যক্ষের নিকট হইতে এই পর্য্যন্ত অবগত হইলেন যে, কোন সুন্দরী রমণী রাজ অপরাধে দণ্ডিত হইলে, তাঁহাকে কারাগারে থাকিতে হয় না, সুবাদার তাঁহাকে আপন উপপত্নী রূপে গ্রহণ করেন।

বিজয়নলাল, রণধীর, শরৎকুমার ও অন্যূন অর্দ্ধ শত সেনা সমভিব্যাহারে সুবাদারের উপপত্নীদিগের আবাসে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা একে একে অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিলেন—ক্রমে ক্রমে এক তল হইতে দ্বিতলে উঠিলেন। তথায় প্রত্যেক গৃহ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক গৃহে-তেই দুই এক জন করিয়া সুন্দরী রমণী দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রত্যেক কক্ষ অন্বেষণ করিয়াও বিমলাকে দেখিতে পাইলেন না। তথন তাঁহাদের মনে ভয় হইল। জনৈক বৃদ্ধা পরিচারিকাকে বিজয়নলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিমলা নামে কোন সুন্দরী রমণী এখানে আছেন ?"

বৃদ্ধা তাঁহাদের আগমনে যারপরনাই ভীতা হইয়াছিল। ভগ্নস্বরে বলিল, "বিমলা এই স্থানেই আছেন।"

বিজয়নলাল ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় আছেন ? শীঘ্র বলিয়া দাও? আমারা প্রত্যেক গৃহ অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে বাহির করিতে পারি নাই !"

বৃদ্ধা উত্তর করিল, "তিনি আসিয়া পর্য্যন্ত এই অট্টালিকাতেই বাস করি-তেছেন। নগরে গোলমাল উপস্থিত হওয়াতে অত্যন্ত ভীতা হয়েন, বোধ হয় কোন স্থানে লুকাইয়া রহিয়াছেন, আপনারা ভালরূপে অন্বেষণ করুন, নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাইবেন।"

পরিচারিকার কথা শুনিয়া তাঁহারা অট্টালিকার অন্যান্য ভাগ অন্বেষণ করিতেছেন, এমত সময়ে জনৈক সৈনিক তাঁহাদিগকে অবগত করাইল যে, স্নান গৃহের গবাক্ষের নিকট কোন রমণী মূর্চ্ছিতা হইয়া রহিয়াছেন। শুনিয়া

তাঁহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। রণধীর রমণীকে দেখিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এই আমার প্রাণপ্রতিমা মুর্চ্ছিতা হইয়া রহিয়াছেন!" তাঁহারা বিমলার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। ক্ষণকাল মধ্যে বিমলার চৈতন্য হইল, উঠিয়া বসিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। বিমলা লজ্জিত হইয়াছে দেখিয়া রণধীর ব্যতীত আর আর সকলে সেই গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। রণধীর বিমলাকে আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন পূর্ব্বক বলিলেন, "বিমলে! তোমার সহিত মিলন হইবার আশা ছিল না, দৈববলে তোমাকে পাইয়াছি! সুবাদার তোমার উপর কোন অত্যাচার করে নাই তো?"

শুনিবামাত্র বিমলা রণধীরের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল, মধুরস্বরে বলিল, "রণধীর! সুবাদার আমার উপর কোন অত্যাচার করে নাই, কবিবার উপক্রম করিয়াছিল। রণধীর! আমি ভ্রষ্টা হই নাই! তোমার দাসী হইবার উপযুক্ত আছি!"

রণধীর যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। পুনরায় বিমলাকে আলিঙ্গন করিলেন—মুখচুম্বন করিলেন।

বিজয়নলাল, শরৎকুমার। প্রভৃতি তাঁহাদের জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতে ছিলেন, ক্ষণকাল মধ্যে রণধীর ও বিমলা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

শরৎকুমার, জানিতেন যে, সুহাসিনী সম্রাটের বেগমদিগের সহিত দিল্লী অভিমুখে যাইতেছে। সুহাসিনীর অদৃষ্টে পরে যে কি ঘটিয়াছিল, কিছুই অবগত ছিলেন না। বিজয়নলাল সংক্ষেপে সেই সকল বিষয় শরৎ-কুমারকে জ্ঞাত করিলেন। বিজয়নলাল স্বয়ং সেনাগণকে লইয়া সুবাদারকে ধৃত করিতে ধাবমান হইলেন। শরৎকুমার, রণধীর ও বিমলা শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

শরৎকুমার শিবিরে পঁহুছিয়াই যে গৃহে সুহাসিনী অবস্থিতি করিতেছে, তথায় একেবারে প্রবেশ করিলেন। সে গৃহে সুহাসিনী ও লছ্‌মণি ভিন্ন আর কেহ ছিল না। সুহাসিনীকে শরৎকুমার বার বার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন—মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

যখন সুহাসিনীকে শরৎকুমার আপন আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন লছ্‌মণি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে অন্য গৃহে গিয়াছিল।

উভয়ে উভয়ের প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন, উভয়ের চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল, তাঁহারা অসীম সুখানুভব করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে সুহাসিনীকে আপন আলিঙ্গন পাশ হইতে মুক্ত করিয়া শরৎকুমার বলিলেন, "সুহাস! বেগমদিগের সহিত যাইতে যাইতে যে তোমার অদৃষ্টে এত ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে জানি নাই! আর জানিলেই বা কি করিতাম, আমি নিজেই বন্দী হইয়াছিলাম, কেবল বিজয়নলালের অসাধারণ ক্ষমতার গুণে তোমাকে পুনর্লাভ করিলাম।"

সুহাসিনী বলিল, "সেই মহাপুরুষকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিই, সেই পুরুষোত্তম দ্বারাই আমাদের তিনবার জীবন রক্ষা হইয়াছে।"

যখন সুহাসিনী ও শরৎকুমারের কথোপকথন হইতেছিল, তখন বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। ভয়ানক বিভ্রাট হেতু তাঁহাদের এখনও আহার হয় নাই। উভয়ে আহারাদি সমাপনান্তর বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

বিজয়নলাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং শিবিরবাসী-দিগকে অবগত করাইলেন যে, সুবাদার আপন স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয়দিগকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে, তাঁহাদিগকে ধৃত করিতে পারেন নাই। শুনিয়া সকলে দুঃখিত হইলেন।

সেই রাত্রিতেই শিবির ভঙ্গ করিয়া বিজয়নলাল স্বীয় দলবলের সহিত নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। বিজয়নলালের সদাচরণে প্রজাগণ তাঁহার উপর যারপরনাই সন্তুষ্ট হইল। সকলেই মনে মনে তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী হইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল।

এই সময়ে বিজয়নলাল, রণধীর ও বিমলার বিবাহ কার্য্য মহা ধুমধামের সহিত সম্পন্ন করিলেন। রণধীরের পিতা তাঁহার বিবাহের বিষয় কিছুই অবগত হইলেন না।

বিজয়নলাল, শরৎকুমারকেও সুহাসিনীকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু রণধীরের ন্যায় তিনি পিতার বিনানুমতিতে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সম্মত হইলেন না, সুতরাং বিবাহ স্থগিত রহিল।

সুবাদারকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অপর একজন সুবাদার সেই স্থানে উপবেশন করিয়াছে, এই বার্ত্তা ক্রমে ক্রমে সম্রাট আকবারের কর্ণে উপস্থিত হইল।

কোন্ ব্যক্তি তাঁহার অধীনস্থ রাজ্য জয় করিয়াছেন? তিনি কি দিল্লীশ্বরের প্রতাপ অবগত নহেন? তাঁহার অধীনস্থ প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগের বিক্রম কি তাঁহার স্মরণ নাই? তিনি এ সব জানিয়া শুনিয়া জ্বলন্ত হুতাশনে ঘৃত নিক্ষেপ করিয়াছেন কেন?

সম্রাট, পূর্ব্ব সুবাদাবের অত্যাচারের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া অপর এক ব্যক্তি সেই সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, শুনিয়া সম্রাট যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, এই কার্য্য জগদীশ্বর দ্বারা সমাধা হইয়াছে,তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় আপনা আপনি সম্পন্ন হইয়াছে। মনে মনে সেই বীরপুরুষের সাহসকে ধন্যবাদ দিলেন। সম্রাট বিবেচনা করিলেন যে, বোধ হয় প্রজাগণ সুবাদারের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহি হইয়া, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে, এবং আপনাদিগের মধ্যে একজন সুবাদার হইয়াছেন।

আকবার সদ্বিবেচক ভূপতি ছিলেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ না করিয়া কোন কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হইতেন না। তিনি নব সুবাদারের বিপক্ষে যুদ্ধ করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন না। তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

এই সময়ে আকবার রাজধানীতে এক মহা মেলার আয়োজন করিতে ছিলেন। সেই মেলা দর্শনের জন্য সমুদায় ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে লোক পাঠাইতে ছিলেন, সেই সঙ্গে রাজমহলের নব সুবাদারকেও সবান্ধবে আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন।

এক মাসের মধ্যে দূত আসিয়া বিজয়নলালের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি সম্রাটের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সম্রাটের আচরণ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

বিজয়নলাল সম্রাটকে ভালরূপে জানিতেন, তাঁহার মনে কোন রূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। রণধীরের উপর রাজ্যের ভার দিয়া শরৎকুমার, সুহাসিনী, কামাইল, লছ্‌মণি এবং অর্দ্ধ শত সেনা সমভিব্যাহারে লইয়া মেলা দর্শনের জন্য দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ত্রয়োত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

ফকির।

রাজমহল হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত যাইতে বিজয়নলালকে অনেক স্থানে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল, স্থানাভাবে যারপরনাই কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল, অনেক অসম্ভবনীয় ঘটনা দর্শন করিতে হইয়াছিল।

তাঁহাদের মত অনেকেই দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন। ভারতবর্ষের সমুদায় প্রধান প্রধান পথ এই সময়ে সদা সর্ব্বদা জনতায় পূর্ণ। পথের পার্শ্ববর্ত্তী সরায়ে স্থান পাইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সদা সর্ব্বদা সকল সরাই পথিক বৃন্দে পরিপূরিত রহিয়াছে, নবাগত পথিকেরা স্থান পাইতেছে না। যদিও বিজয়নলাল স্বচ্ছন্দে যাইবার জন্য নিকটে নানাবিধ আবশ্যকীয় সামগ্রী রাখিয়াছেন, তবুও স্থানাভাবে যারপরনাই কষ্ট পাইতে লাগিলেন। তিনি সুহাসিনীর জন্য যারপরনাই ভাবিত হইয়াছিলেন, তাঁহার কোমলাঙ্গ কিরূপে এত কষ্ট সহ্য করিবে।

ক্রমে ক্রমে তাঁহারা পাটনাতে উপস্থিত হইলেন। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। সহরের ভিতর বাসস্থান পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, উপনগরে সেই রাত্রির জন্য বিশ্রাম করিতে বিজয়নলাল স্থির করিলেন। সহরের বাহিরে যাইবামাত্র একটী বৃহৎ কূপ দেখিতে পাইলেন, তাহার পার্শ্বে একটী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ রহিয়াছে, তন্নিয়ে অন্যূন দুই শত মুসলমান একত্রিত হইয়াছে। কেহবা গল্প করিতেছে, কেহ বা হস্ত মুখ ধৌত করিতেছে, কেহবা সন্ধ্যাকালীন নেমাজ করিতেছে। তাঁহারা কিছুকাল তথায় থাকিয়া, সেই ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন, পরে আশ্রয় অন্বেষণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

জনৈক মুসলমান ফকির সেই সময়ে আপন সন্ধ্যা-কালীন নেমাজ সমাপন করিয়া তথায় বসিয়াছিলেন। তাঁহার শুভ্রবর্ণ শ্মশ্রু বক্ষ পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে, বদন গুম্ফ ও শ্মশ্রু দ্বারা আবৃত। বিজয়নলাল ও তাঁহার দল বলের সকল

ব্যক্তিকে অবলোকন করিয়া তথা হইতে উঠিলেন, এবং তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া ফকির বিজয়ন লালের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথায় যাইতেছেন?"

বিজয়নলাল উত্তর করিলেন, "দিল্লীতে মেলা দেখিতে যাইতেছি।"

ফকির বলিলেন, "আমিও কল্য প্রত্যূষে দিল্লী অভিমুখে মেলা দেখিতে গমন করিব। অনেক উচ্চ বংশীয় ভদ্রলোকদিগের স্থানাভাবে যারপরনাই কষ্ট হইতেছে। আমি এখান হইতে দুই ক্রোশ দূরে একটী নির্জ্জন স্থানে বাস করি, তথায় বিশ্রাম করিবার স্থান যথেষ্ট আছে।"

শুনিয়া বিজয়নলাল যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন, মনে মনে ভাবিলেন যে, অদ্য রাত্রিতে বিশ্রাম স্থান অন্বেষণ করিতে কষ্ট পাইতে হইল না। ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমাদিগকে অদ্যকার রাত্রির জন্য বিশ্রাম করিতে স্থান দিবেন?"

ফকির উত্তর করিলেন, "আমার সৌভাগ্য যে আপনাদিগের ন্যায় ভদ্রসন্তানদিগকে অতিথি করিয়া আপনি কৃতার্থ হইব। যদিও আমি মুসলমান, তথাপি হিন্দুদিগকে স্থান দিয়া থাকি, আমার নিকট হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ নাই, সকলকেই সমচক্ষে দেখি। আমার বাসস্থান বৃহৎ, তথায় আপনাদিগের সকলের থাকিতে কোন অসুবিধা হইবে না।"

ফকির পথ প্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন, তাঁহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া প্রশস্ত পথ ত্যাগ করিয়া একটী অরণ্য মধ্য স্থিত পথ দিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "আপনাদের কোন ভয়ের কারণ নাই, আমি ফকির, নির্জ্জন স্থান ভালবাসি, সেই জন্যই অন্বেষণ করিয়া এই বন মধ্যে আপন আবাস স্থান মনোনীত করিয়া লইয়াছি।"

বিজয়নলাল ফকিরকে কোন রূপ সন্দেহ করেন নাই। অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। বন মধ্যে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ গমন করিয়া, ফকির তাঁহাদিগকে একটী পুরাতন বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া বলিলেন, "এই আমার বাসস্থান।"

বিজয়নলাল, শরৎকুমার ও সুহাসিনীকে লইয়া ফকির অট্টালিকার

ভিতর প্রবেশ করিয়া একটী কক্ষে উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য লোকেরা অন্য গৃহে রহিল। তাঁহারা তথায় গিয়া দেখিলেন যে গৃহে আলো জ্বলিতেছে, বসিবার স্থান যথেষ্ট আছে।

ফকির বলিলেন, "এই অট্টালিকাতে অদ্ভুত অদ্ভুত সামগ্রী আছে, আমি সে সকল আপনাদিগের নিকট বর্ণন করিব। আপনারা এক্ষণে পথশ্রান্ত হইয়াছেন, অন্য গৃহে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করুন, পরে এস্থানে আসিবেন। আপনারা সেই সকল অদ্ভুত কাণ্ড শুনিয়া একেবারে চমৎকৃত হইবেন।" এই বলিয়া ফকির যে গৃহে তাঁহারা আহারাদি সম্পন্ন করিবেন, দেখাইয়া দিলেন।

বিজয়নলাল, সুহাসিনী ও শরৎকুমার এই অট্টালিকাস্থিত রহস্যের কথা ফকিরের মুখে শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা পথশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বিশ্রাম বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল, কিন্তু কৌতূহল আহার সমাপনান্তর তাঁহাদের সে কষ্ট দূর করিল। গল্প শুনিবার জন্য ফকিরের নিকট তিন জনে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, ফকির এক খানি আসনে উপবেশন্ করিয়া ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহাদের প্রবেশ মাত্র তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তাঁহাদিগকে নিকটস্থ আসনে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহারা সকলে উপবেশন করিলেন। কামাইল ও লছ্মণি অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে ভালবাসিত, তাহারাও তথায় উপস্থিত ছিল। লছ্মণি সুহাসিনীর পার্শ্বে বসিল।

ফকির বলিতে লাগিলেন, "প্রায় পঁচিশ বৎসর গত হইল, এ স্থান হইতে বিশ ক্রোশ দূরে,বসন্তকুমার নামে এক মহাবলশালী জায়গীরদার বাস করিতেন। সুশীলা নামে তাঁহার একমাত্র কন্যা ছিল। সুশীলার যৌবন প্রারম্ভে, সুকুমার নামে জনৈক জায়গীরদার পুত্রের প্রেমাশক্ত হইয়াছিলেন। সুকুমারের পিতার নাম মোহনলাল। সেই প্রণয় প্রভাবে সুশীলা গর্ভবতী হইয়াছিলেন। তখন আর সুশীলা আপনার প্রণয়ের কথা গোপন রাখিতে পারিলেন না, পিতাকে আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে বাধ্য হইলেন। কন্যার লজ্জা নিবারণের জন্য বসন্তকুমার মোহনলালকে স্বীয় কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি মোহনলালকে দুইজনের প্রণয়ের কথা

বলিয়াছিলেন, এবং সেই প্রণয় প্রভাবে সুশীলা যে গর্ভবতী হইয়াছেন, সে বিষয়ও অবগত করিয়াছিলেন। মোহনলাল গর্ভবতী কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে অস্বীকার করিলেন। সুকুমারও সুশীলাকে বিবাহ করিতে সম্মত ছিলেন না। বসন্তকুমার গোপনে কন্যার প্রসবাদি কার্য্য সমাধা করিয়া তাঁহাকে গৃহে রাখিলেন। পরে অন্য যুবকের সহিত বিবাহ দিবার জন্য কন্যার নিকট প্রস্তাব করাতে সুশীলা বলিয়াছিলেন, "পিতা আমি ভ্রষ্টা নহি, যে এক স্বামী ত্যাগ করিয়া অপর স্বামী গ্রহণ করিব। আমি সুকুমারকে স্বামীর মত দেখিতাম, অন্য ভাব ছিল না, তবে যে তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন না, সে কেবল আমার অদৃষ্ট দোষে। যদি আমাকে সুকুমার বিবাহ না করেন, তাহা হইলে চিরকাল অনূঢ়া থাকিব। তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া জীবন ধারণ করিব।" আর একবার বসন্তকুমার মোহনলালকে বিবাহের কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হওয়া দূরে থাকুক, বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "আমার এক মাত্র পুত্রকে বারবিলাসিনীর প্রেমে আবদ্ধ করিতে পারিব না!"

একে কন্যার কষ্ট, তাহার উপর মোহনলালের ঐরূপ কটূক্তি শুনিয়া বসন্তকুমার একেবারে ক্রোধান্ধ হইলেন, অবিলম্বেই তাঁহাকে সবংশে নিধন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্রকাশ্য যুদ্ধ করিলে কন্যার অবমানের কথা প্রকাশ হইবে ভাবিয়া, গোপনে গোপনে সহজ উপায়ে শত্রু বধ করিতে স্থির করিলেন। তিনি নানাদেশ হইতে বিখ্যাত স্বর্ণকার আনাইয়া স্বর্ণ এবং হীরকের অলঙ্কার ও অঙ্গুরীয় প্রস্তুত করাইলেন। সেই সকল অলঙ্কার ও অঙ্গুরীয়ের ভিতর ভয়ানক বিষ রাখিয়াছিলেন। তাহার ভিতর এরূপ ভাবে বিষ ছিল যে, কোন ব্যক্তি জিহ্বা দ্বারা লেহন করিলে, তাহার মুখের ভিতর উহা প্রবেশ করিবে, এবং অবিলম্বেই তাহার জীবন নষ্ট করিবে। অলঙ্কারের উপরিভাগে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল যে, তাহার ভিতর হইতে বিষ কোন কালে নির্গত হইবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং উহা এত ভয়ানক ছিল যে, শত শত বৎসর অতীত হইলেও তাহার গুণের হ্রাস হইবে না। বসন্তকুমারকে এই সকল অলঙ্কার প্রস্তুত করাইতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছিল।"

বিজয়নলাল বলিলেন, "তিনি শত্রু বিনাশ জন্য আশ্চর্য্য উপায় বাহির করিয়াছিলেন।"

ফকির আবার বলিতে লাগিলেন, "বসন্তকুমারের অধীনস্থ কোন অট্টালিকাতে শ্বেত মার্ব্বল নির্ম্মিত একটী বৃহদাকার মূর্ত্তি ছিল। এরূপ কৃথিত ছিল যে, কোন মহাপুরুষ তাহাকে কথা কহিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমুদায় ঠিক্ বলিতে পারিত।"

ফকিরের মুখে, প্রস্তর মূর্ত্তি যে বাক্য নিঃসরণ করিতে পারে, শুনিয়া বিজয়নলাল ও সুহাসিনী একেবারে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহাদের অদ্ভুত দুর্গের কথা মনে পড়িল। এক প্রস্তর মূর্ত্তি তাঁহাদের সহিত অদ্ভুত দুর্গে কথা কহিয়াছিল? তাহার মুখে শুনিয়াছিলেন যে, সেইই কেবল বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, অন্য নির্ম্মিত মূর্ত্তির কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। তবে কি ফকির সেই মূর্ত্তির কথা বলিতেছেন? এত দূর হইতে উহা অদ্ভুত দুর্গে কিরূপে স্থাপিত হইল?

ফকির বলিতে লাগিলেন, "কিছু দিন পরে বসন্তকুমারের কন্যার ও মোহনলালের পুত্রের মৃত্যু হইল। তখন বসন্তকুমারের শত্রুবধসাধ মিটিল। যাহাদের জন্য শত্রুতা স্থাপন হইয়াছিল, তাহারাই যখন পৃথিবী ত্যাগ করিল, তখন আর শত্রু বধে ফল কি? এই ভাবিয়া বসন্তকুমার শত্রু বধে ক্ষান্ত হইলেন। তিনি যে ঐ বিষাক্ত অলঙ্কার দ্বারা শত্রু বধ করিতে স্থির করিয়াছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমি এই গল্প তাঁহার এক জন বিশ্বস্ত ভৃত্যের মুখে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যে কি উপায়ে সেই অলঙ্কারের দ্বারা শত্রু বধ করিতে স্থির করিয়াছিলেন, তাহা সেই ভৃত্য জানিত না।"

ক্ষণেক নীরবের পর ফকির বলিলেন, "আমি যে প্রস্তর মূর্ত্তির কথা বলিলাম, তাহা এই অট্টালিকাতে অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিষাক্ত অলঙ্কার সকল এই স্থানেই নির্ম্মিত হইয়াছিল।"

প্রস্তর মূর্ত্তি এই অট্টালিকাতে আছে শুনিয়া বিজয়নলাল ব্যস্তভাবে বলিলেন, "কোন্ স্থানে সেই মূর্ত্তি আছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিন! সেই মূর্ত্তির কথা শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে?"

এইরূপ সুহাসিনী, শরৎকুমার ও কামাইল, মূর্ত্তি দেখিবার জন্য আপন আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিল, কিন্তু লছ্‌মণি সম্মত হইল না, সে সুহাসিনীর কর্ণে কর্ণে বলিল, "এই ফকিরকে বিশ্বাস করিবেন না! আপনারা ইহার সহিত মূর্ত্তি দেখিতে যাইবেন না! আমি এই ফকিরকে যেন পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কোথায় দেখিয়াছি মনে নাই।"

মূর্ত্তি দেখিবার জন্য সুহাসিনীর মন এত ব্যগ্র হইয়াছিল যে, লছ্‌মণির কথার দৃক্‌পাতও করিল না, মূর্ত্তি দেখিতে প্রস্তুত হইল।

ফকির উপরি উক্ত বিষয় বর্ণন করিতে করিতে সুহাসিনী, লছ্‌মণি ও কামাইলের প্রতি মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহা লছ্‌মণি ভিন্ন আর কেহই লক্ষ্য করেন নাই। ফকিরকে দেখিয়া পর্য্যন্ত লছ্‌মণির মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল।

ফকির এই পাঁচজনকে লইয়া মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য সেই গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। লছ্‌মণি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাদের সহিত যাইতে বাধ্য হইল। ফকিরের হস্তে একটী আলো ছিল। ফকির তথা হইতে কিয়দ্দূর গিয়া একটী গৃহে তাঁহাদিগকে লইয়া প্রবেশ করিলেন, এবং কতকগুলি স্বর্ণকারদিগের যন্ত্রাদি দেখাইয়া বলিলেন, "এই গৃহেই বিষাক্ত অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়াছিল।" সেই গৃহে জাঁতা, হাতুড়ি উকা প্রভৃতি নানা স্থানে ছড়ান ছিল। ঐ সকল বস্তু দেখিয়া তাঁহাদের ফকিরের কথায় অধিকতর বিশ্বাস হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ফকির তাঁহাদিগকে লইয়া সোপান শ্রেণীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তদ্দ্বারা নিম্ন তলে যাওয়া যায়। সেই সোপান এরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে, যে নিম্ন দেশ পর্য্যন্ত তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না।

ফকির বলিলেন, "নিম্ন তলস্থ একটী গৃহে সেই অদ্ভুত মূর্ত্তি আছে। আমাদিগকে এই সোপান দিয়া যাইতে হইবে।"

সোপান দিয়া নিম্নে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে পুনরায় লছ্‌মণি সুহাসিনীর কর্ণে কর্ণে বলিল, "আমার ভাল বোধ হইতেছে না, আপনারা এই ফকিরকে বিশ্বাস করিবেন না, ইহার সহিত নীচে যাইবেন না!"

কে কাহার কথা শুনে? সুহাসিনী মূর্ত্তি দেখিবার জন্য এত উতলা হইয়াছিল যে, তাহার কথায় দৃক্‌পাতও করিল না।

কামাইল, ফকির, বিজয়নলাল ও শরৎকুমার অগ্রে অগ্রে এবং সুহাসিনী ও লছ্‌মণি পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিতে লাগিল। ২০।২৫ ধাপ নামিতে না নামিতে ফকিরের হস্ত হইতে আলোকাধার স্খলিত হইয়া নির্ব্বাণ হইল। সেই সঙ্গে এক ভয়ানক চীৎকার এবং ক্ষণকাল মধ্যে সমুদায় নিস্তব্ধ হইল।

বিজয়নলাল লম্ফ দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বিশ্বাসঘাতকতা! আমরা মন্দলোকের হস্তে পড়িয়াছি!"

শরৎকুমার উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "সুহাসিনী!"

কোন উত্তর নাই।

তথায় ঘোর অন্ধকার বিরাজ করিতেছে। তাঁহারা কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। মধ্যে মধ্যে আপনা আপনি আঘাতিত হইতেছেন।

শরৎকুমার পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "সুহাসিনী! সুহাসিনী!" তথাপি কোন উত্তর নাই।

বিজয়নলাল বলিলেন, "তবে কি সুহাসিনী ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন! লছ্‌মণি!"

উত্তর হইল, "আলো নিভিবামাত্র তাঁহাকে লইয়া, আমার বোধ হয়, সেই ফকির পলাইয়াছে। তাঁহাকে যে কেহ ধরিয়াছিল, আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

কামাইল এই সময়ে সিংহের ন্যায় হুঙ্কার দিয়া উঠিল।

শরৎকুমার বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! আবার সুহাসিনীকে হারাইলাম!"

বিজ। এ আক্ষেপের সময় নহে! কামাইল!

কামা। হুজুর!

বিজ। নীচে নামিবার আবশ্যক নাই, উপরে উঠিতে চেষ্টা কর।

কামাইল, লছ্‌মণি, বিজয়নলাল ও শরৎকুমার অতি কষ্টে সেই অন্ধকারময় পথ দিয়া উপরে উঠিলেন। উপরে উঠিয়া কামাইল পুনরায় হুঙ্কার দিল।

এই সময়ে বিজয়নলালের সৈন্যেরা আলো লইয়া সসস্ত্রে সেই দিকে আসিতেছিল, তাহারা হঠাৎ এইরূপ গোলমাল শুনিয়া মনে করিয়াছিল যে, নিশ্চয়ই প্রভুর কোন না কোন বিপদ ঘটিয়াছে। সৈনিকেরা তথায় আসিবামাত্র বিজয়নলাল সুহাসিনীকে অন্বেষণ করিতে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু

সেই অট্টালিকার প্রত্যেক গৃহের কোণ পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়াও সুহাসিনীকে পাইলেন না—অন্বেষণ করিতে করিতে সমুদায় রাত্রি কাটিয়া গেল, ভোর হইল, তবুও সুহাসিনীকে পাইলেন না। সুহাসিনী তথায় নাই, নরাধম ফকির তাহাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

শরৎকুমার সুহাসিনীর জন্য যারপরনাই ভগ্নমন হইলেন। অদ্ভুত ঘটনা প্রভাবে তাঁহাকে পাইয়াও আবার হারাইলেন।

প্রথমতঃ বিজয়নলাল দিল্লী গমন বন্ধ করিয়া সুহাসিনীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সম্রাট একে তাঁহার উপর কুপিত হইয়াছেন, নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিলে অধিকতর কুপিত হইবেন, ভাবিয়া শরৎকুমারের উপর সুহাসিনী অন্বেষণের ভার দিয়া সসৈন্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কামাইল ও লছ্‌মণি শরৎকুমারের নিকট থাকিল।

চতুঃত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

দিল্লীশ্বর।

১৫৭৩ খৃঃ ষ্টাব্দ হইতে উড়িষ্যার নবাবের সাহত সম্রাট আকবারের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। নবাব যতবার সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ততবার তাঁহার বিখ্যাত সেনাপতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। সম্রাটের সহিত ক্রমান্বয় যুদ্ধে লিপ্ত থাকিলে, অধিকতর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া নবাব সন্ধি স্থাপনের জন্য দিল্লীতে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত দিল্লীতে পঁহুছিলে সম্রাট তাঁহাকে অবগত করাইলেন যে, নবাব যদি কতকগুলি আপন অধিকারভুক্ত স্থান তাঁহাকে অর্পণ করেন,এবং তাঁহার অধিকারভুক্ত স্থানে আর কখনও অত্যাচার না করেন, তাহা হইলে সন্ধি করিতে তাঁহার আপত্তি নাই। দূত দিল্লী হইতে উড়িষ্যায় প্রত্যাগত হইয়া সেই কথা নবাবকে অবগত করাইলেন। নবাব সম্রাটের কথায় সম্পূর্ণ সম্মত হইলেন। উভয় পক্ষে বন্ধুত্ব স্থাপন হইল। নবাব, সম্রাটকে যে কেবল কতকগুলি স্বীয়

অধিকারভুক্ত স্থান দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এরূপ নহে, তাঁহাকে অধিকতর সন্তুষ্ট করিবার জন্য একশত সুন্দরী যুবতী উপহার স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। পাঠক! আপনি যে একশত রমণীকে বাঙ্গালা হইতে দিল্লী অভিমুখে যাইতে দেখিয়াছিলেন,নবাব তাঁহাদিগকে সম্রাটের নিকট উপহার স্বরূপ পাঠাইতেছিলেন, ঐ সকল যুবতী কেহই কুলটা নহেন, সকলেই উচ্চ বংশীয় কন্যা। নবাব তাঁহাদিগকে বল পূর্ব্বক তাঁহাদের পিতা মাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মির্জ্জা খাঁ নামক সম্রাটের একজন সেনাপতি বাঙ্গালায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। নবাব তাঁহাকে ঐ সকল রমণীকে সম্রাটের নিকট পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মির্জ্জা খাঁ আপন অধীনস্থ কতকগুলি সৈনিককে তাঁহাদিগকে দিল্লীতে লইয়া যাইয়া সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। পাছে রমণীদিগের যাইতে যাইতে কষ্ট হয়, সেই জনাই মির্জ্জা খাঁ, যে যে স্থান দিয়া তাঁহারা অতিক্রম করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের সরাই সমূহে অন্যান্য পথিকদিগকে স্থান দেওয়া হইবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন। সেই জন্যই সুহাসিনী ও শরৎকুমার সহজে স্থান পান নাই।

নবাব রমণীদিগকে উপহার স্বরূপ পাঠাইয়াছেন, শুনিয়া সম্রাট যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, ধার্ম্মিক প্রধান আকার সকলের সমক্ষে বলিয়াছিলেন, "নবাব আমাকে তাঁহার ন্যায় লম্পট জ্ঞান করিয়াছেন? আমি এই সকল যুবতীকে আপন কন্যার ন্যায় দেখিব।" সম্রাট রমণীদিগকে আপন দুর্গস্থিত একটী সুসজ্জিত অট্টালিকাতে যত্ন পূর্ব্বক মহাসমাদরে রাখিয়াছেন, এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে আপন আপন অবিভাবকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, কিম্বা মেলা দেখিতে যে সকল উচ্চবংশীয় যুবক আসিবেন, তাঁহাদের সহিত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন। সম্রাট যুবতীদিগের অবিভাবকের নিকট পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে ঐ সকল যুবতী অবিবাহিতা। পাছে বিবাহিতা রমণী পাঠাইলে সম্রাট অসন্তুষ্ট হইয়া গ্রহণ না করেন, সেই জন্য অবিবাহিতা যুবতীদিগকে নবাব প্রেরণ করিয়াছিলেন। যুবতীদিগের বয়স চৌদ্দ হইতে বিশ বৎসর, ইহাপেক্ষা কম কিম্বা

অধিক ছিল না। সেনাগণ সম্রাটকে আরও অবগত করাইয়াছিল যে, রমণীদিগকে লইয়া দিল্লীতে আসিবার কালীন একজনকে দস্যুগণ তাহাদিগের নিকট হইতে বল পূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছে। মৃতা রমণীর স্থানে-যেরূপে বিমলাকে স্থাপন করিয়াছিল, সুহাসিনীর স্থানে অপর রমণীকে সেরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে নাই। সেই রমণীকে দস্যুগণ কিরূপে অপহরণ করে আদ্যোপান্ত সম্রাটের নিকট বর্ণন করিয়াছিল। যেরূপে একজন লোক কুষ্ঠ রোগী সাজিয়া পথের ধারে ভিক্ষা প্রার্থনা করে, যেরূপে জনৈক রক্ষক তাহাকে পদাঘাত করে, এবং 'ভগবান ইহার বিচার করুন' ইহা ভিক্ষুকের মুখ হইতে উচ্চারিত হইলে, যেরূপে ভগবানের দূত তথায় উপস্থিত হয়, একে একে সমুদায় সম্রাটের নিকট বর্ণন করিয়াছিল। বাঙ্গালায় ভগবান নামে যে একজন বিখ্যাত দস্যু ছিল, আকবার তাহা শুনিয়াছিলেন। তাহাকে এবং তাহার অনুচর বর্গকে ধৃত করিবার জন্য সময়ে সময়ে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। ভিক্ষুক কর্তৃক ভগবানের নাম উচ্চারিত হইবামাত্রই ভগবানের দূতেরা তথায় উপস্থিত হইয়াছিল, শুনিয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আকবার সমুদয় রহস্য বুঝিতে পারিলেন, স্থির করিলেন যে, নিশ্চয়ই এই কর্ম্ম ভগবান দস্যুর দল কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে।

অপহৃতা রমণীকে দস্যু হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মহামতি আকবারের ইচ্ছা হইল। মন্নুলাল নামে জনৈক সৈনিক পুরুষকে, সেই অপহৃতা কামিনীকে দস্যু হস্ত হইতে কৌশল পূর্ব্বক মুক্ত করিয়া দিল্লীতে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় পঁহুছিলে কোন সরায়ে জয়রামের সহিত মন্নুলালের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। লছমণির আঘাতে জয়রামের মৃত্যু হয় নাই, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, মোহান্তে আপন দল বলের সহিত মিলিত হইয়াছিল। জয়রামকে ভগবানের চর জানিয়া মন্নুলাল তাহাকে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিল, এবং যথেষ্ট পুরস্কারের লোভ দেখাইয়াছিল।

জয়রাম আপন প্রভুর নিকট উহা ব্যক্ত করিয়াছিল, এবং কিরূপে ভগবান সুহাসিনীকে পুনরায় অপহরণ করিয়াছিল, তাহা ত্রয়োত্রিংশৎ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান স্বয়ং এবারে ফকিরের বেশ ধরিয়া সুহাসিনীকে অপহরণ করিয়াছিল। তাহার বদন মিথ্যা গুম্ফ ও শ্মশ্রু দ্বারা

আবৃত ছিল বলিয়া সুহাসিনী, লছমণি ও কামাইল তাহাকে চিনিতে পারে নাই।

মন্নুলালকে পঞ্চ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা সুহাসিনীর মূল্য স্বরূপ ভগবানকে দিতে হইয়াছিল। এইরূপে সুহাসিনীকে দস্যু হস্ত হইতে পাইয়া সম্রাটের দুর্গ মধ্যে আনয়ন করিয়াছে। মন্নুলাল সুহাসিনীকে লইয়া আসিতে আসিতে, কি জন্য কোন স্থানে লইয়া যাইতেছে, কিছুই বলে নাই। সুহাসিনী যে দিল্লীতে সম্রাট আকবারের দুর্গে আসিয়াছে, তাহা জানিত না।

একটী সুসজ্জিত কক্ষে আমাদের নায়িকা বসিয়া রহিয়াছে, সম্মুখে এক জন বৃদ্ধা পরিচারিকা ভিন্ন আর কেহ নাই।

সুহাসিনী বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কোথায় আসিয়াছি?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল, "সম্রাট আকবারের দুর্গে।"

শুনিয়া সুহাসিনী বিস্মিত হইল, ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে এ স্থানে আনয়ন করা হইয়াছে কেন?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল, "আমি তাহা জানি না।"

অপহৃত হইয়া দিল্লীশ্বরের দুর্গে আনিত হইয়াছে শুনিয়া সুহাসিনী কিছুমাত্র ভীতা হইল না, তাহার অদ্ভুত দুর্গস্থিত বৃদ্ধের কথা মনে পড়িল। বৃদ্ধ প্রদত্ত অঙ্গুরীয় যত্ন পূর্ব্বক নিজের নিকটে রাখিয়াছে। বৃদ্ধ সুহাসিনীকে বলিয়াছিলেন যে, সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া, কোন রূপে অঙ্গুরীয় তাঁহাকে দেখাইতে পারিলে, সম্রাট তাঁহার উপর কোন কুব্যবহার করা দূরে থাকুক, আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ—যত্ন করিবেন। সুহাসিনী সুবিধামত সম্রাটকে অঙ্গুরীয় দেখাইতে স্থির করিল।

সুহাসিনীকে দেখিয়া বৃদ্ধা পরিচারিকার মনে এক পুরাতন রহস্যের কথা উদয় হইল। মনে মনে চিন্তা করিল, "জন্মাবধি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সেই বালিকাকে লালন পালন করিয়াছিলাম, যৌবনকাল উপস্থিত হইলে, সে যেরূপ দেখিতে হইত, এই যুবতী ঠিক্ সেই রূপ। এই যুবতীই কি সেই বালিকা! সে কি সেইরূপ কষ্ট পাইয়া আজিও জীবিত আছে! সেই সোণার প্রতিমা কি সেরূপ অসহনীয় দুঃখ সহ করিতে পারিয়াছে! না কখনই না! নিশ্চয়ই আমার ভ্রম!

উঃ! তাহার কথা মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।” বৃদ্ধা এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা সুহাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার নিবাস কোথায়?”

সুহা। বাঙ্গালায়।

বৃদ্ধা। কোন স্থানে?

সুহা। বর্দ্ধমানে।

বৃদ্ধা। তোমার পিতার নাম কি?

সুহা। শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুহাসিনীর প্রমুখাৎ গোবিন্দলালের নাম শুনিয়া বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিল, তাহার পূর্ব্ব কথা মনে পড়িল, তাহার চক্ষে দুই এক বিন্দু অশ্রুজল দেখা দিল, মনের ভাব অতি সাবধানে গোপন করিল।

বৃদ্ধা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার বিবাহ হইয়াছিল কি?”

সুহাসিনী নত মস্তকে উত্তর করিল, “হইয়াছিল, পিতার মুখে শুনিয়া থাকি। বিবাহের কথা আমার মনে নাই।”

বৃদ্ধা। তোমার স্বামী আছেন?

সুহা। না! পিতার মুখে শুনিয়াছি, আমার পাঁচ বৎসর বয়সের সময় বিবাহ হইয়াছিল, তাহার কিছুদিন পরেই আমি বিধবা হই। ঐ সকল কথা আমার স্মরণ নাই, পিতার মুখে শুনিয়াছি এই পর্য্যন্ত।”

শুনিবামাত্র বৃদ্ধার আর কোন সন্দেহ রহিল না। তাহার চক্ষু দিয়া অনবরত অশ্রু জল নির্গত হইতে লাগিল, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল, সুহাসিনীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বার বার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিল।

পরিচয় শুনিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতেছে কেন? ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসই বা ত্যাগ করিতেছে কেন? বৃদ্ধা সুহাসিনীর কোন গুপ্ত কথা কি অবগত আছে?

বৃদ্ধা চিত্ত সংযম করিয়া ক্ষণকাল পরে ক্রন্দন স্বরে বলিল, “মা! তুমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ তনয়া নহ, তুমি রাজ কন্যা!”

যদি সে সময়ে সে স্থানে বজ্র পতন হইত, তাহা হইলেও সুহাসিনী ইহাপেক্ষা অধিকতর বিস্মিত হইত না, মনে মনে চিন্তা করিল, “এ বৃদ্ধা কি

বলিতেছে! কোথায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ তনয়া, আর কোথায় রাজ কন্যা! অতি শৈশবকালে আমি কোন অট্টালিকাতে থাকিতাম, এরূপ মধ্যে মধ্যে স্মরণ হইত, তাহা অগ্রাহ্য করিতাম, কোন দিন স্বপ্নে ঐ রূপ দেখিয়াছি মনে করিতাম। এক্ষণে বৃদ্ধার কথা শুনিয়া আমার সেই স্মৃতি দৃঢ় হইল।

সুহাসিনী বৃদ্ধাকে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নিশ্চয়ই আমার জন্ম বৃত্তান্ত অবগত আছ, তাহা আমার নিকট আদ্যন্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল দূর কর।"

বৃদ্ধা সুহাসিনীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আজ পর্য্যন্ত কিরূপে জীবন কাটাইয়াছ, আমার নিকটে অগ্রে বর্ণন কর।"

সুহাসিনী, আপন কাহিনী যতদুর স্মরণ ছিল, আদ্যোপান্ত বৃদ্ধার নিকট বর্ণন করিল, সেই সঙ্গে শরৎকুমারের কথা বলিতে ত্রুটি করে নাই। সুহাসিনী যে কোন উচ্চ বংশীয় যুবকের প্রেমাবদ্ধ হইয়াছে, শুনিয়া বৃদ্ধা যারপরনাই পুলকিত হইল। তাহার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। সুহাসিনীকে স্নেহ-পূর্ণ বচনে বলিল, "সময় আসিলে আমার নিকট হইতে জন্ম বৃত্তান্ত শুনিবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

সুহাসিনীর জন্ম বৃত্তান্ত।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদোক্ত ঘটনার পর এক পক্ষ অতীত হইয়াছে। সন্ধ্যা সমাগত। নবাব প্রেরিত এক শত যুবতী যে অট্টালিকায় অবস্থিতি করিতেছেন, সম্রাট তথায় উপস্থিত হইয়া একটী সুসজ্জিত কক্ষে সিংহা-সনোপরি বসিয়া রহিয়াছেন। সেই বৃদ্ধা পরিচারিকা এক্রে একে সেই সকল যুবতীকে সম্রাটের নিকট আনয়ন করিতেছে। আকবার তাঁহাদের সকলকে "তোমরা অচিরেই আত্মীয় কুটুম্বের সহিত মিলিত হইবে" ইত্যাদি বলিয়া একে একে সকলকে বিদায় দিতেছেন। যুবতীয়া সম্রাটের মঙ্গল কামনা করিতে করিতে আপন আপন কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন।

সর্ব্বশেষে বৃদ্ধা সুহাসিনীকে সম্রাটের সম্মুখে আনয়ন করিয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, "দিল্লীশ্বর! এই যুবতীকেই পথিমধ্যে দস্যুরা অপহরণ করিয়াছিল।"

সুহাসিনী অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সম্রাটের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিল।

সম্রাট গম্ভীর অথচ নম্র স্বরে সুহাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকেই কি দস্যুগণ পথিমধ্যে হরণ করিয়াছিল?"

আকবারের সহিত কথা কহিতে সুহাসিনীর ভয় হইল না, অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে বলিল, "করিয়াছিল।"

সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন করিয়াছিল?"

সুহাসিনী উত্তর করিল, "সে কথা বলিতে অনেক সময়ের আবশ্যক, দিল্লীশ্বর তত অধিক সময় ব্যয় করিতে বিরক্ত হইতে পারেন।"

সুহাসিনীর কথার বাঁধুনি দেখিয়া সম্রাট আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "আমি তোমার ঐ কথা শুনিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি, স্বচ্ছন্দে বল, তোমার ঐ কথা শুনিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইলেও বিরক্ত হইব না।"

সুহাসিনী অদ্ভুত দুর্গের দুই একটী রহস্য ব্যতীত আর আর সমুদায় বিষয় আদ্যোপান্ত সম্রাট সমীপে নিবেদন করিল। সেই সঙ্গে বিমলা উদ্ধারের কথা বলিতেও ত্রুটি করে নাই।

রমণীর সাহস দেখিয়া আকবার চমৎকৃত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বালিকা হইয়া কোন সাহসে সেই বণিক কন্যার উদ্ধারের ভার লইয়াছিলে?"

সুহাসিনী ভাবিল এই উপযুক্ত সময়, স্বীয় বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সন্ন্যাসী প্রদত্ত অঙ্গরীয় বাহির করিয়া মৃদু মধুর স্বরে উত্তর করিল, "ইহার সাহসে!"

অঙ্গরীয়েতে আলো লাগাতে ঝক্ মক্ করিয়া উঠিল, এবং তন্মধ্য হইতে আকবারের নাম প্রকাশ পাইল। স্বীয় নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখিয়া সম্রাট একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই অঙ্গুরীয় কাহার নিকট হইতে পাইলে? এই অঙ্গরীয় আমি রাজমহলের মৃত সুবাদার অমৃতলালকে দিয়াছিলাম, তিনি তো অনেক দিন হইল মরিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীও সেই সঙ্গে সহমৃতা হয়েন, তাঁহাদের একমাত্র শিশুকন্যা ছিল, সেও কিছুদিন পরে মরিয়া যায়।"

বৃদ্ধা সুহাসিনীর উত্তর দিবার পূর্ব্বে সম্রাটকে নিবেদন করিল, "দিল্লীশ্বর! তাঁহাদের সেই কন্যা মরে নাই, আপনার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন!" এই বলিয়া সুহাসিনীকে দেখাইয়া দিল।

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া সম্রাট একেবারে চমৎকৃত হইলেন। সেই কন্যা একবার মরিয়া পুনরায় কিরূপে তাঁহাব সম্মুখে উপস্থিত হইল, জানিবার জন্য কৌতূহল জন্মিল, সহাসিনীকে দেখাইয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই যুবতীর বিষয় আমার নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণন কর।"

বৃদ্ধা বলিতে লাগিল, "দিল্লীশ্বরের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, বিপিন বিহারী, অমৃতলাল ও হরকুমার তিন সহোদর ছিলেন। বিপিন বিহারী, অমৃতলাল ও হরকুমার তিনজনে ক্রমান্বয়ে রাজমহলের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, সম্প্রতি হরকুমারকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বিজয়লাল সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। বিপিন বিহারী অনেক দিন হইতে গ্রহিণী রোগে ভুগিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠের নাম রসিকলাল ও কনিষ্ঠের নাম মোহনলাল। বিপিন বিহারীর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর অমৃতলাল সিংহাসনে বসিলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁহাব সদ্ব্যবহার দেখিয়া প্রজারা যারপরনাই সন্তুষ্ট হইল। সকলেই বলিত, 'আমরা ঠিক্ যেন রাম রাজ্যে বাস করিতেছি।' অমৃতলালের সহধর্ম্মিণী ও একমাত্র শিশু কন্যা ছিল।

হরকুমার সিংহাসন পাইবাব জন্য গোপনে গোপনে আপন ভ্রাতার জীবন নাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে অমৃতলাল, আপন শিশু কন্যার হস্ত ধরিয়া ছাদের উপর বেড়াইতেছেন, এমত সময়ে হরকুমার তথায় আসিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! সম্রাট আকবারের নিকট হইতে দূত আসিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন, সম্রাট এক্ষণে মুঙ্গেরে আসিয়াছেন, এবং আপনার সহিত কোন কার্য্য বশতঃ সাক্ষাৎ করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন, দূত আরও বলিতেছেন যে, সম্রাটের আজ্ঞা মত আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন।"

শুনিয়া আকবার বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "আমি তো কখনই মুঙ্গেরে যাই নাই! এবং অমৃতলালের সহিত সাক্ষাৎ মানসে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করি নাই!"

বৃদ্ধা বলিল, "ভ্রাতাকে বধ করিয়া সিংহাসন লইবেন বলিয়াই আপন কোন গুপ্ত অনুচরকে মিথ্যা দূত সাজাইয়া ছিলেন।" ক্ষণকাল পরে আবার বলিতে লাগিল, "ভ্রাতার কথা শুনিয়া অমৃতলাল বলিলেন, 'আমার সৌভাগ্য যে সম্রাট আকবারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব, আমি কল্যই এই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূতের সহিত মুঙ্গেরাভিমুখে যাত্রা করিব।'

"আমি পূর্ব্বে অমৃতলালের নিকট পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। অমৃতলাল আমাকে তাঁহার শিশু কন্যার লালন পালনের ভার দিয়াছিলেন। দুই ভ্রাতায় যখন এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছিল, আমিও তখন ছাদের উপরে তাঁহাদের নিকট ছিলাম। মুঙ্গের গমনের পূর্ব্বে অমৃতলাল আপন প্রিয় পারিষদবর্গ ও দুই চারি জন রক্ষক লইয়া যাইতে মনস্থ করাতে, হরকুমার বলিলেন, 'পথে আপনার রক্ষার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছি, আপনি যখন সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, তখন পারিষদবর্গে বেষ্টিত হইয়া যাওয়া আমার মতে উচিত নহে, কেন না সম্রাট তাহা হইলে রুষ্ট হইতে পারেন।' সরল চিত্ত অমৃতলাল ভ্রাতার এইরূপ প্রস্তাবে কোন সন্দেহ করিলেন না, তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন। হরকুমার কয়েকজন আপন বিশ্বস্ত লোককে ভ্রাতার রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অমৃতলাল তাহাদিগকে লইয়া মুঙ্গেরাভিমুখে গমন করিলেন। তৎপর দিন হইতে হরকুমার মৃগয়ার ভান করিয়া রাজমহল ত্যাগ করিলেন, এবং এক সপ্তাহ মধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। যে সকল রক্ষকেরা অমৃতলালের সহিত গিয়াছিল, এক পক্ষ পরে ফিরিয়া আসিল, এবং বলিল, 'হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া অমৃতলাল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।' রাজার মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উঠিল। প্রজাবর্গ সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিল, বলিতে লাগিল, 'আমরা রাম রাজ্যে ছিলাম, এমন রাজারও মৃত্যু হয়।' অমৃতলালের স্ত্রী কমলাদেবী পতির মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া যারপরনাই শোকাকুলা হইলেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সে সময়ে হরকুমার তাঁহাকে নানা প্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। অমৃতলালের মৃত্যু সংবাদ ক্রমে ক্রমে দিল্লীতে আসিয়া দিল্লীশ্বরের কর্ণে উঠিল। তাহা শুনিয়া আপনি যারপরনাই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, লোক মুখে শুনি-

য়াছি। তাঁহার মৃত্যুর পর আপনি অমৃতলালের উত্তরাধিকারী হরকুমারকে রাজমহলের সিংহাসনোপরি বসাইলেন। হরকুমার রাজা হইয়াই প্রথমতঃ ভ্রাতার সমুদায় প্রিয় অনুচর, কর্ম্মচারী, রক্ষক, সেনা প্রভৃতি সমুদায় লোককে তাড়াইয়া দিলেন, বস্তুতঃ অমৃতলাল যে সকল ব্যক্তিকে ভাল বাসিতেন, সকল-কেই রাজ সংসার হইতে দূর করিয়া দিলেন। হরকুমার ক্রমে ক্রমে কমলাদেবীর উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। সেই সাধ্বী সতীর উপর এরূপ কুব্যবহার করিয়াছিলেন যে, বলিতে হইলেও কষ্ট বোধ হয়। হরকুমার তাঁহার সতীত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দেবরের ঐ প্রকার ব্যবহার দেখিয়া কমলা দেবী তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে কোন দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং কিছুদিন পরে তথায় তাঁহাকে বিষপান করাইয়া বধ করিয়াছিলেন, এরূপ শুনিয়াছি। আপনাকে হরকুমার বলিয়া-ছিলেন যে, কমলা দেবী পতির সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা ; তিনি পতির সহিত সহমৃতা হওয়া দূরে থাকুক্, পতির মৃত দেহ পর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই।”

“হরকুমার যদিও অমৃতলালের সমুদায় প্রিয় দাস দাসীদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আমাকে তাড়াইয়া দেন নাই। অমৃতলাল ও কমলা দেবীর মৃত্যুর পরও আমি তথায় ছিলাম, এবং পূর্ব্বমত তাঁহাদের শিশু কন্যার পালন পালনে নিযুক্ত রহিলাম। এক দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি সেই শিশু কন্যাকে লইয়া উদ্যানে বেড়াইতেছি, দুইজন লোকে একটী ঝোপের নীচে বসিয়া আস্তে আস্তে কথা কহিতেছে শুনিলাম, ঝোপের ছিদ্র দিয়া দেখিলাম, যে সকল রক্ষ-কেরা অমৃতলালের সহিত মুঙ্গেরে গিয়াছিল, এই দুই জনও তন্মধ্যে ছিল। আমি ঝোপের অপর পার্শ্বে শিশু কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তথায় থাকিয়া আমি যে তাহাদের সকল কথা শুনিতেছি তাহারা জানিতে পারে নাই। তাহাদের উভয়ের যে কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহার সার মর্ম্ম এই :— হরকুমার কতকগুলি আপন বিশ্বস্ত লোক অমৃতলালের সহিত প্রেরণ করিয়াছিলেন। অমৃতলাল যাইতে যাইতে কোন স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া শান্তি লাভ করিতেছিলেন। সেই সময় হরকুমার তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তিনি যে মৃগয়া করিবার জন্য রাজমহল ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে সকলই মিথ্যা; আপন ভ্রাতার জীবন শেষ করিবার জন্যই ঐরূপ মিথ্যা ভান করিয়াছিলেন। শিবিরে অমৃতলাল গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন, এমত সময়ে হরকুমার তথায় উপস্থিত হইয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা আপন ভ্রাতার গলদেশ স্বহস্তে ছেদন করিয়াছিলেন। সেখানে যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, সকলেই তাঁহার গুপ্ত চর, কাযে কাযেই সকল কথা সাধারণের নিকট লুক্কায়িত ছিল।"

আকবার, হরকুমারের চাতুরী দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, বৃদ্ধাকে বলিলেন, "বলিতে থাক, এই রহস্যের অবশিষ্টাংশ শুনিতে আমি একান্ত ব্যগ্র হইয়াছি।"

বৃদ্ধা বলিতে লাগিল, "এইরূপে ভ্রাতার প্রাণ বিনষ্ট করিয়া হরকুমার রাজমহলের সুবাদার হইলেন, ভ্রাতৃবধূর উপর অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে বিষ পান করাইয়া মারিলেন, তাহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না, অবশেষে কমলা দেবীর শিশু কন্যাকেও মারিতে উদ্যত হইলেন। এক দিবস আমাকে বলিলেন, 'আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, কমলা দেবীর শিশু কন্যাকে কোন দূরদেশে লইয়া গিয়া বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেল, তাহা হইলে আমি তোমাকে যথেষ্ট অর্থ দিব, এবং তোমার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ সুখে রাখিব।' তখন আমার মনে হইল যে, এই জন্যই বুঝি আমাকে অন্যান্য দাস দাসীর সহিত দূর করিয়া দেন নাই। হরকুমারের কথা শুনিয়া অগত্যা সম্মত হইলাম, কেন না অস্বীকার করিলে পাছে আমার প্রতি কুআচরণ করেন। কি বলিয়া সেই সোণার প্রতিমাকে প্রাণে নষ্ট করিব! অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই শিশু কন্যাকে বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী সোমপুর গ্রামে, গোবিন্দলাল নামে জনৈক কুলিন ব্রাহ্মণের নিকট অর্পণ করিলাম, এবং তাঁহাকে বলিলাম, 'এই কন্যা ভদ্র বংশ-জাত, জাতিতে ব্রাহ্মণ, ইহাকে আপন কন্যার ন্যায় লালন পালন করুন, তজ্জন্য যথেষ্ট অর্থ পাইবেন।' আমার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ সম্মত হইলেন, তাঁহার স্ত্রী ও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, তাঁহারা নিঃসন্তান ছিলেন। আমি তাঁহা-দিগকে আরও বলিয়াছিলাম যে, এই শিশু কন্যা বিধবা, বয়স্থা হইলে ইহার বিবাহ যেন দেওয়া না হয়।"

শুনিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী এক কালীন চমৎকৃত হইলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই শিশু কন্যার বিবাহই বা কবে হইল? বিধবাই বা কবে হইল?'

আমি উত্তর করিলাম, "এই কন্যা আমার দৌহিত্রী, ইহার পিতা মাতা কেহই নাই। কোন ব্যক্তি ইহার রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়া, ইহাকে এই অল্প বয়সেই আপন পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি ধনবান ও মর্য্যাদাশালী ব্যক্তি ছিলেন। কন্যা সুখে থাকিবে বলিয়া, আমি তাঁহার পুত্রের সহিত দৌহিত্রীর বিবাহ দিতে অস্বীকার করিলাম না, কাযে কাযেই এই অল্প বয়সেই বিবাহ দিয়াছিলাম। কিন্তু ভগবান্ এই মাতৃ পিতৃ হীন বালিকার সুখ দেখিতে পারিলেন না, অতি অল্প দিনের মধ্যে তাহাকে বিধবা করিলেন।"

"আমার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা শিশু কন্যার রূপ দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহাকে পালিত কন্যা রূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, আপন কন্যা বলিয়া প্রতিবেশীদিগকে জানাইতে ইচ্ছা করিলেন। গোবিন্দলাল কুলিন ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই শিশু কন্যা যে তাঁহার ঔরষজাত, ইহা প্রকাশ করিতে কষ্ট পাইতে হইল না। তিনি প্রতিবেশীদিগকে বলিলেন, 'আমি ঢাকায় কোন ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, আমার ঔরষে ও তাহার গর্ভে এই কন্যা জন্মিয়াছে।' প্রতিবেশীগণ ব্রাহ্মণের কথায় বিশ্বাস করিল—সেই শিশু কন্যাকে তাঁহার ঔরষজাত কন্যা বলিয়া বিশ্বাস করিল।"

"আমি যে ঐ শিশু কন্যাকে বিধবা বলিয়া ব্রাহ্মণের নিকট পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহার কারণ এই যে, পাছে ব্রাহ্মণ, কন্যা বয়স্কা হইলে কোন সামান্য যুবকের সহিত তাহার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন। সামান্য যুবকের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হওয়া অপেক্ষা চিরকাল অনূঢ়া থাকা উত্তম, এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণকে ঐ কথা বলিয়াছিলাম। বস্তুতঃ সেই শিশু কন্যা বিধবা হওয়া দূরে থাকুক্ বিবাহ পর্য্যন্ত হয় নাই। আমি ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর নিকট শিশু কন্যার সমুদায় বিষয় গোপন করিয়াছিলাম, কেবল নাম গোপন করি নাই; শিশু কন্যার পূর্ব্ব হইতে 'সুহাসিনী' নাম ছিল।"

আমি বর্দ্ধমান হইতে ফিরিয়া আসিয়া হরকুমারকে বলিলাম, "কমলা দেবীর কন্যাকে মারিয়া ফেলিয়াছি।"

"আমার এই কথা শুনিয়া আমাকে পঞ্চ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া বলিলেন, "আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। অদ্য হইতে তুমি আমার সকল পরিচারিকার কর্ত্রী হইলে—সকল দাসীরা তোমার কথানুসারে চলিবে।"

আমি বলিলাম, 'আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা নাই, বৃন্দাবনে যাইব।' আমার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইলেন।

"এই সময়ে হরকুমার নিষ্কণ্টক হইবার মানসে আপন ভ্রাতষ্পুত্র রসিকলাল ও মোহনলালের প্রাণ বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহারা পিতৃব্যের ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের একের বয়স বার ও অপরের দশ মাত্র। সেই অল্প বয়সেই তাঁহারা পিতৃ গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন। তাঁহারা জীবিত আছেন কি মরিয়াছেন, কিছুই শুনি নাই।"

"হরকুমারের নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বর্দ্ধমানে পুনরায় গোবিন্দলালের নিকট উপস্থিত হইলাম, আমার প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহাকে চারি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা সেই কন্যাকে লালন পালন করিবার জন্য দিলাম, এবং এক সহস্র নিজের নিকট রাখিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে আসিতে লাগিলাম। সেই পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকার যথার্থ পরিচয় গোবিন্দলালকে বলি নাই। তিনি তাহাকে আমার দৌহিত্রী বলিয়াই জানিতেন। আমি যে সকল ঘটনা দিল্লীশ্বরের চরণে নিবেদন করিলাম, ইহা তের বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।"

ক্ষণকাল পরে বৃদ্ধা সুহাসিনীকে দেখাইয়া বলিল, "ইনিই সেই শিশু কন্যা।"

বৃদ্ধার প্রমুখাৎ আত্ম কাহিনী শ্রবণ করিয়া সুহাসিনী এককালীন বিস্মিত ও চমৎকৃত হইল।

দিল্লীশ্বর ঐ বিষয় ক্ষণেক মনোমধ্যে আন্দোলন করিয়া সুহাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই অঙ্গুরীয় কোথায় এবং কাহার নিকট হইতে পাইয়াছ?"

সুহাসিনী উত্তর করিল, "বাঙ্গালার অদ্ভুত দুর্গস্থিত জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে।"

সম্রাট আর বিলম্ব না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সুহাসিনী ও বৃদ্ধা আপন আপন কক্ষে গমন করিল।

ষষ্টত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

বিজয়নলালের জন্ম বৃত্তান্ত।

দিল্লীতে নানা দেশীয় লোক মেলা দেখিতে সমবেত হইয়াছেন। মর্য্যাদা-শালী ব্যক্তিগণ সকলেই সম্রাটের সহিত সুবিধামত সাক্ষাৎ করিতেছেন। সম্রাট আপন দুর্গে সিংহাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। অধীনস্থ সুবাদার, জাইগীরদার প্রভৃতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপন আপন রাজ্যের কুশল সংবাদ বলিতেছেন ও সম্রাটেব সহিত অন্যান্য কথা কহিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান কবিতেছেন। সকলের শেষে সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া বিজয়নলাল তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বিজয়নলালকে দেখিয়া সম্রাট গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই কি হরকুমারকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া, বাঙ্গালার সুবাদার হইয়াছ?"

বিজয়নলাল অতি নম্রস্বরে উত্তর করিলেন, "দিল্লীশ্বরের কৃপায় নরাধমকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপন পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করিয়াছি।"

শুনিয়া আকবার বিস্মিত হইলেন, বাহ্যিক কোনরূপ বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া পূর্ব্বমত গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমার কৃপা! তুমি আমার অধীনস্থ ব্যক্তিকে আমার বিনানুমতিতে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনি সিংহাসন অধিকাব করিয়াছ! তুমি আমার সহিত বিদ্রোহাচরণ করিয়াছ! তুমি রাজ বিদ্রোহী! তুমি বলিতেছ, হরকুমারকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপন পৈতৃক সিংহাসন উদ্ধার করিয়াছ! তোমার পৈতৃক সিংহাসন কিরূপে হইল? আমি তোমাকে বাঙ্গালার একজন বিখ্যাত দস্যু বলিয়া জানি।"

বিজয়নলাল গর্ব্বিত বচনে বলিলেন, "সম্রাট! আমি দস্যু নহি। বাঙ্গালার পূর্ব্ব সুবাদার বিপিন বিহারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র! আমারই নাম রসিকলাল! আমি সেই পাপ অবতার পিতৃব্যকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজ বাহুবলে রাজা হইয়াছি! যদি কেহ আপন পৈতৃক সিংহাসন উদ্ধার করিলে, দস্যু বলিয়া খ্যাত হয়, তাহা হইলে, দিল্লীশ্বরের নিকট নিজের পরিচয় দিতে অসমর্থ।"

সম্রাট বিজয়নলালের ঐরূপ গর্ব্বিত বচন শুনিয়া রুষ্ট হইলেন না, হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি বালক। সম্রাটের সহিত কিরূপ ভাবে কথা কহিতে হয় জান না। তুমি যে বিপিন বিহারীর পুত্র, শুনিয়া আমি যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম—নরাধম হরকুমারের হস্ত হইতে যে বিপিন বিহারীর পুত্র সিংহাসন লইয়াছেন, শুনিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলাম।"

ক্ষণকাল পরে আরবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কিরূপে দ্বাদশ বৎসর বয়স হইতে একাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়াছ? এবং কিরূপেই বা হরকুমারকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজা হইয়াছ? একে একে সমুদায় আমার নিকট বর্ণন কর।"

এক্ষণে বিজয়নলালের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ হইল, তাঁহাকে 'বিজয়নলাল' বলিয়া সম্বোধন করিবার অধিকার আমাদের আর নাই। পাঠক! এইবার অবধি তাঁহাকে রসিকলাল বলিয়া জানিবেন।

রসিকলাল বলিতে লাগিলেন, "হরকুমার স্বহস্তে আপন ভ্রাতার মস্তক ছেদন করিয়া রাজা হইলেন, কমলাদেবীকে বিষপান করাইয়া মারিলেন, তাঁহার শিশু কন্যাকে মারিবার জন্য যত্নবান হইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, সেই কন্যা অদ্যাপি জীবিত আছেন। হরকুমার ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না, আমাদের দুই ভ্রাতার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, এমন কি নিজে নিষ্কণ্টক হইয়া রাজ্য করিবার জন্য আমাদিগের দুই ভ্রাতার প্রাণ নাশ করিতে উদ্যত হইলেন। আমারা পরম্পরায় ঐ কথা শুনিয়া পিতৃব্য গৃহ হইতে গোপনে পলায়ন করিলাম। আমার বয়স তখন বার ও আমার কনিষ্ঠের দশ বৎসর মাত্র ছিল। আমাদের পলায়নের পর হরকুমার আমাদিগকে অন্বেষণ করিতে চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু আমরা এরূপ গোপনে

ছিলাম যে, তাহারা আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই। কিছু দিন অন্বেষণের পর আমরা মরিয়া গিয়াছি ভাবিয়া, পিতৃব্য আমাদের অন্বেষণে নিরস্ত হইলেন। আমাদের বাটী হইতে প্রায় দুই দিনের পথে অশ্বিনী-কুমার নামে একজন জাইগীরদার বাস করিতেন, বোধ হয় সম্রাট তাহা অবগত আছেন। অশ্বিনীকুমারের সহিত আমার পিতা ও মধ্যম পিতৃব্যের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। তিনি আমার পিতা ও পিতৃব্যকে আপন সহোদরের ন্যায় দেখিতেন। প্রথমতঃ আমরা রাজমহল হইতে পলাইয়া সেই মহাপুরুষের বাটীতে আশ্রয় লই। তিনি আমাদের মুখে কনিষ্ঠ পিতৃব্যের অত্যাচারের কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইলেন। আমাদিগকে পাইয়া যারপরনাই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পাছে পিতৃব্য অনুসন্ধান পাইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে আমাদিগকে লইয়া যান,এই আশঙ্কায় তিনি প্রতিবেশীদিগকে আমাদের যথার্থ পরিচয় দেন নাই। আমাদিগকে বিজয়নলাল ও বিনোদীলাল নাম দিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'এই বালক দুইটীর মাতা পিতা ও অভিভাবক কেহই নাই, আমি ইহাদিগকে কোন পশ্চিম দেশীয় বণিকের নিকট হইতে পাইয়াছি।'

"অশ্বিনীকুমার আমাদিগকে পুত্র সম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি আমাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন—ব্যায়াম, মল্ল যুদ্ধ প্রভৃতি উত্তমরূপে শিখাইতে লাগিলেন। দুই চারি বৎসরের মধ্যে আমাদের বিদ্যাভ্যাস যত হউক আর না হউক, অস্ত্র চালনা, ব্যায়াম ও মল্ল যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী হইলাম। আমাদের অস্ত্র চালনাদিতে নিপুণতা দেখিয়া অশ্বিনীকুমার যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। আমার অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময় আমি এক দিন অশ্বিনীকুমারকে বলিলাম, 'মহাশয়! আমার পিতা রাজা ছিলেন, আমি রাজপুত্র, রাজপুত্র হইয়া এরূপ গোপন ভাবে থাকিতে ইচ্ছা করি না, সিংহ শাবক হইয়া শৃগালের ন্যায় বাস করিতে কে ইচ্ছা করে!'

অশ্বিনীকুমার বলিলেন, "বৎস! তুমি রাজপুত্র বটে, কিন্তু কি করিবে, যে রূপ অবস্থায় পড়িয়াছ, তাহাতে তোমাকে চিরকালই অজ্ঞাত বাসে থাকিতে হইবে। তুমি যদি হরকুমারের অত্যাচারের বিষয় দিল্লীতে

যাইয়া সম্রাটের নিকট প্রকাশ কর, তাহা হইলে তিনি কখনই তোমার কথা বিশ্বাস করিবেন না। তোমার পিতৃব্য অবশ্যই আট ঘাট বন্ধ করিয়া সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।”

আমি সদর্পে বলিলাম, “মহাশয়! আমি দিল্লীশ্বরের নিকট এই বিষয় অভিযোগ করিব না! নিজ বাহুবলে স্বীয় পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিব!”

আমার এইরূপ গর্ব্বিত বচন শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, “বৎস! তুমি কি উপায়ে আপন বাহুবলে পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিবে! তোমার অর্থ নাই, সেনা নাই!”

আমি কৃতাঞ্জলি পুটে বলিলাম, “দয়া করিয়া আমাদিগকে আপনি পুত্রের ন্যায় লালন পালন করিতেছেন, আমাদিগকে বিদ্যাধ্যয়ন করাইতেছেন, অস্ত্র চালনা বিষয়ে নিপুণ করিয়াছেন, আপনাব সাহায্য না পাইলে আমরা অন্নাভাবে কোন কালে মরিয়া যাইতাম; আপনার নিকট আমরা যে ঋণে আবদ্ধ আছি, তাহাব পরিশোধ নাই। আপনি বলিতেছেন, আমার অর্থ নাই। আপনিই আমার অর্থ! যদি অনুগ্রহ করিয়া পঞ্চ লক্ষ মুদ্রা এই হতভাগাকে দান করেন, তাহা হইলে সেই কুলাঙ্গার পিতৃব্যকে সিংহাসনচ্যুত করিতে সমর্থ হই।”

অশ্বিনীকুমার বলিলেন, “বৎস! তুমি পাগলের ন্যায কথা বলিতেছ, কেবল মাত্র পঞ্চ লক্ষ মুদ্রা পাইলে কিরূপে সিংহাসন অধিকার করিবে! যদি পঞ্চ লক্ষ মুদ্রা পাইলেই রাজমহলের সিংহাসনে বসিতে পার, তাহা হইলে আমার দিবার আপত্তি নাই।”

“আমি অশ্বিনীকুমারকে নানারূপ কৃতজ্ঞতা দেখাইলাম। তাঁহার নিকট হইতে পঞ্চ লক্ষ মুদ্রা লইয়া বণিক বেশে, দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আমি উচ্চপদস্থ, উচ্চবংশীয় ও মর্য্যাদাশালী ব্যক্তিদিগের সহিত সহজে আলাপ করিবার জন্য সাটিন, কিংখাপ প্রভৃতির ব্যবসায় আরম্ভ করিলাম। ব্যবসা করা আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি গোপনে গোপনে নানা দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, বলবান যুবকদিগকে সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। আমি তাহাদিগকে উত্তমরূপে ভরণ পোষণ করিতে লাগিলাম। তাহারা আমায় মান্য ও ভক্তি করিতে লাগিল। আমি সেই সকল যুবক

দিগকে লইয়া, রাজমহল হইতে বিশ ক্রোশ দূরে একটী শিবির স্থাপন করিয়া, অস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলাম। তাহারা কিছু দিনের মধ্যে অস্ত্র চালনা বিষয়ে নিপুণ হইল। আমি যখন বণিক বেশে দেশ পর্য্যটনে বাহির হইতাম, তখন আমার ভ্রাতার উপর তাহাদের ভার দিতাম। আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রায় দুই সহস্র বীর পুরুষ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাঁহাদিগের ভরণ পোষণ সমাধা করিতে অনেক অর্থের আবশ্যক হইত, সেই জন্যই আমি সেই সকল অনুচর বর্গের দ্বারা ধনী ব্যক্তিদিগের বাটীতে দস্যুবৃত্তি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতাম। আমি এরূপ লোকের ধন অপহরণ করিতাম যে, তাহাদের বিপুল সম্পত্তির কিছুমাত্র অপচয় হইলে, কোন ক্ষতি হইবে না। আমি কখনই দরিদ্রের ধন অপহরণ করি নাই। আমি কিছুদিনের মধ্যেই বাঙ্গালায় এক জন দস্যু বলিয়া বিখ্যাত হইলাম, সকলেই আমার নামে কম্পিত হইত। আমার নাম এরূপ খ্যাত হইয়াছিল যে, দিল্লীশ্বরের কর্ণে পর্য্যন্ত সেই বার্ত্তা পঁহুছিয়াছিল।"

আকবার বলিলেন, "হাঁ! আমি তোমার দস্যুবৃত্তির কথা শুনিয়াছিলাম।"

রসিকলাল বলিতে লাগিলেন, "আমি যে ঐরূপ প্রকারে আপন দল বৃদ্ধি করিয়াছিলাম, সে কেবল আমার পৈতৃক সিংহাসন পাইবার জন্য! বাহুবলে আপন রাজ্য অধিকার করিয়া দিল্লীশ্বরকে নিজের বীরত্ব দেখাইবার জন্য!"

"আমি যখন দেশে দেশে বণিক সাজিয়া বেড়াইতাম, তখন আমাকে লোকে সুন্দরলাল বলিয়া জানিতেন। আমি সেই সময় দিল্লীশ্বরের সহিতও দুই চারি বার সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সুন্দরলাল বণিককে এই ভারতবর্ষের প্রায় সমুদায় প্রধান প্রধান নগরের উচ্চবংশীয় লোকেরা জানিতেন, সকলেই তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া চমৎকৃত হইতেন, সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতেন। ক্রমে ক্রমে তিনি এরূপ খ্যাত হইয়াছিলেন যে, সম্রাট আকবার ও তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপে যারপরনাই তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। রসিকলালই সেই সুন্দরলাল বণিক শুনিয়া আকবার এককালীন চমৎকৃত হইলেন, বলিলেন, "ধন্য! ধন্য তোমাকে! ধন্য তোমার কৌশলকে! তুমিই সেই সুন্দরলাল বণিক!"

রসিকলাল বলিতে লাগিলেন, "বন মধ্যস্থ তাঁবুতে অবস্থিতি কালীন এক জন সন্ন্যাসী আমাদিগের সহিত মধ্যে মধ্যে দেখা করিতে আসিতেন। তিনি নিকটস্থ একটী পুরাতন দুর্গে বাস করিতেন। ঐ দুর্গ 'অদ্ভুত দুর্গ' নামে খ্যাত। দুর্গ মধ্যে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে। সে মূর্ত্তি কথা কহিতে পারে—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকলই বলিতে পারে। নিকটস্থ সকল লোকেই কোন কঠিন কার্য্য উপস্থিত হইলে, সেই মূর্ত্তির সহিত পরামর্শ করিতে যাইত; এমন কি, আমার পিতৃব্য হরকুমার পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে মূর্ত্তির সহিত পরামর্শ করিতে যাইতেন। আমি এক দিন মূর্ত্তির নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি আমার পিতৃব্যকে যুদ্ধে পরাভব করিতে পারিব কি না? আমার পৈতৃক সিংহাসন উদ্ধার করিতে পারিব কি না?"

মূর্ত্তি উত্তর করিল, "অবশ্যই তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে! তুমি যত শীঘ্র পার আপন বাহুবলে রাজমহলের সিংহাসন অধিকার কর। হরকুমার তোমার মধ্যম পিতৃব্যের মস্তক, স্বহস্তে ছেদন করিয়া আপনি রাজা হইয়াছে! কমলা দেবীকে বিষ পান করাইয়া মারিয়াছে! তুমি যে নরাধমকে শাস্তি দিবার জন্য আপন বল বৃদ্ধি করিতেছ, দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।"

"আমি মূর্ত্তির নিকট হইতে এই সকল গোপনীয় কথা শুনিয়া একেবারে বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম, মূর্ত্তি কিরূপে ঐ সকল গোপনীয় কথা জানিতে পারিল? মূর্ত্তির রহস্য প্রকাশ করিবার জন্য, অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।"

"অদ্ভুত দুর্গস্থিত সন্ন্যাসীর সহিত ক্রমে ক্রমে আমাদের বিশেষ বন্ধুত্ব হইল। সন্ন্যাসী আমাদিগকে দস্যু বলিয়া জানিতেন। তাঁহাকে আমাদের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ করি নাই। সন্ন্যাসী আমাদিগকে দস্যু বলিয়া ঘৃণা করিতেন না। যাহাতে আমরা নিরাপদে থাকি—যাহাতে নগরপাল কর্ত্তৃক ধৃত না হই, ভগবানের নিকট এরূপ প্রার্থনা করিতেন।"

দিল্লীশ্বর উপহাস পূর্ব্বক বলিলেন, "নিতান্ত অসম্ভব বলিতে হইবে যে, চতুর চূড়ামণি রসিকলাল, সেই সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ জানিতে পারেন নাই—সেই সন্ন্যাসী যে আপন কৌশল বিস্তার পূর্ব্বক, সেই ব্যাপার দর্শন করাইয়াছিলেন, তাহা বোধগম্য করেন নাই।"

শুনিয়া রসিকলাল যারপরনাই অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "যদিও আমি সেই সন্ন্যাসীর উপর সন্দেহ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার কোন রহস্য জানিতে সমর্থ হই নাই।"

ক্ষণকাল পরে আবার বলিতে লাগিলেন, "এক দিবস বর্দ্ধমান জেলার সোমপুর গ্রামে ছদ্মবেশে বেড়াইতেছি, জনৈক যুবতী কোন সরোবর হইতে কক্ষে কলস লইয়া জল আনিতেছে দেখিতে পাইলাম। তাহাকে দেখিয়াই আমার মধ্যমা পিতৃব্য পত্নীর কথা মনে হইল। বস্তুতঃ আমার স্মরণ ছিল যে, ঠিক্ কমলা দেবীর ন্যায় তাঁহার কন্যা জন্মিয়াছিল। সেই যুবতীকে, নিশ্চয়ই আমার মধ্যম পিতৃব্যের কন্যা জ্ঞান করিয়া, তাহাকে আপনার নিকট আনয়ন করিতে মনস্থ করিলাম। আমি গোপনে সেই কন্যা কোথায় কিরূপ অবস্থায় থাকে, সমুদায় জানিলাম। তাহাকে অনুচর বর্গের দ্বারা আপন হস্তগত করিলাম। কিন্তু আহা! সেই হারাধন পাইয়া আবার তাহাকে হারাইয়াছি! আর কি সেই সোণার প্রতিমাকে দেখিতে পাইব!" বলিয়া রসিকলাল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সম্রাট বলিলেন, "সেই সোণার প্রতিমা আমারই নিকট আছেন. তাঁহার জন্য চিন্তিত হইও না।"

শুনিয়া রসিকলাল যাপরনাই বিস্মিত হইলেন। আকবার, সুহাসিনীকে কি জন্য আপন হস্তগত করিয়াছিলেন, রসিকলালকে তৎসমুদায় অবগত করাইলেন। এই ঘটনার পর হইতে, কি প্রকারে রসিকলাল আপন পিতৃব্যকে পরাজয় করিয়া আপনি রাজা হইয়াছেন, পাঠক! তাহা অবগত আছেন; অতএব সে বিষয় এখানে আর বলিবার আবশ্যক নাই।

রসিকলাল তাহার পর হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, আদ্যোপান্ত দিল্লীশ্বরের নিকট ব্যক্ত করিলেন।

সম্রাট রসিকলালকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তিনি রসিকলালের উপর এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, সেই দিনই তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া স্বয়ং সুহাসিনীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতা ভগ্নীতে এইরূপে পুনরায় মিলন হইল। তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না।

সপ্তত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

ইংরাজ মহিলা।

সন্ধ্যা আগত প্রায়। সেই বৃদ্ধা পরিচারিকা ও সুহাসিনী একটী সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতেছে। বৃদ্ধা পরিচারিকার নাম সহচরী। সহচরী যদিও সুহাসিনীর মাতা কমলাদেবীর নিকট পরিচারিকার কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল; কিন্তু কমলাদেবী সহচরীকে মান্য করিতেন, ভক্তি করিতেন, অধিক কি' মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সহচরী কমলাদেবী অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিল। পরিচারিকা হইলেও কমলাদেবী, তাহাকে আপন মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন—ভাল বাসিতেন। সহচরীও তাঁহাকে আপন কন্যার ন্যায় যত্ন করিত—ভাল বাসিত। তাহার গুণের সীমা ছিল না। সে সুহাসিনীর পিতৃ গৃহে বহুকাল কর্ম্ম করিয়াছিল।

সহচরীর প্রতি সুহাসিনীর যে কি এক প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছে, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। সহচরী, সুহাসিনীকে তাহার শৈশবাবস্থায় আপন চাতুরি বলে লুকাইয়া না রাখিলে, কোন্ কালে তাহাকে মানব লীলা সম্বরণ করিতে হইত। কেবল তাহারই কৃপাতে-অদ্য রাজকন্যা রূপে প্রকাশ পাইল। সুহাসিনী সহচরীকে নানা প্রকারে কৃতজ্ঞতা দেখাইতে লাগিল। সহচরী আত্ম গৌরব শুনিতে ভাল বাসিত না। তাহা হইতে সুহাসিনীকে নিরস্ত করিবার জন্য কৌতুকের কথা আনিয়া ফেলিল।

উভয়ে কতই মনের কথা কহিতেছে। কতই ঠাট্টা তামাসা চলিতেছে। সহচরী এক্ষণে সুহাসিনীর ঠান্‌দিদি হইয়াছে। সুহাসিনী যে শরৎকুমারের প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী, সহচরী তাহা অবগত হইয়াছে।

সহচরী সুহাসিনীর চিবুক ধরিয়া বলিল,

"আর কি লো সুহাসিনী! রবে মোরে মনে,
পাইবি যখন তুই সে মনোমোহনে!"

সুহাসিনী মধুর স্বরে উত্তর করিল,

"বল না! বল না! আর, শুনে আমি মরি;
ভুলিব তোমার গুণ? ওলো সহচরী!"

সহ। সোহাগে বসিবি যবে লইয়া পতিরে,
রবে কিলো! মনে তোর, আর এ বুড়িরে?

সুহা। বল না, বল না ধনি! আর এই কথা,
ও সব শুনিলে, পাই মরমেতে ব্যথা।

সহ। না জানি কি ভাগ্য ধরে তোর সেই বর,
পাইবে এমন কোনে রূপের আকর।

সুহা। আপন জিনিশ লাগে সকলের ভাল।
পরের জিনিশ হলে অগ্নি লাগে ঝাল।

এই সময়ে বাহির হইতে কোন রমণী সহচরীকে বলিলেন,

"ওলো বুড়ি! এই বুঝি পিরীতের ধারা!
খুঁজে খুঁজে তোরে, আমি হয়ে গেছি সারা!"

সহচরী উত্তর করিল,

"যালো ছুঁড়ি! ফিরে, মনে নাহি আর ধরে;
ভুলিয়াছি তোরে, পেয়ে নতুন নাগরে!"

রমণী। দেখালো আমারে, তোর নতুন নাগরে:
দেখি সেই মনোচোর, কত রূপ ধরে!

বলিতে বলিতে রমণী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার নাম মণি।
সহচরী সুহাসিনীকে দেখাইয়া বলিল,

"দেখ্‌লো, দেখ্‌লো মণি! দেখ একবার!
নতুন নাগর মোর, রূপের আধার।
জানি আমি, ওলো মণি! তুই এক মণি!
কিন্তু নস্‌ সেই মণি, ধরে যাহা ফণী।
ফণীর মাথার মণি রয়েছে এখানে।
হেন রূপ কভু আছে, কিলো! ত্রিভুবনে?"

সুহাসিনীর রূপ দেখিয়া, সহচরীর কথায় যুবতীর বিশ্বাস হইল। ভাবিল,

"ফণীর মাথার মণি হয় এই মণি !
ভাগ্যবান সেই, যেই পাইবে এ ধনি !"

রমণীকে দেখিয়া, সুহাসিনীর মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। তাঁহাকে এদেশীয় রমণী বলিয়া বোধ করিল না, বিজাতীয় রমণী স্থির করিল। তাঁহার শ্বেতবর্ণ, কটাচুল ও চক্ষুর ভাব দেখিলে, তাঁহাকে সমুদ্রপারস্থিত রমণী বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ তিনি এক জন ইউরোপীয় রমণী ছিলেন। দিল্লীশ্বর তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় সহধর্ম্মিণী রূপে গ্রহণ করেন। সম্রাট তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তাঁহাকে প্রধান মহিষীদিগের মধ্যে পরিগণিতা করিতেন। তাঁহার যথার্থ নাম মিরিয়াম বা মেরি। পরে তাহার অপভ্রংশে 'মণি' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। সে সময়ে সকল লোকে তাঁহাকে 'মণি বেগম' বলিয়া ডাকিত। মণি বেগমের গোর অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহা আগ্রা হইতে, চারি ক্রোশ দূরে, ফতেপুর নামক স্থানে স্থাপিত।

মণি বেগমের সহিত সহচরীর অত্যন্ত প্রণয় ছিল। তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও মহম্মদীয় ধর্ম্ম পুস্তকের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প সকল শুনিতে ভাল বাসিতেন। সহচরী প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার কক্ষে যাইয়া, সেই সকল গল্প শুনাইত—ঠাট্টা তামাসা চলিত। মণি বেগম সহচরীকে যারপরনাই ভাল বাসিতেন, দাসী বলিয়া ঘৃণা করিতেন না। সহচরীর সহিত তিনি যে কিরূপ প্রণয়ে আশক্ত, পাঠক ! তাহা অবগত হইতেছেন। অদ্য সহচরী তাঁহার কক্ষে, নিয়মিত সময়ে যায় নাই বলিয়া, উতলা হইয়াছিলেন, এবং খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিয়া তাহাকে পাইয়াছেন।

মণি বেগম বড় রসিকা। প্রত্যেক কথাতেই ব্যক্তি মাত্রকে হাসাইতে পারিতেন। তাঁহার কোন অহঙ্কার ছিল না, ছোট বড় জ্ঞান করিতেন না, সকলের সহিত সমান ভাবে আলাপ করিতেন—বিশেষতঃ অপরিচিতা রমণী পাইলে, আগ্রহ সহকারে তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন। কথায় কথায় সুহাসিনীর পরিচয় লইলেন।

ক্ষণেক পরে মণি বেগম, সহচরীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, সুহাসিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বড়ই হলেম সুখী পাইয়া তোমারে।
ময়নার গুপ্ত কথা বলিবে আমারে ?
শুনিয়াছি, আগে ছিল তোমাদের ঘরে।
যেথানে সেথানে যেত যৌবনের ভরে।"

সুহাসিনী উত্তর করিল,

"হলেম আমিও সুখী তব দরশনে।
ময়নার গুপ্ত কথা শুন বরাননে।
সে সকল কথা ভাই ! কি শুনিবে আর ;
দুধ মরে ক্ষীর বুড়ী ! বলিলাম সার।"

সহ। ওলো মণি ! শুন বলি, করোনাকো গ্যাদা !
চালুনি বলে ছুঁচ, পেছনে কেন ছ্যাঁদা !

মণি। ও সকল কথা ওলো ! তোর নাহি সাজে,
বলিলি কেমনে তুই মাথা খেয়ে লাজে !
যৌবনে করিলি মজা, কত নাহি জানি !
হইলি এখন, 'বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী' !

সহ। কি বলিলে ! 'বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী' আমি !
জান না কি বিধুমুখী ! হও কিবা তুমি ?
মনে করে দেখ দেখি ইংরাজ নন্দিনী ?
এ হাত ও হাত লয়ে ভ্রমণ কাহিনী !
মনে নাই, কত শত ! ওলো সুলোচনে ?
বিবাহের আগে প্রেম করেছ গোপনে !
তাতেও না মজে মন, ভাতারের তরে,
হলে পার সমুদ্দুর, প্রাণ পণ করে।
সাহেবের সাদা রঙ লাগে নাই ভাল,
আইলে হেতায় তাই ; পাইবারে কাল।
বলিলে আমারে 'বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী' !
তাহার বাড়াও যে লো ! হও তুমি ধনি !
ধন্য ! ধন্য ! ধন্য ! ওলো সাহেবের মেয়ে !

শুনিবে কি কিছু আর, আর এর চেয়ে ?

মণি। কি আর শুনাবি মোরে ? ওলো সহচরী !
তোর গুণ শুনে, আমি সরমেতে মরি।
বিধবা হইলি তুই এগার বছরে।
না দেখিলি পতিমুখ এক দিন তরে।
পনের বছরে ওলো ! পড়িলি যখন,
ভাতার করিতে তোর হইল মনন।
পিরীত প্রভায় তোর বেঁধে গেল পেট,
আত্মীয় স্বজন সব করে মাথা হেঁট।
তীর্থ দরশন ছলে, বিদেশে যাইয়া,
গর্ভপাত করাইলি সুযোগ পাইয়া—
নারিলি রহিতে ঘরে, গুরু গঞ্জনায় ;
পশ্চিমে আসিতে হল, ত্যজি বাঙ্গালায়।
বেড়াইলি ঘুরে ফিরে যৌবনের তরে।
হলি দাসী, হয়ে বুড়ী, দুটী অন্ন তরে !
শুন বলি সহচরী, বাঙ্গালীর মেয়ে !
শত গুণে ভাল আমি, ওলো তোর চেয়ে !

সহ। মরি ! মরি ! মরি ! মণি ! বলিহারি যাই !
ইচ্ছা করে লয়ে তোর রূপের বালাই !
হাসিতে হাসিতে বৃন্দাবনে চলে যাই !

সুহাসিনী দেখিল যে যথেষ্ট হইয়াছে, আর থাকিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল,

"হরি হরি বল সবে পালা হল সায় ,
বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী বৃন্দাবনে যায়।"

অষ্টত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

মেলা।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদোক্ত ঘটনার পর পাঁচ পক্ষ অতিবাহিত হইয়াছে। দিল্লীতে মহোৎসব প্রত্যহই চলিতেছে। দিল্লীশ্বর তাঁহার পঞ্চবিংশ বৎসর রাজত্ব কালে এই মহামেলা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নানাদেশীয় ভদ্রাভদ্র লোকেরা এই মেলা দেখিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছে। দিল্লী নগর সদা সর্ব্বদা জনতায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

মেলা ক্রমান্বয়ে তিন মাস হইতেছিল। অদ্য মেলার শেষ দিন। অন্যান্য দিবসের সহিত এই আখ্যায়িকার কোন সংস্রব নাই বলিয়া, তাহার বর্ণন করিবার আবশ্যক নাই।

অদ্য ঘোড় দৌড়, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি হইবে। যে সকল রমণীদিগকে উড়িষ্যার নবাব প্রেরণ করিয়াছিলেন, সম্রাটের পত্র পাইয়া তাঁহাদের অভিভাবকেরা তথায় আসিয়া, কেহ কেহ আপন আপন কন্যা লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছেন, কেহ কেহবা সম্রাটের ইচ্ছানুসারে মেলা দেখিতে যে সকল উচ্চবংশীয় ব্যক্তি আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত সেই সকল কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সম্রাট এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, যে সকল উচ্চবংশীয় যুবকেরা ঘোড় দৌড় এবং মল্লযুদ্ধে জয়ী হইবেন, তাঁহারা এক একটী সুন্দরী রমণী পুরস্কার স্বরূপ পাইবেন। ঐ সকল রমণীদিগকে সহধর্ম্মিণী স্বরূপ লইতে হইবে।

দিল্লীশ্বরের দুর্গের সম্মুখস্থ ময়দানে ঐ ক্রীড়া হইবে স্থির হইয়াছে। উচ্চবংশীয় ব্যক্তিদিগের জন্য একটী উচ্চস্থান প্রস্তুত করা হইয়াছে। তদুপরি বৃহৎ চন্দ্রাতপ স্থাপিত রহিয়াছে।

চন্দ্রাতপের সম্মুখস্থ ভূমি ক্রীড়ার প্রধান স্থল করা হইয়াছে। সৈন্যগণ তাহার চতুর্দ্দিকে থাকিয়া পাহারা দিতেছে। সাধারণ ব্যক্তিগণ ক্রীড়া দেখিবার জন্য রঙ্গস্থলের চতুর্দ্দিকে দলে দলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বেলা

তিন ঘটিকার পর দিল্লীশ্বর চন্দ্রাতপের ভিতর আসিয়া সিংহাসনোপরি উপবেশন করিলেন। সম্রাট আসিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে রাজা, রাজপুত্র, সুবাদার, জাইগীরদার, জমীদার প্রভৃতি সকলে স্ব স্ব আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। চন্দ্রাতপের বহির্ভাগে সৈন্যেরা "দিল্লীশ্বরের জয় হউক" পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল।

চন্দ্রাতপের এক পার্শ্বে রমণীদিগের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার তিন পার্শ্ব বস্ত্র দ্বারা আবৃত, সম্মুখ ভাগে চন্দ্রাতপের উপর হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত চিক্ লম্বিত রহিয়াছে। তথায় সম্রাটের বেগমগণ ও অপর অপর রাজ কন্যা, জমীদার কন্যা কৌতুক দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। নবাব প্রেরিত যুবতীদিগের মধ্যে পঞ্চাশ জনকে তাঁহাদের অভিভাবকেরা লইয়া গিয়াছেন, অবশিষ্ট যুবতীগণ সম্রাটের আজ্ঞামত তথায় উপস্থিত আছেন। আমাদের সুহাসিনীও তথায় থাকিয়া কৌতুক দেখিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

কিছুকাল পরে সম্রাটের আজ্ঞানুসারে, জনৈক পরিচারিকা নবাব প্রেরিত যুবতীদিগের মধ্যে, একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান যুবতীকে তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিল। সম্রাট তাঁহাদিগকে দেখাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক উপস্থিত রহিয়াছেন। আপনাদের মধ্যে একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু গদা যুদ্ধে অগ্রসর হউন। যিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন, তিনি এই যুবতীদ্বয়ের মধ্যে একজনকে পুরস্কার স্বরূপ পাইবেন। দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ করিতে করিতে যিনি অগ্রে বিপক্ষের স্কন্ধে গদাঘাত করিতে পারিবেন, তিনিই যুদ্ধে জয়ী হইবেন।

সমাগত ব্যক্তি মাত্রেই যুবতীদ্বয়কে এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহাদের রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। রসিকলাল তথায় উপস্থিত ছিলেন, যুবতীদিগকে দেখিয়া তাঁহার গদা যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে সময়ে কোন কথা মনে উদয় হওয়াতে, তাহা হইতে নিরস্ত হইলেন।

যে সকল উচ্চবংশীয় যুবক ক্রীড়া করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহাদের এক পক্ষ হিন্দু, ও অপর পক্ষ মুসলমান। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন্ পক্ষে অধিক জয়লাভ হয়, দেখিতে সম্রাটের ইচ্ছা হইয়াছিল।

সম্রাটের আজ্ঞা পাইয়া দুইজন উচ্চবংশীয় যুবক গদা হস্তে করিয়া রঙ্গস্থলে

উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহাদের মধ্যে একজন হিন্দু ও অপর মুসলমান। গদা লৌহ কিম্বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত নহে। উহা তুলার দ্বারা নির্ম্মিত। ঐরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, উভয়ে যুদ্ধ কালীন উন্মত্ত হইলেও কোন অনিষ্ট হইবে না। সম্রাট কৌতুক দেখাইবার জন্য রক্তপাত করিতে ইচ্ছ ক ছিলেম না।

দুইজনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়ে আপন আপন কৌশল দর্শক বৃন্দকে দেখাইতে লাগিলেন। উভয়ে উভয়ের স্কন্ধদেশ লক্ষ করিয়া গদাঘাত করিতে ধাবমান হইতে লাগিলেন, কিন্তু সহজে কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা যুদ্ধের পর মুসলমান যুবক হিন্দু যুবকের নাসিকার অগ্রভাগে সজোরে গদাঘাত করিলেন। যদিও গদা তুলা দ্বারা নির্ম্মিত; তথাপি সজোরে আঘাত লাগাতে নাসিকার ভিতর হইতে রক্ত বহির্গত হইতে লাগিল। আঘাতিত হইয়া হিন্দু যুবক ক্রোধান্ধ হইলেন। গদা ঊর্দ্ধে তুলিয়া যেমন বিপক্ষের মস্তকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই অবসরে মুসলমান যুবক তাঁহার স্কন্ধদেশে গদাঘাত করিলেন। মুসলমান দর্শকদিগের মধ্যে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। হিন্দুরা তদ্দর্শনে যারপরনাই লজ্জিত হইলেন। আকবার মুসলমান যুবকের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার বিক্রমের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং মহাসমাদরে সেই মুসলমান যুবতীকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন।

আকবার পুনরায় আর একটী মুসলমান যুবতী পরিচারিকার দ্বারা তথায় আনয়ন করাইলেন, এবং পূর্ব্বকার হিন্দু যুবতী ও তাঁহাকে দেখাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "সমাগত বীরপুরুষদিগের মধ্যে দুইজন তরবারি যুদ্ধ আরম্ভ করুন। যিনি জয় লাভ করিবেন, ইহাঁদের মধ্যে একজনকে পুরস্কার স্বরূপ লাভ করিবেন। যিনি বিপক্ষের নাসিকার অগ্রভাগে তরবারি স্পর্শ করাইতে পারিবেন, তিনিই যুদ্ধে জয় লাভ করিবেন।"

পুনরায় দুইজন যুবক তরবারি হস্তে রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন হিন্দু ও অপর মুসলমান। তরবারিতে তীক্ষ্ণ ধার ছিল না, অতএব যোদ্ধার কোন অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। দুইজনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দে চতুর্দ্দিক কম্পিত হইতে লাগিল, উভয়ের

আঘাতে তরবারি দিয়া অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল। কিছুকাল মধ্যে হিন্দু যুবকের তরবারি বিপক্ষের নাসিকার অগ্রভাগ স্পর্শ করিল। তদ্দর্শনে হিন্দুগণ যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন। উচ্চৈঃস্বরে জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তাহাতে বোধ হইল যে, তাঁহারা মুসলমানদিগের জয়ধ্বনির প্রতিহিংসা লইতেছেন।

আকবার কথিত যুবতীকে যুবকের হস্তে অর্পণ করিলেন।

রঙ্গভূমিতে দীর্ঘে বার হস্ত ও প্রস্থে আট হস্ত একটী গহ্বর নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। উহা জলে পরিপূর্ণ ছিল।

আকবার নবাব প্রেরিত দুইজন যুবতী ব্যতীত সকলকে সভায় আনয়ন করাইলেন। তাঁহাদের অসামান্য রূপ রাশিতে সভা আলোকিত করিল। সভার অপূর্ব্ব শোভা হইল। বোধ হইল যে, ইন্দ্র স্বর্গ ধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরীদিগকে লইয়া দিল্লীতে সভা স্থাপন করিয়াছেন।

আকবার অঙ্গুলি দ্বারা রঙ্গ ভূমিস্থ গহ্বর দেখাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "যে সকল যুবকেরা এক লম্ফে এই গহ্বর পার হইবেন, তাঁহারা প্রত্যেকে এই যুবতীদিগের মধ্যে এক একটীকে পুরস্কার স্বরূপ পাইবেন।"

সম্রাটের আজ্ঞা পাইয়া অন্যূন দুইশত উচ্চবংশীয় হিন্দু ও মুসলমান যুবক গহ্বরের এক পার্শ্বে সমবেত হইলেন। দেখিয়া সম্রাট মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "সর্ব্বসমেত সাতচল্লিশ জন যুবতী, কিন্তু দুইশত যুবক গহ্বর পার হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই গহ্বর পার হইতে পারিবেনা। কেবল মাত্র রমণীদিগের রূপে মুগ্ধ হইয়া আপনাদিগের সাধ্যাতীত কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইতেছেন। যুবকদিগের মধ্যে এক চতুর্থাংশও জয়ী হইলে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।" সম্রাট ক্ষণেক এই চিন্তায় মগ্ন থাকিলেন।

ক্রীড়া আরম্ভ হইল। প্রথমে একজন মুসলমান যুবক গহ্বর পার হইবার মানসে লম্ফ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু অপর পারে যাইতে পারিলেন না, নিম্নস্থ জল মধ্যে পতিত হইলেন। ইহা দেখিয়া চতুর্দ্দিকস্থ ব্যক্তিগণ রহস্য জনক বাক্য উচ্চারণ করিতে ২ করতালি দিতে লাগিলেন। যুবক যারপরনাই অপ্রতিভ হইয়া অধোবদনে ক্রীড়া স্থল হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় বারে একটী হিন্দু যুবক অবলীলা ক্রমে এক লম্ফে অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে হিন্দু দর্শক মাত্রেই যারপরনাই প্রীতি লাভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। মুসলমান দর্শকগণ ম্রিয়মান হইলেন।

এইরূপে শত যুবকের মধ্যে সাত চল্লিশ জন গহ্বর পার হইতে পারগ হইলেন। তন্মধ্যে সাতাইশ জন হিন্দু ও কুড়ি জন মুসলমান। আকবার তাঁহাদের প্রত্যেককে এক একটী যুবতী দান করিলেন।

গহ্বরের পঞ্চাশ হস্ত দূরে, একটী ছয় হস্ত উচ্চ মৃত্তিকার প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।

আকবার এবারে দুইটী যুবতী তথায় আনয়ন করাইলেন। তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী। সভাস্থ সমুদায় ব্যক্তি তাঁহাদের অসামান্য রূপ দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। আকবার বলিতে লাগিলেন, "যিনি অশ্বারোহণে সম্মুখস্থ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সর্ব্বাগ্রে এই গহ্বর উত্তীর্ণ হইবেন, তিনি ইঁহাদের মধ্যে এক জনকে লাভ করিবেন।"

শুনিয়া পঞ্চাশ জন বীর পুরুষ অগ্রসর হইলেন। প্রসিদ্ধ বীর রসিকলালও তন্মধ্যে ছিলেন। আকবার তাঁহাদিগকে লইয়া দুই দল প্রস্তুত করিলেন। একটীতে পঁচিশ জন হিন্দু যুবক। অপরটীতে পঁচিশ জন মুসলমান যুবক রাখিলেন। সম্রাট আরও আজ্ঞা করিলেন যে, এক সময়ে দুই দলে ক্রীড়া করিতে পারিবেন না। দুই দলে দুইবার ক্রীড়া করিবেন।

সম্রাটের আজ্ঞানুসারে প্রথমে পঁচিশ জন মুসলমান যুবক অশ্বারোহণ পূর্ব্বক প্রাচীর ও গহ্বর উল্লঙ্ঘন করিতে ধাবমান হইলেন। তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে সকলে অশ্বকে কষাঘাৎপূর্ব্বক দ্রুতবেগে প্রাচীরের দিকে ধাবমান করাইলেন। প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের সময় একুশ জন যুবক আপনাদিগকে অশ্ব পৃষ্ঠে রাখিতে না পারিয়া ভূমিতে পতিত হইলেন, এবং ভয়ানক আঘাতিত হইলেন। অবশিষ্ট চারি জনের মধ্যে এক জন গহ্বর পার হইলেন। অপর তিন জন গহ্বর উল্লঙ্ঘন কালীন নিম্নস্থ জল মধ্যে পতিত হইলেন।

যে যুবক এই ক্রীড়ায় জয়ী হইলেন, আকবার মহা সমাদরে দুইটী যুবতীর মধ্যে তাঁহাকে মুসলমান যুবতীকে অর্পণ করিলেন!

এবারে পঁচিশ জন হিন্দু যুবক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে যুবকেরা অশ্ব ধাবমান করাইলেন। তন্মধ্যে এক জন যুবক অশ্বকে এরূপ দ্রুতপদে ধাবমান করাইলেন যে, অন্যান্য যুবকেরা পঞ্চাশ হস্ত পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। সেই বীর পুরুষ চকিতের ন্যায় প্রাচীর ও গহ্বর উত্তীর্ণ হইলেন। অন্যান্য যুবক প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার অনেক পূর্ব্বে তিনি গহ্বর পার হইয়াছিলেন। সুতরাং আর কেহ প্রাচীর পর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিলেন না, আপন আপন অশ্ব লইয়া রঙ্গভূমি হইতে অন্য দিকে গমন করিলেন।

পাঠক রসিকলালই এবার ক্রীড়াতে জয়ী হইলেন। আকবার মহাসমাদরে অবশিষ্ট রমণী রত্নকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। পাঠক! এই রমণীর সহিত আপনার পূর্ব্বে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইঁহার নাম সরোজবাসিনী। দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে ইঁহার বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে।

ক্রীড়া ভঙ্গ হইলে সম্রাট সভাস্থ সমুদায় ব্যক্তিদিগের নিকট রসিকলালের বীরত্বের কাহিনী প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। আকবার রসিকলালকে দেখাইয়া সমাগত ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আমি আনন্দ সহকারে বলিতেছি যে, অদ্য হইতে এই বীর পুরুষকে রাজমহলের সুবাদার পদে অভিষেক করিলাম।"

ঊনচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ।

রহস্য ভেদ।

এই ঘটনার পর একমাস অতীত হইয়াছে। রসিকলাল, সুহাসিনী প্রভৃতি দিল্লী হইতে রাজমহলে প্রত্যাগত হইয়াছেন। সকলের আনন্দের সীমা নাই।

সুহাসিনী রাজকন্যা, বিধবা নহে, অবগত হইয়া শরৎকুমারের আনন্দের সীমা নাই। রসিকলাল শরৎকুমারের পিতার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূতের মুখে সুহাসিনীর যথার্থ পরিচয় শুনিয়া রাধামাধব বিবাহে অসম্মত

হওয়া দূরে থাকুক, এই বিবাহ সম্পন্ন হইলে নিজে কৃতার্থ হইবেন স্থির করিয়া, দূতকে বলিলেন, "দূত ! তুমি অবিলম্বে তোমার মহারাজের নিকট প্রত্যাগমন কর। তাঁহাকে বলিও, আমি না জানিয়া শুনিয়া পূর্ব্বে তাঁহার অবমাননা করিয়াছি, তাঁহার পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়াছি, তাঁহার প্রতি কত কটু কথা বলিয়াছি। আমি সেই জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, বোধ হয় নিজগুণে মাপ করিবেন। আমার সৌভাগ্য যে মহারাজ অমৃত-লালের কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ হইবে। আমার পুত্রের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইবে বলিয়াই বোধ হয় তিনি ঐরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া লুক্কায়িত ভাবে ছিলেন। তোমার মহারাজকে আরও বলিও যে, এই বিবাহ কার্য্য অতি শিঘ্র সম্পন্ন করিতে আমার ইচ্ছা। পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে আমি চরিতার্থ হইব।"

দুত বৃদ্ধ জমিদারের নিকট বিদায় লইয়া কিছুদিনের মধ্যে রাজমহলে প্রত্যাগত হইল, এবং রসিকলালের নিকট রাধামাধবের অভিপ্রায় প্রকাশ, করিল।

এই সময়ে সুহাসিনী অদ্ভুত দুর্গস্থিত সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে রসিকলালের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল, রসিকলাল তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মত হইয়াছিলেন।

শুভ দিনে শরৎকুমার ও সুহাসিনী রসিকলালের নিকট বিদায় লইয়া বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রারম্ভ করিলেন। তাঁহাদের সহিত অসংখ্য দাস দাসী যাইতে লাগিল। তন্মধ্যে কামাইল ও মালাগাম্বা ছিল। কামাইলের অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া রসিকলাল তাঁহাকে নগরপাল পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে তাঁহারা অদ্ভুত দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। শরৎকুমারকে সুহাসিনী এত দিন দুর্গস্থিত অদ্ভুত রহস্যের কথা কিছুই বলে নাই, এক্ষণে সমুদায় ব্যক্ত করিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাঁহারা সেই দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অদ্ভুত দুর্গ এক্ষণে রসিকলালের অধীনস্থ। দুর্গ রক্ষকেরা মস্তক নত করিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। একটী প্রশস্ত গৃহে শরৎকুমার সুহাসিনীকে লইয়া উপস্থিত হইলেন, অপর অপর রক্ষক ও দাস দাসীগণ অন্য স্থানে রহিল।

শরৎকুমার জনৈক দুর্গ রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই দুর্গে যে সন্ন্যাসী আছেন, তিনি কোথায়? আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।"

রক্ষক নত মস্তকে উত্তর করিল, "ক্ষণেক এই স্থানে বিশ্রাম করুন, আমি তাঁহাকে খবর দিতে চলিলাম।"

কিছুকাল পরে অতি ক্ষীণকায় জনৈক বৃদ্ধা বিধবা রমণী সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসীর পরিবর্ত্তে একজন বিধবা রমণী দেখিয়া সুহাসিনী ও শরৎকুমার যারপরনাই চমৎকৃত হইলেন। বৃদ্ধা রমণীর বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক হইবে না, কিন্তু তাঁহাকে ষাট বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হয়। কোন গাঢ় চিন্তা কি তাঁহাকে ঐরূপ অধিক বয়স্থা করিয়াছে?

বৃদ্ধা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াই সুহাসিনীকে সস্নেহে আলিঙ্গন পুর্ব্বক তাহার মুখমণ্ডলে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "মা! তোমাকে যে আবার ফিরিয়া পাইব, এরূপ আশা করি নাই! মা! তোমাকে বার বৎসর হইল, হারাইয়াছিলাম, এত দিন পরে হারাধন পাইলাম। মা! আমি সন্ন্যাসী নহি, আমি রাজরাণী— তোমার গর্ভধারিণী!" মহিষী পুনরায় সুহাসিনীকে আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন—অশ্রু জলে বসন সিক্ত করিতে লাগিলেন। যদি সে সময়ে সুহাসিনীর সমক্ষে স্বর্গের পরীগণ আসিয়া নৃত্য করিত, তাহা হইলেও তত্দূর বিস্মিত ও আনন্দিত হইত না। সুহাসিনী এক অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিল, চক্ষু হইতে অনবরত আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল, বাক্য উচ্চারণের ক্ষমতা রহিল না।

কমলাদেবী পুনরায় বলিলেন, "মা! তোমাকে হারাইয়া কিরূপে এই দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি, আমি রাজ মহিষী হইয়া কিরূপ কষ্টে দিনপাত করিয়াছি, শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে।"

সুহাসিনী মাতা কি প্রকার জন্মাবধি জানিত না—স্নেহময়ী জননীর যত্ন কি প্রকার জানিত না। এক্ষণে সেই স্নেহের আধার জননীকে সম্মুখে পাইয়া আনন্দের আর সীমা রহিল না। ক্রন্দন স্বরে বলিল, "মাগো! তোমার চরণ দর্শন করিয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি,

তাহা এক মুখে বলিতে পারি না। মা! আমিও রাজ কন্যা হইয়া, যে কি কষ্টে কালাতিপাত করিয়াছি, শুনিলে তুমি যারপরনাই দুঃখিত হইবে। অগ্রে তোমার কাহিনী আমার নিকট বর্ণন কর, পরে আত্ম কাহিনী তোমার চরণে নিবেদন করিয়া চরিতার্থ হইব।”

পাঠক! আপনি অবগত আছেন যে, কি রূপে হরকুমার ভ্রাতার প্রাণ নাশ করিয়া আপনি সুবাদার হইয়াছিলেন, এবং পরে ভ্রাতৃবধূর উপর কি রূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন। সে কথা এস্থলে বলিবার আবশ্যক নাই।

মহিষী বলিতে লাগিলেন, “মা! তোমার নরাধম পিতৃব্য আমাকে অবশেষে এই দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিল। আমার অমূল্য সতীত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিবার জন্য নানারূপ অত্যাচার করিতে লাগিল, প্রবোধও দিতে লাগিল। অবশেষে নরাধম আমি সম্মত হইলাম না দেখিয়া, আমাকে বিষ পান করাইয়া মারিবার চেষ্টা করিল। সুহাসিনী যে পত্র খানি তুমি এই দুর্গের মহেশ্বরের মন্দিরে পাঠ করিয়াছিলে, সে খানি আমারই হস্ত লিখিত। তোমার অবশ্যই সেই পত্রের সমুদায় কথা ভাল রূপে মনে আছে। আমি তোমার সেই নরাধম পিতৃব্যের বিষ মিশ্রিত খাদ্য সামগ্রী খাইয়া মরি নাই। সেই চিঠিতে যে রামফল নামে তোমার পিতার বিশ্বস্ত ভৃত্যের নাম পাঠ করিয়াছিলে, সেই রামফলই আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। বিষ পানে জর্জ্জরীভূত হইয়া অচেতন হইয়া পড়িলে, রামফল কোন চিকিৎসকের সাহায্যে আমার শরীরের ভিতর হইতে সমুদায় বিষ বাহির করিতে পারগ হইয়াছিল। পাঁচ সাত ঘণ্টার মধ্যে আমার পুনরায় জ্ঞান হইল। আমি পুনরায় জীবিত হইলাম দেখিয়া সে সময়ে রামফলকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলাম। বলিলাম, রামফল তুমি আমার জীবন রক্ষা করিলে কেন? আমার অসার জীবনে প্রয়োজন কি? বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করাইবার জন্য কি আমাকে বাঁচাইলে? স্নেহময়ী কন্যাকে হারাইয়াছি, তাহার জন্য চিরকাল কাঁদাইবার জন্য কি তুমি আমার মোহ ভঙ্গ করিলে? তুমি আমার পরম শত্রু! তোমার মুখ দেখিতে চাহি না! আমার সম্মুখ হইতে দূর হও!”

রামফল ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, “মাগো! জানি তোমার জীবনে আর কিছুই প্রয়োজন নাই! কিন্তু ভৃত্য হইয়া আমি কিরূপে তোমার অপঘাত

মৃত্যু চক্ষের সম্মুখে দেখি, মাগো! তুমি এমন কি পাপ করিয়াছ যে তোমার অপঘাত মৃত্যু হইবে!”

রামফলের প্রবোধ বাক্য শুনিয়া বলিলাম, “রামফল আমি মহা পাতকি! তাহা না হইলে কি স্বামী ও কন্যাকে হারাইতাম! আমি—”

রামফল আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল, “মা! আপনার সহিত এক্ষণে অধিক কথা কহিবার সময় নাই, আপনি আমার কথা মন দিয়া শুনুন:—আপনার দেবর নিশ্চয় জানিয়াছেন যে, এতক্ষণে বিষাক্ত সামগ্রী খাইয়া আপনি ইহ লোক ত্যাগ করিয়াছেন। আপনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে তিনি আমারই উপর ভার দিয়াছেন। আমি আপনার পরিবর্তে একটা শব সংগ্রহ করিয়া এই দুর্গের কোন স্থানে কবর দিয়াছি। আপনার দেবর আপনার দেহ চিতায় দগ্ধ না করিয়া কবর দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কিছু দিনের পর তিনি সেই কবর দেখিতে এখানে আসিবেন। আপনি এই মুহূর্তে ছদ্মবেশ ধারণ করুন। এমন কি, পুরুষ বেশ ধারণ করিতে পারিলেই ভাল হয়। কেন না ঐ রূপ না করিলে যদি কোন সময়ে হরকুমার কর্তৃক ধৃত হয়েন, তাহা হইলে আপনাকে তো প্রাণে বিনষ্ট করিবেনই, সেই সঙ্গে আমার উপর যে কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। মাগো! আমি আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য, মনিবের প্রাণ রক্ষা করিয়া নিজে কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে আপনি লুক্কায়িত থাকিয়া এই ভৃত্যের জীবন রক্ষা করুন।”

বলিতে বলিতে রাজমহিষী ক্ষণেকের জন্য নীরব হইলেন।

শরৎকুমার বলিলেন, “সেই ভৃত্যকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিই, সে যথার্থ প্রভু ভক্ত।”

সরল হৃদয়া সুহাসিনী ভৃত্যের এইরূপ ব্যবহারের কথা শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ মা! আমাদের সেই পুরাতন ভৃত্য আজিও কি জীবিত আছে?”

মহিষী উত্তর করিলেন, “না মা! কিছুদিন পরেই তাহার মৃত্যু হইল। আহা! তাহার গুণ আমি জীবন থাকিতে ভুলিতে পারিব না। সে আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল বলিয়াই আবার তোমাকে পাইলাম।”

ক্ষণেক পরে মহিষী পুনরায় আত্ম কাহিনী বলিতে লাগিলেন; "ঐ কথাগুলি বলিয়াই রামফল আমাকে একটী সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ ও এক সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিল, মা! আপনি এই সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আমার সহিত বাহিরে চলুন। দুর্গ রক্ষকেরা আপনার বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবে না, সন্ন্যাসী মনে করিয়া ছাড়িয়া দিবে।"

"আমি উপায়ান্তর নাই দেখিয়া রামফলের কথামত সেই দণ্ডেই আপনার পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলাম ও তাহার সহিত দুর্গ হইতে বাহিরে আসিলাম। রামফল আমাকে যে টাকা দিয়াছিল, তাহাতে সামান্য অবস্থায় থাকিলে জীবনে কোন অর্থাভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। সে ঐ টাকা তোমার পিতৃব্যের নিকট হইতে পুরস্কার স্বরূপ পাইয়াছিল। সদাশয় রামফল সেই সমুদায় অর্থ আপনি না লইয়া আমাকে দিয়াছিল—আমি টাকা লইতে বারম্বার অস্বীকার করিলেও আমাকে দিয়াছিল। আমি দুর্গের বাহিরে আসিয়া তাহার সঙ্গ ছাড়িলাম। দুর্গ রক্ষকেরা আমার বিষয় কিছুই জানিতে পারিল না। আমি তাহার পর ছয় বৎসর কাল এই দুর্গের তিন ক্রোশ দূরে কোন সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে রহিলাম। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাঁহার স্ত্রী ও একটী মাত্র কন্যা ছিল। আমি তাঁহাদের বাটীতে এরূপ ছদ্মবেশে ছিলাম যে, তাঁহারা আমাকে রমণী বলিয়া সন্দেহ করেন নাই, পুরুষ বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা আমাকে যথেষ্ট যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমার ভরণ পোষণের জন্য তাঁহাদিগকে রামফলের প্রদত্ত মুদ্রা হইতে মাসে মাসে দশটী করিয়া টাকা দিতাম। কোথা হইতে মুদ্রা পাইয়াছি, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম, ভিক্ষা করিয়া পাইয়াছি। আমি প্রাতে উঠিয়া সেই সন্ন্যাসীর বাটী হইতে বহির্গত হইতাম এবং নিকটস্থ একটী সরোবরে আসিয়া স্নানাদি সমাপন করিতাম। সেই সরোবর নিবিড় অরণ্য মধ্যে স্থাপিত, তথায় সচরাচর কোন লোক জন যাইত না। আমার যথার্থ অবয়ব লুকাইয়া রাখিবার এই সরোবরই প্রধান উপায় হইয়াছিল। কেন না সন্ন্যাসীর গৃহের নিকটস্থ কোন পুষ্করিণীতে স্নানাদি করিলে আমার যথার্থ অবয়ব সকলের সমক্ষে প্রকাশ পাইত। আমি সেই সরোবরে স্নান করিয়া বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত নিকটস্থ একটী

অশ্বত্থ বৃক্ষ মূলে বসিয়া পূজা করিতাম। বৈরনির্য্যাতন আমার সেই পূজার অভিপ্রায়। এই সময়ে আমি মধ্যে মধ্যে এই দুর্গে আসিয়া রক্ষক দিগের সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম—সুহাস! তোমার সমাচার পাইবার জন্যই দুর্গ রক্ষকদিগের সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। তোমাকে নরাধম কি করিয়াছে? জীবিত রাখিয়াছে কি না? মাগো! বলিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! আমি নানা কৌশলে তাহাদের মুখে শুনিলাম যে, নরাধম তোমাকেও কোন দূরদেশে লোক দ্বারা লইয়া গিয়া প্রাণে বিনষ্ট করিয়াছে। তুমি পৃথিবীতে নাই! আর কাহার জন্য জীবন ধারণ করি! সেই দিনই আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু ক্ষণকাল পরে মনে মনে ভাবিলাম, আত্মহত্যা মহাপাতক! শাস্ত্রে এরূপ লিখিত আছে। পূর্ব্ব জন্মে যে কত মহাপাপ করিয়াছিলাম, সেই জন্য এ জন্মে এত কষ্ট পাইতেছি; আত্মহত্যা করিয়া আবার মহাপাপে নিমগ্ন হইব! এইরূপ ভাবিয়া আত্মহত্যায় করিতে নিরস্ত হইলাম। আরও ভাবিলাম, আমার অদৃষ্টে যাহা হইবার হইয়াছে, এখন নিজের পাপ দেহ লয় হইলেই সমুদায় শেষ হয়। কিন্তু নিজের মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই পাপ অবতার দেবরের কিরূপ শাস্তি হয় দেখিব—তাহার কিরূপে মৃত্যু হয় দেখিব! আমি প্রত্যহই তাহার পাপের শাস্তি দিবার জন্য, সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রাতঃকাল হইতে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করিতাম। আমার অন্য বল নাই, কেবল জগদীশ্বরই ভরসা।”

“ক্রমে ক্রমে এই দুর্গ রক্ষকদিগের সহিত আমার অত্যন্ত আলাপ হইল। আমি নানারূপ গল্প—ধর্ম্ম কথা শুনাইয়া তাহাদিগের চিত্তরঞ্জন করিতে লাগিলাম। তাহারা আমর উপর এত সন্তুষ্ট হইল যে, একদিন বলিল, “সন্ন্যাসী ঠাকুর! আপনি এই দুর্গে থাকুন্ না কেন? আপনার নিকট প্রত্যহ আমরা গল্প শুনিতে ইচ্ছা করি।”

“প্রহরীদিগের মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলাম, অনাথার ন্যায় সন্ন্যাসীর গৃহে থাকা আমার উচিত নহে। এই দুর্গ যদিও শত্রুর অধিকারভুক্ত, তবুও নিজের বলিতে পারি। মহারাজের সহিত আসিয়া এই দুর্গের অদ্ভুত রহস্য সমুদায় অনেকবার দেখিয়াছি। এইরূপ চিন্তা

করিয়া তাহাদিগকে বলিলাম, "আমার এখানে বাস করিতে কোন বাধা নাই, কিন্তু তোমাদের প্রভু আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিবে?"

তন্মধ্যে একজন বলিল, "সেজন্য আপনার চিন্তা নাই। তিনি এই দুর্গে আসিবার পূর্ব্বে আমরা জানিতে পারি। সেই সময়ে আপনাকে সতর্ক করাইয়া দিব। আর যদিই মহারাজ দেখেন, তাহা হইলে বিশেষ ক্ষতি নাই, আপনি সন্ন্যাসী বৈত আর কিছুই নহেন, বরঞ্চ তিনি আপনার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া সন্তুষ্ট হইবেন।"

"আমি রক্ষকদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আপন বাসস্থানে যাইলাম। সেই দিন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী আমাকে বলিলেন, "আমরা অতি শীঘ্রই বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করিব মনস্থ করিয়াছি, আপনি আমাদের সহিত যাইবেন কি?"

"আমি তাঁহাদের কথায় অসম্মত হইলাম। তাঁহারা দুই তিন দিন মধ্যে সে স্থান হইতে বাস উঠাইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমার ইহাতে সুবিধা হইল। তাঁহাদের নিকট হইতে এখানে আসিবার জন্য কোন মিথ্যা ওজর করিতে হইল না। সেই অবধি ছয় বৎসর হইল এই দুর্গে বাস করিতেছি।"

"দুর্গে আসিয়াই মাংসহীন মনুষ্য এবং প্রস্তরময় মূর্ত্তি দেখিয়া আমার সেই দুঃখের সময়েও হাসি আসিল। মনে করিলাম, মহারাজ এই সকল রহস্যময় বস্তু দুর্গ মধ্যে স্থাপন করিয়া ইহাকে অদ্ভুত দুর্গ নামে খ্যাত করিয়াছিলেন।"

মাংসহীন মনুষ্য ও প্রস্তরময় মূর্ত্তির কথা শুনিবামাত্র সুহাসিনী একেবারে অধৈর্য্য হইল। ব্যস্তভাবে বলিল, "মা! অস্থিময় মনুষ্যের হস্তোত্তোলন করা এবং প্রস্তরময় মূর্ত্তির বাক্য উচ্চারণ করা দেখিয়া ও শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি! আমার হৃদয়ে কে যেন এক ভয়ঙ্কর পৌত্তলিক ভয় প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে! মা! উহা কি? অস্থিময় মনুষ্যের ভিতর কি প্রেতাত্মা প্রবেশ করিয়াছে? প্রস্তরময় মূর্ত্তিকে কোন সিদ্ধ পুরুষ কি কথা কহিবার ক্ষমতা দিয়াছেন?"

মহিষী কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া অতি নম্র স্বরে বলিলেন, "মা! উতলা হইও না, একে একে সকল বিষয় বলিতেছি।"

ক্ষণকাল পরে পুনরায় আত্ম কাহিনী বলিতে লাগিলেন, "সুহাসিনী! প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি, তখন তোমার পিতা জীবিত ছিলেন। এক দিবস আমি তাঁহাকে বলিলাম, মহারাজ! অদ্ভুত দুর্গের অদ্ভুত সামগ্রী সকল দেখিতে ইচ্ছা করি, আমাকে তথায় লইয়া চল, আমি দেখিব।"

রাজা বলিলেন, "প্রিয়ে! তাহাতে আর বিচিত্র কি! কল্যই তোমাকে লইয়া যাইব।"

"পর দিবস প্রত্যুষে আমরা অসংখ্য দাস দাসী ও রক্ষক বৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজমহল হইতে অদ্ভুত দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলাম। দুই দিনের মধ্যে আমারা এই দুর্গে পঁহুছিলাম। ক্ষণেক বিশ্রামের পর মহারাজা আমাকে এই দুর্গাস্থত অদ্ভুত সামগ্রী সকল দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে স্বর্ণ ও হীরক নির্ম্মিত অলঙ্কার সকল দেখাইতে লাগিলেন। সুহাসিনী! তুমি যে সকল অলঙ্কার এই দুর্গে দেখিয়াছিলে, মহারাজ আমাকে সেই সকল অলঙ্কার দেখাইতে লাগিলেন। আমি প্রথমে সেই সকল অলঙ্কার দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইলাম। মহারাজকে বলিলাম, "তুমি এই মহামূল্য অলঙ্কার আমাকে না দিয়া এই দুর্গে রাখিয়াছ কেন?" এই কথা বলিয়াই আমি সেই অলঙ্কারের মধ্যে দুই এক খানি লইতে উদ্যত হইলাম। তন্মুহূর্ত্তে মহারাজা বল পূর্ব্বক আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! কর কি! এই অলঙ্কার বিষাক্ত, ইহা কদাচ স্পর্শ করিও না।"

বিষাক্ত অলঙ্কারের কথা শুনিয়া সুহাসিনী ও শরৎকুমার যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "ফকির কি এই অলঙ্কারের বিষয় পাটনার ভগ্ন দুর্গে বলিয়াছিল!"

মাহিষী বলিতে লাগিলেন, "অলঙ্কার বিষাক্ত শুনিয়া আমি সিহরিয়া উঠিলাম, মহারাজকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, "অগ্রে দুর্গের সমুদায় সামগ্রী দেখ, পরে বলিব।"

"তিনি আমাকে লইয়া অস্থিময় মনুষ্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অস্থিময় মনুষ্য দেখিয়া আমার ভয়ের সঞ্চার হইল। ভয় পাইয়াছি দেখিয়া মহারাজ বলিলেন, 'ভয় করিও না! ভয়ের কারণ কিছুই

নাই।” এই কয়েকটী কথা বলিয়াই তিনি আমাকে সেই গৃহে রাখিয়া ক্ষণেকের জন্য তথা হইতে অন্য স্থানে গমন করিলেন। আমি ভয়ে ও বিস্ময়ে সেই অস্থিময় মনুষ্যদিগের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, সেই অস্থিময় মনুষ্যেরা হস্তোত্তলন করিয়া আমাকে ইঙ্গিত করিতেছে। এই ব্যাপার দেখিবামাত্র ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম, কিন্তু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি নাই। মহারাজ তখনই আমার নিকটে আসিয়া হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন, “আমি তোমাকে তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে ভয়ের কোন কারণ নাই। তোমার মত ভীরু রমণী আমি কুত্রাপি দেখি নাই!” মহারাজের কথায় আমি যার-পরনাই লজ্জিত হইলাম। সুহাসিনী! তুমি যে নিশা দ্বিপ্রহরে একাকিনী সেই অস্থিময় মনুষ্যের হস্তোত্তলন করিতে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হও নাই; তজ্জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই।”

“পরে মহারাজ আমাকে লইয়া প্রস্তরময় মূর্ত্তির গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি পূর্ব্বেই মহারাজের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, ঐ মূর্ত্তি কথা কহিতে পারে এবং দুর্গের নিকটস্থ ব্যক্তিগণ আসিয়া মূর্ত্তির সহিত সময়ে সময়ে পরামর্শ করে।” মূর্ত্তি দেখিয়া আমার ভয় হইল না, সেই মনোহর পুরোহিতের মূর্ত্তি দেখিয়া আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মিল। আমি এক দৃষ্টে মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে বোধ হইল যে, মূর্ত্তি মুখব্যাদান করিবার উপক্রম করিতেছে। দেখিবামাত্র আমার ভয় হইল, গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম, মহারাজকে দেখিতে পাইলাম না। ভয়ে ও বিস্ময়ে কাষ্ঠপুত্তলিকা-বৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম। মূর্ত্তি কিয়ৎক্ষণ পরে অতি নম্রস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কমলা! তুমি কি মানসে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ?”

মূর্ত্তির কোমল স্বর শুনিয়া আমার নূতন ভয় হওয়া দূরে থাক্, পূর্ব্ব ভয় দূরীভূত হইল। আমি মূর্ত্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমাকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে কি না? অনুগ্রহ করিয়া বলুন।”

মূর্ত্তি উত্তর করিল, “আমি জন্ম মৃত্যুর কথা বলিতে পারি না—তোমার ও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। মূর্ত্তি এই বলিয়া আর কোন কথা কহিল না।”

কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ আসিয়া আমার পিঠে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, “কমলা! প্রস্তরময় মূর্ত্তি যে কথা কহিতে পারে, এক্ষণে তোমার বিশ্বাস হইলতো?”

পরে তিনি আমাকে লইয়া এই গৃহে আসিলেন, তখন এই গৃহ সুসজ্জিত ছিল। এখানে আসিয়া আমরা উভয়ে পালঙ্কোপরি উপবেশন করিলাম। মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমলা! এই দুর্গাস্থিত অদ্ভুত রহস্যের কথা তোমার কি জানিতে ইচ্ছা হইতেছে?"

আমি উত্তর করিলাম, "অবশ্যই হইতেছে! আমি ঐ সকল রহস্যের কথা শুনিতে নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছি!"

মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "পাটনা সহরের বিষ ক্রোশ দূরে বসন্তকুমার নামে এক জাইগীরদার বাস করিতেন। তিনি আমার পরম বন্ধু ছিলেন। সুশীলা নামে বসন্তকুমারের এক মাত্র কন্যা ছিল। সুশীলার যৌবন প্রারম্ভেই সুকুমার নামে জনৈক জাইগীরদার পুত্রের প্রেমাশক্ত হইয়াছিলেন। সেই প্রণয় প্রভাবে সুশীলা গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে ঐ সকল কথা বসন্তকুমারের কর্ণগোচব হইয়াছিল। তিনি কন্যার লজ্জা নিবারণের জন্য সুকুমারের পিতার নিকট সুশীলার বিবাহের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সুকুমারের পিতা সেই বিবাহে সম্মত হওয়া দূরে থাকুক, দূতকে বলিলেন, "বারবিলাসিনীর সহিত আমার একমাত্র পুত্রের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি না!" এই কথা শুনিয়া বসন্তকুমার ঘৃতাহুতি সম জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি গোপনে গোপনে সুকুমারের পিতার বংশ নাশ করিবার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া, ঐ বিষাক্ত অলঙ্কার ও মার্ব্বল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং ঐ সকল সামগ্রী আপন অধীনস্থ কোন দুর্গে স্থাপন করিলেন। বসন্তকুমার ঐমূর্ত্তি এরূপে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন যে, কোন ব্যক্তি তাহার পশ্চাৎস্থিত দ্বারের নলে মুখ লাগাইয়া বাক্য উচ্চারণ করিলে, মূর্ত্তি মুখব্যাদান পূর্ব্বক সেই বাক্য গুলি উচ্চারণ করিবে। ঐ রূপ না হইলে সত্য সত্য প্রস্তরময় মূর্ত্তি কোন রূপেই বাক্য নিঃসরণ করিতে পারে না। বসন্তকুমার ঐ মূর্ত্তি প্রভাবে অনেক লোককে বিস্ময়াপন্ন করিয়াছিলেন। প্রস্তরময় মূর্ত্তির কথা শুনিলেই সকলে অবাক্ হইত। মনে করিত, কোন সিদ্ধ পুরুষ ইহাকে কথা কহিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। দর্শকেরা আপন ইচ্ছা মত মূর্ত্তিকে যেরূপ প্রশ্ন করিত, বসন্তকুমারের কোন ভৃত্য পশ্চাতে থাকিয়া তাহার সম্ভব মত উত্তর মূর্ত্তির মুখ হইতে নিঃসৃত করাইত। এই রূপে তিনি

সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বিমোহিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে মূর্ত্তি এরূপ বিখ্যাত ভবিষ্যৎবক্তা হইল যে, নিকটস্থ ব্যক্তি মাত্রেই কি ধনী কি নির্ধনী সকলেই কোন বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইলে, মূর্ত্তির সহিত পরামর্শ করিতে আসিত, এবং মূর্ত্তি যেরূপ বলিত, আপনাকে সেই মত চালনা করিত। বসন্তকুমার স্থির করিয়াছিলেন যে, সুকুমারের পিতা এক জন জাইগীরদার, তাঁহার সহিত অন্যান্য জাইগীরদার কিম্বা জমীদারদিগের সহিত দাঙ্গা হাঙ্গাম হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। তিনি সেই সকল ব্যাপার হইতে উদ্ধার হইবার জন্য নিশ্চয়ই গোপনে গোপনে তাঁহার দুর্গস্থিত মূর্ত্তির সহিত পরামর্শ করিতে আসিবেন; তখন তাঁহার কোন বিশ্বস্ত ভৃত্য মূর্ত্তির পশ্চাতে থাকিয়া বলিবে, "তুমি স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদিগকে এই স্থানে আনয়ন কর, এবং এই গৃহের পার্শ্বে যে কাচের আলমারিতে বহুমূল্য হীরক ও স্বর্ণ নির্ম্মিত অলঙ্কার ও অঙ্গুরীয় আছে, তাহা তুমি নিজে ও তোমার আত্মীয়বর্গকে পরিধান করাও। পুরুষেরা এক একটী করিয়া অঙ্গুরীয় অঙ্গুলীতে পরিধান করিবে এবং স্ত্রীলোকেরা এক এক খানি অলঙ্কার পরিধান করিবে। অলঙ্কার ও অঙ্গুরীয় স্ত্রী ও পুরুষদিগের কর্তৃক পরিধৃত হইলে, উহা ক্ষণেকের জন্য সকলে লেহন করিয়া, উহাদিগকে পূর্ব্ব স্থানে সাজাইয়া রাখিবে। এইরূপ করিয়া আপন ভবনে প্রত্যাগত হইলে দেখিবে যে, তোমার শত্রু নিপাত হইয়াছে।"

"ঐ সকল বিষাক্ত অলঙ্কার লেহন করিবামাত্রই তাহার ভিতর হইতে বিষ নির্গত হইয়া তাঁহাদের শরীরে প্রবেশ করিবে, এবং অবিলম্বে সুকুমারের পিতা, স্ত্রী, পুত্র ও আত্মীয় স্বজনের সহিত এককালে ইহলোক ত্যাগ করিবেন। বসন্তকুমার বিনাক্লেশে শত্রু নিপাত করিবার জন্যই ঐ মার্ব্বল মূর্ত্তি এবং বিষাক্ত অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সুকুমারের পিতার সহিত বিবাদ থাকিলে তিনি বসন্তকুমারের অধীনস্থ দুর্গে আসিয়া মূর্ত্তির সহিত পরামর্শ করিতে না আসিতে পারেন, সে জন্য বসন্তকুমার তাঁহার সহিত পূর্ব্ববাদ ত্যাগ করিয়া আলাপ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে সুশীলার ও সুকুমারের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হয় নাই। সেই মৃত্যুতে তাঁহার ক্রোধ সম্বরণ হইল। যাহাদের জন্য শত্রুতা স্থাপন হইয়াছিল, তাহারাই যখন পৃথিবী

ত্যাগ করিল, তখন আর শত্রু বধে ফল কি? এই ভাবিয়া বসন্তকুমার শত্রু বধে ক্ষান্ত হইলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বসন্তকুমার আমার পরম বন্ধু ছিলেন। মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি সেই সময়ে প্রস্তরময় মূর্ত্তি এবং বিষাক্ত অলঙ্কারের কথা আমাকে প্রকাশ করিলেন,—ঐ সকল অদ্ভুত সামগ্রী আমাকে দান করিলেন। আমি ঐ সকল সামগ্রী আনয়ন করিয়া এই দুর্গে স্থাপন পূর্ব্বক ইহাকে অদ্ভুত দুর্গ নামে খ্যাত করিয়াছি।"

সুহাসিনী ও শরৎকুমার ফকিরের মুখে মূর্ত্তি ও বিষাক্ত অলঙ্কারের বিষয় শুনিয়া বিশ্বাস করেন নাই, এক্ষণে বিশ্বাস হইল।

কমলাদেবী বলিতে লাগিলেন, "আমি সেই দিন হইতে এই দুর্গস্থিত মূর্ত্তি ও অলঙ্কারের রহস্য জানিলাম। আমি সন্ন্যাসী বেশে এই দুর্গে বাস করিতে লাগিলাম, মধ্যে মধ্যে অরণ্যে যাইয়া বেড়াইতাম। এক দিবস দেখিলাম, অরণ্যে একটী প্রকাণ্ড শিবির স্থাপিত রহিয়াছে, অনেক সৈন্যের কোলাহল হইতেছে। আমি শিবিরের নিকট গিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, রসিকলাল ও মোহনলাল শিবির হইতে বহির্গত হইতেছে। তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলাম। ক্রমে ক্রমে তাহাদের সহিত আলাপ করিলাম। তাহারা আমাকে এক জন সন্ন্যাসী বলিয়া জানিল, আমার বিষয়ে অন্য কোন সন্দেহ করে নাই। ক্রমে ক্রমে তাহাদের অভিপ্রায় অবগত হইলাম। তাহারা পিতৃব্যের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতেছে—পিতৃব্যকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনারা রাজা হইবার চেষ্টায় আছে। আমি তাহাদের দলবল দেখিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। যাহাতে তাহারা ঐ কার্য্য হইতে নিরস্ত না হয়, সেই জন্য এই দুর্গে আনিয়া প্রস্তরময় মূর্ত্তির সহিত পরামর্শ করিতে বলিতাম, এবং আমি মূর্ত্তির পশ্চাতে থাকিয়া বলিতাম, "রসিকলাল! চেষ্টা করিলে অবশ্যই তোমার পিতৃব্যকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজা হইতে পারিবে।" মূর্ত্তি যে এক জন ভবিষ্যৎবক্তা, রসিকলাল ও মোহনলাল লোক মুখে শুনিয়াছিল। মূর্ত্তির প্রমুখাৎ ঐ রূপ কথা

শুনিয়া তাহাদের দ্বিগুণ সাহস হইল—আপন দলবল অধিকতর বৃদ্ধি করিতে লাগিল। রসিকলাল ও মোহনলালের সহিত আমার এত আলাপ হইল যে, তাহারা প্রত্যহ এই দুর্গে আসিয়া আমার সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিত—পরামর্শ করিত। রক্ষকেরা কোন সন্দেহ করিত না। এমন কি, রসিকলাল আমার সাহায্যে দুই এক জন লোককে বন্দী করিয়া এই দুর্গে রাখিয়াছিল। দুর্গ রক্ষকেরা আমাকে এত বিশ্বাস করিত যে, আমি যাহা বলিতাম তাহাই বিশ্বাস করিত। রসিকলাল কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া এই দুর্গে কয়েদ করিয়া রাখিলে, আমি রক্ষকদিগকে অন্যরূপ বুঝাই-তাম।"

"সুহাসিনী! এই রূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, এক দিন দেখিলাম, রসিকলাল তোমাকে এবং এই যুবককে এই দুর্গে বন্দী রূপে আনিয়াছে। আমি জানালার ফাঁক দিয়া তোমাকে দেখিয়াই চিনিলাম। সুহাস! সে সময়ে আমার মনে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, তাহা এ মুখে বর্ণন করিতে পারি না, তাহা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কাল কষ্ট ভোগ করিয়া আমার মন এত দৃঢ় হইয়াছিল যে, আমার এক মাত্র কন্যাকে পুনরায় সম্মুখে পাইয়াও ক্রোড়ে করিয়া মুখ চুম্বন করিতে ইচ্ছা হইল না। আমি জানালার নিকট থাকিয়া তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম। তোমাদের কথার ভাবে বুঝিলাম, রসিকলাল তোমাকে আপন ভগ্নী জানিয়া কোন স্থান হইতে বলপূর্ব্বক এই দুর্গে আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু তুমি বিধবা হইয়াছ শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হই-লাম। ভাবিলাম, এ নিশ্চয়ই মিথ্যা, আমার সে কথায় বিশ্বাস হইল না। একবার মনে করিলাম, আমার ছদ্মবেশের কথা রসিকলালের নিকট প্রকাশ করি; তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া আমার তাপিত হৃদয় শীতল করি। আবার ভাবিলাম, রসিকলাল এক্ষণে রাজা হয় নাই, রাজা হইবার উপায় হইতেছে মাত্র, এ সময়ে আত্ম পরিচয় প্রকাশ করিলে একটা গোলমাল উঠিবে, এই ভাবিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। সুহাসিনী! তোমার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিবার মানসে আমিই অধিক রাত্রিতে জানালার ফাঁক দিয়া তোমার শয়ন গৃহে উঁকি মারিয়াছিলাম। রসিকলাল তোমাদের

যে এই দুর্গের অন্য কোন স্থানে বাহির হইতে বারণ করিয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, পাছে দুর্গস্থিত অদ্ভুত সামগ্রী সমুদায় দেখিয়া ভয় পাও। সুহাসিনী। এই দুর্গে তোমার সদৃশ একখানি ছবি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলে, সে তোমারই ছবি! তোমার নরাধম পিতৃব্য সেই ছবি খানিকে আপন অট্টালিকা হইতে আনিয়া এই দুর্গে রাখিয়াছিল। সেই নরাধম আমাদের কোন চিহ্ন তাহার নিকট রাখিতে ইচ্ছা করে নাই। সুহাসিনী! তুমি অস্থিময় মনুষ্যদিগের গৃহে উপস্থিত হইলে আমিই তাহাদের হস্তোত্তলন করাইয়াছিলাম। প্রত্যেক অস্থিময় মনুষ্যের হস্তের সহিত এক গাছি লম্বা সূক্ষ্ম তার এরূপ ভাবে সংলগ্ন আছে যে, দূর হইতে কোন ব্যক্তি সেই তার ধরিয়া টানিলে উহারা হস্তোত্তলন করিবে। সুহাসিনী! আমি সেই তার টানিয়া তোমাকে ভয় দেখাইয়াছিলাম—আমি তোমার সাহস পরীক্ষা করিয়াছিলাম। সুহাসিনী! তুমি প্রস্তর মূর্ত্তির গৃহে যে পুস্তক দেখিয়াছিলে, তাহা আমারই হস্ত লিখিত, এবং তাহা সেই দিনই লিখিয়াছিলাম। পাছে তুমি নূতন লেখা দেখিয়া কোন সন্দেহ কর, সেই জন্য ঐ পুস্তকে লিখিয়াছিলাম, "আমি যে সকল বাক্য উচ্চারণ করি, তাহা এক খানি পুস্তকে লিখিত হয়, এবং সেই পুস্তক সকল সময়েই নব ভাব ধারণ করিয়া থাকে, কিছুতেই পুরাতন হয় না। সহস্র সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলেও তাহার অক্ষর পড়িবার উপযুক্ত থাকে, বোধ হয় যেন কেহ অদ্য লিখিয়াছে।" তুমি সেই মূর্ত্তির গৃহে উপস্থিত হইলে, আমিই পার্শ্বের গৃহে থাকিয়া রবারের নল দিয়া কথা কহিয়াছিলাম, এবং সেই কথা মূর্ত্তির মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল। সুহাসিনী বিমলাকে উদ্ধার করিতে তোমাকে নিযুক্ত করিবার বিশেষ কারণ ছিল। তোমাকে যে আংটী দিয়াছিলাম, তাহা সম্রাট আকবর আমার স্বামীকে দিয়া বলিয়াছিলেন, "অমৃতলাল! তোমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি যদি কোন সময়ে বিপদগ্রস্ত হয়েন, তাহা হইলে এই অঙ্গুরীয় লইয়া কোন রূপে আমার নিকট উপস্থিত হইলে, আমি তাঁহাদের কষ্ট দূর করিব।"

"তোমার পিতা সম্রাটের নিকট হইতে অঙ্গুরীয় পাইয়া আমার নিকট

রাখিয়াছিলেন, এবং অঙ্গুরীয়ের গুণ আমাকে বলিয়াছিলেন। আমি উহা নিজের গলার হারের সহিত রাখিয়াছিলাম।”

“তুমি কোন রূপে বিমলার স্থানে যাইতে পারিলে, সম্রাট্ আকবারের নিকট উপস্থিত হইবে, এবং অঙ্গুরীয় দেখাইলে নিশ্চয়ই আমাদের সকল কষ্ট দূর হইবে। এই জন্যই তোমাকে বিমলা উদ্ধারের ভার দিয়াছিলাম—এই জন্যই তোমাকে সেই দুঃসাহসিক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম!”

“সুহাসিনী! আমি তোমাকে যে পত্র খানি দিয়াছিলাম, তাহাতে লিখিয়াছিলাম, ‘বিমলাকে উদ্ধার করিতে যে সকল দুঃসাহসিক কার্য্য করিবে, তাহাতে কোন বিপদ ঘটিবে না; আর যদিই ঘটে, তাহা হইলে এক অদৃশ্য ক্ষমতা তোমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবে।’ তাহার কারণ এই যে, আমি নিশ্চয় জানিয়াছিলাম, রসিকলাল তোমার পশ্চাৎ রক্ষা করিবেন।

সুহাসিনী পূর্ব্বে দুর্গস্থিত অদ্ভুত সামগ্রী দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল, এক্ষণে মাতার মুখে তাহার রহস্য জানিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, “মা! মার্ব্বল মূর্ত্তি ও বিষাক্ত অলঙ্কার যে জন্য প্রস্তুত হইযাছিল, তাহার কিছুই ফল ফলিল না। কেবল অপরাপর ব্যক্তির বিস্ময়জনক হইল।”

কমলাদেবী গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “সুহাসিনী! শত্রু বিনাশের জন্য মূর্ত্তি ও অলঙ্কার নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহারা আপন আপন গুণ দেখাইয়াছে।”

সুহাসিনী ও শরৎকুমার মহিষীর কথার ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

কমলাদেবী আবার বলিলেন, “সুহাসিনী! উহা দ্বারা আমি শত্রু বধ করিয়াছি! উহা দ্বারা আমি তোমার নরাধম পিতৃব্যকে স্ববংশে নিধন করিয়াছি!”

শুনিয়া সুহাসিনী ও শরৎকুমার একেবারে চমৎকৃত হইলেন।

কমলাদেবী বলিতে লাগিলেন, “সুহাসিনী! রসিকলাল কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া, তোমার নরাধম পিতৃব্য এই দুর্গে স্ত্রী,পুত্র প্রভৃতি লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং কি উপায়ে রসিকলালের নিকট হইতে পুনরায় সিংহাসন কাড়িয়া লইবে, সেই বিষয় মূর্ত্তির সহিত পরামর্শ করে। আমি ম্বারের নল প্রস্তাকে মূর্ত্তির মুখ দিয়া বলাইলাম, “হরকুমার! তুমি অবগত আছ, এই দুর্গস্থিত একটী গৃহে কাচের আলমারিতে বহুমূল্য হীরক ও সুবর্ণ নির্ম্মিত অলঙ্কার ও অঙ্গু-

রীয় আছে, তাহা তুমি নিজে এবং তোমার স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন যাহাদের সহিত এই দুর্গে আসিয়াছ, পরিধান কর। পুরুষেরা এক একটী অঙ্গুরীয় অঙ্গুলীতে পরিধান করিবে, স্ত্রীলোকেরা এক একখানি অলঙ্কার অঙ্গে পরিধান করিবে। অঙ্গুরীয় ও অলঙ্কার পরিধৃত হইলে, উহা ক্ষণেকের জন্য সকলে লেহন করিয়া উহাদিগকে পূর্ব্ব স্থানে সাজাইয়া রাখিবে। এই রূপ করিয়া স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগত হইলে দেখিবে যে, বিজয়নগর সম্রাট্ আকবরের সেনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। সুতরাং তুমি, আপন সিংহাসন পাইবে।"

"মূর্ত্তির মুখে ঐ কথা শুনিয়া নরাধম আর কাল বিলম্ব করিল না, সকলে অলঙ্কার ও অঙ্গুরীয় পরিধান করিয়া লেহন করিতে লাগিল। অবিলম্বেই তাহাদের শরীরে বিষ প্রবেশ করিল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে হরকুমার স্ববংশে নিধন হইল।"

"সুহাসিনী আমাকে এই ক্ষীণাঙ্গি দেখিতেছ, কষ্টে আমার অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছে, কিন্তু তখন বীরপুরুষের ন্যায় বল ধারণ করিয়া সেই সকল শব একে একে এই দুর্গস্থিত একটী কূপে নিক্ষেপ করিলাম। সুহাসিনী! আমি তোমাকে পাইয়া অধিক আনন্দিত হই নাই! রসিকলাল সিংহাসন পাইয়াছে দেখিয়া অধিক আনন্দ লাভ করি নাই! কিন্তু আমার যে শত্রু নিপাত হইয়াছে—আমার পূজা সফল হইয়াছে, দেখিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছি।"

হরকুমার যে স্ববংশে নিধন হইয়াছেন শুনিয়া, শরৎকুমার আনন্দিত হইলেন, কিন্তু সরল হৃদয়া সুহাসিনী মাতার আচরণে অসন্তুষ্ট হইল। বলিল, "মা! পিতৃব্যকে বিনাশ করা যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে বধ করিলে কেন? তাঁহারা তো কোন দোষ করেন নাই।"

কমলাদেবী কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "মা! স্বীকার করি, গর্হিত কর্ম্ম হইয়াছে, কিন্তু আমার এরূপ জাতক্রোধ জন্মিয়াছিল যে ঐ রূপ না করিয়া থাকিতে পারি নাই।"

ক্ষণকাল পরে কমলা আবার বলিলেন, "মা! আমি নরাধমের ভয়ে দ্বাদশ বৎসর পুরুষ বেশে ছিলাম, অদ্য আপন বেশ ধারণ করিয়াছি।"

মাতা ও কন্যায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপন আপন অদৃষ্ট বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল।

শরৎকুমার যে সুহাসিনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, এবং সুহাসিনীরও তাহাতে সম্পূর্ণ মত আছে, ক্রমে ক্রমে কমলাদেবী অবগত হইলেন।

এই সময়ে রসিকলাল সেই গৃহে দ্রুতপদে প্রবেশ করিলেন, এবং কমলার পদ ধূলি লইয়া বলিলেন, "মাত! আপনিই সেই সন্ন্যাসী! সন্তানের নিকট যথার্থ পরিচয় গোপন রাখিয়াছিলেন!"

রসিকলাল, শরৎকুমার ও সুহাসিনীকে বিদায় দিয়া অদ্ভুত দুর্গস্থিত সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে, তাহার কিছু পরেই রাজমহল পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এই দুর্গে উপস্থিত হইয়াছেন।

কমলাদেবী স্নেহপূর্ণ বচনে বলিলেন, "বৎস! তুমি যে নরাধমকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নিজে রাজা হইয়াছ, সে জন্য ঈশ্বরকে কোটী কোটী ধন্যবাদ দিই।"

এই রূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমত সময়ে জনৈক রক্ষক সেই স্থানে আসিয়া নত মস্তকে রসিকলালকে নিবেদন করিল, "মহারাজ! সেনাপতি মির্জা খাঁ সসৈন্যে এই দুর্গে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি এই দুর্গস্থিত সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন।"

সেনাপতির আগমনের কারণ বুঝিতে রসিকলালের বিলম্ব হইল না। তিনি তন্মুহূর্ত্তে মির্জা খাঁর নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বোধ হয় আপনি সম্রাটের আজ্ঞানুসারে সন্ন্যাসীর যথার্থ পরিচয় লইবার জন্য এই দুর্গে আসিয়াছেন?"

"হাঁ! আমি সেই জন্যই এ স্থানে আসিয়াছি।" মির্জা খাঁ উত্তর করিলেন।

রসিকলাল সন্ন্যাসীর বিষয় আদ্যোপান্ত সেনাপতির নিকট বর্ণনা করিলেন। সেনাপতি হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

রসিকলাল কমলা, সুহাসিনী ও শরৎকুমারের নিকট প্রত্যাগত হইয়া, কি অভিপ্রায়ে মির্জা খাঁ এই দুর্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া কমলা যারপরনাই আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "সুহাসিনী! আংটীর

গুণ দেখিলেতো। যে সম্রাট আকবার এক জন প্রধান সেনাপতিকে সসৈন্যে আমার পরিচয় জানিতে পাঠাইয়াছেন!"

রসিকলাল, কমলা ও সুহাসিনীকে লইয়া রাজমহলে প্রত্যাগত হইলেন শরৎকুমার ছয় মাসের পর আপন পিত্রালয়ে প্রবেশ করিলেন।

উপসংহার।

দূত দ্বারা উভয় পক্ষ হইতে বিবাহের শুভ দিন ধার্য্য হইল। মহা সমারোহে সুহাসিনী ও শরৎকুমারের বিবাহ কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইল।

বর কন্যা রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়াছে। অগ্রে পশ্চাতে হস্তি, অশ্ব, সেনা, অসংখ্য দাস দাসী যাইতেছে, এমত সময়ে দূর হইতে এক জন যুবক উন্মত্তের ন্যায় কন্যার শিবিকার দিকে আসিতে আসিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, "সুহাসিনী! তুমি আমার হইলে না! সুহাসিনী! তুমি আমার হইলে না।"

যুবক দ্রুতপদে আসিতে আসিতে একটী হস্তীর পদতলে পড়িয়া জীবন হারাইলেন। পাঠক! এই যুবক আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত প্রফুল্লকুমার। সুহাসিনীকে না পাইয়া উন্মাদ হইয়াছিলেন, এবং এইরূপে হস্তী পদতলে জীবন হারাইলেন। ধন্য, প্রেম!

এই সময়ে রণধীর ভগবান্‌কে তাহার দল বলের সহিত লুক্কায়িত বাস স্থান হইতে ধৃত করিতে পারগ হইয়াছিলেন। ভগবান্, জয়রাম প্রভৃতি প্রধান প্রধান দস্যুদিগের বিচারে ফাঁসি হইল, অপরাপরের আজীবন কারাবাস হইল।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, দস্যুরা যখন রণধীরের প্রাণ বধ জন্য, আপনাদের বাস স্থান হইতে সয়তান বৃক্ষাভিমুখে লইয়া যাইতেছিল, তখন তাঁহার চক্ষু দ্বয় বন্ধন করে নাই। তিনি দস্যুদিগের সহিত আসিতে আসিতে তাহাদের বাস স্থান ভাল রূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেই জন্য ভগবান্ এবং তাহার সঙ্গীদিগকে অনায়াসে ধৃত করিতে পারগ হইয়াছিলেন। ভগবান্ আপনার দল

বল হইয়া এরূপ স্থানে লুক্কায়িত ছিল যে, রণধীর ঘটনাক্রমে তাহার-বাস স্থানের সন্ধান না পাইলে, অন্য কেহ কখনই তাহাদিগকে ধৃত করিতে পারিতেন না।

পাঠক! দশম পরিচ্ছেদোক্ত বিজয়নলাল ও বিনোদীলালের কথোপকথন বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে। তাঁহাদের কথোপকথন কালে বলিয়াছিলেন "সাত বৎসর পূর্ব্বে গোলাম হোসেন নামে এক সিপাহী বলপূর্ব্বক কোন ভদ্র মহিলার ধর্ম্ম নষ্ট করিলে বিচারে তাহার ফাঁসি হয়। কেহ কেহ বলিতেছে, দুই দিবস হইল, সেই মৃত গোলাম হোসেন বর্দ্ধমানে আসিয়াছিল।"

চারি জন সৈনিক গোলাম হোসেনকে লইয়া একটী অরণ্য মধ্যস্থ বৃক্ষে ফাঁসি দিবার জন্য গমন করে, কিন্তু সেই সময় দুইটা ভয়ানক ব্যাঘ্র তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হওয়াতে তাহারা বন্দীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে। যথার্থ কথা বলিলে পাছে শাস্তি হয়, সেই ভয়ে প্রকাশ করে যে কয়েদীর ফাঁসি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। এই রূপে গোলাম-হোসেন জীবন পাইয়া আপন কৌশল বলে দলবল সংগ্রহ করিয়া ভগবান্ নামে খ্যাত হইয়াছিল।

কমলা দেবীর শরীর শীর্ণ হইয়াছিল, কন্যার বিবাহের কিছুদিন পরেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

রাধামাধব বৃদ্ধ বয়সে পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। শরৎকুমারের উপর জমীদারির ভার দিয়া, সস্ত্রীক ৺কাশি বাস করিলেন। শরৎকুমার জমীদার হইয়া, প্রজাবর্গের প্রতি যারপরনাই সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন—সুহাসিনীর সহিত এক মন এক প্রাণ হইয়া মনের আনন্দে দিনপাত করিতে লাগিলেন। সুহাসিনী গোবিন্দলালকে আনাইয়া একটী উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করাইল, তাঁহাকে পূর্ব্বমত আপন পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। শরৎকুমারও তাঁহাকে মান্য ও ভক্তি করিতে ত্রুটি করেন নাই।

রসিকলাল সরোজবাসিনীকে লইয়া পরম সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ সকলেই বলিতে লাগিল, 'এরূপ রাজা আমরা কুত্রাপি দেখি নাই, আমরা ঠিক যেন রাম রাজ্যে বাস করিতেছি।'

রসিকলাল আপন ভ্রাতা মোহনলালের সহিত একটী উচ্চ বংশীয় যুবতীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। মোহনলাল আপন সহধর্ম্মিনীকে লইয়া পরম সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

রণধীর সম্রাট আকবরের আজ্ঞানুসারে রসিকলালের সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন। বণিক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতার যে ক্রোধ জন্মিয়াছিল, কাল ক্রমে তাহা হ্রাস পাইল। তিনি মধ্যে মধ্যে পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখিবার জন্য কখনও বা স্বয়ং রাজমহলে আসিতেন, কখনও বা তাঁহাদিগকে আপন বাটীতে লইয়া যাইতেন রণধীর বিমলাকে লইয়া মর্ত্যসুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কানাইলকে রসিকলাল নগরপাল পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে লছমণিকে লইয়া স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে লাগিল। লছমণি রাজমহল হইতে মধ্যে মধ্যে সোমপুরে সুহাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত।

সমাপ্ত।